বিশ্বায়ন ও নারী

নাদভী

নাদভী প্রকাশনী

এই বইয়ের বহু চুম্বকাংশ হতে একটি :

'..... এটি শুধু আমাদের দাবী নয়, বাস্তব সত্য। তাই আমরা মুসলিম পরিবার ও সমাজে দেখতে পাই, তাদের সন্তানরা স্কুল হতে বাসায় ফিরেই জিজ্ঞেস করবে, আম্মু কই? বিকালে ঘুম হতে উঠেই প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? আম্মুর সাথে কোনো কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে একবার চোখের সামনে দেখতে পেলেই তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পরিবারের শুধু ছোট বাচ্চারা নয়, কলেজ-ভার্সিটি হতে বাসায় ফিরে এসে বড়দেরও প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করে এর কারণ হিসেবে যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, প্রত্যেকটি সন্তানের জন্মের পর তার নাভী কেটে মায়ের শরীর হতে পৃথক করা হয়েছে, তাই এখনো সেই কাটা জায়গাটি শুকায়নি, এ কারণেই কিছুক্ষণ পর পর তার মা কে না দেখলেই সেখানে ব্যাথা শুরু হয়।

অনুরূপভাবে যারা ভদ্রলোক তারাও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে পেতে চায়। অফিস হতে বাসায় এসেই প্রথম ডাক **'এই তুমি কোথায়?'** কোনো কাজ না থাকলেও স্বামী চায় তার স্ত্রী এসে দরজা খোলুক, অফিসে যাওয়ার সময় বিদায় দিয়ে যাক। দুপুরে বিশ্রামে যাওয়ার সময়ও যেন স্ত্রী পাশে শুয়ে থাকুক। এটি নিয়ে অনেক চিন্তা করে আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতেই স্বামী পুরো দিনের সব পরিশ্রমের কথা ভুলে যায়। যেই দিন **'ক্বাবিলতু'** বা **'ক্বাবুল'** বলে তাকে মনের গভীরে স্থান দিয়ে দু'টি হৃদয়ের মাঝে যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে, সেই দিন হতেই উক্ত নেটওয়ার্কের মাঝে বিচ্ছিন্নতা কোনো ভদ্র স্বামী মেনে নিতে পারে না।

কারণ মহান আল্লাহ্ যদি নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন চাহিদা ও কামনা, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি না করতেন, তাহলে নারীর মধু আহরণের রাস্তা যতই উন্মুক্ত করা হোক না কেন, তারা কখনো পরস্পরের সান্নিধ্যে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারতো না। আর এই প্রশান্তি লাভের লক্ষ্যে উভয়কে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্কের গভীরতা বোঝানোর জন্য বলেছেন;

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'

একজন ইংরেজ এভাবে বলেছেন;

'Fitting into each other as a garments fits the body'

তাই বলছিলাম, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি সেই অস্থিরতা ও উত্তেজনাকে নর-নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে **'ক্বাবিলতু'** বলে ঘর বাঁধতে বাধ্য করেছে। অস্থিরতা যেহেতু শান্তির প্রত্যাশী, তাই এর সন্ধানে নারী-পুরুষকে পরস্পরের দিকে চুম্বকের মত টেনে এনে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এক অকল্পনীয় সম্পর্ক স্থাপন করে দু'টি পৃথক পরিবেশ ও দুই মেরুতে জন্ম নেয়া আগন্তুককে পুরো জীবনের সকল মোড়ে ও সকল বাঁকে সংযুক্ত করে রাখে। যে সংযোগ চরম উত্তাল কুলহীন সাগরের মাঝেও কখনো Network Failure এর কোনো সংকেত না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবন তরীকে নিরাপদে চলার পথ দেখায় এবং জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও স্বামীর দৃষ্টির তৃষ্ণা মেটায়, তাই স্বামীও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতে চায়।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশ্বায়ন ও নারী

নাদভী

প্রকাশক
নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী

নাদভী প্রকাশনী
প্রফেসর নাদভী রেসিডেন্স,
বুলবুলী পাড়া
(আইআইইউসি গেইটের সামনে)
কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

বিশ্বায়ন ও নারী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

শব্দ বিন্যাস

জারীর কম্পিউটার্স
বাড়ি নং-৯৮০,
রোড নং-৭, ৪র্থ তলা
ও. আর. নিযাম রোড
জি.ই.সি. চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ : এট্যাচ এ্যাড
৩৮ মোহনা ম্যানসন, ৪র্থ তলা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান : **আযাদ বুক্স**
১৯, শাহী জামে মাসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Bishshayon O Nari
By
Professor Nadwi
Phone : 01819-548093
E-mail : ataurrahmannadwi@gmail.com

Published in Bangladesh By Nadwi Prokashoni
Professor Nadwi Residence
Bulbuly Para (in front of IIUC Gate)
Kumira, Sitakundo, Chittagong
BANGLADESH

Price : 300 Taka only

উৎসর্গ

মরহুমা আম্মা
মেহের আফজুন বেগম
ও
শ্রদ্ধেয় আব্বা
এ. বি. এম. আব্দুর রাযযাক্ব মাস্টার
যাঁদের দো'য়ায় আমি আজ ধন্য
এবং
জীবন সফরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী
নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী
আমার পারিবারিক বাগান সাজিয়ে
দুন্‌ইয়া ও আখেরাতের মুক্তির চিন্তায় কাটে যার দিবা-রজনী।

নাদভী

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথন	৫
ভূমিকা	৯
বিশ্বায়ন ও পশ্চিমা সভ্যতা	১৭
নারী এবং ফ্যাশন	৪৯
ভ্রু প্লাক ও নারী	৫৯
নারী ও স্বভাব পরিবর্তন	৬৪
কৃত্রিম চুল ব্যবহার ও নারী	৭০
শরীরের অবাঞ্ছিত পশম, নখ ও দাড়ি	৭৮
সৌন্দর্যের প্রতীক মেহেদী ও নারী	৮৭
হাই হিল জুতা ও নারী	৯০
লিপস্টিক ও ফেস পাউডার	৯২
নারী ও বিউটি পার্লার	৯৩
ক্রিম ও তৈল ব্যবহার	৯৫
পারফিউম ও সুগন্ধি ব্যবহার	৯৮
নারীর পোশাক ও শারী'য়াত	১০২
স্ত্রীর কপালে রঙ্গিন টিপ ও গুহ্যদ্বার ব্যবহার	১০৬
নারীর রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার	১১১
বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় ব্যভিচার ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম	১১৩
এইড্‌স ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিশ্বায়নের উপহার	১৩১
পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে রক্তাক্ত মানব সমাজ	১৯৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জন্মনিয়ন্ত্রণ	২২৯

প্রকাশকের কথা

প্রফেসর নাদভী সার্বক্ষণিক একজন গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। দ্বীন ভিত্তিক সমাজচিন্তক গভীর জীবন দর্শনে দক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রথিতযশা সাহিত্যিক। ইসলামিক অঙ্গনে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় একজন লেখকের নাম নাদভী। তাঁর লেখনী শক্তি সশস্ত্র সেনার শক্তির চেয়েও বেশি। তাঁর কলম যুগের ভাষায় যেমন কথা বলে, তেমনি অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহ্‌র নব প্রজন্মকে আলোকিত জীবন গঠনেরও পথ দেখায়। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বায়নের যুগে যুব সমাজের চাহিদা পূরণের স্রোতধারাকে যেমন বেগবান করে, অনুরূপভাবে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহারে লাগামহীনভাবে ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতার অপব্যবহারকারী চারিত্রিক পদস্খলের অথৈ সাগরে ডুবন্ত বাংলা ভাষাভাষী New generation এর জীবন তরী চলার পথকেও বেশ মশৃণ করে।

প্রফেসর নাদভী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র নর-নারীর পারিবারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে দিয়ে যাচ্ছেন এক গভীর দিক-নির্দেশনা। তাঁর প্রতিটি গবেষণা কর্ম মুসলিম উম্মাহ্‌র দম্পতিদের ঘুমন্ত বিবেককে নাড়া দেয়। বিশেষ করে বিচ্ছৃঙ্খল দম্পতিদের জীবন বীণার ছেঁড়া তারকে জোড়া লাগিয়ে তাদের মিলন রাগিনীকে ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে দিয়ে নব সুর বাজিয়ে পুনরায় ঘর-সংসার সাজানোর চেতনায় প্রচন্ড এক ঝড় তোলো। যৌবনের ঊষালগ্নে দেখা সেই স্বপ্ন দাম্পত্য জীবনে ফুল ফোটানোর মধুর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সোনার চাদরের অপেক্ষায় না থেকে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়েই পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

প্রফেসর নাদভীর প্রতিটি গবেষণা কর্ম অমবশ্যার রাত্রীতে গভীর সাগরে ঝড়ের মাঝে দিকভ্রান্ত নাবিকের মত দিশেহারা দম্পতি যারা অশান্ত হৃদয়ের লাগাম টেনে ধরার উপায় খুঁজে বেড়ায়, তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক যেমন

তার বাসার সঠিক সন্ধান পেয়ে যায়, তেমনি তাঁর বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে ঢিলে পড়া তারকে জোড়া লাগিয়ে বাজিয়ে তোলে প্রেমের মধুর সুর। পারিবারিক কলহের অথৈ সাগরে নিরাশায় ডুবুন্ত দম্পতিকে আশার বাণী শুনায়। তাঁর প্রতিটি লেখা শিকড় সন্ধানী হওয়ায় সকল বয়সের পাঠকদের মানবিক অনুভূতি জেগে উঠে। এ কারণেই **প্রফেসর নাদভী** আজকের যুব সমাজের হৃদয়ের স্পন্দন।

সত্য কথা হলো, তাঁর লেখনীতে রয়েছে ইসলামিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় লাগা মডার্নিজনের আধুনিক সমন্বয়। যার মাধ্যমে তিনি ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র গন্ধের ডালি সাজিয়ে পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত দম্পতিদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, হে মুসলিম উম্মাহ্‌র দাম্পত্য কলহে ক্লান্ত পথিক! ইসলামের ছায়ায় ও আশ্রয়ে এসে একবার হলেও নিজেদের পারিবারিক জীবনের ক্লান্তি জুড়িয়ে যাও। ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র নির্যাসে রসনা তৃপ্ত করে একবার হলেও দেখে যাও দাম্পত্য জীবনের সুখ ও প্রশান্তি কোথায় লুকায়িত। বিচ্ছেদের পূর্বে আরেক বার হলেও ইসলামের সৌন্দর্যের চশমা লাগিয়ে নিজ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শ্রান্ত চোখ দু'টিকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখ, স্ত্রীর চোখের গড়িয়ে পড়া অশ্রুর নীরব ভাষা নিজেদের একগুঁয়েমি ও অজ্ঞতার কারণে হারিয়ে যাওয়া প্রেমের বন্ধনটি পুনরায় অটুট বন্ধনের রূপ ধারণ করছে।

তাঁর সকল চিন্তা-চেনতা মুসলিম উম্মাহ্‌র অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়েই ঘুরপাক খায়। এই কারণেই তাঁর কলম সমাজের সর্বস্তরের পাঠকের অনুভূতিকে সর্বদা প্রভাবিত করে। আমরা মনে করি কিছু কিছু কথা এবং কারো কারো বাচনভঙ্গি বদলে দিতে পারে নিরাশার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া পরিবার ও সমাজের গতিপথ। মুক্তির তীরের সঠিক সন্ধানের আলোক রশ্মী নিয়ে হাযির হয়ে আলোকিত করে ফেলতে পারে সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তির কল্পনার সকল অন্ধকার। শুধু ব্যক্তি চরিত্রের পরিবর্তনে নয়, সমাজ বিপ্লবেও প্রচন্ড ভূমিকা রাখে কারো কারো মতাদর্শ। **প্রফেসর নাদভী** তেমনই এক ব্যক্তিত্বের নাম। তাঁর চিন্তাধারা ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সারাক্ষণ যেহেতু ঘুরপাক খায়, তাই সকল বয়সের পাঠকও খুব সহজে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

তিনি তাঁর প্রতিটি গবেষণায় ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে মুসলিম উম্মাহ্‌র ক্লান্তিলগ্নে তাদের পারিবারিক জীবনকে বিন্যাস করে আখেরাত মুখী করতে চান। বর্তমান ঘরে-বাইরে চতুর্মুখী ফিত্‌নার স্রোতে ভাসমান সমাজের *সকল শ্রেণীর মানুষকে আখেরাত মুখী জীবনে* অভ্যস্থ করতে পারলেই পরিবার ও সমাজ হতে বিচ্ছৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করেন। অতএব দুন্‌ইয়া ও আখেরাতের স্বর্গীয় জীবন উপভোগ করতে হলে ঐশী গ্রন্থ আল্ ক্বোরআনের দেখানো পথে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতেই হবে। এই কথাটি মুসলিম উম্মাহ্‌র কানে পৌঁছানোকে তিনি তাঁর জীবনের মিশন এন্ড ভিশন বানিয়েছেন।

তিনি মনে করেন, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবে বেড়ে ওঠা মুসলিম উম্মাহ্‌র নব প্রজন্ম প্রতিনিয়ত দ্বীন-ধর্ম, নীতি ও নৈতিকতা হতে দূরে সরে যাচ্ছে বলেই আজকের সমাজের সর্বত্র বিচ্ছৃঙ্খলার জন্ম হয়েছে। সমাজের ধনী-গরীব সবার প্রাত্যাহিক জীবনে অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত কতো কি ঘটে চলছে। কে এ সবের খবর রাখে? কিন্তু যারা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ তারা এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুধু খবর রাখে না তার সমাধানও পেশ করে। কারণ তারা মনে করে, আজকের প্রত্যেকটি পরিবারের বিবেচনার ধারা এবং অভিপ্রায়কে সুক্ষ্ম বিশ্লেষনের প্রচন্ড প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই এই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রফেসর নাদভীর **'বিশ্বায়ন ও নারী'** বইটি আমরা প্রকাশ করছি।

আমরা মনে করি **প্রফেসর নাদভী'র** প্রতিটি বই সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার পড়া উচিৎ। কারণ ইসলামিক স্কলারস্ ও সমাজচিন্তকদের ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ধারাবাহিক ভাবনা হতে মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল শ্রেণীর পরিবারের জন্য সুন্দর জীবন গঠন ও উপভোগের একটি অথেন্টিক রোড ম্যাপ থাকে। অতএব পারিবারিক জীবনকে স্বর্গীয় রঙে রাঙানোর জন্য তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ হতে পারে একটি মাইল ফলক। পাওয়া যাবে এখানে দাম্পত্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধান।

পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, **প্রফেসর নাদভী** যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন তখনই সেই সম্পর্কে লেটেস্ট ধারণা নিয়ে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে বিষয়টিকে তুলে ধরেন। মানব সমাজে

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত যত্নসহকারে *রেকর্ড করে কলমের মাধ্যমে সেগুলোকে ইতিহাস বানিয়ে ফেলেন।* এভাবে তিনি অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়কেও সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে পারদর্শী। যার প্রমাণ তিনি এই বইতেও রেখেছেন। খুব সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়ে কঠিন কথাগুলোও সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। এ কারণেই তার লেখা বই প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গবেষণা কর্ম হলো:

১. ফাত্ওয়া বিবাহ ও ত্বালাক্ব (আংশিক) ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
২. ফাত্ওয়ার প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৩. আরবী বাংলা অভিধান (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৪. নারী এজেন্ডা
৫. বিয়ে
৬. সংসার
৭. দাম্পত্য জীবন
৮. সভ্যতায় নারী
৯. বিশ্বায়ন ও নারী

প্রফেসর নাদভীর উপরোক্ত বইগুলো সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের পাঠকরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে এমন যুগোপযোগী ইসলামী রচনাবলী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপহার দেয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা আশা করি **'বিশ্বায়ন ও নারী'** এই বইটিও সর্ব মহলে সাড়া জাগাতে যেমন সক্ষম হবে, তেমনি সুন্দর জীবন গঠনের একটি সঠিক পথ-নির্দেশনা বলেও বিবেচিত হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং উম্মাহ্র আরো খেদমাত করার তাওফীক্ব কামনা করছি। আল্লাহ্ তাঁকে ক্বাবুল করুন। **আ-মী-ন**।

নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী
নাগড়ীপাড়া,
মোহাম্মাদপুর, মাগুরা।
২৬ ডিসেম্বর, ২০১৮

ভূমিকা

اللّٰهُمَّ إِنَّ نِعَمَكَ كَثِيْرَةٌ عَلَيَّ لَا أُحْصِيْهَا وَلَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ سُبْحَانَكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، وَأَنْتَ سُبْحَانَكَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ، وَبَعْدُ!

বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলোকে বিয়ের পর হতেই বই আকারে ছাপানোর তাকিদ দিয়ে আসছিলেন আমার জীবন সঙ্গিনী **নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী**। বিয়ের পর পরই তিনি জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত আমার লেখাগুলো একাত্রিত করে বই আকারে দেখার ইচ্ছা পোষণ করে আসছেন। তাছাড়াও তিনি আমার আরবী লেখাগুলোর বাংলা এবং বাংলাগুলোর আরবী করারও গুরুত্বারোপ করে আসছিলেন। কিন্তু করছি করবো বলে কাটিয়ে দিলাম বহু বছর। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

প্রায় দশ বছর আগে **'নারী এজেন্ডা'** নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিলো। বইটি সর্বমহলে প্রশংসিত হলেও কিছু লোকের পছন্দ হয়নি। তাই বেশ কিছু ঝামেলাও তারা করেছিলো। তবে তারা কিছু করতে না পারলেও কিছু দিনের জন্য আমার কলমকে থামিয়ে দিয়েছিলো এটি সত্য। বাংলাদেশের মিডিয়ার মত। ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে গেলেই টুঁটি চেপে ধরে। হয় বন্দুকের গুলি না হয় কলমের কালী। এটি তাদের স্বভাব। তবে সত্য কথা হলো, সব মহলেরই একই অবস্থা। মূলতঃ নিজের সমালোচনা কেউ সহ্য করতে পারে না। সবাই নিজেকে ফেরেশ্‌তা ভাবে। তাই বসেছিলাম এক দশক। কোনো প্রবন্ধ লিখলেও কেউ ছাপানোর সাহস করে না। তারপরও আরবী-বাংলায় যা লিখেছি তাও অনেক। অতঃপর আবারও স্ত্রীর পরামর্শে কলম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

নাদওয়ার ছাত্র থাকা অবস্থায়ই লেখা-লেখি করা আমার নেশা ও পেশায় পরিণত হয়েছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে অবস্থিত নাদওয়ার ক্লাস এইটের ছাত্র থাকার সময় আমার প্রথম লেখাটি সাপ্তাহিক **'সোনার বাংলা'** পত্রিকায় **'হাসানুল বান্নার ঘাতক কে?'** শিরোনামে ছাপা হয়েছিলো। এরপর হতে আমার কলম আর থেমে থাকেনি। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে যেমন লিখেছি, মুসলিম উম্মাহ্‌র অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

নিয়েও লিখেছি প্রচুর। এক সময় শুধু আরবীতেই লিখতাম। নাদওয়ার ছাত্র থাকা অবস্থায় শুধু আরবীতে প্রবন্ধ লিখেছি।

বাংলাদেশে আসার পর পরই ঢাকার বনানীতে অবস্থিত সাউদী সংস্থা IIRO (International Islamic Relief Organization) এর অর্থায়নে প্রকাশিত মাসিক **'আস্-সাহওয়াহ'** আরবী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। অতঃপর ঢাকার দারুল আরাবিয়া হতে প্রকাশিত মাসিক আরবী ম্যাগাজিন **'আল্-হুদা'** পত্রিকার দীর্ঘ পাঁচ বছর নির্বাহি সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছি। উক্ত পদে থাকাকালে বিশ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির উনিশ পৃষ্ঠাই আমি লিখতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে ঢাকা ছেড়ে আসার পর ধীরে ধীরে আরবী প্রবন্ধ লেখা কমতে থাকে। এখানেও মৃতপ্রায় একটি আরবী বুলেটিন ছিলো। সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমাকে উক্ত বুলেটিনের এডিটরিয়ল বোর্ডের সদস্য করা হয়েছিলা।

ভেবেছিলাম, এবার আরো বেশী লেখার এবং স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ হবে। আরো বড় পরিসরে লেখার যেমন সুযোগ হবে চিন্তা-গবেষণাসহ মত প্রকাশের পরিধিও বাড়বে। কিন্তু না, এখানে কিছুই করা গেলো না। সব কিছু সংকীর্ণ মানসিকতার জালে আটকা পড়েছে। কারণ বুলেটিনটি কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। ইচ্ছা হলে এটি জীবিত হতো না হলে হতো না। তাঁর পছন্দ হলে লেখা ছাপা হতো না হলে হতো না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিবর্তে এখানে জ্বী হুযুরীর দাম বেশী দেখতে পেলাম। তাই অধিনস্থরা সকাল সন্ধ্যা জপতে শুরু করলো:

You are right I am wrong,
Because you are my boss & I am your servant.

তিনি এক সময় বলে উঠলেন, আমরা স্রষ্টা আর আপনারা সৃষ্টি। স্রষ্টার ওপর সৃষ্টির কোনো কথা চলে না।

পরিশেষে মত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জায়গায়ও কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছার উপর সকল প্রকাশনীর একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। তবে এটিও সত্য, এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করা অনুচিৎ বলে আমি মনে করি। কারণ যখন যেখানে যিনি চেয়ারে বসেন তখন তিনিই হারফন মাওলা বা সব জান্তা হয়ে আবির্ভূত হন।

ভাবটা এমন, যেন তিনি ছাড়া পৃথিবীটা অচল। তাদের এমন হামবড়া ভাব দেখে আমার একটি কথা বার বার মনে পড়ে। তা হলো একবার এক কবরস্থানে একটি বোর্ড দেখছিলাম। সেখানে খুব বড় করে লিখা ছিলো: হে পথিক দাঁড়াও! জেনে নাও!!

'এখানে এমন কিছু মানুষ শুয়ে আছে,
যারা মনে করতো তারা ছাড়া পৃথিবীটা অচল।'

আর তাই এ ধরনের মানুষরা আমাকে কোনো এক সময় সেই সম্পাদকীয় বোর্ড হতে বাদ দিলো। তবে কখন এবং কী কারণে বাদ দেয়া হলো, তাও জানানোর এবং কোনো কমিটিতে আলোচনারও তাদের দরকার পড়লো না। যাকে সেখানকার মা-বাপ মনে করা হতো তিনিই ছিলেন পুরো প্রতিষ্ঠানের পলিসি মেকার অর্থাৎ সর্বেসর্বা। ইচ্ছে মতো তিনি সব করতেন। রাতে স্বপ্নে দেখতেন আর সকালে উঠে পলিসি নির্ধারণ করতেন। কারো সাথে পরামর্শ করার বা কারো কিছু বলার এবং করার কোনো সুযোগ ছিলো না। প্রয়োজন হলে নিজের বানানো নিয়ম নিজেই ভাঙতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্টো অন্যরাও মনে করতো তিনি একজন পরীক্ষিত ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ শুধু তার কলমেই রক্ষা হয়। বাকীরা সব লুটেরা। তিনি ছাড়া শুধু এই প্রতিষ্ঠান নয়; বরং পুরো পৃথিবীটাই অচল।

যাক, এসব উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু লিখেই চলছিলাম। দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতির অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম অনেক বছর। ভাবলাম পরিস্থিতি ভালো হলে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেলে সেই লেখাগুলো দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আলোর মুখ দেখবে। কিন্তু না, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই অপেক্ষার পালা বাদ দিয়ে নিয়মিত লিখতে বসে গেলাম। আল্লাহ্‌র রাহমাতে লিখতে বসেই অহর্নিশ চিন্তা ও গবেষণার স্রোতঃধারার প্রচন্ড গতি অনুভব করলাম। পেছনে জীবন সঙ্গিনী নীলের সার্পোট তো আছেই। তাই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বই পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলাম, **আল্-হামদু লিল্লাহ**। প্রতিনিয়ত পাঠকদের প্রশংসা, বিশেষ করে ভার্সিটির কলিগদের আলোচনা ও সমালোচনাসহ অনুপ্রেরণা এবং তাদের আরো নতুন বইয়ের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে কালক্ষেপণ না করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম লেখার

টেবিলে। আমার লেখার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রশংসার ভাষার স্রোতে ভেসে গেলাম বহুদূর। এভাবে বহু প্রতীক্ষা ও নির্ঘুম রাত কাটানোর পর পৌঁছে গেলাম আরো একটি নতুন রচনা **'বিশ্বায়ন ও নারী'** নামক বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায়, **ওয়া লিল্লাহিল হামৃদ**।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়, তাহলো আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই। তাই ঈমানের দাবী অনুযায়ী প্রত্যেক ঈমানদার নারীও আমার বোন। অন্যদিকে পুরো মানব জাতি আদমের সন্তান হওয়ার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বী নারীরও সুতো টান দিলে আদম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছবে, এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই বলে আমি মনে করি। তাই এখানে নির্দিষ্ট কোনো সমাজের রীতি-নীতির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং কোথায় নারীর কী অবস্থান ছিলো তা তুলে ধরে বর্তমান সমাজে নারী যে অবস্থানে পৌঁছেছে এর পেছেনে কোন্ সভ্যতা ও ধর্মের অবদান সেটি আমানাতদারীর সাথে তুলে ধরাই আমার মূখ্য উদ্দেশ্য। অতএব আমার বর্ণনা কারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন এবং চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতার সাথে মিলে গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয় মনে করবেন। কারণ আমি আপনাকে মন্দ ঠাওরানো বা আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় আঘাত করার জন্য কলম ধরিনি। নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়ে নিজেই নিজের অবস্থান হতে লিখে চলেছি।

একটি লেখা শেষ করে এবং একটি বই প্রকাশের পর মনে করি এবার একটু শ্বাস নেবো। না তার আগেই আমার ছেলে জারীর নাদভী, মেয়ে নাবেগাহ নাদভী এবং নাদেজাহ নাদভী বলে উঠে এরপর এই বিষয়ে লেখা শুরু করেন। তবে ছোট ছেলে জালীস নাদভী আমার এমন লেখা-লেখিতে বেজায় না-খোশ। কারণ সে মনে করে এভাবে তার বাবা লেখায় ব্যস্ত থাকলে সে ল্যাপটপ নিয়ে খেলতে পারবে না। তাই কিছুক্ষণ পর পর এসে জিজ্ঞেস করে **'আবী, ইলা মাতা তাকতুব?'** আর্থাৎ আর কতক্ষণ লিখবেন আব্বা। আবার কখনো এসে জিজ্ঞেস করে **'ইলা মাতা আনতাযের?'** অর্থাৎ আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো? তাই খেলার জন্য তাকে ল্যাপটপ দিয়ে মাঝে মাঝে তার ইচ্ছেও পূরণ করতে হয়।

কিন্তু আমার দাম্পত্য জীবনের কন্ট্রোলার **নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী** (এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছেলের এমন আবদার পূরণে বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, ছেলের আবদার পূরণ করতে গিয়ে তার দেয়া বিষয়টি হয়ত সময়ের অভাবে চাপা পড়ে যাবে। কারণ তিনিও প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য ও বিষয়বস্তু দিয়েই চলছেন। সাথে সাথে এ সব বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তথ্য উপাত্ত জোগান দিয়ে বলেও যাচ্ছেন, সমাজে এখন এটির খুব প্রয়োজন। তোমরা জান না, সমাজে কি হচ্ছে? রয়েল সোসাইটিতে হায়া শরমের শুধু জানাযাহ্ বের হয়নি, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তার দাফনও হয়ে যাচ্ছে। তাই এসব বিষয়ে এখনই তোমাকে কলম ধরতে হবে। সমাজকে বুঝানোর দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা না করলে এসব কাজ কে করবে। আখেরাতে আল্লাহ্কে কি জাওয়াব দেবে?

এদিকে অফিসের কলিগরাও কম বলেন না। তারাও বিভিন্ন বিষয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে অপেক্ষা করছেন। দেখা হলেই প্রশ্ন করছেন, তাঁর দেয়া বিষয়ে কবে লেখা শুরু হবে। অনেকে বলেও ফেলেন, এবার এটি শুরু করেন। কেউ বলছেন সন্তানদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে একটি বই অতি প্রয়োজন। আবার কেউ বলছেন বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে লিখা এখন সময়ের দাবী। নিজের পরিকল্পনা তো আছেই। তবে এখানে পাঠকদেরকে বলে রাখি, লিখতে বসেছিলাম **'ত্বালাক্ব'** নিয়ে। লিখেও ফেলেছি প্রায় বারোশ পৃষ্ঠার অনেক বড় একটি বই। তাই সেই বইয়ের **'বিয়ে'** অধ্যায়টিকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে **'বিয়ে'** নাম দিয়ে একটি বইও ছেপে দিয়েছি গত বছর। বাজারে আসতেই সেটি আগ্রহী ও শুভাকাঙ্খিদের হাতে হাতেই শেষ হয়ে গেছে।

অতঃপর সেই পূর্বের ত্বালাক্ব সংক্রান্ত বইটি নিয়ে যখন কাজ শুরু করলাম তখন মনে হলো, বিয়ের পরে **'সংসার'** ও **'দাম্পত্য জীবন'** নিয়েও আলোচনা হওয়া দরকার। আল্লাহ্র রাহমাতে উক্ত দু'টি বইও খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি **আল্ হামদু লিল্লাহ**। এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে যা খুঁজে পেয়েছি তা যদি পাঠকদেরকে জানাতে না পারি তাহলে নারী-পুরুষের **'সংসার'** ও **'দাম্পত্য জীবন'** আল্লাহ তা'য়ালার কত বড় নি'য়ামাত তা বুঝাই যাবে না। ইসলাম

পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান কোথায় ছিলো এবং কোথা হতে উঠে এসে মানুষ হয়ে বাঁচার সুযোগ পেয়েছে শুধু তাই নয়, পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি দানের মাধ্যমে একটি সম্মানিত জীবন পেয়েছে তা তুলে ধরাকে আমি আমার ঈমানী দায়িত্ব মনে করেছি। কারণ নারী জীবনের ইতিহাস জানা না থাকলে পুরো বিষয়টি অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির অপপ্রচারে মুসলিম নারীই নিজের আসল পরিচয় ভুলে তাদের প্রপাগান্ডার স্রোতে ভেসে যাবে। আশা করি সেই স্রোতের মুখে আমার এই বইটি সামান্য হলেও বাধা হয়ে দাঁড়াবে। **'বিশ্বয়ন ও নারী'** বইটি সেই চিন্তারই ফসল।

উল্লেখ্য যে, আমি যখনই একটি কথা শুরু করেছি তখন আগে ও পরে ক্বোরআন হাদীস এবং ইতিহাসের আলোকে সমাজের প্রচলিত অন্য চরিত্রগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে পুরো বিষয়টিকে পাঠকদের বোধগম্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর এটিকে তথ্যবহুল এবং অথেন্টিক করতে বহুঘাটে আমার তরী ভিড়াতে হয়েছে। অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি। তবে শোনা শোনা কথাকে আমি এখানে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করিনি; বরং ইতিহাসের পাতা হতে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পাঠকদেরকে বুঝানোর জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি। আমাকে এসব ঘষামাজা করতে হয়েছে দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত। নির্ঘুম কেটেছে আমার বহু রাত। শরীরের যেমন হক্ব নষ্ট হয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রী-সন্তানও বঞ্চিত হয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার হতে। তারপরও পাঠকদের কাছে অনেক কিছু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে তাঁরা যদি বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তা হলে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এবং লেখকের পুরো দর্শনও পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

এখানে একটি কথা পাঠকদেরকে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই। তা হলো, আমি কাউকে আঘাত দিয়ে এখানে কোনো কথা বলিনি। অথবা কোনো এক পক্ষের হয়েও আমার কলম চলেনি। আমি কখনো এসব নিয়ে চিন্তাও করিনা। বিশ্বায়নের স্রোতে ভাসতে থাকা বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্রগুলো তুলে ধরেছি মাত্র। আমার আলোচনা যদি নাটকীয়ভাবে কারো

ব্যক্তিগত জীবনের সাথে মিলে যায় তা হলে হয়ত তার জীবনের গতিপথও পাল্টে যেতে পারে। নিজের আঙ্গিনায় বয়ে যেতে পারে সুবাতাস। সমাজের নারী-পুরুষ যদি এই বইটি একবার পড়ে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেন তা হলে নারী সম্পর্কীয় বিষয়ে ইসলামকে অপবাদ দেয়ার কফিনে রীতিমত শেষ পেরেক ঠুকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে বলে রাখি, বিশ্বায়ন ও ইসলামে নারী বিষয়ে কাজ করা অনেক কঠিন। বিষয়টি অত্যন্ত বন্ধুর ও পিচ্ছিল, খুবই স্পর্শকাতর এবং উঁচুনিচু ও এবড়ো-খেবড়ো। তাই এই আঙ্গিনায় বিচরণকারীকে সুবিচারক বলা বড় কঠিন। তবে ইসলাম মানব জাতির আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে গত দেড় হাজার বছর হতে অথেন্টিসিটি ও নৈতিক ভিত্তি এবং শালীনতার অতি পরিচিত যে রোডম্যাপে মানব সমাজের জীবন তরীকে পরিচালিত করছে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল অভিজ্ঞতা সেটিকে যুগোপযোগী ও নির্ভুল বলে আখ্যায়িত করছে। এমন পরিবেশ মুসলিম পরিবারের নারী জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই আমার এই সামান্য প্রয়াস।

এই বই প্রকাশের পেছনে আমার অনেক আপনজনের ভূমিকা রয়েছে। অনেকে পরামর্শ দিয়ে আবার অনেকে আর্থিক সাপোর্ট দিয়ে কাজটিকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছেন। এখানে বলতে লজ্জা নেই, আমার সকল কাজের পেছনে কারো না কারো হাত থাকে। কিছু লোককে আল্লাহ্ অন্যের সহযোগিতার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কাউকে সহযোগিতা নেয়ার জন্য দুন্ইয়াতে পাঠিয়েছেন। যারা সহযোগিতা নেয়,আমি তাদের একজন। আর তাই আমি কোনো লেখা রেডি করে ছাপানোর পূর্বে বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মতামতের যেমন অপেক্ষা করি, তেমনিভাবে পুরো লেখার মাঝে কোনো অসঙ্গতিসহ প্রিন্টিং মিসটেকগুলো খুব সহজে খুঁজে পাওয়ার সুযোগও গ্রহণ করি। তারাও আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে সামনে চলার পথ দেখিয়ে দেন। এটিই আমার মূল সম্বল এবং লেখার জগতের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

আমার প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা বইটির প্রুফ রিডিং এর কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে আমার প্রতি অনেক বড়

ইহ্সান করে পাঠকদের কাছে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি আমার প্রতিটি বইয়ের বিষয়ে ছাপানোর আগে পরে বহু পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করছি তিনি তাঁর শ্রমকে ক্বাবুল করে দুন্ইয়া ও আখেরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখছি যে, আমার বইতে অনেকগুলো আরবী শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সেগুলোকে নিজেদের কথপোকথনে ব্যবহার করার জন্য পাঠকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বোল্ড করে আমি তাদের দৃষ্টিতে আনারও চেষ্টা করেছি। এসব শব্দের বানানও আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লিখেছি। এটি আমার একটি মিশন এন্ড ভিশনও বটে। অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী আমি নিজের লেখাকে সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বারবার পড়েছি। পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ ভাষাগত ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। তবুও ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তাই বলতে পারি, প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকেই গেলো। আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করার ওয়াদা করছি। যেহেতু আমি এই ময়দানে কাজ করি, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলতে পারি এরপরও ভুল থেকে যাবে। পাঠকদের চোখে ধরা পড়া ভুল আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আগামী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে **ইন্ শা আল্লাহ**। সাথে সাথে বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞজনদের যে কোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহ্ আমার শ্রমকে ক্বাবুল করে আখেরাতে নাজাতের ওয়াসীলাহ করুন, **আ-মী-ন**।

নাদভী

বাড়ি নং-৯৮০, রোড নং-৭,
ও. আর. নিযাম রোড, চট্টগ্রাম।
২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

বিশ্বায়ন ও পশ্চিমা সভ্যতা

আজ বিশ্বব্যাপী অপশক্তি বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। নিত্য নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করে তারা উন্নয়ন ও আধুনিকতার লেবেল লাগিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করে ভোগ বিলাসের রাস্তা উন্মুক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, যখনই কোনো দল বা গোষ্ঠী এহেন অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে তখন অন্য সব দুর্বল জাতি ও গোষ্ঠীকে টার্গেট করে সাধারণ জনগনকে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর বুলি আওড়ানোর পন্থা অবলম্বন করে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছে। এ ভাবে পৃথিবীব্যাপী সবলরা নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে একই পন্থায় বস্তুবাদী ও ভোগবাদীরা যুগ যুগ ধরে দুর্বলের টুটি চেপে ধরে নিজেদের দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গিন স্বপ্নের অস্ত্র ব্যবহার করে চলছে।

পশ্চিমা জগত বিশেষ করে আমেরিকা আজ আধুনিক প্রযুক্তিতে নিজেদের হামবড়াকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ সুবাদে তারা গরীব রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা খুঁজে বের করার মাতব্বরি ও ঠিকাদারীর স্কীম নিয়ে আজ মাঠে ময়দানে সরগরম। এমন কি সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাউদী আরবকে বলেই দিয়েছে যে, আমেরিকার শক্তি ছাড়া সাউদী সরকার দুই সপ্তাহও টেকবে না। তাই সহযোগিতার নামে ট্রাম্প সাউদী সরকারকে একটি সতর্ক বার্তা শুনিয়েছে। সাথে সাথে বিশ্বকেও নিজের সুপার পাওয়ার হওয়ার সংবাদ জানিয়ে সাউদীকে তার হাতের মুঠোয় রেখেছে বলে জানিয়ে দিয়ে অন্যদের মাঝেও ভয়-ভীতি সৃষ্টির কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে এ সব মাতব্বররা নিজেদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ধুয়া তুলে গরীব রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সকল চাবিকাঠি তাদের দেশের কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে

দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গরীব রাষ্ট্রের যৎসামান্য অর্থ ছিল তাও গ্রাস করার এক মহা ফাঁদ পেতে বসেছে। অতঃপর উক্ত কোম্পানীগুলো হতে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠা হলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। কোম্পানীগুলো যেহেতু এই সব মাতব্বরদের দয়ায় বিশ্ব বাজারে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে, তাই ট্যাক্স দিতেও তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। উন্নত বিশ্বের মোড়লরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনো New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, কখনো Globalization বা বিশ্বায়নের নামে নতুন নতুন অস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছে। ইয়াহুদী পলিসি ও কর্মপন্থা নির্ধারকরা (Think tank) এই সব নিত্য নতুন ভাষা ও পরিভাষাকে জন্ম দিয়ে নিজেদের প্রতি বিশ্বের অনুন্নত রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

এখানে আনন্দের বিষয় হলো, যখনই পৃথিবীর কোথাও এসব ষড়যন্ত্রের স্লোগান উঠেছে, তখনই মুসলিম উম্মাহ্‌র মুক্ত চিন্তা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর Negative & Positive বা ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে তাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য কোমর বেঁধে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। তাই এখানে আমরা বলতে পারি, এটিই উম্মাতে মুসলেমার একক বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর যেখানে যখনই কোনো নতুন স্লোগান উঠেছে বা জাতিকে কেউ নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে, যার মূল টার্গেটই হলো ইসলাম ও মুসলিম বা Interfere to Islam and Muslim Personal Law তখনই মুসলিম মনীষীরা এসব ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা হতে মুসলিম উম্মাহ্‌কে সতর্ক করার জন্য সর্ব শক্তি ব্যয় করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের প্রথম ও মধ্য যুগে এরূপ বহু অপশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তারা এমন ভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, আজ তাদের অস্তিত্ব জাদুঘরেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব আমরা বলতে পারি বিশ্বায়নের যুগেও উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্বশীলদের উপর ঠিক একই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) ইমাম মালেক (৯৩-১৯৭ হি.) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (২২ জানুয়ারী ১২৬৩-২০সেপ্টেম্বর ১৩২৮) মোজাদ্দেদে আলফে সানী (১৫৬১-১৬২৪) শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২) সৈয়্যদ আহমাদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) বালাকোটের শহীদ ঈসমাইল (২৬ এপ্রিল ১৭৭৯- ৬ মে ১৮৩১) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা কাসেম নানুতবী (১৮৩৩-১৮৮০) আল্লামা রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, স্যার সৈয়্যদ আহমদ (১৭ অক্টবর ১৮১৭- ২৭ মার্চ ১৮৯৮) নাদওয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী, আল্লামা শিবলী নো'মানী (৩ জুন ১৮৫৭-১৮ নভেম্বর ১৯১৪) সৈয়্যদ সোলাইমান নাদ্‌ভী (২২ নভেম্বর ১৮৮৪-২২ নভেম্বর ১৯৫৩) এবং আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদ্‌ভী (৫ ডিসেম্বর ১৯১৩-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) (রাহ.) এর উপর।

আজ আরবী ইংরেজীসহ পৃথিবীর সকল মিডিয়া Globalization বা বিশ্বায়ন নিয়ে যে ভাবে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে যেন এটি ছাড়া আর কোনো বিষয় আজ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। কারণ তাদের মতে তৃতীয় বিশ্বকে বিশ্ব বাজারে স্থান পেতে হলে বিশ্বায়নের পথেই অগ্রসর হতে হবে। এই চিন্তা চেতনাকে তৃতীয় বিশ্বের মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। সর্বত্র ছোট বড় সবার ব্রেইন ওয়াশের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আর যারা এর বিরোধিতা করছে, তাদেরকে সেকেলে এবং পশ্চাদমুখী বলে গালী দিয়ে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

অথচ এই বিশ্বায়নই হলো পশ্চিমা উপনিবেশবাদের আরেক রূপ। যার উদ্দেশ্যই হলো প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করে তাদের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের জীবন ও সমাজকে নিজেদের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করা। পরিশেষে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের দ্বীন ও ধর্মের পরিবর্তন করার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্র হতে তাদের মুলোৎপাটন করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ কড়া গন্ডায় আদায় করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা। কেননা উপনিবেশবাদের মূল ভিত্তিই হলো স্বজনপ্রীতি ও উগ্রজাতীয়তাবাদ।

এই দু'টি কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণেই সমগ্র পৃথিবীকে তারা গ্রাস করার পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর উপর নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে স্নায়ুযুদ্ধ চালিয়ে আসছে। পক্ষপাতিত্ব ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কারণে পৃথিবীর পুর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণকে তাদের মুরুব্বী মেসিডোনিয়ার সম্রাট আলেকজান্ডার (২০ বা ২১ জুলাই ৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-১০ বা ১১ জুন ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গ্রিকদের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল। যাতে করে পৃথিবীর কোথাও গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছাড়া আর কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যায়। এরপর রোমানরা বাপ নম্বরী বেটা দশ নম্বরীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভাষা ও সভ্যতার পরিবর্তে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিয়ে সর্বত্র তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো।

তবে তা হয়ে উঠেনি বলে সর্বত্র উপনিবেশ (Colony) স্থাপনের এই তুফান এখনও আপন গতিতে চলছে। বর্তমানে যাকে আধুনিক যুগের আবিষ্কার ও চাহিদা বলা হচ্ছে, এটিও সেই পুরনো মদ যা নতুন বোতলে বিশ্বের সামনে পেশ করা হচ্ছে। তবে এখন কিছু মুসলমান নামধারীকে নারী ও অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সহযোগিতায় মুসলিম দেশ ও সমাজে পূর্বের চেয়ে আরো প্রচন্ড বেগে এই তুফান শুরু হয়েছে। তাই এখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। পশ্চিমা শক্তি আজ সমুদ্র পথে এবং আকাশ পথে মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্বের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একই প্রক্রিয়ায় তারা ভারত বর্ষের তদানীন্তন মুঘল শাসনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ ১৫২৬ সাল হতে শুরু হয়ে ভারতে মুঘলদের শাসন চলছিলো প্রায় তিনশ বছর।

উক্ত দু'টি কারণেই পৃথিবীর একটি নতুন ভৌগোলিক চিত্র আজ আমাদের সামনে ভেসে উঠেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সকল জাতি ও গোষ্ঠীর কৃষ্টি-কালচারের মাঝের দূরত্বকে গুছিয়ে এনে সকল পার্থক্য তুলে দিয়ে তাদের বাত্লানো সভ্যতাকে সর্বত্র চালু করা যা স্বপক্ষপ্রীতির এক জ্বলন্ত প্রমাণ। যেহেতু পশ্চিমারা দীর্ঘ দিন হতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে

প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে, পুনরায় তারাই এখন সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্বকে শাসন করার জন্য এই বিশ্বায়নের পোশাক গায়ে দিয়ে ঔপনিবেশিকতার ঝান্ডা হাতে নিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের এহেন প্রস্তুতি দেখে মনে হয়, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে তথা সর্বত্র তাদের জয় জয়কার হয়ে যাবে। সবার মনে এখন প্রশ্ন জেগেছে বিশ্বায়ন মানে কি? Globalization কাকে বলে? এবং কি করে পশ্চিমা শক্তি সমগ্র বিশ্বকে একই থলীতে আবদ্ধ করতে চাচ্ছে? তাই যারা দেশ ও জাতি, ভাষা ও সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ নিজেদের ধর্ম-কর্ম এবং পরিবার পরিজন নিয়ে একটু চিন্তা করে এ সব প্রশ্ন আজ তাদের সকলের।

নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে আমার যৎ সামান্য পড়া-শোনা, চিন্তা ও গবেষণার অভ্যাস, সেই অনুযায়ী উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর যে উত্তর আমি খুঁজে পেয়েছি তা হলো, বিশ্বায়ন পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার শুধু একটি কর্মপদ্ধতিই নয়; বরং এটি পুঁজিবাদের জালে পুরো মানব সভ্যতা ও সমাজকে বন্দী করে ফেলার একটি চতুর্মূখী কর্মপন্থার নাম। সমগ্র পৃথিবীতে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পশ্চিমাদের অস্তিত্ব প্রমাণের এটি একটি নব কৌশল। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, বিশ্বকে কন্ট্রোল করে সকল গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও চিন্তা চেতনাকে ধুলিস্যাৎ করে ধর্মীয় ও পারিবারিক বন্ধনের সকল বৈধ ও হালাল পন্থাকে সেকেলের এবং পশ্চাদগামী ঘোষণা দিয়ে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের মাতব্বরি করে সমাজের সকল শ্রেণীর মাঝে যৌনতা ছড়িয়ে দেয়ার নামই হলো বিশ্বায়ন।

আরব ইসলামী চিন্তাবিদ ড. তুর্কী দুবাই হতে প্রকাশিত "আল খালীজ" পত্রিকার ২০০০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই সম্পর্কে খুব চমৎকার লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে Globalization বা বিশ্বায়নের অর্থ হলো পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার জবরদখল ও আত্মসাৎ করে তার স্থলে পশ্চিমা বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনাসহ মানব সমাজে সকল পাপাচার ও অনাচারকে চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।" [১]

১- বিস্তারিত দেখুন : "আল খালীজ" ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং

আরব স্কলার ড. মোস্তফা World Assembly of Muslim Youth (WAMY) এর পরিচালনাধীন Monthly Islamic Future এ বিশ্বায়ন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত লিখতে গিয়ে লিখেছেন "বিশ্বব্যাপী সকল কৃষ্টি কালচারের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তা এই স্লোগানের মাধ্যমে কমিয়ে আনা কিন্তু বিশ্বায়নের হোতাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল জাতিগত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে পশ্চিমা সভ্যতার অধীনে পরিচালিত করার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টার নামই হলো Globalization বা বিশ্বায়ন। মানবীয় সকল বৈশিষ্ট্যকে তুলে দিয়ে মানব ও মানব সভ্যতাকে পশুত্বের কাতারে এনে দাঁড় করানোই হলো যার মূল উদ্দেশ্য।" [২]

অতএব বিশ্বায়নের উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে যে ফলাফল আমাদের সামনে ভেসে উঠে তা হলো, সমগ্র বিশ্বের ভাষা হবে একই। ছোট বড় ধনী-গরীব সকল রাষ্ট্রের সাথে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য চলবে। সবার অর্থনীতি ও রাজনীতিও হবে এক। একই আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পোষণ করবে বিশ্বের সকল মানুষ, জাতি ও গোষ্ঠী। এ সব পলিসিকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী একই শিক্ষানীতি চালু করা হবে। তাই বিশ্বায়নকে ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি কি? এ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার জন্য এটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) রাজনীতি
(খ) অর্থনীতি ও
(গ) সংস্কৃতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বও তারাই দিচ্ছে। আজ জাতিসংঘই বিশ্বায়নের রাজনীতি সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। অর্থনীতি পরিচালনা করছে World Trade Organization এবং সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘের অধীনস্থ কতোগুলো সাব-কমিটি যার কাজ হলো বিশ্বের সকল ভাষা ও চিন্তার জগৎকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে

---

[2]- Monthly Islamic Future. May 2002.

তাদের নিজস্ব গতিতে পরিচালনা করা। মূলকথা Globalization এর Political System এর উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করা। যার মাধ্যমে যে কোনো দেশের Internal & External Affairs বা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যাপার নিয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যখন তখন হস্তক্ষেপ করার রাস্তা উন্মুক্ত করা। এভাবে সমগ্র বিশ্বে তারা একাই International Police এর ভূমিকা পালন করে তাদের রচিত তথাকথিত আইন অমান্যকারীকে ইচ্ছা মত শাস্তি দেয়া। তবে তাদের সকল ইচ্ছা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ না হলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজ তাদের পুরো কন্ট্রোলে চলে এসেছে।

তাই আমরা Globalization বা বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে আজ ছোট বড় সবার হাতের মুঠোয় দেখতে পাচ্ছি। আমরা বিভিন্ন সময়ে শুনে থাকি, সিনেমা হলে এখন আর ভালো মানুষ যায় না। ভালো মানুষ বলতে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক পরিবার পরিজন নিয়ে সিনেমা হলে যায় না। এর কারণ হিসেবে যা বলা হয়ে থাকে তা হলো, ভালো সিনেমা আজ কাল তৈরী হচ্ছে না। তাই সিনেমা হলে গিয়ে কেউ সিনেমা দেখে না। তবে কেউ কিন্তু FDC বা চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার লোকজনকে ভালো সিনেমা তৈরীর দিক নির্দেশনা দিচ্ছে না। বা দেয়ার পরও তারা শুনছে না বিষয়টি কিন্তু এমন নয়।

আমি যেহেতু এই জগতের লোক নই তাই ভালো সিনেমার Definition বা সংজ্ঞা কী তা আমার না জানারই কথা। তবে গ্রাম গঞ্জের হাট বাজার হতে শুরু করে রাজধানীর ভি আই পি এলাকা পর্যন্ত যে চিত্র এবং পত্র-পত্রিকার যে ভূমিকা তা দেখে আমি যা বুঝলাম, তা হলো চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কর্তা ব্যক্তিদের কোনো দোষ নেই। তাদের তৈরী সিনেমা ভালো কি মন্দ তা আমি বলবো না। তবে সিনেমার দর্শকদের রুচির জিনিস যেহেতু সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাই সিনেমা হলে উক্ত শ্রেণীর ভীড় না লাগারই কথা। সুতরাং যারা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখছে তাদের এবং উক্ত শ্রেণীর মধ্যে এই দিক দিয়ে কোনো ব্যবধান নেই বললে ভুল হবে না।

সিনেমা হলে গিয়ে আমরা সিনেমা দেখি না। বাসায়ও বউ বাচ্চাদের নিয়ে এসবের পেছনে সময় নষ্ট করে গুনাহের পাল্লা ভারী করি না। তারপরও যে

মুক্তি মেলছে বিষয়টি এমন নয়। কারণ সিনেমার পোস্টার আমাদের বাসা বাড়ীর দেয়াল এবং স্কুল কলেজের সামনে লাগানো হচ্ছে। চলতে ফিরতে এসব প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছেই। সে গুলো দেখে যা বুঝে আসছে তা হলো যে সিনেমা যত বেশী উলঙ্গপনা ও যৌন উত্তেজনা নিয়ে তৈরী তার সিডি তত তাড়াতাড়ি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব এমন সব সিনেমা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ কক্ষে একবার নয়, দশবার দেখতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। গানও আমরা শুনি না, শুনার আগ্রহও নেই। প্রয়োজনও মনে করি না। তারপরও রাস্তা-ঘাটে চলার পথে আমাদের কানে অহরহ গানের আওয়াজ ভেসে আসে। দুপুরে খাবারের পর বাসায় একটু বিশ্রাম, রাতে একটু ঘুম বা নিরিবিলি একটু পড়া-শোনা এবং গবেষণাও অনেক সময় গানের অসহ্য আওয়াজের কারণে হয়ে উঠে না।

আপনি বিশ্বের যে দিকে তাকাবেন সেদিকেই পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। সব পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চালানো হলেও বিবেকবান লোকেরা কিন্তু সব পরিবর্তকে উন্নয়ন খাতে স্থান দিতে পারে না। কারণ এসব উন্নয়ন ক্বিয়ামাতের আলামাত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে এই সংক্রান্ত একটি হাদীস দেখতে পাই। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسولُ الله ﷺ يومًا بَارزا للنَّاس، فأتاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: مَا المسؤولُ عَنْها بأعلمَ منَ السَّائل، وَلكن سأخْبرُكَ عَنْ أشْراطها، إذا وَلَدَتِ الأمةُ رَبَّتَها، فَذَلكَ منْ أشْراطها، وإذا كانت الحفاةُ العُراةُ رؤوسَ النَّاس، فَذَلكَ منْ أشراطها، وإذا تَطَاوَلَ رِعاءُ الغَنَم في البُنْيَان، فَذَلكَ من أشْرَاطها)[৩]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (স.) প্রকাশ্যে সবার সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্বিয়ামাত কখন হবে? উত্তরে রাসূল (স.)

৩- رواه البخاري، رقم الحديث: ٤٧٧٧

বললেন, যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে বেশী জানেন না। কিন্তু আমি তোমাকে এর কিছু নিদর্শন বর্ণনা করবো। যখন দাসী নিজ মনীবকে প্রসব করবে, এটি ক্বিয়ামাতের নিদর্শন। আর যখন নগ্নপদ এবং নগ্নদেহ ব্যক্তিগণ লোকদের নেতা হবে। আর যখন ছাগল বা মেষ পালকরা বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণে বাড়াবাড়ি করবে, এটি ক্বিয়ামাতের নিদর্শন।'

উল্লেখিত হাদীসটিতে বর্ণিত ক্বিয়ামাতের সব কিছুই এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তবে বিবেকবানরা গ্রহণ না করলেও কিন্তু ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই এসব উন্নয়নকেই কিন্তু জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মনে করে কোনো বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে নিচ্ছে। আর মনের আনন্দে গেয়ে উঠছে **'দুন্ইয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি কর, আগামী কাল বাঁচবে কিনা বলতে পার।'** আমাদের দেশের গ্রাম গঞ্জেরও একই পরিবেশ। সব কিছুতে যৌন সুড়সুড়ি মূলক আবেদন নিবেদন। কেউ কোনো বাধা মানছে না। এসব উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আজ সমাজের ছোট বড় সবার মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তাই সবাই এটির প্রাক্টিসের সুযোগ সন্ধানে জীবন ও যৌবন নষ্ট করে ফেলছে।

সকল প্রকারের বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদকরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া ছাড়াও পোস্টারে ছেয়ে গেছে দূর দুরান্তের গ্রাম গঞ্জের হাট বাজার। চমৎকার বক্তব্য, আকর্ষণীয় নারীর অঙ্গি ভঙ্গি ও বিরাট মূল্যহ্রাস এ সবের কারণে আপনি এমন পোস্টার পড়তে বাধ্য হবেন। শুধু তাই নয়, এ সব পণ্য নিয়ে এসে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের হাতেও তুলে দিবেন। রেডিও টিভিতে জন্ম নিয়ন্ত্রনের আধুনিক পদ্ধতির নামে বেহায়াপনা এবং বিল্ডবোর্ডের মাধ্যমে নারীর বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত একটি পণ্যের সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচার করে পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোনের মাঝের লজ্জা শরমও তুলে দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের কালচারের বন্যায় শুধু দেশ ডুবে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের মন-মগজ ও অনুভূতিকেও ধুয়ে মুছে নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে এসব নতুনত্ব ও উন্মুক্ততার কারণে ঘর হতে রেব হলেই এমন সব পোস্টার ও গান শুনতে মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে এবং ভাই-বোন সবাই আজ বাধ্য। তাছাড়া পোস্টার

এখন শুধু নারীর ছবি ও গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইশারা ইঙ্গিতের কোনো আবেদন নিবেদনকে এখন পুরাতন ও সেকেলের মনে করা হচ্ছে। এগুলো প্রাচীন যুগের বলে প্রত্যাখ্যান করে আধুনিক যুগের নামে আরো অন্য কিছু প্রতিনিয়ত চাওয়া হচ্ছে। নারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া এবং শুধুমাত্র প্যান্টি-ব্রা পরা নারীর নগ্ন বুকের উপরে পুরুষের শুয়ে থাকার দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে লাগাতে এখন কারো লজ্জা করে না। তেমনিভাবে মাসজিদ মাদ্‌রাসার দেয়ালে লাগানোর মধ্যেও কেউ এখন নিজেদের ঈমানের দুর্বলতা খুঁজে পায় না। এখন এ সব কেউ মাইন্ডও করে না। পরিশেষে মাসজিদের সামনেই এখন প্যান্ডেল তৈরী করে হর হামেশা গান-বাদ্যের আসর জমালেও মন্দিরের সামনে সামিয়ানা টাঙিয়ে দ্বীনী মাহ্‌ফিলের আয়োজনের কথা কেউ কল্পনা করে না। কারণ ইসলাম এমন কাজ করাকে কখনো সমর্থন করে না।

টাইটফিট কাপড় এবং স্বল্প বসনার কারণে নারীর শারীরিক গঠন পরিষ্কার হওয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং কাবীরাহ্ গুনাহ্। কারণ এমন কাপড় পরিধান করা না করা সব সমান। এ ধরনের কাপড় পরিধানের কারণে সমাজে আরো বেশী ফিত্‌না সৃষ্টি হচ্ছে এবং যত্রতত্র নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এখানে আমাদের নারী সমাজকে বুঝতে হবে যে, পর্দার কারণে শুধু নারীর ইয্‌যাত রক্ষা হচ্ছে বিষয়টি এমন নয়, একজন নারীর পর্দার কারণে সকল বয়সের হাজার হাজার পুরুষও কাবীরাহ্ গুনাহ্ হতে রক্ষা পাচ্ছে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রও ঠিক থাকছে। যারা এ ধরনের পোশাক পরিধান করে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)[٤]

٤- صحيح مسلم، رقم الحديث: ٢١٢٨، مسند إمام أحمد، رقم الحديث: ٨٦٥٠

'রাসূল (স.) বলেছেন: জাহান্নামীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা লোকদেরকে মারবে। আর একদল নারীদের। তারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ (কিছু অংশ আবৃত করে, রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছায় কিছু অংশ খোলা রাখে, দেহলাবণ্য দেখানোর জন্য পাতলা কাপড় পরিধান করে) বিচ্যুতকারিণী ও স্বয়ং বিচ্যুত (কুকর্মগুলো প্রকাশকারিনী, নিজের জাঁকজমক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রদর্শনকারিনী। এরূপ সাজসজ্জা ব্যভিচারিণী ও বেশ্যা প্রকৃতির মেয়েরাই সাধারণত করে থাকে) বুখতি উটের কুঁজের মত তাদের চুলের খোঁপা। (খোঁপা মটকার মত করে বাঁধে, যে দোপাট্টা, রূমাল ইত্যাদি পেঁচিয়ে বুখতি উটের কুঁজের মত বড় ও উঁচু করে) এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না শুধু তাই নয়, তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।'

উপরোক্ত হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, রাসূল (স.) দেড়হাজার বছর পূর্বে যা নিষেধ করেছেন তা এখন আমাদের নারী সমাজ সেই নিষিদ্ধ কাজটিকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে করে চলছে। যে কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে নারীর চুলের খোঁপা দেখলে এই হাদীসটি পুরোপুরি বুঝে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। নারীরা এখন মনে করে তার আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনসহ আসল সৌন্দর্য প্রকাশ করতে হলে তার ড্রেস ও মেক-আপের সাথে মিলিয়ে চুলের খোঁপা না বাঁধলে তার সাজটাই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাদের পরিধেয় পোশাকের অবস্থাও এমন। তাই নারীদের ছোট কাপড় পরিধান করাকে ইসলাম নিষেধ করেছে। বা এমন কোনো কাপড় যা পরিধানের পর শরীরের সব কিছু পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে এমন পোশাকও নিষেধ করেছে। এমন কাপড় শুধুমাত্র যার কাছে এবং যার জন্য পরতে পারবে সে হলো স্বামী। যার কাছে নারীর কোনো পর্দা নেই। আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[5]

'নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভূক্ত দাসীদের বেলায় এটি নিন্দনীয় নয়।'

৫- সূরাতুল মু'মেনূন, আয়াত নং-৬

এই জন্যই আমরা অন্যত্র দেখতে পাই, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা একটি সম্পর্ক। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এই সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾[৬]

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'

অতএব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ইচ্ছে মত একে অপরকে দেখতে পারবে। এর বাইরে কিছু করতে হলেই শারী'য়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে করতে হবে। অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণে ইসলামের বিধানও নারী-পুরুষের জন্য পৃথক। তাই ইসলাম শুধু নারীকে পর্দা করতে বলেছে পুরুষকে নয়। পর্দার হুকুমটি আল্ ক্বোরআনে এভাবে এসেছে:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[৭]

'হে নাবী! মু'মিন নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযাত করে। আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে।'

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ্ যে কিতাবে এবং যে আয়াতে নারীদেরকে পর্দার হুকুম দিয়েছেন ঠিক ঐ একই কিতাবে এবং একই আয়াতের পূর্বের আয়াতে তিনি পুরুষদেরকেও দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দিয়েছেন। ক্বোরআন এটিকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[৮]

'হে নাবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখে।'

উপরোক্ত আয়াতের শিক্ষাকে মন ও মস্তিষ্কে রেখে বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে লজ্জাবতি নারীকে সমাজে যেমন সম্মানিত মনে হয়, অনুরূপভাবে

৬- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৭

৭- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩১

৮- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩০

লজ্জাশীল দৃষ্টি পুরুষকেও অন্যদের মাঝে এক মহা শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সমাজে তাকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। আত্মসম্মানবোধ একজন মা ও লাজুকতা যার ভূষণ এমন এক মায়ের সন্তান বলে সে অন্যদের মাঝে পরিচিতি লাভ করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের দু'চোখের মধ্যে ছাব্বিশ কোটি বাল্ব রেখে ১৪ লক্ষ তারের মাধ্যমে বান্দার ব্রেনের সাথে সেগুলোর জয়েন্ট দিয়ে তাকে দুনইয়ার ভাল মন্দ পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন। বান্দার চোখে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি তার কাছে বিল পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র একটি। আর তা হলো **"তোমার দৃষ্টি সংযত রাখ"**।

তাই বলছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো পর্দা নেই। এখানে স্ত্রীর কী দেখা যাবে আর কী দেখা যাবে না এসব অনর্থক প্যাঁচালে না জড়ানোই উত্তম। এখানে নিজেদের খুশী মত সব কিছু করা যাবে। এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) হাদীসে দেখতে পাই, আয়েশাহ্ (রা.) বলেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ- بَيْنِي وَبَيْنَهُ- وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ. وفي رواية: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ)[১]

'আয়েশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি আমার আগে পানি নিয়ে নিতে চাইতেন। তখন আমি তাঁকে বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন (এটি মূলতঃ স্বামী-স্ত্রীর এক ধরণের রসিকতা ও আমোদ ফুর্তি)। তিনি আরো বলেন, আমরা ফার্য গোসল করতাম। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, একই পাত্রে আমরা হাত ঢুকিয়ে দিতাম।'

উপরোক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হলো যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো পর্দা নেই। এর বাইরে সবার কাছে সতর ঢাকতে হবে। টাইটফিট কাপড় পরে কোনো অবস্থাতেই পর পুরুষের কাছে এমন কি নারীদের কাছেও যাওয়া যাবে না। আর এখন চলছে সব উল্টো।

১- صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، رقم الحديث: ٢٥٨

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে পর্দা করলেও বাসা-বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনদের মাঝে প্যান্ট-শার্ট গায়ে দিয়ে মডার্ন সেজে চলা ফেরা করছে। মডার্ন পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকে হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। যেমন হারিয়েছে একজন সংসদ সদস্য। সে সংসদে দাঁড়িয়ে তার পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে বললো, 'মাননীয় স্পীকার! আমার ছেলে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমার বৌ মা যখন কলকাতায় যায় তখন সেখানে মন্দিরে গিয়ে পূজা দেয়। আর বাংলাদেশে যখন আমার বাসায় থাকে তখন নামায পড়ে।' এই হলো এদেশের মুসলমানদের অবস্থা। এরাই আবার ইসলামের সেবক। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো এদের দলভূক্ত হতে আমাদের অনেকের কোনো অসুবিধা নেই বলে মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসিকে জানিয়েও দেয়। কারণ এরা নাকি তাদেরকে মোটা অংকের ডোনেশন দেয়।

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাদওয়ায় আগমনের একটি কথা আমার মনে পড়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজীব গান্ধীকে যখন ১৯৯১ সালের ২১ মে ভারতের চেন্নাই (তদানীন্তন মাদ্রাজ) শহর হতে ৩০ মাইল দূরে শ্রীপেরামবুদুর এ অনুষ্ঠিত তার নির্বাচনী শেষ জনসভাতে ফুলের মধ্যে বোমা রেখে হত্যা হয়, তখন এই লেখক নাদওয়ার অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাই ঘটনাটি তিনি তখন তাঁর উস্তাযদের মুখে শুনেছেন।

ঘটনাটি হলো, রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার নাদওয়ার তদানীন্তন রেক্টর আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) এর সাথে দেখা করতে নাদওয়ায় আসছিলেন। নাদওয়ার ভেতরের রাস্তাগুলো তখনও শুধু ইট বিছানো ছিলো এখনো তাই আছে। রাজীব গান্ধী এটি দেখে আল্লামা নাদভীকে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি উত্তর প্রদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগকে দিয়ে নাদওয়ার ভেতরের রাস্তাগুলো সব পাকা করিয়ে দেব। আল্লামা নাদভী রাজীব গান্ধীর প্রস্তাবের উত্তরে বললেন, শুকরান। তবে আমি এটি গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ আপনি এবং অপনার দল কংগ্রেস মুসলমানদেরকে ভালোবাসে বলে আপনি নাদওয়ার রাস্তাগুলো পাকা করে দেয়ার কথা বলছেন। কিন্তু ভারতে এমন এক সময় আসবে তখন এই দুন্ইয়াতে আপনিও থাকবেন না, আর আমিও

থাকবো না। থেকে যাবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফাইল। সেখানে লিখা থাকবে নাদওয়ার রাস্তাগুলো সরকারী খরচে সড়ক ও জনপথ বিভাগ পাকা করেছে। আর এটিকে পুঁজি·করে আগামীতে কোনো একদিন কেউ বাবরী মাসজিদের মত নাদওয়াকে হিন্দুদের সম্পত্তি বা সরকারী প্রতিষ্ঠান দাবী করে আদালতে মামলা ঠুকে দেবে। দলীল হবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সেই সরকারী ফাইল। তখন কী হবে? মাত্র কয়েকটি রাস্তা সরকারী খরচে পাকা করার মাধ্যমে হাজার বছরের মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্ণধার সৃষ্টির কারখানা **'দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা'** হিন্দুদের সম্পত্তি হয়ে যাবে। আর এই কারণে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ইতিহাস আমাদেরকে কখনো ক্ষমা করবে না।

তাই বলছিলাম, আমাদের আকাবিররা কোনো কাজ করা বা কারো অনুদান গ্রহণ করার ব্যাপারে আগামী একশ বছরের কথা নয়, চিন্তা করতেন হাজার বছরের কথা। আর এখন আমরা আগামী কালের কথাও মাথায় রাখি না। সকালে নির্মাণ করলে বিকালে ভেঙ্গে ফেলি। শুধুমাত্র আমার ডাকে সারা দিয়ে একত্রিত হওয়ার অপরাধে গাছের ডালে পাখির মত রাতের অন্ধকারে গুলি করে হাজার হাজার আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ মাসজিদের ইমাম মুয়ায্‌যিনকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। আর আমি তাদের আমীর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রামের ফ্লাইটের সামান্য একটি টিকেটের বিনিময়ে নিজের আস্তানায় স্ব-সম্মানে ফিরে এসে মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বঘোষিত একক রাহ্‌বার বনে গিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে আরেকবার বেকুব বানালাম। এটি হলো আমাদের তথাকথিত আকাবিরের চিন্তার দৌড়!

যাক বলছিলাম, ব্যবসায়িক পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য নারীকে ব্যবহারের কারণে সমাজের যুবকরা শুধু নয়, বুড়োরাও এখন পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের আগে নারীর রূপ ও চুলের বাহার, শারীরিক গঠনসহ নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অঙ্গের মান বিবেচনার পর পণ্য নিয়ে ভাবছে। নারীর শরীরের কোমলতা প্রকাশ করে যুব সমাজকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে **'তোম কাঁহা হো দুনিয়া বাহুত আগে হ্যায়।'** এই সব চাকচিক্যের কারণে যুব সমাজের দৃষ্টি আজ নারী ও তার অঙ্গ ভঙ্গির উত্থান পতনের উপর স্থির হয়ে আছে। অন্য দিকে এই মাঠে টিকে থাকার জন্য নারীর দৃষ্টি শুধু ফ্যাশন ও কসমেটিকসের উপর পড়ে আছে। কারণ এখানেও প্রতিযোগিতা

হচ্ছে, কে কার চেয়ে বেশী নগ্ন হতে পারে? কে কার চেয়ে বেশী যুব সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে? কার চাহিদা যুব সমাজের কাছে কত বেশী? তারা কাকে বেশী উত্তেজক মনে করে? তা প্রমাণ করার জন্য নারীরাও এখন পরস্পরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাই এখানে অশ্লীল হলেও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আজকের নারীরা এখন আর কিছু দেখাতে এবং বলতেও লজ্জা করে না। যেমন সম্প্রতি ভারতের স্বস্তিকা মুখোপদ্যায় তো প্রকাশ্যে বলেই দিয়েছে, 'ব্লাউজের বোতাম খুললে আর ব্রা দেখালেই সাহসী হয় না। আমার স্বামী যদি আমার শরীরের খিদে না মেটাতে পারে, তা হলে আমি অন্য পুরুষের কাছে যাব।'[১০]

তাই বলছিলাম, পশ্চিমা জগতের রুচিও খুব চমৎকার! নারীদের ব্যস্ততাও খুব চিত্তাকর্ষক। তাদের পছন্দ অপছন্দের সীমানাও অনেক প্রশস্ত। নারীদের শরীরে রয়েছে কোমলতা এবং পোশাক-আশাকে রয়েছে আকর্ষণ শক্তি। তাই তাদের সকল ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি পুরুষের জন্মলগ্ন হতে রয়েছে আগ্রহ ও দুর্বলতা। নারীর লেহাঙ্গা-দোপাট্টা, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী-ব্লাউজ, ব্রা-প্যান্টি, ম্যাক্সি-স্কার্ট, ওড়না-স্কার্প এযুগের ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহৃত হিজাব-বোরক্বা ও আবায়াসহ জুতা-সেন্ডেলের প্রতিও পুরুষদের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই জন্যই শরী'য়াতের দৃষ্টিতে নারীর পোশাক পুরুষের চোখের আড়ালে রাখাই উত্তম। ক্বোরআনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশের নিষেধাজ্ঞার ভাষাটি এমন:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[১১]

'আর তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে।'

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, নারীর পোশাকের রং গাঢ়, প্রিন্ট সুন্দর, সেলাই করা হয় মনোযোগ সহকারে। নারীদের কাপড় যারা বানায় এবং যারা কিনে যারা সেলাই করে সবার মাঝে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থাকে। তাই বর্তমান শতাব্দীর পুরুষদের দৃষ্টি শুধু নারী ও নারীর

১০- ঢাকা রিপোর্ট, ৯ জানুয়ারী ২০১৯।

১১- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩১।

পোশাকের উপর। এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে প্রচুর সময় ও অজস্র ডলার অত্যন্ত উদারতার সাথে পৃথিবীব্যাপী ব্যয়ও করা হচ্ছে। বিশ্বাস না হলে শপিংমলগুলোতে গিয়ে দেখে আসুন। দেখবেন ৯৫% দোকান নারীর সাজ-সজ্জা এবং পরিধেয় বস্ত্রসহ নারী সাজানোর সরঞ্জামে পরিপূর্ণ।

এটি এখন পশ্চিমা জগতের কাহিনী নয়, আমাদের দেশেও সম্প্রতি এমন ঘটনা ঘটে গেলো। ২১ মে ২০১৮ হলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হয়ে চট্টগামের উখিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলো। সে এসে কী বললো এবং কী দেখলো আমাদের মিডিয়া তা না জানিয়ে জানালো তার পায়ের জুতার মূল্য কত। যেন সে এখানে তার জুতার প্রদর্শনী করতে এসেছে। আর বার্মার রোহিঙ্গা অধ্যুষিত রাখাইন রাজ্য হতে শরণার্থীরা তার জুতা দেখার জন্য বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে এসে একত্রিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের অপাদার্থ মিডিয়া অসহায় মুসলিম শরণার্থীদের বিষয়টিকে উপহাস করে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দেশ ও জাতিকে গর্বের সাথে জানালো প্রিয়ঙ্কা এই জুতা পরে কোথায় কার বিয়েতে গিয়েছিলো সেই সংবাদ। পাঠককে প্রশ্ন করলো, প্রিন্স হ্যারি এবং মেগান মার্কলের বিয়েতে যে জুতা পরে প্রিয়ঙ্কা গিয়েছিলো তার দাম কত জানেন? তারাই আবার জানালো তার সেই জুতার দাম নাকি ১.৪০ লাখ টাকা। কী সংবাদ জাতিকে দেয়ার কথা ছিলো, আর সাংবাদিকরা দিলো কী? [১২]

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, জার্মানের এক কোম্পানীর জাপানী পাটনার একটি ব্রা স্বর্ণের সূতা দিয়ে তৈরী করেছে। যার মধ্যে ১৫ ক্যারেট হিরা লাগানো হয়েছে। উক্ত ব্রার নাম দেয়া হয়েছে Millennium Bra. ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে টোকিওতে এর প্রদর্শনী হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীতে জাপানের একটি তরুণী শুধু মাত্র একটি প্যান্টি পরে এই ব্রাটি লাগিয়ে উক্ত প্রদর্শনীতে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রস্তুতকারকদের দেয়া তথ্য মতে এটি তৈরী করতে সময় লেগেছে ১৮ মাস। খরচ হয়েছে এতে ১৯ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১৩ কোটি টাকা। এমন একটি কাপড় যা নারীর কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকে এবং স্বভাবগত নারী-পুরুষ সবার দৃষ্টির

১২- বিস্তারিত দেখুন: জি নিউজ, ২১ মে ২০১৮।

আড়ালে থাকবে সর্বদা, এমন কি তার স্বামীও যখন তখন তা দেখতে পাবে না অথচ তার জন্য তাদের আজ এত আয়োজন? **লা হাওলা ওয়া লা কোউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।**

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের রক্ষনশীল পরিবারের মেয়েদের স্বামীরা ছাড়া তাদের মায়েরাও নিজেদের মেয়েদের ব্রা-প্যান্টি কখনো দেখতে পেতো না। মেয়েদের শর্ট কাপড়গুলো প্রকাশ্যে শুকাতে দেয়া পছন্দ করতো না। তাই মেয়েরা নিজ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এটিকে গোসলের পর অন্য কাপড়ের ভেতরে শুকাতে দিতো। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এখন এমন লজ্জা-শরম আমাদের মা ও মেয়েদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে গেছে। এখন পুরুষের চেয়েও এক কদম আগে গিয়ে নারীরা নিজেদের একান্ত বিষয়গুলোও খুব আগ্রহের সাথে মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়ে তথাকথিত আধুনিকতার পরিচয় দিচ্ছে। অন্যদিকে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একান্ত বিষয়কে প্রকাশ্যে বলাকে কাবীরাহ গুনাহ বলে পরিবার ও সমাজকে লজ্জার চাদরে মুড়িয়ে দিলেও নারীরা এখন ফ্রি মাইন্ডের নামে সেই চাদরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পশ্চিমাদের দেখানো মডার্নিজমের আঙ্গিনায় উঠার চেষ্টা করছে।

আরো একটি লজ্জাজনক কথাটি বলতে হচ্ছে তা হলো, এখন আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরাও লজ্জা শরমের চাদর ফেলে দিয়ে বাবার বয়সের বৃদ্ধ, বড় ভাইয়ের বয়সের যুবক, ছোট ভাইয়ের বয়সের তরুণ এবং নিজের ছেলের বয়সের সেল্‌স বয়ের কাছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নিজেদের শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গের সাইজ বলে তাদের হাতে হাত রেখে ব্রা-প্যান্টি কিনে আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে মডার্নিজমের নমুনা রেখে নিজেই নিজের হায়া শরমের কফিনে শেষ পেরাগটি মারছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র নারীদের এমন নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকান্ড দেখে আমাদের দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। উম্মাহ্‌র এহেন অধঃপতন দেখে ১৪৩৯ বছর পূর্বের একটি হাদীস আমার মনে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)[١٣]

١٣- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، رقم الحديث :٥٧٦٩، كتاب الأدب.

'আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষরা নাবুয়্যাতের প্রথম যে বাণী পেয়েছে তা হলো, তোমার যদি লজ্জা-শরম না থাকে তা হলে যা খুশী তা কর।'

আফ্সোস শত আফ্সোস! এ সব দেখে যা বুঝতে পরলাম তা হলো, এখানেই পশ্চিমাদের দেখানো বিশ্বায়নের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং নারী জীবনে বাস্তবায়িত। এটিই ছিলো পশ্চিমাদের টার্গেট। মানব জাতির মাঝে হায়া শরম তুলে দিয়ে নারী-পুরুষ সবাইকে বিশ্বায়নের জালে বন্দী করে পরিশেষে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তাদেরকে দিয়ে ফ্রি মাইন্ডের নামে এসব করানো হচ্ছে। মূলতঃ পশ্চিমাদের পঁচা মগজে আজ শুধু নারী আর নারীর শরীর ঘুর পাক খাচ্ছে। তাই তাদের রুচিও নারীর শরীর ও পোশাক-আশাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাদের পঁচা রুচির দুর্গন্ধে আমাদের সমাজ আজ আক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রদর্শনীর মত প্যারিসেও International Exhibition for Women Brassiere নামে একটি প্রদর্শনী হয়েছে। যেখানে হাজার প্রকারের ব্রা রাখা হয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীতে যুবকরা যেমন দলে দলে উপস্থিত হয়েছিল তেমনিভাবে বৃদ্ধ ও তরুণদের মধ্যেও কৌতুহল ও আকাঙ্খা ছিল প্রচুর। এখানেই পশ্চিমাদের রুচির আন্দাজ লাগানো যায়।

বিশ্বায়নের সুধা পানকারীদের তথাকথিত আধুনিকতা ও সভ্যতার নামে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের এখানেই শেষ নয়, মুসলিম রাষ্ট্র মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরেও সম্প্রতি মেয়েদের জুতার একটি প্রদর্শনী হয়েছে। এখানে নারীর একটি জুতার মধ্যে ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। যার ওজন ২.২৫ কিলোগ্রাম। উক্ত জুতার মূল্য ছিলো ২৬,৩০০ ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী ১১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। অথচ জুতা না স্বাস্থ্য ভালো রাখার কোনো ঔষধ, আর না মোটা তাজা করার কোনো টনিক। এতে না নারীর সৌন্দর্য বাড়ে, না চামড়া সুন্দর করে। যৌবনের আকর্ষণ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার না আছে এর মধ্যে কোনো যাদু, না এটি দৈনিক এবং সব জায়গায় ব্যবহার করার জিনিস। বরং কাদা আবর্জনা হতে নিজের পা রক্ষা করার এবং সব সময় পায়ের নীচে থাকার একটি অপমানিত জিনিস। তার মূল্য যতই হোক না কেন, এটি মাথায় রাখার জিনিস নয়।

কিন্তু কি করা যাবে? পশ্চিমা জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটিই নমুনা। তাদের কাঁধে নারী সওয়ার হওয়ার পর এখন তারা নারী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। তাই তারা মানুষের সীমা ছাড়িয়ে পশুত্বের সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছে। হয়ত কোনো একদিন নারীর জুতায় কে কত বেশী চুমু খেতে পারে দুন্ইয়াবাসীকে তার প্রতিযোগিতাও দেখতে হতে পারে। তাই এদের সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[১৪]

'আর এটি একটি অকাট্য সত্য, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্দি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তার শোনে না। তারা পশুর মত; বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।'

এসবের কারণে বর্তমানে ইউরোপে পারিবারিক জীবন বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মা-বাবা এবং ভাই-বোনের মাঝে হায়া-শরম বলতে কিছুই নই। কোনো কিছুতেই তারা বিব্রতবোধ করে না। প্রাইভেসী বলতে কিছুই নেই। সেখানকার ৮০% সন্তান জানেই না তার আসল জন্মদাতা কে? যুবকরা ভ্রমরার মত এক রমণী হতে অন্য রমণীর মধু আহরণে ব্যস্ত জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। নারী ভোগ ছাড়া তাদের কল্পনায় অন্য কিছুর স্থান নেই। কেন এই দুন্ইয়ায় তাদের আগমন? কে তাদেরকে সৃষ্টি করলো এবং কেন করলো? এসব যেন তাদের কাছে কোনো পয়েন্টই নয়। যার যা খুশী তাই করছে। সকালে একজন Girl Friend থাকলে বিকালে অন্য জন। Boy Friend এর সংখ্যাকে ইউরোপে আজ সৌভাগ্যের মাপকাঠিবলা হচ্ছে। যার যতবেশী Boy Friend রয়েছে মডার্ন সমাজ তাকে ততবেশী সৌভাগ্যবান তরুণী মনে করছে।

১৪- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং-১৭৯

এখানেই শেষ নয়, Beauty Contest, Modern Culture, & Entertainment বা সুন্দরী প্রতিযোগিতা, আধুনিক সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে নিত্য নতুন উলঙ্গপনার বাজার আজ মুসলিম অমুসলিম সকল আঙ্গিনায় সরগরম। এটি তাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যার স্রোতে এখন শুধু অনারবরাই নয়, আরব নারীরাও ভাসতে শুরু করছে সমান তালে। সম্প্রতি সাউদী নারীদের ড্রাইভিং করার শখ এত বেশী বেড়েছে যে, সরকার ২০১৮ সালের ২৬ জুন তাদের সেই সখ পূরণ করে তাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে রাজপথে ড্রাইভ করার অনুমতি দিয়েছে। এখানেই সাউদী সরকার থেমে থাকেনি, নাগরিকদের বিনোদনের জন্য ২০১৮ সালের ১৮ এপ্রিল রিয়াদে প্রথম একটি সিনেমা হল চালু করেছে। আগামী ৫ বছরে আরো ১৫ টি শহরে ৪০ টি সিনেমা হল চালু করার সংবাদও জানিয়েছে। তাই সাউদী সরকার বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিনেমা হল American Movie Classics (AMC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এভাবে তারাও সেই পশ্চিমা সভ্যতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যা এখন আর কারো কাছে গোপন থাকছে না।

আমেরিকার ৫৩% ছেলে-মেয়ের বেড রুমে প্রাইভেট টিভি, ৬৫% রেডিও ও ৬৪% টেপ রেকর্ড রাখে। যেখানে তারা মাতা-পিতার সকল প্রকারের আদেশ নিষেধ হতে মুক্ত এবং সামাজিক ভয়-ভীতি হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যৌন উত্তেজক চ্যানেলসহ যাবতীয় অপকর্ম ও কু-কর্ম দেখছে। এই ভাবে তারা যৌবনে পা রেখেই নিজ ঘরে উন্মুক্ত পরিবেশে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং নারী ভোগের সকল পন্থা জেনে নিয়ে অবাধ যৌন চর্চার পরিকল্পনা করছে। যার কারণে হাই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা আজ প্রতিনিয়ত তাদের সহপাঠিদের সাথে যৌন সম্পর্ক করে চলছে। ইশারা পাওয়া মাত্র তাদের যৌবনের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে সকল আঙ্গিনায়। হাজারো বাধা-বিপত্তির পরও অবৈধ গর্ভধারণ করে সন্তানের জন্ম দিয়ে সমাজে পঁচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই বলছিলাম, নারী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে অন লাইনে সম্পর্ক যত গভীর হচ্ছে মানব সমাজ হতে মানবতা তত অফ লাইনে চলে যাচ্ছে। এসব কারণে তাদের পারিবারিক জীবনে আজ এক মহা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পরিণতিতে ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের ১ লক্ষ

৪৭ হাজার দম্পতি ত্বালাক নিয়েছে। সেখানে এখন প্রতি মাসে ১২ হাজার ত্বালাক হচ্ছে। এ দিক দিয়ে বলতে হয়, ইংল্যান্ড এখন ইউরোপের ত্বালাকের রাজধানী। এটি আমাদের মনগড়া কল্প-কাহিনী নয়। সম্প্রতি প্রিন্ট মিডিয়াতে **'আমেরিকার বাঙ্গালী কমিউনিটিতে পরকীয়ার আগ্রাসনে ভেঙ্গে যাচ্ছে স্বপ্নের সংসার'** শিরোনামে এমনই একটি ভয়ানক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য রিপোর্টটি হুবহু তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। সেখানে লিখা হয়েছে:

'বয়সের ব্যবধান, শিক্ষাগত বৈষম্য, কালচারাল বিরোধ এবং পেশা নিয়ে মিথ্যাচারের জের হিসেবে সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে পারিবারিক বিরোধ চরমে উঠছে। পারস্পারিক অবিশ্বাস তছনছ করে দিচ্ছে প্রবাস জীবনকে। স্বপ্নের আমেরিকা ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে। সংসার ভেঙ্গে যাওয়া পরিবারের সন্তানরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ঠাঁই নিয়েছে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে। আবার কেউ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। নিউ ইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, ওয়াশিংটন মেট্রো ফ্লোরিডা, ম্যাসাচুসেটস, জর্জিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, মিশিগানসহ বিভিন্ন স্থানে গত দুই বছরে শতাধিক পরিবার ভেঙ্গে গেছে।

সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নি, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের কাছ থেকে জানা যায় এসব তথ্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার পরই ডিভোর্সের ঘটনা বেশি ঘটছে। গ্রীনকার্ড হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী কেটে পড়ছেন। ঝগড়ার নাটক করে কেউ কেউ পুলিশ ডাকেন। আবার কেউ স্বামীর অজ্ঞাতে বাসা ছাড়ছেন। এসময় স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ অর্থ নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। কোনো কোনো পরিবারে পারস্পারিক অবিশ্বাসের কারণে ভাঙণ ধরেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী এমন পরিবারে পরকীয়ার অভিযোগ উঠলেই তা মারদাঙ্গা রূপ নিচ্ছে।

পুলিশ, জেল, জরিমানার পর তা গড়াচ্ছে ডিভোর্সে। সংসার ভাঙার ঘটনা বেশি ঘটছে সাম্প্রতিক সময়ে। ২০/২২ বছর সংসার করার পরও পারস্পারিক অবিশ্বাসের বলি হচ্ছেন অনেকে। এ সময় তারা এতটাই বেপরোয়া যে, স্কুল-কলেজগামী সন্তানের কথাও ভাবতে চাচ্ছেন না। একই

বয়সী সহকর্মীর সঙ্গে পরকীয়ার ঘটনা দিন দিনই বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো মাসজিদের ইমামকেও এ নিয়ে দরবার করতে হচ্ছে। অনেক আঞ্চলিক সংগঠনের কর্মকর্তারাও চেষ্টা করছেন এমন ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হচ্ছে না। ডিভোর্সের প্রবণতা বেড়েছে অনেকের গ্রিনকার্ডের প্রত্যাশায়। যাদের স্ট্যাটাস নেই, তারা তালাকের মতো পরিস্থিতির শিকার হলে দ্রুততম সময়ে গ্রিনকার্ড পাওয়া যায়।

তবে, গত দুই বছরে পুলিশ ডাকাডাকির যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, তার সিংহভাগই সিটিজেন পরিবার। অর্থাৎ বৈধতার প্লট হিসেবে তারা মারদাঙ্গায় লিপ্ত হননি। প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসতি গড়তেই চরম পরিস্থিতিতে ধাবিত হয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, তালাকের শিকার পরিবারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর আয় বেশি। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি, স্বামীর চেয়ে স্ত্রী বেশি আধুনিক ছিলেন। অর্থাৎ সব সময় স্বামীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতো। আর এ সুযোগে পরিচিতরা ওই স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হন। শুরু হয় পরকীয়া। নগদ অর্থের ছড়াছড়ি করতেও কেউ কেউ পিছপা হয় না। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে কয়েক মাস আগে শতাধিক শিশুকে সরকারি হেফাযতে নেয়া হয়েছে। এদের মা-বাবা মারপিটে লিপ্ত হয়েছিলো। সাংসারিক টানাপোড়নে নয়, পরকীয়া অথবা পারস্পারিক অবিশ্বাসে। এসব শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ওইসব মা-বাবার নূন্যতম মাথা ব্যথা নেই। এমন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অল্প শিক্ষিত। স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমেরিকায় আসার পর মোহভঙ্গ ঘটেছে। অর্থাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছেন না। এখানেও বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি বাসায় কাজের লোক রাখারও যোগ্যতা নেই। এমন বাস্তবতাকে অনেক অর্ধ-শিক্ষিত মহিলা মেনে নিতে চান না। অন্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন।

অপরদিকে, অনেক পুরুষও কর্মস্থলে সহকর্মী অথবা চলতি পথে পরিচয় হওয়া সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন। স্ত্রীর অজ্ঞাতে ওই শ্রেণির নারীর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। হোটেল-মোটেলের খরচ পোষায় না বলে সুযোগ বুঝে বেপরোয়া আচরণে লিপ্ত হন। গোপন কথাটি রয় না

গোপনে। শুরু হয় কুরুক্ষেত্র। আইনজীবীরা জানান, মামুলি বিষয়ে অনেক বাঙালির ঘর ভেঙেছে। কোনো কোনো শ্বশুর-শাশুড়িরও ইন্ধন থাকে সংসার ভাঙার ক্ষেত্রে। সন্তানের বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দেখার লোভে ভয়ঙ্কর একটি পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন অনেক মা-বাবা। আইনজীবী এবং মানসিক চিকিৎসকরা বলেছেন, এমন অবস্থার অবসানে দরকার কাউন্সেলিং। তা হলে ডিভোর্সের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব। পরস্পরের ওপর অবিশ্বাসের ভীত কখনোই মজবুত থাকে না। তাই, কাউন্সেলিং পেলে সেই অবস্থার অবসান ঘটতে পারে। সন্তানদের অসহায় করে ডিভোর্সের মতো চরম একটি পথে পা বাড়ানো উচিৎ নয় কোনো মা-বাবারই।

এছাড়া, সন্তানের সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াও সমীচীন নয়। এর ফলে সন্তানের ব্রেনে আঘাত লাগে। ওরা সব সময় অস্থিরতায় ভোগে। ভালো মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে না। মা-বাবার কারণে যেসব শিশুকে সরকারি হেফাযতে নেয়া হচ্ছে তারা বাঙালি কালচার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। জীবন বলতে কিছু থাকবে না। ওরা বেড়ে উঠবে পরিচয়হীন একজন আমেরিকান হিসেবে। তা কোনো মা-বাবারই কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। অভিজ্ঞজনরা পরামর্শ দিচ্ছেন, দেশে বিয়ে করার আগে সবকিছু প্রকাশ করা উচিৎ। বিশেষ করে আমেরিকায় আপনি কী করেন? কত উপার্জন? লেখাপড়া কতটা করেছেন? বাসা-গাড়ি আছে কিনা ইত্যাদি। যাকে বিয়ে করছেন তার বয়সের সঙ্গে আপনার বয়সের ব্যবধান কত এটিও প্রকাশ করা উচিৎ। ডিভোর্সের শিকার অধিকাংশ পুরুষের বয়স প্রায় দ্বিগুণ ছিল নবপরিণীতার তুলনায়। অনেক সময় শুধু অর্থ-বিত্তে নারীরা সন্তুষ্ট থাকেন না। জৈবিক ক্ষুধাও মেটাতে হয়। সেটি করতে সক্ষম না হলেই নারীরা পর পুরুষে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আরও জানা গেছে, অনেক মেয়েই আমেরিকায় আসার অভিপ্রায়ে যে কোনো বয়সী পুরুষকে বিয়ে করতে চান। তাদের টার্গেট হচ্ছে আমরিকায় এসে গ্রিনকার্ড লাভ করা। এরপরই তারা প্রেমিকের কাছে ছুটেন। এমন ঘটনাও ইদানিং বেড়েছে। এ নিয়ে ডিভোর্সের জন্য আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ, মহিলারা স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছেন। এসব বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশে। ভয়ঙ্কর এ পরিস্থির

পরিপ্রেক্ষিতে বসবাসরত অ্যাডভোকেট শামীম আরা ডোরা বলেছেন, ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকান স্বপ্ন তছনছই শুধু হচ্ছে না, বাঙালির ভবিষ্যৎও বিপন্ন হতে বসেছে। এ ব্যাপারে এখনই সজাগ হওয়া জরুরি। বাঙালি সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে ভিনদেশিদের মধ্যে যে উচ্চ ধারণা রয়েছে, তা অটুট রাখতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। নারী-পুরুষ সবাইকেই এ দায় নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। লোভ-লালসা নয়, ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজে অর্জিত অর্থই সুপথের দিশা দিতে পারে। আর আমেরিকা হচ্ছে ভাগ্য গড়ার অপূর্ব সুযোগের দেশ। তাই সবাই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করি তা হলে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণ করা অসম্ভব হয় না। এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতি হাজার দম্পতির মধ্যে গড়ে ১২.৯ টি ভেঙে গেছে। নিউজার্সিতে এ হার ১২.৭। বস্টন অধ্যুষিত ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে ডিভোর্সের এ হার ১২.৩। হাওয়াইতে ১২.৬। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আরকানসাসে-২৩.৪ এবং আইডাহোতে ২১.৯। নেভাদায় ডিভোর্সের হার প্রতি হাজারে ২১.৩।' [১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিপোর্টটিতে আমেরিকায় পরকীয়ার বিষয়টি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। যেহেতু এক স্বামী বা এক স্ত্রী ছাড়লে অন্যজন খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলছে। অথচ ১৪৫০ বছর আগে শারী'য়াহ এমন রোগের ঔষধ বাত্লাতে গিয়ে সমাজে এ ধরনের অপরাধের রাস্তা বন্ধ করার জন্য অপরাধীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যার কথা বলেছে। কোমর পর্যন্ত মাটিতে গাড়িয়ে পাথর মেরে হত্যা করাই হলো সঠিক বিচার। প্রকাশ্যে এমন করা হলে অন্যরাও সতর্ক হয়ে যাবে। এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে থাকবে সমাজের সকল অপরাধীর জন্য।

ইসলামী বিধানের আলোকে সকল অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা হলে নারী ধর্ষণের সাহস নিয়ে কেউ কোনো নারীর উপর কখনো ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কারো স্ত্রীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে অন্যের সংসার ভেঙ্গে ফেলার সাহস করার মত কোনো মায়ের সন্তানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর যারা

১৫- বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০ জুলাই ২০১৮।

শারঈ আইন বা শাস্তিকে বর্বর বলছে তাদেরও এর উপকারীতা ষোলআনা বুঝে আসবে। এ প্রসঙ্গে যে সব পরিবারে এমন রোগ বাসা বেঁধেছে আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রাসূল (স.) বলেছেন, অন্যদের নারী হতে দূরে থাকো। তা হলে তোমার পরিবারের নারীরাও পাক-পবিত্র থাকবে। নিজের মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো, তা হলে তোমার সন্তানরাও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

তাই বলছিলাম, রিপোর্টটি আমেরিকার হলেও তবে বিশ্বায়ন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এখন আমাদের বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র প্রচন্ডভাবে পড়তে শুরু করেছে। যা সিনেমার পোস্টার, পণ্যের বিজ্ঞাপন ও গানের কলিতে পরিষ্কার ফুটে উঠছে। পুরুষদের রুচি নারীর সৌন্দর্য যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন নিবেদনে সীমাবদ্ধ। যার উদাহরণ আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য মেলা। যেখানে অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্টল লাগায়। কোম্পানীগুলো তাদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রির জন্য মডেল কন্যাদের নগ্ন অর্ধ নগ্ন হয়ে তাদের পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কোম্পানীগুলো কলেজ ভার্সিটির মেয়েদের ছাড়াও পেশাদার মডেল কন্যাদেরকে Modern Girl অথবা Girl Guide বানিয়ে পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। নিজেদের পণ্যের অধিক বিক্রির লক্ষ্যে এসব মডেলদেরকে ফ্রন্টলাইনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের পণ্যের প্রতি গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এই সব মডেল কন্যারা তাদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে মিষ্টি ভাষা ও আবেদনমূলক চাহনির মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করে ফেলে। বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকের সাথে ভাব করে তাদেরকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ নারীর যে মিষ্টিভাষা এবং আবেদন মূলক চাহনির মাধ্যমে স্বামীর মন জয় করে তার জীবনকে স্বর্গীয় জীবনে পরিণত করার কথা ছিলো, সেই নারী এখন মডেল কন্যা সেজে অন্যদের সাথে এসব করে নিজেদের জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে।

আমাদের এমন বক্তব্য অমূলক মনে করার সুযোগ নেই। যারা এটিকে অতিরঞ্জিত মনে করবে তাদেরকে বলছি, এই সম্পর্কে ভারতের Times of

India একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে। উক্ত সংবাদে পত্রিকাটি বিস্তারিত জানিয়ে লিখেছে যে, নগ্ন অর্ধ নগ্ন মডেল কন্যাদের ব্যবহারকারী কোম্পানীগুলোর বিক্রি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী হয়। বিজ্ঞাপন এজেন্সীদের ধারণা নতুন দিল্লির বিভিন্ন প্রকারের বাণিজ্য মেলা ও সম্মেলনের চাহিদা পূরণের জন্য ৫০ হাজার মডেল কন্যার প্রয়োজন। তাদের পারিশ্রমিক জানাতে গিয়ে পত্রিকাটি লিখেছে, ব্যবসায়ীদের স্টলে যে সব মডেল কন্যারা শাড়ী ও ব্লাউজ পরে মডেল হবে তাদের ফী দৈনিক ৪০০ রুপি। হাটু পর্যন্ত যারা শরীর নগ্ন রাখবে তাদের ফী ২ হাজার ৫০০ রুপি হতে ৩ হাজার রুপি। আর যারা শুধু ১২" মিনি স্কার্ট পরে পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ৪ হাজার ৫০০ রুপি ফী দিতে হবে। আরা যারা শুধু প্যান্টি এবং ব্রা লাগিয়ে সম্পুর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ২০ হাজার রুপি পর্যন্ত দেয়া হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এবং মডেলিং গাইড ও সংস্থা যারা বাণিজ্য মেলাসহ সকল মেলায় মডেল কন্যা সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে।[১৬]

উল্লেখিত রিপোর্টটি পড়ার পর যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এটি একটি বাস্তব সত্য এবং সামাজিক নিয়ম-নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানসহ সংস্কৃতির প্রচলন ও আদান প্রদানে তরুণ-তরুণীদের প্রচুর ভূমিকা রয়েছে। কারণ নারী তার প্রকৃতগত দুর্বলতা, শারীরিক গঠন ও মানসিক অনুরাগ এবং ঝোঁকের কারণে খুব সহজে পুরুষদের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে। অতএব এটিকে নারীর দুর্বলতা মনে করে মানবতার দুষমন, চারিত্রিক মূল্যবোধের বিশ্ব শত্রু আজ সমাজ ও পরিবেশকে দুষিত করার জন্য নারীকে Front Line এ এনে দাঁড় করিয়েছে।

নিজেদের পণ্যের প্রচারের জন্য নারী চরিত্র ও নারী চিত্র ব্যবহার করে তারা ক্ষন্ত হয়নি; বরং একটি তরুণীকে বিবস্ত্র করে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উন্নতি এবং আর্থিকভাবে লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর এ ভাবে তারা নারী স্বাধীনতা এবং নারী মুক্তি ও প্রগতির কথা বলে তাদেরকে নিজেদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করেছে। তরুণ

---

[16]. The Times of India, 23 Nov. 1999.

সমাজ খুব সহজেই তাদের স্লোগানে প্রাভাবিত হয়ে সোসাইটিতে এসব অপসংস্কৃতি ও চরিত্র বিধ্বংসী অপতৎপরতাকে উন্নতি ও অগ্রগতির নামে চালু করার চেষ্টা করছে। তবে যে যাই করুক না কেন? বেকুব নারী তার সব প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে লুণ্ঠন হয়ে যাওয়ার পরও বুঝতে পরছে না যে, এসব ধান্ধাবাজদের আঙ্গিনায় তার এত কদর কেন?

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Sex Education এর মাধ্যমে কোমলমতি শিশু, মুক্তমনা এবং চেতনার নামে Beauty Contest এর মাধ্যমে তরুণী এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় Fashion Showand Entertainment নামে নারীদেরকে আজ লজ্জা শরমের চাদর ফেলে দিয়ে সর্বত্র অবাধে মেলামেশার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এত সব বেহায়াপনা শিক্ষা দেয়ার পরে আবার নারী ধর্ষণ নিয়ে মাতামাতি এবং মাতম করার তাদের নৈতিক কোনো অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই আমাদের বক্তব্য হলো, এরপরও বিশ্বায়ন ও পশ্চিমা সভ্যতাকে কোনো প্রকারের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ করার কোনো যুক্তি আছে কি? পাঠকদের কাছে প্রশ্নটি রেখে গেলাম।

অতএব আমাদের বুঝতে হবে, বর্তমান ইউরোপে ফ্যামিলি লাইফের বিশেষ কোনো ধারণা নেই। সেখানকার বর্তমান অবস্থা দেখে এমন বলা যেতে পারে যে, মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফি এবং খালা-খালুর মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই নিজে কামাচ্ছে আর নিজেই খাচ্ছে। তারা যৌন চাহিদা পূরণসহ মানসিক প্রশান্তির জন্য বিয়ে করা প্রয়োজন মনে করে না; বরং জানোয়ারের মতো নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে যখন তখন শারীরিক সম্পর্ক করে চলছে। আর এ কারণে পশ্চিমা সভ্যতায় পারিবারিক রক্তের সম্পর্ক খুবই নড়বড়ে। সেখানে যেসব সংস্থা নারীকে স্বাধীনতার নামে উলঙ্গ করে ছেড়েছে আজ সেই সব সংস্থা মানব সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় ফ্যামিলি সিস্টেম চালু করতে চাচ্ছে।

পশ্চিমা সভ্যতায় আজ নারীর যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনিভাবে নারী নিজেও নিজের মূল্য বুঝতে অপারগ। তাই কোনো স্বামী নেই যে তার স্ত্রীকে বলবে লক্ষী! **'তুমি ঘরে থেকো, আমি সব কিছুই তোমার কাছে এনে**

হাযির করছি।' কোনো সন্তান নেই যে তার মা কে বলবে, মা তুমি ঘরের বাইরে যেয়ো না। আমি তোমার সব কাজ এবং সব চাহিদা পূরণ করে দেবো। কোনো মেয়ে নেই, যে নিজের মাকে বলবে, মা তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো এখন বিশ্রাম করো। আমি ঘরের সব কাজ করে ফেলবো। কোনো ছেলে নেই যে নিজের বাবাকে বলবে, বাবা আপনি এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। ঘরে বসে থাকুন, আমি রুজি করে আপনাকে খাওয়াবো। সেখানে নারী ঘরের কাজও করে আবার অফিসের ধাক্কাও তাকে সইতে হয়।

তাই বলছিলাম, কাল পর্যন্ত যারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়েছিলো তারাই আজ কারো আশ্রয়ে একটু প্রশান্তি খুঁজে মরছে। কিন্তু কোনো পুরুষ তাকে আপন করে নিতে আজ রাজি নয়। তার দায়িত্ব নিতে কেউ আগ্রহী নয়। শুধু টিস্যু পেপারের মত ব্যবহার করে ফেলে দিতে চায়। পরিশেষে কেউ কাউকে আর চেনে না।

হে মুসলিম নারী! মনে রেখো, তোমার বয়স এখন চল্লিশ। নিজেকে পর পুরুষের চোখে চাঁদ মনে করো না। আকাশের চাঁদও কিন্তু ২৯/৩০ এর বেশী হয় না। কি বুঝলে? তবে তুমি যে বয়সের হও না কেন, তোমার স্বামীর কাছে তুমি শুধু চাঁদ নও, তার চোখে তুমি পূর্ণিমার চাঁদ। জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও তার বাসায় তুমি কোনো রাজার রাজরাণীর চেয়ে কখনো কম নও। তুমি কি ভুলে গেছো? বাবার ছায়ায় বড় হয়েছো। ভাইয়ের আশ্রয়ে থেকেছো। যৌবনে স্বামী হয়েছে তোমার জীবন সাথী। বৃদ্ধকালে তোমার সন্তান হবে তোমার সাহায্যকারী। তুমি স্বামীর ঘরে থেকে রান্নার পাতিল ঘষে আর রুটি বেলে নিজেকে কাজের বুয়া মনে করো? না কখনো না, এমন কথা কখনো ভেবো না। এটি তোমার ভুল ধারণা।

একটু ভেবে দেখো, রুটি-গোস্ত, চাল-তরকারী, লবন-মরিচ প্রতিনিয়ত তোমার হাতে কে এনে তুলে দিচ্ছে? জানো, সে তোমার স্বামী। তোমার মুখে খাবার তুলে দেয়ার জন্য সে নিজেকে প্রতিদিন রোদে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে চলছে। তোমার স্বামী সূর্যের প্রচন্ড তাপের সাথে যুদ্ধ করে তোমার ইয্যাত রক্ষা করে চলছে।

তুমি কী জানো? একটি টাকা রুজি করতে গিয়ে সে কত জনের গোলামী করছে। সকাল-সন্ধ্যা কত বসের চোখ রাঙানোকে সহ্য করেছে। শুধু

তোমার জন্য সে কত অফিসারের বকা শুনেছে। কত মালিকের বারবার গলাধাক্কা খেয়েছে তবুও কাজ রেখে কখনো চলে আসেনি। কারণ যখনই চলে আসতে চেয়েছে, তখনই তোমার ও তোমার কোলে দুধের সন্তানটির প্রতিচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আর তাই বহু চোখ রাঙানোর পরও কত ভাবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছে মলিকের কাছে তা কি তুমি জানো?

মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ওভার টাইমের অফার লেটারটি পায়নি। একমাস শেষ হয়ে অন্য মাসের ১০ তারিখ হয়ে গেলেও বেতনের টাকাটা কোনো মাসেই ঠিক মত পাচ্ছে না বছরের পর বছর। অপরাধ একটিই, সে daily basis বা দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত। তাই কত অসহায় হয়ে কর্তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয় নিজের বেতনের আর্জিটা নিয়ে। বেতনের কথাটি জানাতে গিয়ে একটু এদিক সেদিক হলে অফিস হতে বেয়াদব বলে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এটি কি সে কোনো দিন তোমাকে জানিয়েছে? অভায় টাইমের অফার লেটারটি আজও পায়নি। পেলেও বসের মর্জি মত পেয়েছে। চেক বানাতে গিয়ে কর্তাদের কত গড়িমসি। তাদের আচরণে মনে হয়, যেন বিনাশ্রমে টাকা দিচ্ছে এবং নিজের পকেটের টাকা দিচ্ছে। তারপরও কত জনের টেবিলে গিয়ে চেকটি আটকা পড়ে। সেটি পাওয়ার জন্য কত জনকে তোয়াজ করতে হয় তা কি তুমি জানো?

অনেকের ক্ষমতার বাহাদুরীর টেবিলে চেক পাওয়ার সকল পার্মিশনও অনেক সময় আটকে যায়। বিদেশ গিয়ে ডাক্তার দেখানোর কথা জানানোর পরও চেকটি না পেয়ে অন্যের কাছে হাত পেতে কর্জ করে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। হয়ত এমন কষ্টের কথাও তুমি জানো না। শুধু তোমার কথা চিন্তা করে সেদিন তাদের চোখে চোখ রেখে কথা না বলে সব নীরবে হযম করেছে। তুমি এসবের কিছুই জানো না। নিজের বৈধ পারিশ্রমিকটি পাওয়ার জন্য কত জনের কাছে ধর্ণা দিতে হয় এর হিসাব কি সে কোনো দিন তোমাকে দিয়েছে?

বাসায় ফেরার আগে ঠিকই সে তোমার জন্য ডাক্তারের সিরিয়াল দিয়ে এসেছে। আর এই একটি কারণে সকাল হতে কত জনের কাছে কিছু টাকার জন্য হাত পেতেছে, তা তোমাকে কোনো দিন বলেনি। কিন্তু কষ্ট

লাগে তখন, যখন এত কিছুর পরও তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারছো না। নিজের প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে পায় না। পশ্চিমাদের শেখানো স্বাধীনতার নামে তার সংসার রেখে এখানে সেখানে যখন তখন তুমি ঘুরে বেড়াতে চাও। তুমি নিজের ঘরে স্বামীর রাণী হওয়ার পরিবর্তে অফিসের চাকরানী হয়ে পর পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে চাও? যদি তাই হয় তা হলে তোমার বিবেকের ওপর হাজার আফ্‌সোস।

শোনো! পশ্চিমা নারীদের এহেন দূরাবস্থা দেখে তোমাকে শিক্ষা নিতে হবে। তাদের পরিণতি দেখে তোমাকে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কারণ বাজারে সব কিছুই পাওয়া যায় তবে স্বামীর মতো আপন ও স্বামীর ঘরের মতো জান্নাত এবং বাবার মতো ছায়া এই জীবনে কখনো পাওয়া যাবে না। বিশ্বাস না হলে খুঁজে দেখ।

অতএব পশ্চিমাদের সব কিছু নকল করার আগে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি কতটুকু তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। কারণ পশ্চিমা প্রপাগান্ডার প্রবাহে আজ মানব জীবনে এক আজীব ও গরীব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাদের প্ররোচনায় বিস্ময়কর ও অদ্ভুত এক দর্শন আমাদের নারী সমাজের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। তাই নারীরা এখন নিজের সংসারে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-সন্তানের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাংসারিক হওয়াকে বন্দী ও অপমানিত জীবন মনে করে বসেছে। কিন্তু সেই একই নারী Hotel Management এর নামে হোটেল-মোটেলে অপরিচিত পুরুষদের জন্য রান্না করতে, তাদের রুম পরিস্কার করতে এবং Waiter এর নামে গেস্টদের রুমে রুমে খাবার পৌঁছে দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। Airhostess এর নামে জাহাজ ও বিমানের শিক্ষিত-অশিক্ষিত যাত্রীদের যাত্রাপথে Entertainment এর ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজেকে তাদের সেবক বলতে গর্ববোধ করছে আজকের নারী। স্বামীর সংসারের কাজ করতে লজ্জা করে। নিজেকে কাজের বুয়া মনে করে। ঠিক একই নারী বিমানে এমন কাজ করতে গর্ববোধ করে। চাহিবামাত্র যাত্রীদের কাছে নিজেকে হাযির করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। স্বামীর সংসারে এসব করতে হলেই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়।

তেমনই এক দম্পতির এক সাথে মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর স্বামী ভূত হয়ে গেলো। স্ত্রী হয়ে গেলো প্রেতাত্মা বা ডাইনী। পরপারে যখন দুই জনের দেখা হলো, তখন স্ত্রী তার স্বামীকে বললো ভূত হওয়াতে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। স্বামী তার স্ত্রীর মুখে এটি শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললো তবে তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি। এ ধরনের নারীরা মিডিয়ায় এসে নিজেকে Best Cook পরিচয় দিতে লজ্জা না করলেও স্বামীর সংসারের ভাত রান্না করতে গেলেই নাকি তার বংশের মান থাকে না। তেমনই এক দম্পতি হোটেলে খেতে গেলো। স্বামী যখনই খাওয়া শুরু করতে লাগলো তখন স্ত্রী বলে উঠলো আজ তুমি খাওয়ার আগে দো'য়া পড়তে ভুলে গিয়েছ নাকি। স্বামী বললো না ডার্লিং বিষয়টি এমন নয়, এটি হোটেল। এখানের বাবুর্চিরা খাবার রান্না করতে জানে। কি বুঝলেন!!

আজকের নারী শপিংমলে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা হাস্যোজ্জল চেহারায় পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনী-গরীব, ক্রেতা ও দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেও স্বামীর সাথে একান্তে হাসি-তামাশা করতে নাকি তার এনার্জি থাকে না। পরিশেষে অফিস আদালতে নিজের বসের না-জায়েয এবং অবৈধ চাহিদা পূরণ করাকে **'নারী স্বাধীনতা'** এবং **'সম্মানীত জীবন'** মনে করে বসে থেকে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে নিজেকে স্টাবলিস্ট ভাবছে। আর মুসলিম উম্মাহ্‌র নারী সমাজের এহেন বিবেক বিবর্জিত কর্ম-কান্ড দেখে আমরা **'ইন্না লিল্লা হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জেউন'** বলে আফ্‌সোস করছি।

তাই বলছিলাম, এরপরও কি বলতে হবে পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে আমরা কী হারিয়েছি এবং কী পেয়েছি? বিস্তারিত জানতে হলে পরের লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন জানতে পারবেন।

নারী এবং ফ্যাশন

মানুষের রুচি, ভদ্রতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক এমন প্রত্যেক জিনিস ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয। কারণ আল্লাহ্ নিজে সুন্দর সুন্দরকে তিনি পছন্দও করেন। আর তাই সৌন্দর্য হলো ইসলামের একক বৈশিষ্ট্য। তবে এখানে শর্ত হলো এটি বেহায়াপনা, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, শির্ক, যুল্ম অপচয় এবং প্রতারণা হতে মুক্ত হবে। এখানে সকল কৃষ্টিমনা, ভদ্রতা ও সংস্কৃতিসহ মাহাত্ম্য এবং গাম্ভীর্য বজায় থাকতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[১৭]

'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। হে বনী-আদম! শায়ত্বান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বের করে নিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে। যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে,তোমরা তাদেরকে দেখো না। আমি শায়ত্বানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।'

ক্বোরআন মানব জাতিকে দুন্ইয়ার জীবনে ভোগ-বিলাশের জন্য একটি উসূল বা Priciple বাত্লে দিয়েছে। আল্লাহ্ বণী আদমের জন্য সকল

১৭- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং: ২৬-২৭

প্রকারের সৌন্দর্যকে জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন। ক্বোরআন তার সেই ঘোষণাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আগামী প্রজন্মের জন্য এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[১৮]

'হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজ-সজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান করো এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।'

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ইচ্ছে মত খেতে এবং পান করতে সুযোগ দিয়েছেন। তাদেরকে শুধুমাত্র অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। অতএব এর বাইরে শুধু শুধু প্রশ্ন করে আল্লাহ্‌র হালালকৃত জিনিসের মধ্যে অনর্থক দোষ ত্রুটি বের করা ঠিক নয়। নিজের বুদ্ধি দিয়ে জায়েযকে না-জায়েয, হালালকে হারাম ফাত্ওয়া দিয়ে ইসলামের প্রশস্ত গন্ডিকে সংকীর্ণ করে উপস্থাপন করলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার চেয়ে অপকৃষ্টতাই প্রকাশ হবে। অতঃপর ইসলামের গন্ডি ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে না। এখানে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী।

আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এ সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন :

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[১৯]

'আপনি বলুন, আল্লাহ্ সাজসজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলে দিন এসব নি'য়ামাত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্য এবং কিয়ামাতের দিন খাঁটিভাবে তাদের জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে।'

১৮- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং- ৩১

১৯- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং- ৩২

এখানে উল্লেখ্য যে, ঘরের সৌন্দর্য নারী। আর নারীর সৌন্দর্য হলো সাজ-সজ্জা। যারা এটি উপলব্ধি করতে পারে তাদের দাম্পত্য জীবন স্বামীর পোশাকে স্ত্রীর সুপরিচ্ছদ প্রিয়তা এবং স্ত্রীর পোষাকে স্বামীর আত্মমর্যাদার প্রমাণ মেলে। তাই নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্বোরআনে বিশেষভাবে সৌন্দর্য সাজ-সজ্জা, শোভা, ভূষণ এবং অলংকারের বর্ণনা এমন ভাবে করা হয়েছে যে, এটি নারীর অধিকার বুঝতে যেন কারো কোনো সমস্যা হয় না। আর তাই জন্মগতভাবে সৌন্দর্যের সব কিছু নারীর স্বভাব চরিত্রের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছে।

তবে নারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তার ভাগ্য সৌন্দর্য ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না; বরং তার জীবন সঙ্গি হয়ে যে পুরুষটি আসবে তার ওপরই নির্ভর করে নারীর সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য। আফসোস!! আজকের স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে এমনভাবে বুঝতো যেমন ফার্মেসীর অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত সেল্‌স ম্যান ডাক্তারের লেখা বুঝে, তা হলে আমি হলফ করে বলতে পারি, বর্তমান সমাজের কোনো দম্পতির সংসার কখনো ভাঙতো না; বরং তারা স্বর্গীয় সুখে কাটাতে পারতো নিজেদের দাম্পত্য জীবন।

অতএব স্ত্রীকে মনে করতে হবে, নারীর জীবনে স্বামী বিশাল এক রওনক্ব বা শোভা। স্বামী ছাড়া নারী জীবন অসম্পূর্ণ। তাই বিয়েতে নিজের সম্মতি দেয়ার সাথে সাথে সেই স্বামীর ওপর পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়ার ভরসা করতে হবে। আর স্বামীকেও মনে রাখতে হবে, ভরসা হলো Sticker এর মত। এটি একবার উঠে গেলে দ্বিতীয় বার আর পূর্বের মত লাগে না। আর স্ত্রীকেও বুঝতে হবে, নারী জীবনে স্বামী হলো একটি বট বৃক্ষ। যার ছায়ায় আশ্রয় নিতে জানলে কাটিয়ে দেয়া যাবে পুরো জীবন। এই বৃক্ষ শুধু রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান হতে বাঁচাবে না, মান্না সালওয়াও এই বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিতে জানলে পাওয়া যাবে।

একটি বাস্তব ও সত্য কথা হলো, এই বৃক্ষ যামীন হতে যা নেয় তার চেয়ে দেয় অনেক বেশী। স্ত্রীর সান্নিধ্যে এক ঘন্টা প্রশান্তি লাভের বিনিময়ে বাকী তেইশ ঘন্টা পরিশ্রম করে কাটিয়ে দেয় তার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কামনা করে বৃষ্টির মত নিজের প্রিয়তমা

স্ত্রীর জীবনে আনন্দ বর্ষিত হোক। আর সেই বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন তার মনের সকল ব্যথা দূর করে দেয়। আল্লাহ যেন নিজ প্রিয়তমার সাথে নিজের জীবনকে হালাল পথে ও মতে কাটানোর সুযোগ করে দেন এই কামনাই করে পুরো জীবন।

স্ত্রীর মুখের একটু হাসিতে নিজের সকল ক্লান্তি ভুলে যায়। যার স্বামী দেশের বাইরে, তাকে জিজ্ঞেস করুন; তার রাত কাটে কীভাবে? রাত-দিন তার কাছে সব এক। এই দূরত্ব কবে শেষ হবে এই চিন্তায় দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার কখনো কখনো ভাবে, যদি এমন দূরেই থাকতে হবে তা হলে বিয়ে হলো কেন? সে স্বামীকে স্মরণ করতে করতে কোনো এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আবার যখন ঘুম হতে উঠে, কলম হাতে নিয়ে তাকে মনের কথা লিখতে বসে তখন লিখে, জীবন এমন ব্যথার চিকিৎসা দিতে অপারগ, শান্তি শুধু তখনই পাই যখন তোমার কথা মনে পড়ে।

মনে রেখো! তোমার কথা মনে পড়তেই আমার চেহারা যেভাবে ফুটে উঠে কোনো গোলাপও এভাবে কখনো কারো বাগানে ফুটে না। তবে কখনো কখনো খুশীও দুঃখ দেয়। ভালোবাসা প্রতিদিন নতুন নতুন ক্ষত সৃষ্টি করে। আশ্চর্য! নিজেই আঘাত দেয়, আবার নিজেই কান্না না করার জন্য কসম খাওয়ায়। লিখতে চেয়েছিলাম তোমাকে ছাড়া সুখেই আছি, কিন্তু কলমের কালীর আগেই চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কারণ এটি সমুদ্র নয় এটি আমার চোখ। তারপরও আমি তার মধ্যে তোমার অপেক্ষায় ডুবে আছি। এখন বল আর কত!! তাই তোমাকে আর লিখা হয় না। তাছাড়া সকল লেখা পাঠক বুঝতেও পারে না। কারণ লেখক তার অনুভূতি লেখে আর পাঠক শুধু শব্দ পড়ে।

অতএব ভালোবাসার এই বন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা যেমন উভয়কে করতে হবে তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে দো'য়াও করতে হবে। কারণ স্বামীর প্রশান্তির কেন্দ্র হলো শুধুমাত্র স্ত্রী। তাই স্বামীর জন্যই সাজ-সজ্জা নারী চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি স্ত্রীকে মনে রাখতেই হবে। সাজ-সজ্জার এমন কিছু পোশাক রয়েছে যা পুরুষের জন্য হারাম হলেও নারীর জন্য ইসলামে জায়েয। শারী'য়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে নারী সব সময় শুধু নিজ স্বামীর মানসিক প্রশান্তির জন্যই সাজবে। স্ত্রীকে দেখতেই যেন স্বামীর

মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য যেন স্বামীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। রাসূল (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে স্ত্রীর তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بما يَكْرَهُ)[২০]

'১. নারীদের মধ্যে উত্তম হলো সে যার দিকে তাকালে প্রশান্তি লাভ হয়।
২. কোনো কাজের হুকুম দিলে সে তা পালন করে।
৩. নিজের এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না।'

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেসীনে কিরাম লিখেছেন যে, উত্তম নারী নিজ স্বামীকে চার ভাবে খুশী রাখতে পারে। যথা:

১. নিজের দ্বীনদারীর মাধ্যমে।
২. নিজের চরিত্রের মাধ্যমে।
৩. নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে।
৪. এবং নিজের সাজগোজের মাধ্যমে।

অতএব মুসলিম নারীর উচিৎ শারী'য়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে নিজের স্বামীর চক্ষু শীতলের জন্য সাজগোজ করা। নারীকে বুঝতে হবে পুরুষের কখনো সাজগোজের প্রয়োজন পড়ে না। নারী যদি পুরুষের চেয়ে বেশী সুন্দর হতো অথবা পুরুষের সৌন্দর্য প্রকাশের প্রয়োজন পড়তো তা হলে মেকআপ পুরুষের জন্যই হতো নারীর জন্য নয়। বিষয়টি নিয়ে একটু নয় পুরো চিন্তা করুন। নিজের রূপের বাহার ও শারীরিক গঠন গায়রে মাহরাম পুরুষ হতে সব সময় লুকিয়ে রেখে স্বামীর জন্য সংরক্ষণ করা নারীর ঈমানী দায়িত্ব। কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, সত্য কথা হলো, সমাজের অধিকাংশ পুরুষ নারীর কারণে চরিত্রবান রয়েছে। কেউ স্ত্রীর ভয়ে আর কেউ জান্নাতে হুর পাওয়ার আশায়। তাই সাইকোলজিস্টদের পরামর্শ হলো, স্ত্রীর সাথে কখনো মিথ্যা বলবেন না। কারণ স্ত্রী আপনার সব কিছু জানার পরই প্রশ্ন করে তার সত্যতা যাছাই করে মাত্র।

২০- رواه الإمام أحمد وغيره، وحسنه الألباني. وسنن النسائي، رقم: ٣٢٣١، باب أي النساء خير.

তাই বলছিলাম, মায়েদের কর্তব্যস্বামীকে কীভাবে সন্তুষ্ট ও খুশী রাখা যাবে মেয়েদেরকে শিখিয়ে দেয়া। কিন্তু এখন মায়েরা শিখিয়ে দেয় তাকে কীভাবে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে সেটি। আগে মায়েরা তাদের মেয়েদেরকে বলতেন, আম্মু ঘর-দুয়ার সাজানো গোছানো শিখে নাও। ভালো শাশুড়ি পাওয়ার আশায় পড়ে থেকো না। কারণ আপন খালাও যদি শাশুড়ি হয়, পর হয়ে যেতে কিন্তু দেরী লাগবে না।

আমাদের মেয়েদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এরা যখন বউ হয় তখন ভালো শাশুড়ি পায় না। আর যখন শাশুড়ি হয় তখন ভালো বউ পায় না। তাই মেয়েদেরকে বলবো, শাশুড়ির কোনো কথা যদি তোমাদের খারাপ লাগে তা হলে এটি মনে করে তোমাদের চুপ থাকা উচিৎ যে, **'আমার প্রিয় স্বামীর ইনি জান্নাত'**। আর আগামীতে তোমরা বেঁচে থাকলে তোমরাও হবে এমন একটি মেয়ের স্বামীর জান্নাত। হ্যাঁ, আরো একটি কথা মনে রেখো, ননদররা কখনো ভাবীদের শত্রু হয় না। ভাবীদের আচরণই তাদেরকে ভালো-মন্দ বানায়।

যাক বলছিলাম, সৌন্দর্য প্রকাশের যা কিছু আছে সবই নারীদের জন্য। আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসে দেখতে পাই, তিনি রেশমের কাপড় এবং স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম করে নারীর জন্য তিনি হালাল বলেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)[২১]

'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক টুকরো রেশমের কাপড় তার ডান হাতে এবং আর এক টুকরো স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, অতঃপর বললেন: এই দুটি আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।'

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে জামহুর ওলামায়ে কেরামের মতে রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণ মুসলিম উম্মাহ্র পুরুষদের জন্য ব্যবহার হারাম হলেও

---

[২১] - حكم الالبانى : صحيح ابن ماجة، رقم الحديث: ٣٥٩٥، عون المعبود لأبي داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، رقم الحديث: ٤٠٥٧

নারীদের জন্য হালাল। তাই নারীরা এটি ব্যবহার করতে পারবে বলে মত দিয়েছেন। তাছাড়া নারীদের জন্য এই দু'টি জিনিস হালাল সম্পর্কীয় একটি হাদীস ইমাম তিরমিযিসহ বহু মুহাদ্দেসীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযি হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ [২২]

'আবু মুছা আল্ আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণ আমার উম্মাতের পুরুষদের ওপর হারাম করা হয়েছে, এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।'

ইসলামে এই দু'টি জিনিস নারীদের জন্য হালাল আর পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেকের মনে এর কারণ জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলামে সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া, যা পুরুষের জন্য জায়েয তা নারীর জন্যও জায়েয। শারী'য়াতের বিশেষজ্ঞরা এই সম্পর্কে অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা:

(ক) স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় হলো সৌন্দর্যের প্রতীক। ভোগ-বিলাসের মাধ্যম। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের অধিকারীর প্রমাণ বহন করে। তাই ইসলাম নারীর স্বভাবগত সৌন্দর্য প্রকাশের মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখে তাদের জন্য এসব ব্যবহারকে জায়েয করেছে। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী হলো একমাত্র নারী। কারণ তার দায়িত্ব কখনো বাবা, কখনো ভাই, কখনো স্বামী আবার কখনো ছেলে বহন করে। তার নিজের কোনো দায়িত্ব নেই। জীবনের সকল মোড়ে ও বাঁকে রাণী সেজে শুধু ঘরে বসে থাকবে। কখনো বাবার চক্ষু শীতল করার জন্য পুরো ঘরে নেচে কুদে, হেসে খেলে ঘুরে বেড়াবে। আবার কখনো ভাইয়ের সাহস জোগানোর জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। কখনো স্বামীর আনন্দ ও

---

[২২]-وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِلْجَمَاهِيرِ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْلِيلِهِمَا لِلنِّسَاءِقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه حل لنسائهم وفي إسناد حديث بن مَاجَهْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ.

তার সংসারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে। আবার সন্তানের সুখের জন্য না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে রাতের পর রাত।

নারী যৌবনে স্বামীর ঘরের রাণী হয়ে তার হৃদয়ের প্রশান্তি ও শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র রাত দুপুরে নিজেকে তার হাতে তুলে দেবে। পরিশেষে নিজের ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে তার দুন্ইয়া ও আখেরাত সুন্দর করার জন্য দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করবে। এটিই নারীর জীবন এবং এটিই তার কাজ। এর বাইরে নারীর আর কোনো কাজ নেই এবং চিন্তাও নেই। ইসলামের বিধি-বিধান যেখানে এবং যে পরিবারে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত সেখানে উপরোক্ত কাজের বিনিময়ে নারীর সামনে পুরো জীবন **মান্না ওয়া সাল্ওয়া** এসে হাযির হয়ে যাবে। এটিই ইসলামের নির্দেশ। ভাবতে অবাক লাগে এরপরও বলা হয় ইসলামে নারী অধিকার বঞ্চিত।

(খ) স্বর্ণ এবং রেশমি কাপড় পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার কারণ হলো, মুসলমান পুরুষ অন্যদের থেকে পৃথক চরিত্রের অধিকারী। সালাত আদায়ের মাধ্যমে অন্যদের থেকে তাকে পার্থক্য করা হয়। ইসলাম তার অনুসারীকে দুর্বলতা প্রকাশের যেমন সুযোগ দেয় না তেমনিভাবে এই দুন্ইয়াতে খুব বেশী বিলাসী এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনও পছন্দ করে না। ইসলাম একদিকে নারীকে মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে বলে অন্যদিকে পুরুষকে তার পায়জামা-প্যান্ট ও লুঙ্গিকে টাখনুর উপরে রাখতে বলে। এটিকে নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান মনে করা হলেও এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা করে ইসলামের এই বিধান সম্পর্কে চমৎকার এক তথ্য দিয়ে ইসলামের বিধি-বিধানের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে।

সম্প্রতি আমেরিকার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা করে জানিয়েছে যে, পুরুষের টাখনুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ হরমোন রয়েছে। এই হরমোন হলো পুরুষের শরীরের কিছু জৈবিক উপাদান যা তার যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তার শরীরের এই অংশের খুব বেশী আলো বাতাসের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীর যেহেতু আলো বাতাস লাগছে না তাই তার টেস্টোস্টেরন নামক যৌন হরমোনটি শুকিয়ে যায়। যৌন হরমোন শুকিয়ে গেলে সে বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারবে না।

অতঃপর নারী যদি তার স্বামীর কাছে সুখ না পায় তার বেড রুমে স্বর্ণের খাটে শুয়ে না থেকে একদিন উড়াল দেবে। অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলামের বিধান অনর্থক কোনো বিধান নয়। তাই পুরুষের টাখনুর উপর কাপড় পরিধানের একটি বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের আগামী দিনের স্বার্থ রক্ষা করছে। আর এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

(গ) স্বর্ণ ও রেশমের কাপড় পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শেখরে পৌঁছে দিয়ে মানব সমাজে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত করতে চায়। এসব হতে দূরে থেকে সে তার পুরুষত্বের পরিচয় দেয়।

(ঘ) বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, স্বর্ণ ও স্বর্ণের গহনা ব্যবহারকারীদের ত্বকের মাধ্যমে তাদের শরীরে (Gold atoms) বা স্বর্ণের অণুপ্রবেশ করে। অতঃপর এই অণু ধীরে ধীরে রক্তের সাথে গিয়ে মিশে যায়। Al-Zheimer's Disease এ আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষের রক্ত ও প্রস্রাবের মধ্যে স্বর্ণের অনেক বেশী অণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Gold migration বলে। নারীদের বেলায়ও তাই হয়। তবে তাদের রক্তে এবং প্রস্রাবে এটি থাকে না। কারণ নারীদের মাসিক হওয়ার কারণে এটি শরীরের দুষিত রক্তের সাথে প্রতি মাসে বের হয়ে যায়। **আল্লাহু আকবার!!** অতএব ইসলামের বিধি-বিধানের বাস্তবতার আর কোনো দলীলের প্রয়োজন আছে কি?

তাই বলছিলাম, ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানের মধ্যে হিকমাত রয়েছে। আমার আপনার বুঝে আসুক বা না আসুক, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই ইসলামের বিধান মানার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কোনো দলীল ছাড়াই বলতে হবে ইসলামই সত্য। অতএব প্রত্যেক ফ্যাশন যেটি করলে একজন নারীকে নারী মনে হবে এবং তার সৌন্দর্য শুধু ফুটে উঠবে না; বরং তাকে অন্যের চোখে সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী মনে হবে সেটিই তার জন্য জায়েয।

উপরোক্ত আলোচনাটি বিবেচনায় নেয়ার পর পাঠকদের মনে বেশ কিছু প্রশ্ন জাগবে। আবার অনেকে বলেও ফেলবে নারীদেরকে খুশী করার জন্য লেখক এখানে সব কিছুকে জায়েয এবং ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বলে ঘোষণা করে নারীকে বে-পর্দা হয়ে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য উস্কে

দিচ্ছেন। নারী যেমন ইচ্ছা তেমন সাজতে পারবে। এখানে কারো কিছু বলার এবং করার থাকবে না। তাই সর্ব প্রথম পাঠকদের মনে যে প্রশ্নটি উঁকি মারবে সেটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বর্তমান যুগের নারীদের ফ্যাশনের কিছু কিছু বিষয়কে নিষেধ করেছেন। এখন ঐ সব হাদীসে রাসূলের ব্যাখ্যা কী হবে? এপ্রসঙ্গে আমরা পাঠকদেরকে বলবো রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীসের মধ্যে যে সব বিষয় নিষেধ করেছেন সেগুলো দুই প্রকার:

এক: রাসূলের যুগে জায়েয মনে করা হতো। তবে রাসূল (স.) এমন করতে নারীদেরকে নিষেধ করেছেন।

দুই: অন্য আরেকটি ফ্যাশন যা মূলতঃ কোনো ফ্যাশনই নয়; বরং সেটি একটি অপকর্ম এবং বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এধরনের ফ্যাশন অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ। কারণ এ সব কাবীরাহ গুনাহ। হাদীসে নাববীর পাতায় নারীদের মাঝে তিন ধরনের ফ্যাশনের প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়।

(ক) প্রথমটি হলো: রাসূলের যুগের নারীরা শরীরে সুঁই ঢুকিয়ে চামড়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে Tattoo mark বানাতো। এটি এমন একটি বেহুদা কাজ এবং অপকর্ম যার সম্পর্কে পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, এটি অনর্থক একটি কাজ। অতএব অনর্থক কোনো কর্ম কখনো নারীর ফ্যাশন হতে পারে না। তাই বিবেকবান কোনো মানুষ তার শরীরে সুঁই ঢুকিয়ে চিত্রাঙ্কণ করাকে কখনো মেনে নিতে পারে না। সুতরাং এটি কোনো ফ্যাশন হতে পারে না।

(খ) **দ্বিতীয়টি হলো:** রাসূলের যুগের নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য দাঁত কেটে চিকন করে ফেলতো। এটিকেও কেউ ভালো কর্ম বলে স্বীকৃতি দেয়নি। এখানে সৌন্দর্য প্রকাশের কিছু নেই বলে সবাই এটিকেও একটি বেহুদা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে।

(গ) তৃতীয় **হলো:** নারীদের ভ্রু প্লাক।

এই সম্পর্কে আমরা ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে এই বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করি পাঠকদের নিকট বিষয়টি বোধগম্য হবে **ইন্শা আল্লাহ।**

ভ্রু প্লাক ও নারী

ভ্রু প্লাকের ইতিহাস একটি ঘৃণিত ইতিহাস। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, ভ্রু প্লাক খ্রিস্টান পতিতারা করতো। এভাবে সাধারণ নারী আর পতিতাদের মাঝে পার্থক্য করা হতো। অন্যের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার জন্য ভ্রু তুলে অথবা চেঁছে ফেলে ভ্রুকে নতুন চাঁদের মত বানিয়ে ফেলা ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তনের শামিল। আর এমন পরিবর্তনের জন্য আখেরাতে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তবে আমাদেরকে বুঝতে হবে, নারীর মুখের অবাঞ্ছিত পশম আর ভ্রু এক জিনিস নয়। তারপরও কিন্তু অনেকে মনে করে অবাঞ্ছিত পশম যেমন তুলে ফেলা যাবে ঠিক তেমনিভাবে রূপচর্চার জন্য চোখের ভ্রুও তুলে ফেললে বা চিকন করে রাখলে কোনো গুনাহ্ হবে না। আবার অনেকে এসব করার সময় শারী'য়াত কি বলে তা জানার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে। তাই যারা এসব করতে চায় তাদেরকে ভ্রু সম্পর্কে দু'টি কথা বুঝতে হবে। একটি হলো ভ্রু উপড়ানো, আর অন্যটি হলো ভ্রু কেটে ফেলা বা মুন্ডিয়ে ফেলা। শারী'য়াতে উভয়টিকে সম্পূর্ণ হারাম ও কাবীরাহ্ গুনাহ্ বলা হয়েছে।

তাই রাসুল (স.) ঐ সকল নারীর প্রতি লা'নাত করেছেন যারা রূপচর্চার জন্য ভ্রু তুলে ফেলে। নারীর মুখে যদি কোনো পশম বা গোঁফ উঠে তাহলে তা তুলে ফেলতে পারবে এতে কোনো গুনাহ্ হবে না। কারণ এরূপ হওয়া নারীর স্বভাব বিরোধী। তাই নারী এসব অবাঞ্ছিত পশম যখন তখন তুলে ফেলতে পারবে। তবে এখানে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, ভ্রু কখনো কোনো নারীর মোটা হয় আবার কখনো চিকন হয়। অতএব যার যেমন তেমনই রাখতে হবে। এতে দোষণীয় কিছু নয়; বরং এতে নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং অন্যের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

যে সব নারীরা নিজেদেরকে আধুনিক নারী হিসেবে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে চায়, তারা মনে করে আমরা আধুনিক যুগের তরুণী। তাই ভ্রু প্লাক করা ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে কেমন দেখায়! তাদেরকে বলতে চাই শুধু ভ্রু প্লাক করা নয়; বরং উল্কি আঁকা এবং

আল্লাহ্‌র দেয়া শরীরের যে কোনো আকৃতিকে বিকৃত করা নারী-পুরুষ সবার জন্য কাবীরাহ্ গুনাহ্। হাদীসে নাববীতে এরূপ কাজ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই ঘরের মধ্যেও কোনো নারী এসব করতে পারবে না। এমন কি স্বামীর চোখে সুন্দর দেখানোর জন্যও এমন করতে পারবে না। এখন বুঝতেই পারছেন বাসার বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে কেমন হবে? এরূপ করলে গুনাহ্ আরো বেশী হবে। কারণ এমন করলে উঠতি বয়সের তরুণরা নারীর দিকে তৃষ্ণার্ত কাকের ন্যায় চেয়ে থাকবে এটি নারী নিজেও ভাল করে বোঝে। আর পুরুষের চোখের যেনার প্রতি নারী নিজেই তাকে উৎসাহ যুগিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আজকের তরুণ-তরুণীরা যাকে ক্রাশ বলছে সেটিকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) পনেরশ বছর আগে চোখের যিনা বলেছেন। তাই নারীর গুনাহ বেশী হবে। যে তাকাবে তারও গুনাহ্ হবে। স্বামীকে খুশি করার জন্য প্রত্যেকে শারী'য়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে নিজেকে সাজাতে পারে। অনুরূপভাবে নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী নিজের প্রতি স্বামীকে দুর্বল রাখা এবং স্বামীর প্রেম-ভালোবাসার জন্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। স্বামী দেখে যেন মনে করে নিজের স্ত্রীর দৃশ্যটা কী যে অপরূপ এক দৃশ্য। তবে সর্বাবস্থায় নিজেকে পুরুষের আড়ালে রাখতে হবে। পরীর মত সেজে এসে স্টেজে বসে ফটো তোলা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য আল্লাহ্ হালাল করেছেন বলে ক্বোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যা ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আমার বিভিন্ন বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব স্বামীর চোখে সুন্দর লাগার জন্য নিজের আকৃতিকে বিকৃত না করে যেমন খুশী তেমন সাজতে পারে স্ত্রী। এখানে শারী'য়াতের কোনো বক্তব্য নেই। স্বামী যেন অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা স্ত্রীর দায়িত্বও বটে। তার চোখ কি চায় এবং তার নাক কেমন ঘ্রাণ পেতে চায়, স্ত্রীর চেয়ে আর কেউ বেশী বলতে পারবে না। তিক্ত হলেও সত্য বর্তমান সমাজের মেয়েদের এদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই। তারা স্বামীর জন্য সাজ-গোজ না করে অন্যকে দেখানোর জন্য সাজ-গোজ করে বেড়ায়। এ যুগের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে বয়সেরই পুরুষ হোক না কেন, তার কাবীরাহ্ গুনাহ্ হবেই। কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানে মেহমানদের বসার জন্য সাজিয়ে রাখা চেয়ার ও টেবিলগুলো বিয়েতে আগত নারীদের চেয়ে বেশী পর্দায় থাকে।

বলতে লজ্জা লাগছে তবুও বলতে হচ্ছে, বর্তমান সমাজে কিছু গর্দভ ও অপদার্থ স্বামী আছে যারা নিজের স্ত্রীকে নিজের চোখে অসুন্দর রেখে মানুষের চোখে সুন্দর দেখানোর জন্য পেট ও পিঠ খোলা, লাল টুক টুক গাল ও পাহাড়ের মত স্ফীত বক্ষদেশ, পুরো শরীর নগ্ন ও অর্ধনগ্ন করে পর পুরুষের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ পায়। এসব অধম স্বামীরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে বে-পর্দা করে অন্যকে দেখাতে ভালোবাসে। অধিকাংশ সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, মার্কেট ও বিবাহ-শাদীতে যাওয়ার সময় এসব অপদার্থ স্বামীরাই নিজ স্ত্রীকে বে-পর্দা হতে বাধ্য করে। নারীও তার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় নিজ শরীরকে বিবস্ত্র করে ফেলছে। কারণ তারা একে তো নাচনী বুড়ী আরো পেয়েছে ঢোলের বাড়ী। তাই আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো পর পুরুষের তৃপ্তির জন্য উজাড় করে দেয়াকে কখনো ডোন্ট মাইন্ড আবার কখানো ফ্রি-মাইন্ডসহ আরো কত কি নাম ব্যবহার করছে তা তারাই ভাল জানে।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহ্‌র অবিবাহিত যুবককে বলতে চাই, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, প্রত্যেক নারী তোমার অর্থ দেখে তোমার কাছে বিক্রি হবে না। সমাজে কিছু শাহজাদীও রয়েছে, তাদেরকে পেতে হলে তোমার বাটখারায় অর্থ নয়, সৎ চরিত্রের গুণাবলী খুব বেশী করে বাড়িয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সঠিক সময়ে তিক্ত ঔষধ সেবনও রোগীর আগামী দিনের জীবনকে মিষ্টি করে তোলে। একজন নারীকে বিয়ে করে স্ত্রী বানিয়ে তার অভিভাবক হওয়া খুব সহজ কথা নয়। কারণ অভিভাবকের অবস্থা ঘরের চালের ঐ টিনের মত, যে বার মাস রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান, শীত ও গরম সহ্য করে। কিন্তু তারপরও যারা তার নীচে আরামে ঘুমায় তারা একটু এদিক সেদিক হলে খুব বিরক্ত ভাব নিয়ে বলে উঠে এই টিনগুলো খুব বেশী আওয়াজ করে এবং তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়।

তাই মুসলিম নারীদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভ্রু প্লাক করা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বেশ্যালয়ের বেশ্যাদের কাজ ছিলো। তারা ভ্রু প্লাক করে ভ্রুকে নতুন চাঁদের মত বানিয়ে নিজের প্রতি খদ্দেরের আকর্ষণ বাড়াতো। পরবর্তীতে সমাজের ব্যভিচারী নারীরাও নিজেদের চোখের ভ্রুকে চারদিক হতে কামিয়ে কারুকার্য করতো। এটি শুধু একটি বেহুদা কাজ নয়; বরং এটি ব্যভিচারী নারীর প্রতীকও বটে। এ ধরনের নারীকে দেখা মাত্র সবাই

বেশ্যা মনে করে। তাদের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যাওয়ার কারণে এটিও মুসলিম নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলের যুগে এই ফ্যাশনটিকে **'নামছ'** এবং যে করতো তাকে **'নামেছাহ্'** বলতো। রাসূল (স.) মুসলিম নারীদেরকে এমন করতে নিষেধ করে বলেছেন:

(عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا)[২৩]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সব মেয়ে শরীরে উল্কি এঁকে নেয়, আর যারা এঁকে দেয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী, চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন কারিণীদের আল্লাহ্ লা'নাত করেছেন। জনৈকা মহিলা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যাকে রাসূলুল্লাহ (স.) লা'নাত করেছেন আমি তাকে কেন লা'নাত করবো না। এটি তো ক্বোরআনেও বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা হতে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো।'

এখানে নারীদেরকে একটি কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে তা হলো, শারী'য়াতে হারামকৃত কোনো কাজ মা-বাবা, ভাই-বোন শুধু নয়, স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য করলেও আখেরাতে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই স্বামীকে যখন তখন কাছে পাওয়া এবং শারীরিক সম্পর্ক করার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে রোযা না রাখা, সালাত আদায় না করা এবং স্বামীর বন্ধুদের কাছে গর্ব করার মত সুন্দর স্ত্রী পেয়েছে বোঝানোর জন্য তাদের সামনে বেপর্দা হওয়া শুধু স্বামীকে জাহান্নামে নেবে না স্ত্রীকেও নিয়ে যাবে। এ বিষয়টি না বোঝার কারণে বর্তমান সমাজে অনেক নারীকে তার স্বামী ভ্রু প্লাক করতে শুধু বলে না বাধ্যও করে। পেট-পিঠ খুলে এবং নাভি দেখিয়ে সামাজিক

٢٣- سورة الحشر، الآية : ٧". متفق عليه.

অনুষ্ঠানে যে পুরুষ নিজ স্ত্রীকে নিয়ে হাযির হয়ে বাহ্‌বা নিতে চায় সে মূলতঃ পুরুষ না,সে একজন নির্লজ্জ বেহায়া। কারণ সে নিজের স্ত্রীকে অন্যের চোখের তৃপ্তি এবং ভোগের বস্তু বানানোর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর সকল বয়সের পুরুষরা তার রূপের বাহার দেখার জন্য এভাবে আসছে এবং যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন সে কারো স্ত্রী নয়; বরং কোনো পীরের দরবার।

এ ধরনের পাপাচারে লিপ্তদেরকে শারী'য়াত দাইয়্যুছ বলেছে।অতএব শুধুমাত্র স্বামীকে খুশি করার জন্য শারী'য়াত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না। স্বামীর খুশির জন্যও যদি কেউ এমন করে তাহলে কাবীরাহ গুনাহ্ হবে। আখেরাতেও সমস্যা হবে। অতএব আমার এমন মন্তব্যে চেঁচামেচি না করে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। তখন বুঝতে পারবেন, ভালো কাজের দিকে আহবানকারী আপনার শত্রু নয়। আর মন্দ কাজে যে বাধা দেয় না সে আপনার বন্ধু নয়।

উল্লেখিত তিনটি ফ্যাশন ছাড়াও জাহেলী যুগে আরো একটি ফ্যাশন নারীদের মাঝে প্রচলন ছিলো। যেটিকে জায়েয ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হতো। তা হলো, নারীরা নিজের চুলের সাথে কৃত্রিম চুল বা অন্যের চুল একত্রিত করে খুব বড় করে খোঁপা বাঁধতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বেশ কিছু হাদীসে সেটিকেও নিষেধ করা হয়েছে। নারীর মাথার চুল যেহেতু তার সৌন্দর্যের প্রতীক, তাই পুরুষদের মাঝে এটি তার প্রতি আকর্ষণও বাড়ায়। এমন মেয়েকে বউ হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে প্রতিটি যুবক। তবে যারা এমন স্বপ্ন দেখে তাদেরকে এটিও মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্ন কাঁচের চেয়েও নাযুক। প্রতিবার চোখ খুলে যাওয়ার সাথে সাথেই শুধু ভেঙ্গে যায়।

নারী ও স্বভাব পরিবর্তন

বর্তমান সমাজে আধুনিকতার নামে নারীদের মাঝে এখন চুল কেটে পুরুষের মত করে রাখার আরেকটি ফ্যাশন শুরু হয়েছে। মহিলারা মনে করে তারাও পুরুষের মত যখন তখন চুল কাটতে বা কাটাতে পারবে। দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল তথাকথিত আল্ট্রা মডার্ন নারীদের খপ্পরে পড়ে আমাদের ইসলামিক ফ্যামিলির অনেক মায়েরাও নিজেদের তরুণী মেয়েদেরকে প্রতিনিয়ত বিউটি পার্লারে নিয়ে গিয়ে শুধু তাদের চুল কেটে পুরুষের মত বানিয়ে আনছে না, নিজেরাও চুল কেটে পুরুষ সেজে আসছে। তাদের এহেন দুঃখজনক আচরণ দেখে আমরা যেমন দা'ওয়াতী কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলি, তেমনিভাবে আমাদের সকল বক্তব্যও অন্যদের কাছে হাস্যকর প্রমাণিত হয়।

কারণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখে আসছি যে, বিবাহিতা-অবিবাহিতা সকল বয়সের নারীরাই রূপচর্চা করতে গিয়ে কাঁধ পর্যন্ত চুল রেখে বাকি টুকু কেটে ফেলতে চায়। তাছাড়া বাজারে নারীদের রূপ চর্চার বহু জিনিস পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করা যাবে কিনা এই নিয়েও অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে। অতএব যাদের মনে এসব প্রশ্ন উঁকি মারে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, ছেলেদের মত মেয়েদের চুল কেটে ছোট করে ফেলা কাবীরাহ্ গুনাহ্। মেয়েদের চুল লম্বা থাকবে এটি হলো মেয়েদের প্রকৃতি ও স্বভাব। চুল কেটে ছোট করার অর্থ হলো নিজেদের প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এসম্পর্কে শারী'য়াতের সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি বলে এখানে রাসূলের হাদীসের ভান্ডার হতে বেশ কয়েকটি হাদীস পাঠকদের জন্য উল্লেখ করছি।

এই হাদীসগুলো গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, রাসূল (স.) এর যুগেও এসবের প্রচলন ছিলো বলে তিনি সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেছেন। রাসুল (স.) এসব নারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُول اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يلبَس لِبْسَةَ المرأةِ والمرأَةَ تلبَس لِبسَة الرَّجل)[٢٤]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে পুরুষ নারীর এবং যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করবে রাসূল (স.) তার ওপর লা'নাত করেছেন।'

(عَنْ ابن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ النبيُّ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالمُترَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءْ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ منْ بُيُوتكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النبيُّ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمرُ فُلاَناً)[٢٥]

'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) হিজড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের উপর লা'নাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) অমুক পুরুষকে এবং উমার (রা.) অমুক নারীকে বের করে দিয়েছিলেন।'

(عَنْ ابن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ لله ﷺ المُتَشبِهِينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّجَالْ)[٢٦]

'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) এমন সব পুরুষের ওপর অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের বেশভূষা ধারণ করে এবং এমন সব নারীদের উপর লা'নাত করেছেন যারা পুরুষদের সদৃশ ও এক রকম হওয়াকে পছন্দ করে।'

উপরোক্ত সব হাদীসগুলো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, নারীদের চুল কাটা শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম এবং কাবীরাহ্ গুনাহ্। যে সব নারী এমন কাজ করে নিজেদেরকে পুরুষের মত দেখানো পছন্দ করবে রাসুলুল্লাহ্ (স.) তাদের উপর লা'নাত করেছেন।

٢٤- رواه أبو داود (4098) وصححه النووي في "المجموع والألباني في صحيح أبي داود

٢٥- رواه أحمد والترمذي والبخاري، رقم الحديث: ٥٨٨٦

٢٦- رواه البخاري، رقم الحديث: ٥٨٨٥

এরপরও অনেক ইসলামিক ফ্যামিলির মেয়েদেরকে এমন করতে দেখা যাচ্ছে। তাই বলতে দ্বিধা নেই, আমরা যারা আজ ইসলামিক ফ্যামিলি বলে দাবী করছি তবে সত্য কথা হলো এটি একটি প্রতারণা।

আমি মনে করি, এমন লোকদের ইসলামিক দাবী করার কারণ হলো সমাজের সবাই নিজেদেরকে কোনো না কোনো পন্থী বলে পরিচয় দেয়, তাই তারাও নিজেদেরকে ইসলামপন্থী বলে দাবী করে। এর বাইরে তাদের দাবীর মধ্যে অতিরিক্ত আর কিছু নেই। অনেকের পারিবারিক জীবন অনেকাংশে অন্যদের চেয়েও নোংরা। এরা সমাজের নিম্নমান ও নিম্নস্তরের লোক। তাই নিজেরাই নিজেদেরকে এমন ভাবে। কথাগুলো তিক্ত হলেও সত্য। আমার দৃষ্টিতে যারা ইসলামিক দাবী করে মূলতঃ তারা সর্বদা হীনমন্যতায় ভোগে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের মেয়েদের আচার আচরণে এবং বিবাহ শাদী ছাড়াও পারিবারিক অনুষ্ঠানে। তাদের অনুষ্ঠান আর অনৈসলামিক লোকদের অনুষ্ঠানের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই; বরং তাদের এখানে এসে সকল অনৈসলামিক কর্মকান্ডও যেন ইসলামিক হয়ে যায়। এদিক দিয়ে অনৈসলামিক পরিবারগুলো ভালো। কারণ তারা নিজেদেরকে কখনো ইসলামিক দাবী করে না এবং নিজেদের কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধী তারা তা জানে বুঝে ও বলে। কিন্তু তাদের বিপরীতে যারা নিজেদেরকে ইসলামিক দাবী করে তারা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী নিজেদের সকল কথা ও কাজকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়।

আমার এমন মন্তব্যে যারা ক্ষেপে যাবেন তারা মনে রাখবেন, যদি সব সময় এবং সব কিছুতে আপনার নেতা এবং দলের বা আপনার নিজের রায়ই ঠিক মনে হয়, তা হলে বুঝতে হবে আপনার এখনো আরো শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তারপরও আমি বলবো আমার সাথে দ্বিমত পোষণকারীকে আমি আমার বন্ধু মনে করি। কারণ তিনি আমার ঐ সব দুর্বলতা প্রকাশ করেন যা আমি জানি না। তিনি আমার এমন সব দোষ প্রকাশ করেন যা আমি নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে আমিও এই সমাজের মানুষ। তাই আমিও অনেক ইসলামিক পরিবারের মেয়েদেরকে চুল কেটে পুরুষ সাজতে দেখেছি। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় তারা চাঁদের টুকরো সেজে যাচ্ছে। মা-মেয়ের দিকে লালসার দৃষ্টিতে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো আওয়ারা

ও বাদাইম্যাদেরকে তৃষ্ণার্ত কাকের মত তাকাতে দেখেছি বারবার। অথচ তারাই ইসলামী আন্দোলন করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসলামী শারীয়া'ত বাস্তবায়ন করতে চায় এই দেশে। তবে হাফেজ্জী হুযুরের **'খেলাফাত আন্দোলন'** হতে নিয়ে আজকের সকল ইসলামী আন্দোলনের লোকদের আচরণ দেখে এদের মাধ্যমে বা এদের কারণে এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার স্বপ্ন অন্যরা দেখলেও আমি দেখি না।

কারণ আমি তাদের আচরণ দেখে যা বুঝেছি তা হলো, তারা শারী'য়াতের বাস্তবায়ন নিজেদের পরিবারে নয়, অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। নিজেরা আজ গির্জার পাদ্রী সেজে বসেছে। তাদের জন্য কোনো শারী'য়াত নেই বলে তারা মনে করে। আখেরাতে তাদের কোনো গোনাহ ও জবাবদিহি হবেও না । তারা যা করবে তাই শারী'য়াত। তাদের কথা ও কাজে এমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটে সর্বত্র। তারপরও আমাদেরকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে নিয়ে একান্তে বসে শারী'য়াতের সঠিক বিধি-বিধান বোঝাতে হবে। তাই বলছিলাম, আমাদের কথা এবং কাজের মিল না থাকলে ফলাফলও শুণ্য হবে। এটি ভুলে গেলে চলবে না। আগে বাঙ্গালী মেয়েরা লম্বা ও ঘনকালো চুলের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটি ছিলো তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক। বাঙ্গালী নারীর চুল নিয়ে কবিরা কবিতা লিখতো। কিন্তু এখন তারা পশ্চিমাদের শেখানো সভ্যতার স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়ার কারণে নিজেদের চুল কেটে পুরুষের মত করে ফেলছে। এটিকে তারা ফ্যাশন ও আধুনিকতা মনে করছে। অতএব এহেন ঘৃণ্য কাজটি যেহেতু অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই তারা ক্বিয়ামাতের দিন তাদের সাথেই উঠবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)[২৭]

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: যে যাদের বেশভূষা গ্রহণ করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'

---

[২৭] - رواه أبو داود (اللباس / ٣٥١٢) قال الألباني في صحيح أبي داود : برقم ٣٤٠١

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে নারীকে স্বভাব পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছেন। তবে এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, স্বভাব পরিবর্তন বলতে কি বুঝানো হয়েছে? মেয়েদের মাথার চুল কাটা ও মুখের পশম উঠানো কি এর মধ্যে গণ্য হবে? এমন সব প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, যে সকল মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় জানা যায় সেগুলো বিকৃত করাকেই স্বভাব পরিবর্তন বলে। উদাহরণস্বরূপ এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে হাজার মূর্তির পিছনে দৌড়ানোও স্বভাব পরিবর্তনের শামিল। দ্বিতীয়ত মানুষের প্রকাশ্য রূপের পরিবর্তনও স্বভাব পরিবর্তনের শামিল। কারণ এই সব পরিবর্তন আল্লাহ্র ইচ্ছা বিরোধী কাজ। নারী নিজের চাল-চলনে এবং বেশভূষা ও সাজ সজ্জায় পুরুষ হতে চাওয়া বা পুরুষ নারী হতে চাওয়া এটি স্বভাব পরিবর্তন। রাসূল (স.) এসব ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে হারাম বলেছেন।

তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো নারীর চুল কাটানো স্বভাব পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে না। চুল অনেক লম্বা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রয়োজন মত সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য চুল কাটানোর সুযোগ আছে। তবে চুল কেটে পুরুষ হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ লম্বা চুল নারীর সৌন্দর্য। লম্বা চুলই তাকে নারী হিসেবে পরিচয় দেয়। রাসূল (স.) নারীকে চুলের যত্ন নিতে বলেছেন। হাদীসের ভান্ডারে আমরা এই সম্পর্কে একটি হাদীস দেখতে পাই, তিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ ٢٨

The Prophet (ﷺ) said: He who has hair should honour it.

অতএব চুল কাটানো যদি ছেলেদের মত না হয়, বা মডার্ন সেজে ছেলেদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য না হয় এবং চেহারায় কোনো পরিবর্তন না আসে তা হলে চুল কাটানো যাবে। তবে আমার যে অভিজ্ঞতা তা হলো মেয়েদের চুল কাটালেই তাদের চেহারা ও গঠনে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীতে যেসব মেয়েরা ভর্তি হয় তাদের চুল কেটে একেবারে পুরুষের মত করে ফেলা হয়। তাদেরকে দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝাই যায় না। যেহেতু তারা কম বয়সের হয়ে

٢٨- سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤١٦٣ (حكم : حسن صحيح (الألباني)

থাকে তাই তাদের শারীরিক গঠন দেখেও অনেক সময় ছেলে-মেয়ের মাঝে পার্থক্য করার কোনো উপায় থাকে না। এটি আমি ক্যান্টনমেন্টেও দেখেছি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও যখন ছেলে-মেয়ে এক সাথে ট্রেনিং করতে আসে তখনও তা বারবার লক্ষ্য করেছি। অতএব এমন করে চুল কাটানো সম্পূর্ণ হারাম। এমন আচরণ যারাই করুক না কেন শারী'য়াতে অগ্রহণ যোগ্য।

যাদের চুল লম্বা তারা যখন চুল খোলা রেখে পিঠের ওপর লটকিয়ে রেখে পর পুরুষকে দেখিয়ে বেড়ায় সেখানেও অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারণ নারীর লম্বা চুলের প্রতি যেহেতু পুরুষের স্বভাবগত আকর্ষণ তাই চলন্ত নারীর চুলের বাহার দেখে অনেক পুরুষ নিজের স্ত্রীর এমন চুল না থাকায় নিজের ভাগ্যে কম পড়েছে বলেও মনে করে। এমন পুরুষকে বুঝতে হবে যে, দুন্ইয়াতে দু'ধরণের লোক রয়েছে। যারা একে অপরকে অতি আকাঙ্খার দৃষ্টিতে দেখে। এক বিবাহিত আর অন্যজন অবিবাহিত। এ ধরনের লোকদেরকে বলবো, আপনার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। যা নেই তা নিয়ে অনর্থক চিন্তায় পড়ে সময় নষ্ট করবেন না। আর যা হবে তার উপর বিশ্বাস রাখুন। শান্তিতে থাকতে পারবেন। আল্লাহ্র কাজ আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এই দুন্ইয়ায় অধিকাংশ পুরুষের জীবনে কমপক্ষে তিন জন নারীর দেখা মেলে। একজন হলেন সেই নারী, যাকে তিনি বিয়ে করতে পারেন নি। দ্বিতীয় জন হলেন ঐ নারী, যাকে তিনি বিয়ে করে স্ত্রী বানিয়েছেন। আর তৃতীয় জন হলেন ঐ নারী,যার স্বপ্ন তিনি যৌবনে পা রাখার পর হতেইদেখে আসছেন। কিন্তু চামড়ার চোখে কোনো দিন তাকে দেখতে পান নি। কখনো পাবেনও না। অতএব ধৈর্য ধরুন, আপনার জীবনে সংঘঠিত সকল বিষয়ের হিকমাত সময় বলে দেবে। তবে মানব জীবনে সুখে থাকার উত্তম ফর্মূলা এবং জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, এখানে আনন্দও চিরস্থায়ী নয়, এবং দুঃখও দীর্ঘস্থায়ী নয়। অতএব আল্লাহ্র ফায়সালায় যিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তিনিই কামিয়াব। মনে রাখবেন, ধৈর্য কাপুরুষতা নয়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আপনার পরজয় ঘটলো। অতএব যার মধ্যে ধৈর্য ধারণের শক্তি আছে সে কখনো পরাজিত হয় না।

কৃত্রিম চুল ব্যবহার ও নারী

এ যুগের ছেলে-মেয়েরা মাথায় চুল কম হওয়ার কারণে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। একটি পাতলা চামড়ায় কৃত্রিম চুল বসিয়ে অতঃপর সার্জারীর মাধ্যমে সে চামড়াটি মাথার যে স্থানে চুল নেই বা কম সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়। তাই এই চুল সর্বদা মাথায় থাকে এবং দূর হতে বুঝাও যায় না। এ সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য যেমন জানা দরকার ঠিক তেমনিভাবে এ অবস্থায় অযু গোসল সম্পর্কেও নারী সমাজকে জানতে হবে। অতএব এ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে, আল্লাহ মানুষের কাছে তার শরীর ও রূহকে আমানাত হিসেবে রেখেছেন। এই আমানাতের কখনো খেয়ানাত করা যাবে না। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছে মত যা খুশী তা করা যাবে না। আর এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া সীমার মধ্যে থাকবে। তাই জান-মাল এবং রূহের অপব্যবহার করাই কিন্তু আমানাতের খেয়ানাত।

কৃত্রিম চুল ব্যবহার আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের শামিল। আল্লাহ্‌ নারী-পুরুষ উভয়কে স্বভাব বিরোধী এবং কৃত্রিম৹ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এসম্পর্কে তিনি ক্বোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন:

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[২৯]

'আল্লাহ্‌ মানুষকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যেতে পারে না। এটিই পুরোপুরি সঠিক ও যথার্থ দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'

রাসূল (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। তিনি তাঁর ঐ সব হাদীসে কৃত্রিম ও স্বভাব বিরোধী কাজ করতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

২৯- সূরাতুর রূম, আয়াত নং-৩০

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) ৩০

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) পরচুলা ব্যবহার কারিণী, তা প্রস্তুত কারিণী, উল্কি অংকন কারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায় তাদের সবাইকে লা'নাত করেছেন।'

তবে মানুষের চুল ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে বানানো চুল মাথায় লাগানোকে ওলামায়ে ইসলাম জায়েয বলেছেন। অন্য কোনো কিছুর তৈরী চুল ব্যবহার করা জায়েয। এ অবস্থায় গোসলের সময় যে পর্যন্ত পানি পৌঁছানো সম্ভব সে পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহতে বলা হয়েছে "নারী যদি তার চুলের গোড়ায় কোনো পশম সংযোজন করে তবে কোনো অসুবিধা নেই।"[৩১]

আমাদেরকে বুঝতে হবে, গোসলের অর্থ হলো পুরো শরীর ধোয়া। তবে যেখানে পানি পৌঁছানো সম্ভব নয়, সেখানে পানি পৌঁছানো জরুরীও নয়। ফিক্হে ইসলামীর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল্ বাহরূর রায়েক'** এর লেখক আল্লামা ইবনু নুজাঈম তার উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কোনো রকমের জোর জবর দস্তি ছাড়াই শরীরের সকল স্থানে পানি পৌঁছালেই গোসল হয়ে যাবে।'[৩২]

অতএব কৃত্রিম চুল যা মাথায় সংযোজন করার কারণে মাথার সাথে মিশে গেছে এবং শরীরের অংশে পরিণত হয়েছে বলেই ইসলামে এমন সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই অযু গোসলের সময় যদি কৃত্রিম চুল পর্যন্ত পানি পৌঁছে কিন্তু তার নীচে পৌঁছে না, তা হলেও অযু ও ফার্য গোসল হয়ে যাবে। হ্যাঁ যে সমস্ত চুল মাথা হতে পৃথক করা যায়, সেগুলোকে গোসলের সময় অবশ্যই পৃথক করে নিয়ে মাথা পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। অন্যথায় ফার্য গোসল হবে না। আর গোসল না হলে পবিত্রতাও অর্জিত হবে না। তবে যতটুকু চুল কাটলে পুরুষদের সদৃশ হবে না সে সম্পর্কে ওলামায়ে

---

৩০ - سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤١٦٨ (حكم : صحيح (الألباني)

৩১- ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ, পৃষ্ঠা নং-৪/১১৩।

৩২- ابن نجيم، البحر الرائق، كتاب الطهارة، ج/١

কেরামগনের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। এই সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা:

এক: সামান্য চুল কাটা জায়েয, এতে কোনো গুনাহ হবে না।
দুই: ইমাম আহমাদের নিকট একরম চুল কাটা মাকরূহ।
তিন: কেউ কেউ বলেছেন মেয়েদের চুল কোনো ভাবেই কাটা যাবে না। মেয়েদের চুল কাটা হারাম ও কাবীরাহ্ গুনাহ্ বলেও মন্তব্য করেছেন।

তাই আমরা মনে করি নারীদের চুল না কেটে লম্বা রেখে দেয়াই উত্তম। কারণ এতেই নারীর সৌন্দর্য ফুটে উঠে। আমাদের পূর্বের নারীদের চুল লম্বা ছিল, চুল লম্বা থাকাও তাদের একটি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। যা আজও কবি সাহিত্যিকদের উপন্যাসে নারীর লম্বা চুল নিয়ে অনেক রশ কসের আলোচনা হয়। কারো মাথায় লম্বা চুল দেখলে সেদিকে চলন্ত পথের নারী-পুরুষ সবার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তাই অমুসলিমদের অনুকরণে মুসলমান মেয়েদের চুল না কাটাই উত্তম। তবে রাস্তা-ঘাটে দেখিয়ে বেড়ানো যাবে না। অনেকে হয়ত মনে করতে পারে, আমি কেবল প্রত্যেক নতুন জিনিস এবং আধুনিকতার বিরোধিতা বা উপকারিতাকে অস্বীকার করছি। এটি সত্য নয়, আমি শুধু এখানে এটিই বোঝাতে চাচ্ছি যে, কোনো জিনিস গ্রহণ করার পূর্বে আমাদেরকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য কোথায় তাও বুঝতে হবে।

আল্লাহ্ দয়া করে নারীকে চুল দিয়ে তাকে এমন এক সৌন্দর্য দান করেছেন যেই সৌন্দর্যের সামনে মানব জীবনের সব সৌন্দর্যই অর্থহীন। সুতরাং যেই নারীর মাথায় চুল নেই তাকে রোগা মনে করতে হবে। রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে তার মাথার চুল কমে গেছে অথবা পড়ে গেছে। প্রত্যেক মেয়ে স্বভাবগতভাবে নিজের মাথায় চুলের বাহার থাকুক এটি কামনা করে। নিজ স্বামী তার চুলের মাঝে নাক ঢুকিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে প্রশান্তি লাভ করুক এটি প্রতিটি নারীর স্বপ্ন। হাতের মুঠে তার চুল নিয়ে স্বামীর যখন খুশী তখন খেলা করুক এবং তাকে আদর করতে করতে একে অপরের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন প্রতিটি নারীই দেখে। তেমনই এক নারীর প্রবাসে অবস্থানরত স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলো ঘুমের মধ্যে কাকে কাকে স্বপ্নে দেখ? স্ত্রী

উত্তরে বললো তুমি ভাই এত সরল বুঝতে পারছো না যে, তোমার স্মরণ আমাকে কখনো ঘুমাতেই দেয় না। স্বপ্ন দেখবো কোত্থেকে? এটি হলো সত্যিকারের স্ত্রীর চরিত্র। কবির ভাষায় সে বলে ওঠে:

'ওহ মুঝ্ছে পুঁছতা হ্যায়, খাব মে কিছ্ কিছ্ কো দেখ্তি হো
বে খবর জানতা নেহী উসকী ইয়াদেঁ মুঝ্হে সোনে নেহী দেতী'

তাই বলছিলাম, তুফান এবং ভালোবাসা উভয়টি একই রকম হয়ে থাকে। পার্থক্য হলো শুধু, তুফানে ঘর পড়ে আর ভালোবাসায় মানুষ পড়ে। এটি নর-নারীকে ভালো করে বুঝতে হবে। স্বামীর সুখের জন্য নিজের মাথার চুল বেশী থাকুক এটি সব নারীর কাম্য। নারীর এমন মনোভাবকে কখনো হীনমন্যতায় ভুগছে মনে করা যাবে না। এটি প্রতিটি নারীর স্বভাব। তবে নারীর মানসিক চাহিদা ও আগ্রহ যতই হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) কৃত্রিম চুল ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসে নাববীর পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)[৩৩]

'আসমা বিনতে আবি বাক্র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন নারী রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার একটি বিবাহিত মেয়ে রয়েছে। বসন্ত রোগ হওয়ায় তার মাথার চুল উঠে গেছে। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাতে পারি? রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ্ পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যবহার করায় উভয়কে লা'নাত করেছেন।'

এই সম্পর্কীয় আরো বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে। সব কয়টি হাদীসেই পরচুলা লাগানোকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর তেমনই একটি কথা আমরা নিম্নের হাদীসটিতে দেখতে পাই। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম দুই জনই হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

৩৩- متفق عليه، رياض الصالحين، باب تحريم وصل الشعر والوشم، رقم الحديث:١٦٤٢

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه -عَامَ حَجَّ- عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ)[৩৪]

'হুমায়েদ ইবনে আব্দুর রাহমান হতে বর্ণিত। তিনি যে বছর হাজ্জ করেছিলেন, সে বছর মু'আবিয়া (রা.) কে তার গোলামের কাছ থেকে এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, হে মাদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূল (স.) কে এরূপ চুল ব্যবহার নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নারীরা যখন এরূপ চুলের গুচ্ছ (পরচুলা) ব্যবহার করা শুরু করলো, তখনই বনী ইসরাঈলীদের ধ্বংস শুরু হলো।'

মূলতঃ ইসলামী শারী'য়াত মানব স্বভাব পরিবর্তনকে কখনো মেনে নেয়নি। তাই ক্বোরআন ও সুন্নাহ্য় এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য আরেকটি হাদীসেও আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ধমক দিয়ে নিজের অপছন্দ হওয়াটা যেমন প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে যারা এমন করতে চায় তাদেরকে তিরস্কারও করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عن جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا)[৩৫]

'জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) চুলের সাথে অন্য চুল লাগাতে নিষেধ করেছেন।'

মোটকথা, ইসলামের দৃষ্টিতে এসব চুল ব্যবহার করা সম্পূর্ণ না-জায়েয। কারণ রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে এমন করতে নিষেধ করেছেন। অন্য আরেকটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরচুলা লাগাতে নিষেধ করেছেন:

٣٤- متفق عليه

٣٥- صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة

(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا)[৩৬]

'আসমা বিনতে আবি বাক্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমি আমার মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং তার স্বামী তাকে খুব পছন্দও করে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারবো? এটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে এমন করতে নিষেধ করলেন।'

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে আয়েশাহ্ (রা.) হতেও বর্ণিত এমন আরো একটি হাদীস দেখতে পাই। সেই হাদীসেও তিনি এই সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার করে বলেছেন:

(وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)[৩৭]

'আশেয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। আনসারের এক তরুণী বিয়ের পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তার মাথার চুল উঠে গিয়েছে। লোকেরা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে চাইলো এবং এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যবহার করায় উভয়কে লা'নাত করেছেন।'

অতএব আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইসলামের মূলনীতি হলো সৌন্দর্যের সকল দিক এবং সকল পদ্ধতি জায়েয। কারণ আল্লাহ্ নিজে সুন্দর এবং সুন্দরকে তিনি পছন্দও করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

৩৬- المصدر السابق

৩৭- المصدر السابق

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ:إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ)[৩৮]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যার অন্তরে সামান্যতমও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটি শুনে একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো! একটি লোক তার নিজের কাপড় এবং জুতা সুন্দর হওয়াকে পছন্দ করে। উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ্ সুন্দর তাই তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।'

আমাদের নারী সমাজকে একটি কথা বুঝতে হবে যে, সৌন্দর্যের নামে এমন কিছু করা যাবে না যেখানে প্রতিপক্ষ ধোকায় পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। অথবা তাদের সাথে প্রতারণা হয়। এগুলো হতে মুক্ত সব সৌন্দর্য নারীরা গ্রহণ করতে পারবে। যে সৌন্দর্যের কারণে নারীকে নারী মনে হবে। সুন্দর দেখা যাবে। স্বামীর চোখের প্রশান্তি হয়ে তার প্রাণ জুড়াবে। তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বাড়বে এবং এমন সুন্দরী নারীকে বউ হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। এমন কি অন্যের চোখেও তাকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন নারী মনে হবে। সবার মাঝে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সব সাজ-সজ্জা নারীদের জন্য জায়েয।

তাই আমরা দেখতে পাই, ইসলাম যেখানে সৌন্দর্যকে পছন্দ করেছে সেখানে একটি সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। বেহায়াপনা ও অনর্থক সাজগোজের মাধ্যমে প্রতারণা হতে পারে এমন সব কিছুকে ইসলাম নিষেধ করেছে। তবে নিজেদের একান্ত সময়ে সকল ধরণের সাজগোজ জায়েয। মেকআপ করা নেল পলিশ লাগানো (যদিও মতবিরোধ রয়েছে) সবই জায়েয। আর এই সবই হবে স্বামীর জন্য। স্বামীর চোখে সুন্দর লাগার জন্য। নিজেদের একান্ত সময়ে একে অপরকে মন-প্রাণ খুলে পাওয়ার জন্য। নারী-পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন হবে তাও রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। অতএব ফ্যাশনের নামে যেমন খুশী তেমন

৩৮- روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ

সাজগোজ প্রকাশ্যে যেমন করা যাবে না, ঠিক তেমনিভাবে নিজের গন্ডির মধ্যেও যেমন খুশী তেমন করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তাদের সম্পর্কে রাসূল (স.) পরিষ্কার বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)[৩৯]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: জাহান্নামীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা লোকদেরকে মারবে। আর একদল নারীদের। তারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ বিচ্যুতকারিণী ও স্বয়ং বিচ্যুত বুখতি উটের কুঁজের মত তাদের চুলের খোঁপা। এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না শুধু তাই নয়; তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।'

উপরোক্ত হাদীসগুলোকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে যা বুঝা যায় তা হলো, পরচুলা লাগানোর মাধ্যমে অন্যকে ধোকা দেয়ার এবং প্রতারণা করার সুযোগ থাকে। যেমন পরচুলা লাগিয়ে চুলবিহীন নারী যদি বিয়ের পাত্রের সামনে উপস্থিত হয় তখন পাত্র ধোকা খাবে। পাত্রীর মাথায় চুল নেই এটি বোঝা যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারীকে এমন করতে পরিষ্কার করে নিষেধ করেছেন। এখানে সারমর্ম হলো মেয়েটির বিয়ে হয়েছিলো। তবে তাকে স্বামীর বাড়ী উঠিয়ে নেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় বিয়ে পরবর্তী সময়ে অসুস্থতার কারণে তার মাথার চুল পড়ে গিয়েছিলো। স্বামী তাকে উঠিয়ে নেয়ার কথা মেয়ের পরিবারকে জানালে তখন তারা মেয়ের মাথায় পরচুলা লাগিয়ে স্বামীর কাছে পছন্দনীয় ও আকর্ষণীয় করে পাঠাতে চেয়েছিলো। তবে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এমন করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯- صحيح مسلم، رقم الحديث: ٢١٢٨، مسند إمام أحمد، رقم الحديث: ٨٦٥٠

শরীরের অবাঞ্ছিত পশম, নখ ও দাড়ি

অনেক কিশোরীর মুখে পুরুষের দাড়ি ও গোঁফের মত লোম গজিয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে হাত-পায়েও পুরুষের মত পশম দেখা যায়। তাই এসব উঠিয়ে ফেলা যাবে কি যাবে না এ ব্যাপারে অনেকে জানতে চায়। এসম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য হলো, নারীর হাত ও পায়ে যদি পুরুষের মত পশম থাকে তা হলে স্বামীর নিকট নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশ ও স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তা উঠিয়ে ফেলা যাবে। এটি নারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর। ইচ্ছে হলে উঠিয়ে ফেলতে পারবে ইচ্ছে না হলে রেখেও দিতে পারবে।

তবে বগল, নাভীর নীচের পশম এবং পুরুষের মোচ সম্পর্কে শারী'য়াতের বিধান ভিন্ন। এখানে কারো কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা চলবে না। এ সম্পর্কে শারী'য়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হলো বগল ও নাভীর নীচের পশম পরিস্কার করা সুন্নাহ্। বগলের পশম তুলে ফেলা ও নাভীর নীচের পশম খুর দিয়ে কেটে ফেলা অথবা হেয়ার রিমোভার দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা উত্তম। বর্তমানে যে সমস্ত হেয়ার রিমোভার বের হয়েছে সে গুলো দিয়ে পরিস্কার করলেও চলবে। মোটকথা এসব পশম চল্লিশ দিনের বেশী রাখা ঠিক নয়। যে ভাবেই হোক পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً)[১]

'আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের নীচের পশম উপড়ানো এবং নাভীর নীচের পশম ছেঁচে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, এগুলো চল্লিশ দিনের বেশী যেন না রেখে দেই।'

---

[১]- رواه مسلم، ج ١/٢٢٢.

এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে আরো একটি বিষয় জানতে হবে তা হলো, অনেক মহিলার মুখে দাড়ি ও মোচের মত অবাঞ্ছিত লোম গজালে তা তুলে ফেলা জায়েয। অথবা কাঁচি দিয়েও কেটে ফেলা যাবে। তাছাড়া Hear Remover দিয়েও উঠিয়ে ফেলা যাবে। মহিলাদের মধ্যে প্রচলন আছে যে, নখ ও চুল কাটার পর তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। কারণ তা যেখানে সেখানে ফেললে গুনাহ্ হবে। তবে শারী'য়াতে এর স্বপক্ষে কোনো সাপোর্ট পাওয়া না গেলেও নখ ও চুল কাটার পর তা মাটিতে পুঁতে রাখাকে ওলামায়ে কেরাম উত্তম বলেছেন। কোনো কোনো সাহাবা (রা.) এমন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মাটিতে পুঁতে না রাখলে যে গুনাহ্ হবে একথাটি ঠিক নয়। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আমাদের নারী সমাজে প্রচলিত আছে যে রাতে নখ টাকা যাবে না, বা বুধবারে কাটা যাবে না এ সব কু-সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। ইসলাম ও শারী'য়াতে এর কোনো ভিত্তি নেই। তাই যার যখন সুযোগ হয় তখনই কাটা যাবে।

আমাদের সমাজের মেয়েরা এখন লম্বা নখ রাখতে শুরু করেছে তাই তাদের দেখা দেখি ইসলামী পরিবারের মেয়েরাও লম্বা নখ রাখার বৈধতা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, নখ লম্বা রাখা জায়েয আছে কি নাই। এটি প্রত্যেক নর-নারীর জানা অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, নখ লম্বা রাখা মানব স্বভাব বিরোধী একটি কাজ। কারণ আল্লাহ্ আদম সন্তানকে একটি সঠিক ও সুন্দর স্বভাব দিয়ে দুন্ইয়াতে পাঠিয়েছেন। এই সম্পর্কে ক্বোরআন পরিষ্কার করে ঘোষণাও দিয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে সুন্দর স্বভাব বলতে ধর্ম ও আম্বিয়া (আ.) এর সুন্নাহ্কে বুঝানো হয়েছে। নখ ছোট রাখা ও বড় হয়ে গেলে কেটে ফেলা হলো মানবীয় স্বভাব। শরীরের অবাঞ্ছিত পশমগুলোও চল্লিশ দিনের পূর্বে পরিস্কার করা সুন্নাহ্। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)[٤١]

---

٤١ - سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار.

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, ইসলামের স্বভাবসুলভ কাজ হচ্ছে পাঁচটি: খতনা করা, নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, মোচ কেটে ছোট করা, নখ কাটা ও বগলের নীচের পশম পরিষ্কার করা।'

তবে সত্য কথা হলো, আধুনিকতার নামে এখন যা করা হচ্ছে সবই জাহেলী যুগের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহেলী যুগের মানব সমাজ ও স্বভাবের ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, সেই যুগে নারীরা তাদের নখ লম্বা রাখতো। তবে তখনকার নারীরা শিক্ষার অভাবে এসব করতো আর এখন শিক্ষা লাভ করে মডার্নিজমের নামে আজকের পশ্চিমা জগতের নারীরা শুধু নয়, পুরো বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সেই জাহেলী যুগের মত নখ লম্বা রাখতে শুরু করেছে। অথচ মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র হলো রাসুলের চরিত্র। ইসলামের দেয়া বিধানই হলো তাদের পথ চলার পাথেয়। রাসূলের বাত্লানো মতের বাইরে কোনো মুসলমানের লাইফ স্টাইল হতে পারে না।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের মেয়েরা এখন নিজেদেরকে আধুনিক যুগের মেয়ে মনে করে। তাই আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে যারা হাত ও পায়ের নখ লম্বা রাখে, তাদের অনেকে নামায রোযাসহ ইসলামী পর্দা করে শারী'য়াতের বিধি বিধানও মেনে চলে। এমতাবস্থায় তাদের ফার্য গোসল ও সালাত আদায় করা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করে জানতে চায়। যারা এমন প্রশ্ন করেন তাদেরকে বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলাম কখনো আধুনিকতা বিরোধী নয়। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সব সময় আধুনিক। অর্থাৎ ইসলামই সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। উন্নত ও অনুন্নত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রবাহের মধ্যেও ইসলাম পুরোদমে সচল। যারা আজ একুশের আঙ্গিনায় ইসলামকে অচল বলে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে মূলতঃ তারা ইসলামের সঠিক পয়গাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

অতএব এমন সব লোকদেরকে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ইসলামই চির আধুনিক। অন্য সব ধর্ম-কর্ম, চেন্তা-চেতনা, কৃষ্টি-কালচার সেকেলের। তাই ঐ সব ধর্ম ও মতবাদে মানব জীবনের একুশের আঙ্গিনায়

সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যখন মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে দূরে অবস্থান করছিল মানবীয় জীবন যাপনের কোনো রঙ ও ঢঙ তাদের অজানা ছিল, তখনই কিন্তু তাদের নখ ও শরীরের আরো কিছু অপ্রয়োজনীয় পশম লম্বা হয়ে যে'ত। এগুলোর মধ্যে ময়লা জমে যাওয়ার কারণে রোগে আক্রান্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাই ইসলাম মানুষকে এসব পরিষ্কার করে আধুনিকতা শিখিয়ে সুস্থ মানুষ হয়ে বাঁচার পদ্ধতি বাত্লিয়েছে। মূলতঃ ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম জন স্বাস্থ্যের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আর তাই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي مَالِكٍ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)[٤٢]

'আবু মালিক আল্ হারিস ইবনে আসিম আল্ আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।'

রাসূল (স.) মানব শরীরের অবাঞ্ছিত পশমসহ হাত ও পায়ের নখ কাটার জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন যদি কেউ আবার সেগুলো রেখে বন জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের মত জীবনযাপন শুরু করতে চায় তা হলে আমরা তাকে সেকেলেই বলতে পারি একালের নয়। সে নিজের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বলে দাবী করলেও বাস্তববাদীরা তা কখনো মেনে নিতে পারবে না। অতএব বনের হিংস্র প্রাণীদের চরিত্র অবলম্বন করে যে যতই আধুনিক দাবী করুক না কেন, এমন আচার আচরণ সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগ হতে বহু দূরে তার অবস্থানেরই প্রমাণ দেয়।

এ কারণেই মানুষকে ভদ্র ও সভ্য বানানোর উদ্দেশ্যে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানব শরীরের এসব অঙ্গগুলো পরিস্কার রাখার প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন পদ্ধতি আবিস্কার হচ্ছে। Hear Remover, Nell cutter, After Shave, Fresh scent, Rexona, Perfume সহ আরো কত কি। এরপরও যদি কেউ এসব অবাঞ্ছিত জিনিসকে রেখে শরীরে রোগ-ব্যাধির জন্ম দিয়ে

٤٢- رواه مسلم.

নিজেকে আধুনিক বলে দাবী করে তা হলে আমাদের বলার কিছুই নেই। শুধু এই টুকু বলবো যারা এমন করছে তারা আধুনিকতার অর্থ বুঝতে ভুল করেছে। আমরা শারী'য়াতের আলোকে বলবো হাত-পায়ের নখ লম্বা রাখা না জায়েয। আর এসব বন-জঙ্গলের পশুদের চরিত্র। তাই তারা পশুর কাতারে পড়ে মানুষের কাতারে নয়।

শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এগুলো লম্বা রেখে সালাত আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে। কিন্তু নখ, নাভী ও বগলের নীচের পশম লম্বা রেখেছি বলে সালাত আদায় করা হতেও কেউ বিরত থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে ফার্য গোসল না করে না-পাকও থাকা যাবে না। অযু ও গোসলের সময় তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এসব স্থানে অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে। কোনো ভাবেই এসব স্থান যেন শুকনো না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নখ, দাড়ি-গোঁফসহ বগল ও নাভির নীচের পশম সম্পর্কে শারী'য়াতের কিছু পরিষ্কার দিক নির্দেশনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) দাড়ী লম্বা রাখতে বলেছেন এবং মোচ ছোট করতে হুকুম দিয়েছেন। আর তাই দাড়ি লম্বা রাখলে মানুষকে ভদ্র ও মার্জিত দেখায়। অন্যদিকে মোচ লম্বা রাখলে তাকে সন্ত্রাসীর মতো দেখায়। তাই আইন শৃংখলা বাহিনীর লোকেরাও তাকে সন্ত্রাসী মনে করে দেখা মাত্র তাড়া করে। তাছাড়া আধুনিক ও রুচি সম্মত কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করতে কোনো দিন রাজি হবে না।

এর বিপরীতে দাড়িওয়ালা লোকটি বৃদ্ধ হোক অথবা যুবক, যে বয়সেরই হোক না কেন, সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে। সমাজের সর্বত্র তার আলাদা একটা মর্যাদা যেমন থাকে তেমনিভাবে তাকে সবার চোখে সুন্দরও দেখায়। কারণ আদিকাল হতে দাড়িকে মানব সমাজে গৌরবের প্রতীক মনে করা হচ্ছে। তাই অনেকের কাছে এটি নিজের জীবনের মূল্যবান একটি সম্পদ। আর যাদের দাড়ি নেই তারা পুরো জীবন মানসিক যন্ত্রণায় কাতর। কারণ বন্ধু মহলে তাকে অনেক তীর্যক মন্তব্য যেমন শুনতে হচ্ছে, তেমনিভাবে চোখের আড়ালে এবং পর্দার পেছনে অনেকে টিপ্পনীও কাটছে। এসব শোনেও তাকে না শোনার ভান ধরতে হচ্ছে। আর যারা দাড়িকে সুন্নাহ্ হিসেবে রেখেছেন, তারা তো নিজের জীবন বিসর্জন দিতে

রাজি তবে দাড়ি ফেলে দিতে রাজি নয়। চাকরি ছাড়তে রাজি, কিন্তু দাড়ি কামাতে রাজি নয়। এরই নাম ঈমান এবং সুন্নাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত নমুনা। চলন্ত পথের কারো চোখে সুন্দর দেখানোর জন্য এমন করে কোনো লাভ নেই।

তাই বলছিলাম, প্রত্যেককে পৃথিবীতে থাকতেই আখেরাতের ডেকোরেশনের চেষ্টা করতে হবে। পৃথিবী যেন নিজেদের মধ্যে স্থান না পায়। কারণ নৌকা যখন পানিতে থাকে তখন ইচ্ছে মত সাঁতার কাটতে থাকে। আর পানি যখন নৌকার মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন সেই নৌকা সবাইকে নিয়ে ডুবে। কি বুঝলেন?

আরো এক ভয়ানক তথ্য হলো, বর্তমান সময়ের অনেক মডার্ন এবং শিক্ষিত ও নজরকাড়া তরুণী নিজের বিয়ের পাত্রের দাড়ি থাকতে হবে বলে শর্তও জুড়ে দেয়। অতএব তথাকথিত সুন্দরী তরুণীকে নিজের বউ বানানোর জন্য যে সব পুরুষরা দাড়ি কেটে ফেলার পরিকল্পনা করছে, তাদেরকে বলতে চাই ইউসুফ (আ.) এর মুখে কিন্তু দাড়ি ছিলো। দাড়ি থাকার পরও সুন্দরী নারীরা তাকে দাড়ি কেটে ফেলতে বলিনি; বরং তাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। এই কথাটি মনে রাখতে পারলে সুন্দরী নারীরা আপনার পায়ে এসে পড়বে। অপেক্ষা করুন এবং রাসূলের সুন্নাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখুন।

যারা দাড়ি রাখে না তাদের অন্তরে অবশ্যই রাসূলের সুন্নাহ্‌র প্রতি অনিহা রয়েছে। অথবা তারা এর গুরুত্ব অনুধাবনে অপারগ। তবে দাড়ি না রাখা এক ধরনের গুনাহ্। আর এই সুন্নাহ্ নিয়ে বিদ্রুপ করা আরো বড় গুনাহ্। আবার এটিকে ফ্যাশন ও নকশা করে রাখা কাবীরাহ্ গুনাহ্। বিষয়টি আমরা না বুঝলেও আল্লাহ্ অনেককে বোঝার তাওফীক্ব দিয়েছেন। তাই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের দেরা গাজি খান জেলার জেলা পরিষদ নকশা করে দাড়ি কাটা ও রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়ে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। কারণ এটি সুন্নাহ্‌র সাথে তামাশা যা ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। তাই যারা স্টাইল করে দাড়িকে নিয়ে মজা করে প্রস্তাবটিতে তাদের কঠোর শাস্তিরও দাবি করা হয়েছে।[৪৩]

৪৩- সময় টিভি, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

মনে রাখবেন, সুন্নাহ্ নিয়ে বিদ্রুপ করলে শুধু আখেরাতে নয়, দুন্ইয়াতেও লজ্জা পেতে হয়। তেমনই এক ঘটনা শুনুন। একবার একজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি তার ছেলেকে কোলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ছেলেটি তার বাবার কোলে শুধু কান্না করছে। তাই অন্য একজন লোক ছেলেটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। তার কোলে যাওয়া মাত্রই ছেলেটির কান্না থেমে গেল। অতঃপর ছেলেটির বাবাকে লোকটি বিদ্রুপ মিশ্রিত ভাষায় বললো, মুখে দাড়ি রেখে দুধের শিশুকে ভয় দেখাতে তোমার লজ্জা করে না? লোকটি সাথে সাথে উত্তর দিয়ে বললো, বেশী খুশী হয়ো না। সে তো তোমাকে তার 'মা' মনে করেছে। তাই কান্না বন্ধ করে দিয়েছে। কী বুঝলেন?

তবে আশ্চর্যের কথা হলো, যে সব তরুণীরা নিজেদের বিয়ের পাত্রের দাড়ি থাকলে বিয়েতে রাজি হচ্ছে না, তারাও কিন্তু পাত্রের লম্বা মোচ থাকতে হবে বলে এমন শর্তারোপ করছে বলে কখনো শোনা যায় নি। যে দিন এমন শর্তের কথা শোনা যাবে সে দিন মনে করতে হবে, ক্বিয়ামাত অতি নিকটে। আর তাই আমরা হলফ করে বলতে পারি, এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য এবং ভদ্রতা ও শালীনতার যেমন প্রকাশ ঘটছে ঠিক তেমনিভাবে বাস্তবতার সাথে মিলও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব বয়স কম বোঝানোর জন্য যে সব পুরুষ দাড়ি রাখছে না এবং যে সব নারী দাড়িহীন যুবকের সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসার স্বপ্ন দেখছে তাদেরকে চুপে চুপে এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতে চাই। আর তা হলো, মনে রাখবেন এবং বন-জঙ্গল ও চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখে আসুন, পৃথিবীতে যত বাঘ আছে সব বাঘের কিন্তু দাড়ি আছে। তবে বাঘের স্ত্রী অর্থাৎ বাঘিনীর কিন্তু কোনো দাড়ি নেই। এখন পুরুষের নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়া উচিৎ, সে কি বাঘ হবে না বাঘিনী হবে। আর নারী নিজের দাম্পত্য জীবন উপভোগের জন্য আগামী দিনের জীবন সঙ্গি হিসেবে বাঘকে বানাবে না বাঘিনীকে বানিয়ে আনন্দের জীবনকে স্বেচ্ছায় সাগরে ভাসিয়ে দেবে সেটিও তাকে গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে।

গবেষকদের গবেষণা অনুযায়ী নারীরা ক্লিন-শেভড পুরুষের চেয়ে দাড়িওয়ালা যুবকের প্রতি আকৃষ্ট বেশী হয়ে থাকে। কারণ দাড়ি তার

পুরুষত্ব যেমন বাড়ায়, তেমন তার শারীরিক যোগ্যতারও প্রমাণ দেয়। গবেষকরা আরো বলেছেন, বয়ঃসন্ধিকালে যাদের দাড়ি উঠতে কোনো ঝামেলা হয়নি তাদের প্রতি কোনো সংশয় ছাড়া তরুণীদের আদরণীয় চাহনি থাকে বেশী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে দাড়ির সাথে যৌন সক্ষমতার গভীর এক সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীর সাথে স্বামীর শারীরিক সম্পর্ক যত দেরীতে হবে দাড়িও তত দ্রুত গজাতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক দেরিতে হলে স্বামীর দাড়ি খুব দ্রুত এবং শক্তিশালী হয়ে গজাতে থাকে। কারণ এটি হরমোনজনিত একটি বিষয়। দাড়ি শুধু একজন পুরুষের পুরুষত্বের পরিচয় বহন করে না; বরং তাকে সূর্যের ক্ষতিকর আলোকরশ্মি থেকেও রক্ষা করে। অতএব মানব শরীরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে দাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। এখানেই রাসূলের সুন্নাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব শতভাগ প্রমাণিত।

আপনারা জানলে আরো আশ্চর্য হবেন, সম্প্রতি বৃটিশ ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা মতে দাড়ি ৯০% হতে ৯৫% ক্ষতিকর সূর্যকিরণ হতে মানুষকে রক্ষা করে। গবেষকরা যখন হতে দাড়িকে পুরুষের চিহ্ন এবং পুরুষত্বের প্রতীক, চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য বলেছেন তখন হতেই মূলতঃ বিশ্বব্যাপী যুবকদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের কাটিং ও স্টাইলে দাড়ি রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে দাড়ি এবং গোঁফ রাখার কারণে পুরুষের চেহারার লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, মানুষের কোনো এক সময় মুখের ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো দাড়িওয়ালা পুরুষের মুখ। কারণ দাড়ির কারণে সেবাশিয়াস গ্ল্যান্ড (Sebaceous gland) হতে তেল নিঃসৃত হওয়ায় তার ত্বক সব সময় নরম ও কোমল থাকে। মজার ব্যাপার হলো তারা আরো বলেছেন, দাড়ি মানুষকে ক্যান্সার হতে রক্ষা করে। অতএব দাড়ি রেখে রাসূলের সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করুন এবং ক্যান্সার হতে নিজে বাঁচুন এবং অন্যকেও বাঁচতে দিন।

দাড়ি সম্পর্কে এখানে আরেকটি কথা মনে পড়েছে। বালাকোটের শহীদ ইসমাঈল শহীদ (রাহ.) কে একবার এক মাজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে হযরত ইংরেজরা বলছে পুরুষের দাড়ি ফিত্‌রত বা স্বভাব

বিরোধী। কারণ হিসেবে তারা বলছে, প্রত্যেক পুরুষ দাড়ি ছাড়া জন্ম গ্রহণ করে। তাই দাড়ি রাখা একটি ফালতু কাজ। ইসমাঈল শহীদ এই কথা শুনে মুসকি হাসি দিয়ে বললেন, তা হলে তো মানুষের দাঁত রাখা এবং দাঁত থাকাও স্বভাব বিরোধী। কারণ প্রত্যেক মানুষ দাঁত ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করে। তাই সবার আগে ইংরেজদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া উচিৎ। এটি শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলো। অতঃপর একজন লোক সাথে সাথে বলে উঠলো **'মাওলানা নে তো দান্দান শেকান জাওয়াব দিয়া'**। অর্থাৎ মাওলানা তো দাঁত ভাঙ্গা জাওয়াব দিয়েছেন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় দেখুন, ইসলাম নারী-পুরুষের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে তাদের শরীরের গোপন পশমগুলো সম্পর্কেও কথা বলেছে। এসব পরিষ্কারের সময় নির্ধারণ করে দিয়ে তার অনুসারীদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার রাস্তা বাতলিয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য বলে এসব পরিষ্কারের মাধ্যমে তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার কথা যেমন বলেছে, ঠিক তেমনিভাবে তাকে সমাজে ভদ্রও বানিয়েছে। তাই নাক ও কানের ভেতরের পশম লম্বা থাকলে তাকে অভদ্র দেখায়। আর বগল ও নাভীর নীচের লোমগুলো দীর্ঘ সময় থাকলে সেখান থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হয়। কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। যার কারণে যান বাহনসহ সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে এমন লোকের অবস্থান কেউ সহ্য করতে পারে না। তার কাছে কেউ যেতে এবং বসতে পছন্দও করে না।

সত্য কথা হলো, দাম্পত্য জীবনে রুচি সম্মত কোনো নারীও তার স্ত্রী হয়ে কাছে গিয়ে শুইতে চাইবে না। আর এমন পুরুষ যখন কাপড় ছাড়া থাকে তখন তার দিকে লজ্জায় কেউ তাকাতেও চায় না। এমন কি নিজ স্ত্রীর চোখেও অসুন্দর দেখায়। অন্যদিকে নাভির নীচের পশম পরিস্কার না করলে চর্মরোগ দেখা দেবে। যার কারণে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও পরবর্তীতে সন্তানরাও এরোগে আক্রান্ত হতে পারে। তাই এখন আপনিই ভেবে দেখুন ইসলাম আধুনিক? না যারা এসব রেখে নিজেরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সমাজ দুষিত করার কারণে তাদেরকে সমাজে অপছন্দ করা হচ্ছে তারা আধুনিক?

সৌন্দর্যের প্রতীক মেহেদী ও নারী

নারী আর মেহেদী একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিশুকাল হতেই মেহেদীর প্রতি নারীর মাঝে একটি আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে বিয়ের সময় বর ও কনে মেহেদী লাগিয়ে থাকে। অনেকে আবার মেহেদীর সাথে শারী'য়াতের সম্পর্ক খোঁজে। নারী শরীরের কোথায় এবং কখন মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে এই নিয়েও তাদের মাঝে বিস্তর আলোচনা ও পর্যালোচনা চলে আসছে। অনেকে মনে করে পিরিয়ড চলাকালীন মেহেদী লাগাতে পারবে না। আবার অনেকে মনে করে পায়ে মেহেদী লাগানো যাবে না।

তবে আমরা মনে করি, এসব কু-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ শারী'য়াতে এমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই। পুরুষের দাড়ী বা চুলে অথবা মহিলারা হাতে-পায়ে এবং চুলে মেহেদী লাগাতে পারবে কি পারবে না এটি নিয়েও অনেক মতামত রয়েছে। এর মূল কারণ হলো রাসূল (স.) মেহেদী ব্যবহার করেছেন, তাই রাসূলের সম্মান রক্ষার্থেই নারীদের মাঝে এত সব প্রশ্ন। তারা মনে করে সঠিক ভাবে না জানার কারণে কখন কোন্ সময় এবং কোন্ স্থানে মেহেদী ব্যবহার করে গুনাহ্গার না হয়ে যায়, তাই মেহেদী ব্যবহার নিয়ে এত কাহিনী। পাছা ল্যাংটা মাথায় ঘোমটা দেয়ার মত। অর্থাৎ পুরো শরীর প্রদর্শনীতে কোনো গুনাহ্ না হলেও মাথায় কাপড় না থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

শুধুমাত্র সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য পুরুষরা মেহেদী লাগাতে পারবে না। কারণ এটি নারীর স্বভাব। নারীর বেশ-ভূষার অন্তর্ভুক্ত। তবে হ্যাঁ পুরুষ এটিকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো কারণ ছাড়াই পুরুষ সাদা দাড়ি ও চুলে মেহেদী লাগাতে পারবে। মহিলারাও তাদের সাদা চুলে মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া মহিলারা যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে মেহেদী লাগাতে পারবে। মেহেদী ছাড়া নারী থাকতে পারে না। তাই মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই এটি ব্যবহার করে আনন্দ উপভোগ করে। অনেক সময় এসব লাগিয়ে নারী তার

স্বামীর জন্য সাজে এটি তার স্বভাব। তবে পুরুষ বিয়ের সময়ও মেহেদী লাগাতে পারবে না বলে শারী'য়াতের বিশেষজ্ঞদের অনেকে মত দিয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি এর পক্ষে যেহেতু স্পষ্ট কোনো দলীল নেই তাই নিজ নিজ এলাকার প্রচলন অনুযায়ী এবং নারীর সাদৃশ্য না হলে কোনো অসুবিধা হবে না। **ওয়াল ইলমু ইন্দাল্লাহ**। আসল জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছে।

যারা ধর্ম-কর্ম মেনে চলার চেষ্টা করে এবং পাক-না পাকের প্রতি খেয়াল রাখে তারা মেহেদী লাগানোর পর অযু গোসল কীভাবে করবে তা নিয়েও খুব চিন্তায় থাকে। যারা এমন চিন্তায় থাকে তাদেরকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্‌ নারীদের জন্য দুন্‌ইয়াতে বহু জিনিস সৃষ্টি করেছেন। মেহেদীও সেগুলোর মধ্যে একটি। তাই মেহেদী শুধু মাথায় নয়, হাতে ও পায়ে দেয়াও জায়েয।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। তা হলো, আমাদের নারী সমাজের অনেকে মনে করে, রাসূল (স.) যে মেহেদী তাঁর দাড়িতে লাগিয়েছেন সেই মেহেদী এখন আমরা পায়ে কীভাবে লাগাতে পারি? তাই তারা পায়ে মেহেদী লাগানো ঠিক নয় বলে মনে করেন। তারা নিজেরাও লাগান না এবং অন্যদেরকেও লাগাতে নিষেধ করেন। মূলতঃ বিষয়টি এমন নয়। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হয় ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে। এখানে ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু শারী'য়াতের এমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই, তাই নারীরা মেহেদী যেখানে খুশী সেখানে লাগাতে পারবে। এতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যবহৃত জিনিসের সাথে কোনো ধরনের অসৌজন্য আচরণ বলে গণ্য হবে না। কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) হায়েয হতে পাক হওয়ার পর নারীদেরকে তাদের যৌনাঙ্গে আতর বা সুগন্ধি লাগাতে বলেছেন। অথচ আতর লাগানো সুন্নাহ্‌। সেই আতর যৌনাঙ্গে লাগানোর কথা রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন। এখন ভেবে দেখুন, রাসূলের ব্যবহৃত একটি জিনিস যদি নারীর যৌনাঙ্গে লাগানো যায় তা হলে পায়ে লাগাতে অসুবিধে কোথায়?

মাথায় মেহেদী থাকলে অযু করার সময় মাসেহ করে নিতে হবে। রাসুলের যুগের নারীরাও মাথায় মেহেদী লাগাতো। তবে কখনো তাদেরকে অযু

করার সময় মেহেদী ফেলে দেয়ার জন্য বলা হয়নি অথবা মেহেদী ব্যবহারে নিষেধও করা হয়নি। তবে হায়েয-নেফাস ও ফার্‌য গোসলের সময় চুলের গোড়ায় পানি অবশ্যই পৌঁছাতে হবে অন্যথায় শরীর না-পাক থেকে যাবে। অতএব অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েই মেহেদী ব্যবহার করতে হবে। তবে বর্তমানে যে সব মেহেদী বাজারে আসছে সেগুলো আসল মেহেদী নয়। এগুলোতে রঙ মেশানো হচ্ছে। আরো বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে খুব বেশী চকচকে করা হচ্ছে। তাই ঐ সব মেহেদী ব্যবহারে শরীরে পাতলা একটি আবরণ লেগে থাকে।

অনেকে অযু বা গোসলের পর মাথায় মেহেদী দিয়ে সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, এমন যারা করে তাদের সালাত আদায় হয়ে যাবে। পবিত্রতা অর্জনের পর মাথায় মেহেদী দিলে কোনো অসুবিধা নেই। অযুও নষ্ট হবে না। মাথায় মেহেদী বা অন্য কোনো কিছু যা চুলের সৌন্দর্যের জন্য নারীরা ব্যবহার করে থাকে সেগুলো দেয়ার পর যদি অযু করে (গোসল ফার্‌য না হওয়া শর্তে) তা হলে মাথা মাসেহ করলে চলবে। কিন্তু গোসল ফার্‌য হয়ে থাকলে মাথা মাসেহ করলে চলবে না; বরং মাথা তিন বার ধুয়ে ফেলতে হবে। এসম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها سألتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَن ذلكَ فقالتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) [٤٤]

‘উম্মে সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসুল (স.) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (স.) আমার মাথায় বেণি থাকে, অতএব ফার্‌য গোসলের জন্য কি আমার চুলের সেই বেণি খুলে ফেলবো? উত্তরে তিনি বললেন: না তা করবে কেন? বরং তিন বার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে চলবে। অতঃপর তার উপর পানি ঢেলে দিলে পাক হয়ে যাবে।’

---

٤٤ - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه/ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٠ / ١٨٢)

হাই হিল জুতা ও নারী

বর্তমান যুগে নারীর সাজ-সজ্জার কত কী বের হয়েছে, কত ধরনের পোশাক এবং কত বিশাল অর্থ এর পেছনে ব্যয় হচ্ছে, তা হিসাব করে বলা মুশকিল। মহিলাদের শুধু স্যান্ডেল জুতা কেন আরো কত কী সাজ-সজ্জার জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, তা মার্কেটে গেলেই বোঝা যায়। শপিংমল গুলোতে গিয়ে দেখে আসুন, দেখবেন সেখানে ১০% প্রসাধনী পুরুষের আর ৯০% প্রসাধনী নারীর। এমনও অনেক মার্কেট রয়েছে যেখানে পুরুষের কাপড়ের কোনো দোকানই খুঁজে পাবেন না। হিলজুতাও সেই বিলাসী আসবাব পত্রের অন্যতম। এমন জুতা ও স্যান্ডেল পায়ে দেয়া জায়েয আছে কি নাই এই নিয়ে কম বিতর্ক হচ্ছে না। এখন প্রায় উঠতি বয়সের সকল মেয়েরাই উঁচু সেন্ডেল বা জুতা ব্যবহার করে। যারা এ সবের ব্যবহারে অনর্থক হালাল-হারাম নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে তাদেরকে বলবো, ইসলামে হালালের সংখ্যা প্রচুর। হারামের সংখ্যা হাতে গোণা। তাই সব কিছুতে হারামের লেবেল লাগানো ঠিক নয়।

তবে বিশেষ কোনো কারণে নিজেকে লম্বা বোঝানোর জন্য এমন কিছু ব্যবহার করা জায়েয হবে না। বিশেষ করে বিবাহ সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠান যেখানে পাত্রী দেখার জন্য ছেলেপক্ষ থাকে সেখানে এসব জুতা ব্যবহার করে যদি বর পক্ষকে পাত্রী লম্বা দেখানে হয় তা হলে এমন স্যান্ডেল বা জুতা ব্যবহার করা জায়েয নেই। কারণ এটি একটি নিন্দনীয় কাজ এবং প্রতারণার শামিল। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, হিল জুতা ব্যবহারের মাধ্যমে পাত্রীকে লম্বা দেখিয়ে বিয়ে হয়ে গেলেও কোনো এক সময় একারণে নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে শুধু তাই নয়, বিয়ে ভেঙ্গেও যেতে পারে।

অতএব নিজের প্রতি কোনো পর পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন জুতা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এটি একটি চরম প্রতারণা। হ্যাঁ সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য এসব উঁচু স্যান্ডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। কাউকে ঠকানো বা প্রতারণার জন্য নয়। মনে রাখবেন,

অন্যকে ঠকালে একদিন নিজেকেও ঠকতে হবে। কারণ ঠকানো জিনিসটি যেহেতু আপনাকে চিনে গেছে তাই কোনো একদিন আবার আপনার কাছেই ফিরে আসবে। সুতরাং যেসব জিনিস ব্যবহারে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পর পুরুষদের মাঝে কামভাব সৃষ্টি হতে পারে, বা পর পুরুষ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা হলে এটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে নারী তার স্বামীর জন্য রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করতে গিয়ে এমন জুতা স্যান্ডেলসহ আরো যত ধরনের মডার্ন হতে পারে সবই ব্যবহার করতে পারবে। রূপচর্চার নিত্য নতুন জিনিসগুলো বিশেষ করে বিবাহিতা নারীরা ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যরাও পর্দার মধ্যে থেকে এসব জিনিস ব্যবহার করতে পারবে।

হাই হিল জুতা বা স্যান্ডেল সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য হলো, এমন উঁচু স্যান্ডেল বা জুতা পায়ে দিয়ে যদি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য হয়, তা হলে না জায়েয। কারণ এসব জিনিস ব্যবহারে জাহেলী যুগের অনুকরণ যেমন হয়, তেমনিভাবে মহিলাদের বে-পর্দাও প্রকাশ পায়। এমন কিছু ব্যবহারে পর পুরুষ তার প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকায়। যার কারণে গুনাহের পাল্লা যেমন ভারী হয়, তেমনিভাবে পাপাচারের রাস্তাও উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব রাস্তা-ঘাটে এসব ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তাই নারীদের পোশাক আশাক ও বেশ-ভুষা সম্পর্কে শারী'য়াতের নির্দিষ্ট একটি রীতিনীতি রয়েছে। এর বাইরে কিছু ব্যবহার করলেই তাকে অন্যদের চেয়ে পৃথক মনে হবে এবং পথে ঘাটে সর্বত্র পর পুরুষের লালসার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। আল্লাহ্ ক্বোরআনে মুসলিম নারীদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন:

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[৪৫]

'পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না।'

অতএব মুসলিম নারীরা স্বাভাবিক রীতিনীতির বাইরে বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কোনো কিছু অবলম্বন করতে পারবে না। করলে তা জায়েয হবে না।

৪৫- সুরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৩৩।

লিপস্টিক ও ফেস পাউডার

আজকাল নারীদের সাজসজ্জার নিত্য নতুন জিনিস বের হয়েছে । অতএব এসব জিনিস মুসলিম নারীদের ব্যবহার করা না করা নিয়েও অনেকে অনুমান নির্ভর কথা বলে। কিন্তু শারী'য়াতের বক্তব্য কি তা আমাদেরকে জানতে হবে। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য মহিলারা ঠোঁটে লিপস্টিক ও গালে ফেসপাউডার লাগাতে পারবেন। বিশেষ করে বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীর কাছে বিশেষ সময়ে আকর্ষণীয় দেখানো এবং স্বামীর প্রশান্তি লাভের জন্য এসব দিয়ে সাজতে পারবেন। ইসলাম নারীকে তার স্বামীর জন্যই সাজতে বলেছে, রাস্তা-ঘাটের জন্য সাজতে নিষেধ করেছে। মূলতঃ নারীর সকল সৌন্দর্য তার স্বামীর জন্যই হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সম্প্রতি লিপস্টিক নিয়ে আরো অবাক করা এক কান্ড ঘটে গেলো। আন্তর্জাতিক মিডিয়া জানিয়েছে যে, অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত জহুরি সংস্থা Rosendorff Diamond Jewellers তাদের ৫০তম বর্ষে এমন এক লিপ আর্ট পেশ করেছে যেখানে ১২৬টি হিরে দিয়ে তারা একটি ঠোঁট সাজিয়েছে। এর পেছনে খরচ পড়েছে প্রায় ৪.৫০ কোটি বাংলাদেশী টাকা। অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি টাকার একটি ঠোঁট। এই ঠোঁটটি সাজাতে মেক আপ আর্টিস্ট ক্লেয়ার ম্যাক এর সময় লেগেছে আড়াই ঘন্টা। এর মডেল ছিলো চার্লি অক্টাভিয়া। বিশ্বের সবচেয়ে দামি লিপ আর্ট হিসেবে এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে 'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস'।

এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যাদের মাথায় সারাক্ষণ নারী আর নারী ঘুর পাক খাচ্ছে তারা আগামীতে নারীর আর কোন্ অঙ্গ নিয়ে কাজ করবে এবং কোন্ অঙ্গ সাজাবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আমরা শুধু এখানে পাঠকদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারি, এই ঠোঁট সাজানোর মাধ্যমে কত জনের সংসার ভাঙবে আর কত জনের চরিত্র নষ্ট করে জাহান্নামের পথ দেখাবে তার হিসাব কে লাগাবে? সে রেকর্ড কিন্তু **'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস'** এ কখনো লিপিবদ্ধ হবে না।

নারী ও বিউটি পার্লার

বর্তমানে আমাদের নারী সমাজের উপর প্রাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। তারা যেমন করে যেমন হাসে, আমাদের মেয়েদেরও তেমন করতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে আমাদের নারী সমাজ পশ্চিমাদের চলা-ফেরাসহ কাপড়-চোপড়ের প্রতি খুব দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তারা যেমন কথা বলে এবং যেমন খায় আমাদের মেয়েরাও তাই অনুকরণ করে। অন্যের অনুকরণে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো যেই অনুকরণ নিজের ধর্ম-কর্ম, কৃষ্টি-কালচার হতে শুধু দুরে সরিয়ে ফেলবে তা নয়; বরং ঈমান-আমলও ধ্বংস করে ফেলবে আমরা সেই অনুকরণের বিরোধীতা করছি।

তারই সুত্র ধরে আমাদের কেউ কেউ বিউটি পার্লারে কাজ করে। আবার কেউ নিজেকে বিউটিশিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যেখানে মেয়েরাই মেয়েদের অঙ্গসজ্জার কাজ করে। যেমন মাথার চুল ছাটায়, এবং শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করায়। এছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অনাকাঙ্খিত পশমও পার্লারে গিয়ে পরিষ্কার করায়। আবার কেউ কেউ মুখের পশম ও চোখের ভ্রু উঠায় এবং চুলের খোঁপা বাঁধায়। বিশেষ করে বিয়ের রাত্রি, বাসর রাত্রি, বিবাহ বার্ষিকী ও জন্ম বার্ষিকীতে মেয়েরা এগুলো করিয়ে থাকে এবং সেখান হতে স্বামীর জন্যও অনেকে সেজে আসে। তবে যারা ধর্ম-কর্ম মেনে চলে তারা শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এগুলোর হুকুম কি তা জানতে চায়। তাই যারা এসব করে, তাদেরকে কিছু কথা মনে রাখতে হবে।

চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা ও মাথার উপরে পাহাড়ের মত চুলের খোঁপা বাঁধা কবিরা গুনাহ্। যারা এদু'টি বা এর যে কোনো একটি করবে তাদের উপর রাসুল (স.) লা'নাত করেছেন। এই কথাটি আমরা এখানে বারবার উল্লেখ করেছি। এছাড়া স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে কোনো নিষেধ নেই। তবে পার্লারে গিয়ে বিউটিশিয়ানদেরকে দিয়ে বগল ও নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করানো যাবে না। গোপনাঙ্গ শুধুমাত্র স্বামীর কাছেই খোলা যাবে

অন্য কারো কাছে নয়। এসম্পর্কে আল্লাহ্ ক্বোরআনে পরিষ্কার করে ঘোষণা করেছেন:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ﴾[৪৬]

'তামাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ সেখানে তোমার যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে প্রবেশ করো।'

অতএব এক নারীর গোপনাঙ্গ অন্য নারী কখনো বিনা প্রয়োজনে দেখতেও পারবে না এবং স্পর্শও করতে পারবে না। অর্থাৎ নারী হলেই একজন নারী অন্য নারীর সামনে বিবস্ত্র হয়ে যেতে পারবে না। অতএব গোপনাঙ্গের পশম অন্য নারীকে দিয়ে পরিষ্কার করানো হারাম, তা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা। শরীরের অন্য কোনো জায়গার পশমও পরিষ্কার করানো যাবে না, কারণ তা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে, পুরুষের সতর যেমন নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত ঠিক অনুরূপভাবে নারীর সতরও নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। এই টুকু ঢেকে রাখা ফারয। তবে নারীর পুরো শরীর অন্য নারীর নিকটও ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাই অবহেলা করে অন্য নারীর সামনে যেন-তেন ভাবে চলা-ফেরার সুযোগ নেই। হাত মুখ ও পা ছাড়া নারীর বাকী শরীর ইচ্ছাকৃতভাবে যখন তখন দেখা ও দেখানো হারাম। তাছাড়া এটি স্বভাব বিরোধী ও ভদ্রতা বিবর্জিত একটি কাজও বটে।

তবে প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য শুধু নারীকে নয়, পুরুষ ডাক্তারকেও দেখানে যাবে। এর বাইরে যার জন্য আল্লাহ্ তাকে হালাল করেছেন শুধু তিনিই তাকে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে, যখন ইচ্ছা তখন দেখতে পারবেন এবং উপভোগও করতে পারবেন। চিকিৎসার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ঈমানের দাবী হলো, মহিলা ডাক্তারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মহিলা ডাক্তার থাকার পরও অবহেলা করে যখন তখন পুরুষ ডাক্তারের কাছে গিছে নিজের গোপনাঙ্গ দেখালে এবং সব গোপন কথা জানালে হায়া শরমের পর্দা ছেঁড়ে টুকরো কুটরো হয়ে যাবে শুধু তাই নয়, বেহায়াপনা ও পাপাচারও ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিনিয়ত এমন খবর মিডিয়া প্রকাশ করছে। তাই আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

৪৬- সুরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২২৩।

ক্রিম ও তৈল ব্যবহার

তৈল ব্যবহার করা নারীর স্বভাব। তাছাড়া রান্না-বান্নার কাজে তাকে সারাক্ষণ তৈল নিয়েই থাকতে হয়। তাই শরীরে তৈল ব্যবহার না করলেও অনেক সময় রান্না করতে তাদের হাতে পায়ে তৈল লেগেই যায়। আবার তৈলওয়ালা হাতকে মাথায় মোছার কারণে চুলেও তৈল লেগে যায়। অন্যদিকে তৈল ক্রিম স্নো-পাউডারসহ কসমেটিকস ব্যবহার করা নারীর জন্মগত অভ্যাস। আর তাই আজকের মেয়েরা স্কীন কোমল রাখার জন্য কতো কি Body Lotion ব্যবহার করে।

আবার কখনো কখনো নিজেদের একান্ত সময়ে স্বামী তার স্ত্রীর শরীরে তৈল মেখে স্ত্রীকে সহবাসের জন্য যেমন উত্তেজিত করে তেমনিভাবে তিনি আনন্দও উপভোগ করেন। তাই ফার্য গোসলের সময় শরীর হতে পানি দ্রুত গড়িয়ে পড়ে। অতএব অযু-গোসলের পূর্বে সাবান দিয়ে শরীরের ঐ সব অঙ্গগুলো ধুয়ে নিতে হবে কি হবে না, এই নিয়েও নারীরা নিজেরা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে ফাত্ওয়া দিয়ে আমল করতে শুরু করে। যেহেতু তারা কোনো আলেমের কাছে গিয়ে জানতে পারছে না তাই যে যার মত করে সমাধান দিতে থাকে। তাই এখানে এ সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[৪৭]

৪৭- সুরাতুল মা-য়েদাহ, আয়াত নং-৬।

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার উপর হাত বুলাও এবং পা দু'টি গিরা পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো। যদি তোমরা না-পাক থাকো তা হলে গোসল করে পাক-সাফ হয়ে যাও। আর যদি তোমরা রোগাগ্রস্থ হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তা হলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার উপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মাসেহ করে নাও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়া'মাত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করতে।'

শারী'য়াতের এত সুন্দর ও সু-স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পর তৈল ব্যবহার করলে পানি পৌঁছবে না একথাটি আদৌ সঠিক নয়। তবে যে তৈল গাঢ় ও চর্বির মত জমে থাকে, অথবা এটি ব্যবহারের পর শরীরে পাতলা প্লাস্টিকের মত আবরণ পড়ে, সেই তৈল ব্যবহার করলে অবশ্যই অযু-গোসলের পূর্বে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাই শরীরে তৈল-জেলী বা ক্রিম যাতীয় কোনো কিছু অথবা Body Lotion লাগালে অযু-গোসলের সময় এটি পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন নেই। শরীরের ত্বক কোমল রাখার জন্য অথবা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য যত কিছুই ব্যবহার করা হোক না কেন, অযু গোসলের পুর্বে সেগুলো পরিষ্কার করার কোনো দরকার নেই।

তবে নারীদেরকে মনে রাখতে হবে, নেল পলিশ এর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি যেহেতু গাঢ় এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাই পাক হওয়ার জন্য অযু-গোসলের পূর্বে অবশ্যই পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যদি পাক হওয়া উদ্দেশ্য না হয়, শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছনতার জন্য অযু-গোসল করা হয়, তা হলে যেভাবে আছে সেভাবে থাকা যাবে। মাসিক চলাকালীন সময়ে যেহেতু তার সালাত পড়তে হয় না, তাই সাধারণত মেয়েরা এ সময়ে এটি লাগিয়ে থাকে। তবে হায়েয হতে পাক হওয়ার সময় এটি থাকা অবস্থায় পবিত্রতার জন্য অযু গোসল কোনোটিই হবে না। আর অযু গোসল না হলে সালাতও হবে না।

অযুর সময় সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সমাজে অনেকে অযুর সময় সর্বদা সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোয়া প্রয়োজন মনে করে। গোসলের সময় সাবান না হলে তারা গোসল করে তৃপ্তি পায় না। এসম্পর্কে শারী'য়াতের কোনো আদেশ নিষেধ নেই। অপরিষ্কার হলে অথবা তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা নেই। এছাড়া সারাক্ষণ অযুর সময় সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোয়াকে অত্যাবশ্যক মনে করা একগুঁয়েমি ও অতিরঞ্জিত ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসুল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا)[৪৮]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, অতিরঞ্জিতকারীরা ধ্বংস হয়েছে। (এটিকে তিনবার বলেছেন)।'

উপরোক্ত হাদীসে অতিরঞ্জিত করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। হ্যাঁ যদি কারো হাতে ময়লা লেগে থাকে তা হলে সাবান দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। আর সাবান দিয়ে ধোয়ার কারো অভ্যাসে পরিণত হলে এটি অবশ্যই অতিরঞ্জিত। অনুরূপভাবে গোসলের সময় সাবান ব্যবহারও বাধ্যতামূলক নয়। মহিলারা যেহেতু পুরুষের তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাকে বেশী পছন্দ করে তাই তাদেরই এসবের বেশী প্রয়োজন হয়। তাছাড়া যাদের বিবাহ হয়ে গেছে তারা নিজেদের স্বামীদের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করার জন্য তৈল-সাবান ক্রিম বা সুগন্ধি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে থাকে। এটি করলে কোনো অসুবিধা নেই। নিজেদের সুখ ও আনন্দ উপভোগের জন্য হালাল ও বৈধ সব কিছু করা ও ব্যবহার করা জায়েয। কারো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সুন্দর দেখতে চায় এবং তার এসব চাহিদা পূরণ করে তাতে শারী'য়াতের কোনো বক্তব্য নেই। শারী'য়াত শুধু অপচয় করতে নিষেধ করে। তাই সব হালাল কাজ করতে হবে এবং সব হালাল জিনিস ব্যবহার করতে হবে ও খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে সব হারাম হতে বাঁচতে হবে এটিই শারী'য়াতের বক্তব্য।

٤٨- رواه مسلم، رقم الحديث: (٢٦٧٠)

পারফিউম ও সুগন্ধি ব্যবহার

আজকের তরুণীরা ভার্সিটি বা মার্কেটে অথবা পারিবারিক বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় খুব কড়া পারফিউম লাগিয়ে যায়। যা আশ পাশের লোকজনের যেমন নজর কাড়ে, ক্যাম্পাস ও ক্লাসেও তা ঘ্রাণ ছড়ায়। তাই যুবকরা কখনো কখনো তাদের দিকে তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে থাকে। চলন্ত পথের যাত্রীও ঘ্রাণ পাওয়া মাত্র তার দিকে তাকিয়ে থাকে। চলন্ত পথের সবাই যেমন বিষয়টি অনুভব করে মেয়েরা নিজেরাও তা খুব সহজে বুঝতে পারে। নারীদের এভাবে ঘরের বাইরে আসা-যাওয়া সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য কি? তা আমাদের নারী সমাজসহ তাদের অভিভাবকদেরকেও জানতে হবে বলে আমি মনে করি। কারণ আখেরাতে আল্লাহ্‌র আদালতে তাদেরকেও দাঁড়াতে হবে।

মেয়েরা যদি সম্মিলিত ও দলবদ্ধভাবে কোথাও যায় এবং অনুষ্ঠানটি যদি শুধুমাত্র মহিলাদের হয়ে থাকে তা হলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এমন কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি নেই। তবে পর্দার মধ্যে থেকেও এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষের মাঝে রাস্তায় চলাচল করা, এবং পুরুষদের মার্কেটে যাওয়া তাদের কাছ থেকে সরাসরি কোনো জিনিস কেনা কাটা করাসহ নামাজের জন্য মাসজিদেও যাওয়া যাবে না। কারণ এতে ফিত্‌নার আশংকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে পথে-ঘাটে আসা-যাওয়ার কারণে কত ধরনের অশোভনীয় ও বাজে কথা নারীদের শুনতে হয়, যা নারী নিজে নিজে হযম করে নেয়। লজ্জায় কাউকে বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। মহিলা মার্কেট ও মহিলাদের নামাযের স্থানে যদি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে তা হলে এই সব ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে।

তবে এখানে একটি কথা ভালো করে আমাদের নারী সমাজকে বুঝতে হবে তা হলো, যেখানে পর পুরুষের সাথে নারীর সংমিশ্রণ ঘটবে সেখানে এসব লাগিয়ে ঘরের ভেতরে-বাইরে যেতে রাসুল (স.) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)[৪৯]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যেই নারী ধুপ বা লোবান ব্যবহার করে সে যেন আমাদের সাথে সালাতুল এশায় অংশ গ্রহণ না করে।'

উপরোক্ত হাদীসটি ছাড়াও রাসূল (স.) হাদীসের ভান্ডারে এই সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। সবগুলোতেই সুগন্ধি লাগিয়ে ঘরের বাইরে যেতে নারীকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে বালেগাহ হওয়ার পর সুগন্ধি না লাগালেও কিন্তু নারীকে ঘরের ভেতরে বাইরে পর পুরুষদের কাছে সর্বাবস্থায় পর্দা করতে হবে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এমন কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না, যা অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং মনে কু-প্রবঞ্চনা জন্ম দেয়, এবং হিংস্র প্রাণীর ন্যায় নারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। এমন নারীদেরকে রাসূল (স.) ব্যভিচারীণী বলেছেন। তিনি বলেছেন:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ)[৫০]

'যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করবে এবং তারা তার শরীর হতে ঘ্রাণ পাবে, এমন নারী ব্যভিচারীনী এবং তাকে যত চোখ দেখবে সব চোখও ব্যভিচারী।'

এখানে উল্লেখ্য যে, নারীকে শুধু সুগন্ধি লাগিয়ে হাটে-বাজারে, কলেজ-ভার্সিটি যেতে নিষেধ করা হয়নি; বরং সালাতের জন্য মাসজিদেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম সুগন্ধি লাগিয়ে নারীর ঘরের বাইরে বের হওয়াকে হারাম করেছে। অন্যদিকে পুরুষকেও তার দৃষ্টির হিফাযাত করতে বলেছে। এভাবে ইসলাম যেনা ব্যভিচারের রাস্তা চিরতরে বন্ধ করার

৪৯- أخرجهمسلمفي«الصلاة» (٤٤٤) منحديثأبيهريرة رضي الله عنه.

৫০- أخرجه ابن حبَّان (٤٤٢٤) وابن خزيمة (١٦٨١)، وهو عند أبي داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦)، والنسائي(٥١٢٦)، مِن حديث أبي موسى.وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٠١).

উদ্দেশ্যে নারীর কথা-বার্তা, চলা-ফেরা ও কাপড়-চোপড় সম্পর্কে সু-স্পষ্ট বিধান দিয়েছে। কারণ শায়ত্বান মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সারাক্ষণ ওৎপেতে বসে আছে। শায়ত্বান এমন করবে বলে ঘোষণাও করেছে। তাই রাসূল (স.) বলেছেন:

(يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ) [51]

'শায়ত্বান মানুষের ধমনীতে রক্তের মত দৌড়াতে থাকে।'

অতএব কেউ এমন সুগন্ধি লাগিয়ে মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে ফেললেও তার সালাত আদায় হবে না বলে রাসূল (স.) নারীদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ) [52]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে মাসজিদে আসবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত গৃহিত হবে না।'

অতএব নারী যদি নিজেই নিজের সৌন্দর্য রাস্তা-ঘাটে প্রকাশের মাধ্যমে দুঃশ্চরিত্রের লোকদেরকে নিজের উপর আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এখানে কার কী করার আছে? আমার এমন মন্তব্য কারো কাছে খারাপ লাগলেও বাস্তবতা হলো, কারো কিছু করার নেই বলেই অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ নারী বে-পর্দা হয়ে সব কিছু দেখিয়ে দেয়ার পর এখন অভিযোগ করার কাউকে খুঁজে পায় না। এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম নারীকে অসুন্দর ও অভদ্র ভাবে চলতে বলেছে। এর অর্থ হলো, ইসলাম নারীকে শালীন ভাবে চলতে বলেছে আর শালীনতাই হলো নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক। এখানে একটি কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, নারীর মর্যাদা ক্বোরআন দিয়েছে। তাই এটি

٥١- مقطعٌ مِن حديثٍ أخرجه البخاري في «الاعتكاف» بابٌ: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ (٢٠٣٩)، ومسلم في «السلام» (٢١٧٥)، مِن حديث صفيَّة بنتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها

٥٢- أخرجه ابن ماجه في «الفتن» (٤٠٠٢) وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٠٣).

আসমানী প্রদত্ত নারীর অধিকার। অন্যদিকে পুরুষকে মানব সমাজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মর্যদা অর্জন করতে হয়। এরপরও বলবেন ইসলামে নারী অবহেলিত? তাই মনে রাখতে হবে, ইসলাম নারীকে সৌন্দর্যের পোশাক আশাক অবলম্বন করতে কখনো নিষেধ করেনি। তা পর পুরুষের সামনে প্রদর্শন করতে কেবল নিষেধ করেছে। এছাড়া নারী তার স্বামীর কাছে যেভাবে খুশী সেভাবে থাকতে এবং সাজতে পারবে। ইসলামের বক্তব্য হলো, শুধু পর পুরুষের সামনে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। অতএব যেসব কাজ করলে সমাজে ফিত্না ও অশ্লীলতার প্রচার ঘটবে এবং পাপাচার ও অনাচারের রাস্তা উন্মুক্ত হবে সেগুলোকেই ইসলাম নারী-পুরুষ সবার জন্য হারাম করেছে।

মহিলাদের গায়ে সু-গন্ধি মেখে বা কাপড়ে কড়া সেন্ট লাগিয়ে ঘর হতে বাইরে গেলে ফিত্না সৃষ্টি হতে পারে এবং এসব ফিত্না হতে যেনার রাস্তা উন্মুক্ত হবে। তাই মানব সমাজকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য ইসলাম নারীকে এমন করতে নিষেধ করেছে। অতএব যেই ইসলাম সুগন্ধি মেখে মাসজিদে যেতে নারীকে নিষেধ করে, সেই ইসলামের অনুসারী হয়ে নারী রাত-দুপুরে শপিংমলে-ক্লাবে, হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে কি করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে? এরূপ করা কোনো অবস্থাতেই শারী'য়াতে জায়েয নেই। এখানে আরো একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, যে সব অলংকার পরিধান করলে ঝংকার ঝংকার আওয়ায বের হয়, সে সব অলংকারও রাস্তা-ঘাটে ব্যবহার করা জায়েয নেই।

তবে চুড়ি, নাক ও কানের প্রচলিত সকল গহনা ব্যবহার করতে শারী'য়াতে কোনো নিষেধ নেই। নারীদের জন্য সোনা-রূপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতু যেমন লোহা, তামা, পিতল, স্টীল জাতীয় অন্য কোনো ধাতুর আংটি ব্যবহার নিয়ে শারী'য়াহ্র বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ এটিকে মাকরূহ তাহ্রীমী আবার কেউ মাকরূহে তান্যীহী বলেছেন। অতএব এসব ব্যবহার না করাই হলো উত্তম। তবে ঐ সব আংটির উপর যদি স্বর্ণ ও রূপার পানির লেপ দেয়ার কারণে ধাতুর আসল রূপ দেখা না যায়, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই। কেউ যদি আর্টিফিশিয়াল আংটি হাতে লাগিয়ে সালাত আদায় করে আদায় হয়ে যাবে।

নারীর পোশাক ও শারী'য়াত

ভারতের মুম্বের বলিউড ও হলিউডের নায়িকারা যেসব পোশাক ব্যবহার করে আজকাল আমাদের মেয়েরাও ঐসব পোশাক পরিধান করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তারা যেসব ব্রা-প্যান্টি, মেক্সী-লেহেঙ্গা ও সালোয়ার কামীস ব্যবহার করে সেগুলোর স্টাইল প্রতিনিয়ত চেইঞ্জ হচ্ছে। তাছাড়া তারা ব্রার উপর কোনো ব্লাউজ বা সেমিজ না পরেই অনুষ্ঠানে এসে হাযির হয়। সম্প্রতি মিডিয়ায় একটি ব্লাউজের ছবি প্রকাশ হয়েছে, যার মূল্য নাকি দুই কোটি টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সেই দুই কোটি টাকার ব্লাউজ দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা যা করা হয়েছে, ব্লাউজ পরিহিতা নারীকে তার চেয়ে বেশী চেষ্টা করা হয়েছে নগ্ন করার। নারী শরীরের আকর্ষণীয় বিশেষ অঙ্গকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মোটকথা, সেই ব্লাউজের মাধ্যমে পুরো শরীর খোলা রাখা এবং তার প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। তাই তাদের মত করে উল্লেখিত পোশাক ব্যবহার করা আমাদের মুসলমান মেয়েদের জন্য কোনো ভাবেই জায়েয হতে পারে না।

তবে পর্দার ভেতরে কোন্ নারী কি ধরনের কাপড় পরলো এসব নিয়ে আলোচনা করা অনর্থক। এটি তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য বা পুরুষের অনুকরণ ছাড়া নারীরা যেমন খুশী তেমন কাপড় পরিধান করতে পারবে। নিজের রুমে ঘুমানোর সময় নিজের ইচ্ছে মত Sleeping Dress পরে ঘুমাতে পারবে। বিবাহিত নারীরা নিজেদের একান্ত সময়ে দাম্পত্য জীবনকে উপভোগের জন্য যেমন খুশী তেমন সাজলে ইসলামের কোনো বক্তব্য থাকেনা। কোনো কাপড় না থাকলেও সমস্যা নেই। এটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। পবিত্র ক্বোরআন:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ﴾ ৫৩

'তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক'

৫৩- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৭

বলে তাদের নিজের মত করে দাম্পত্য জীবন কাটানোর রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই নারীরা পুরুষের কাপড় ছাড়া নিজের ইচ্ছে মত কাপড় পরতে পারবে। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে এভাবে বলেছেন:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[৫৪]

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষি ক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো, এবং আল্লাহ্র অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো।'

আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে ১৪৪০ বছর পূর্বে আরো বলেছেন :

﴿مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾[৫৫]

"Man or woman, you are members one of another".

নিঃসন্দেহ নারী-পুরুষ একে অপরের জন্য উত্তম পার্টনার। তবে এটি সম্ভবনার ভিত্তিতে বলা হয়েছে। তাই স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো উত্তম পন্থা বা mutual understanding এর মাধ্যমে এমন একটি সম্ভবনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করে একে অপরের পার্টনারশিপ হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

এই কারণেই নারীরা ঐ সব কাপড় ব্যবহার করে শরীরের সৌন্দর্য টিকিয়ে রাখা বা শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে নিজের আকর্ষণীয় গঠন ধরে রাখতে পারবে। এখানে শারী'য়াতের কোনো আদেশ নিষেধ নেই। ইসলাম শুধু নারীকে পর পুরুষের আড়ালে থাকতে বলে। নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর পোশাক পরতে ১৪৪০ বছর পূর্বেই রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন।

---

[৫৪]- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২২৩
[৫৫]- সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৯৫

এক বিংশ শতাব্দিতে এসে বিশ্বব্যাপী অমুসলিম গবেষকরা গবেষণা করে ইসলামের এই বিধানের বাস্তবতা খুঁজে পেয়ে তারাও এখন এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে নারীকে পুরুষের পোশাক পরিধানে সতর্ক করছে। সম্প্রতি তেমনই এক গবেষণায় বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সেই গবেষণায় জানা গেছে, যে নারী জিন্স প্যান্ট পরিধান করে তাদের গর্ভে হিজড়া সন্তান জন্ম নিতে পারে। গবেষণা সংক্রান্ত পুরো রিপোর্টটি এখানে পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। ভারতের একটি পত্রিকায় রিপোর্টটি এভাবে প্রকাশ হয়েছে:

'যুগে যুগে পোশাকেও আসে পরিবর্তন। নারীরাও বেছে নেন তাদের পছন্দের পোশাক। নিজেকে আকর্ষণীয় করতে অনেকেই পরেন জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। কিন্তু এবার এমন পোশাককেই হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এক অধ্যাপক। এ জন্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাকে। তবে তাতে তিনি দমে যাননি। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, অধ্যাপক রজিত কুমার বলেছেন, 'মেয়েরা জিন্স পরলে 'হিজড়া' সন্তান প্রসব করতে পারেন। শুধু জিন্সই নয়, পুরুষের যে কোনো পোশাক ব্যবহারেই এমন বিপদ হতে পারে।' বোটানির এ অধ্যাপক সচেতনতামূলক ক্লাস নিতে গিয়ে এমন দাবি করেছেন। ভারতের কেরালার কাসারাগড়ের অধ্যাপক রজিত শিক্ষার্থীদের কাছে এমনটাই দাবি করেছেন।

অধ্যাপক রজিত বলেছেন, 'যে সব নারীরা জিন্স, শার্ট ইত্যাদি পুরুষ পোশাক পরেন তারা হিজড়া সন্তান প্রসব করেন।' তিনি দাবি করেন, কেরলায় তিন লাখেরও বেশি হিজড়া রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, লাইফ ষ্টাইল তার বিষয় না হলেও তিনি অনেক অনেক বিস্ময়কর দাবি করেছেন। তবে সে সব দাবি কতটা বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি সচেতনতা তৈরি করতে গিয়ে বলেছেন, 'যেসব দম্পতির জীবন যাপন নারী, পুরুষ বিভাজন মেনে; তারাই শুধু ভালো সন্তানের জন্ম দিতে পারে।'

তার দাবি অনুযায়ী, চরিত্রহীন বাবা-মায়ের সন্তান অটিস্টিক বা সেরিব্রাল পালসির মতো অসুখে ভুগে থাকে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়, এ ধরনের সচেতনতামূলক বক্তব্যে মেয়েদের সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। তবু তিনি দমে যাননি। তিনি তার 'সচেতনতা সভা' চালিয়েই

যাচ্ছেন। জিন্স প্রসঙ্গ এমন 'হিজড়াতত্ত্ব' কেবল তিনিই আবিষ্কার করেছেন।' [56]

তাই বলছিলাম, নারী নারীর স্থানে এবং পুরুষ পুরুষের স্থানে থাকলে মানব সমাজের জন্য মঙ্গল। যেহেতু নারীর শর্ট কাপড়গুলো হলিউডের হোক বা বলিউডের, সেইগুলো ভিতরের কাপড় ভেতরেই থাকে, তাই এটি টাইট হোক বা ছোট হোক, পিঠের পিছনে বাঁধা থাকুক বা গলার সাথে লটকানো থাকুক এতে ইসলামে কোনো বিধি নিষেধ নেই। ঐসব প্যান্টি ও ব্রা মুসলিম মেয়েদের জন্য অবশ্যই জায়েয। তবে এখানে যে বিষয়টি প্রণিধান যোগ্য তা হলো, উক্ত পোশাক পরিধান করার পর ঐসব নায়িকাদের মত শরীর খোলা রাখা যাবে না। সেমিজ বা ব্লাউজ অবশ্যই পরিধান করতে হবে। এসব ভিতরের পোশাক ভিতরেই থাকতে হবে শুধুমাত্র স্বামী খুলতে পারবে এবং দেখতে পারবে।

যেহেতু এটি ভিতরের পোশাক তাই এটি নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করাই ভাল। তবে বাইরে থেকে যেন ঐটি দেখা না যায় এবং এটি ব্যবহারের কারণে শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গ যেন স্পষ্টভাবে প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পর পুরুষের কাছে যেন অশালীন বা সেক্সি মনে না হয়। পর্দায় থেকে নারী তার ভেতরে কোনো কিছু না পরলেও কোনো গুনাহ্ হবে না।

অতএব সম্পূর্ণ ঢিলেঢালা পর্দা করে কোনো নারী যদি ভিতরে শুধু ব্রা-প্যান্টি পরে আর কোনো কাপড় পরিধান না করে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। ইসলাম তার পয়গামকে সহজ করতে চায় কঠিন নয়। তাই সহজ ভাবেই মানুষের সামনে ইসলামের প্রশস্ততা তুলে ধরতে হবে। এখানে কঠোরতা করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে। এটি আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে। তাই পর্দার মধ্যে থেকে নারীর ইচ্ছে মত এসব কাপড় ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

---

[56]- Padmatimes 24. Com. 8. 4. 2018

স্ত্রীর কপালে রঙ্গিন টিপ ও গুহ্যদ্বার ব্যবহার

আজকাল নারীদের বড় একটি অংশ স্বামীর নিকট আকর্ষণীয় এবং স্বামীকে খুশী করার জন্য কপালে এক ধরনের রঙ্গিন টিপ দিয়ে থাকে। অনেকে ঐসব টিপ ব্যবহার করে প্রকাশ্যে চলা-ফেরা করে। এই সম্পর্কে শারী'য়াত কী বলে, মুসলমান নারীদের জানার অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। যে সব বোনেরা রূপ চর্চার নামে এমন টিপ ব্যবহার করছে তারা হয়ত জানেই না যে, এটি বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার। বিধর্মীদের এসব কালচার আমাদের নারী সমাজের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে ইসলামী সমাজের আঙ্গিনায় ফ্যাশনের নামে এসে হাযির হয়েছে। তাই কেউ এগুলোকে কখনো স্বাধীন রূপচর্চার নামে গ্রহণ করছে, আবার কেউ স্বামীর ভালোবাসা ও তার চোখে আকর্ষণীয় হয়ে তার ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন উপভোগের নামে গ্রহণ করছে।

অথচ এর ইতিহাস হলো একটি ঘৃণিত ইতিহাস। অতীতের মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, যে সব নারী সমাজে অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিলো তারাই কপালে এ ধরনের টিপ ব্যবহার করতো। এই টিপের মাধ্যমে খদ্দর খুব সহজেই তাদের পেশা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের কাছে যেতো। তাই ইসলাম উম্মাহ্‌র নারী সমাজের ইয্‌যাত ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে এটিকে হারাম ঘোষণা করেছে। আর এখন দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্‌র নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশ এবং স্বামীর সন্তুষ্টির নামে পতিতাদের এই প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে নিজেদেরকে মডার্ন ভাবছে। মুসলিম সমাজের যারা মনে করে, নারী সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন তাই নারী নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সব কিছুই করতে পারবে, তাদের একটু চিন্তা করা উচিৎ যে, সৌন্দর্যের নামে তার পরিবারের নারীরা সমাজে কোন্ পরিচয় বহন করছে? অশ্লীলতার পরিচয়ের জন্য যে টিপ ব্যবহার হতো সেটি এখন আপনার পরিবারের নারীদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে! **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিকা**। শারী'য়াতের বক্তব্য হলো, বিধর্মীদের সকল প্রথা ও প্রচলন, কৃষ্টি-কালচারের অনুকরণ মুসলমানদের

জন্য না জায়েয ও হারাম। মুসলিম উম্মাহ্‌র নারী-পুরুষ সবাইকে মনে রাখতে হবে, নারীদের কপালে টিপ দেয়া বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও তাদের ধর্মীয় প্রথা। ভারতে কপালে টিপ থাকলে বুঝতে হবে, এই মহিলা হিন্দু। আপনি জেনে আরো আশ্চর্য হবেন, ভারতে হিন্দু-মুসলিম নারীদের মাঝে শুধু পর্দার মাধ্যমে নয়, বে-পর্দায় থাকা নারীকে তাদের পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে পার্থক্য করা হয়। ভারতের মুসলিম নারীরা কখনো শাড়ি পরে না, এবং কপালে টিপ দেয় না। আরো মজার ব্যাপার হলো, শিখদের নারীরাও কখনো শাড়ি পরে না। কারণ এটি ভারতে হিন্দু নারীদের পোশাক। এভাবে বেশভূষা ও পোশাকের মাধ্যমে পুরো ভারতে তারা নিজেদেরকে হিন্দু নারীদের থেকে পৃথক করে। তাই স্বামীর ইচ্ছা পূরণের নামে মুসলিম স্ত্রীর কপালে টিপ লাগানো কোনো ভাবেই জায়েয নেই। কারণ রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) [٥٧]

'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন: স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

অতএব স্বামী তার স্ত্রীকে কেমন দেখতে চায়, তা স্ত্রীর চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানবে না। তাই শারী'য়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে স্বামীর জন্য স্ত্রী সব কিছুই করতে পারবে। বিশেষ করে নিজেদের একান্ত সময়গুলোতে স্ত্রী তার স্বামীর সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে। কিন্তু এখানেও মুসলিম নারীকে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, বান্দাকে খুশী করার জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করা যাবে না। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী রাতেই একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ পায়। তাই স্ত্রী রাতে সকল ধরণের সাজ ও সুগন্ধিসহ স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য আরো বহু পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। স্বামী খুব বেশী পীড়াপীড়ি করলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী প্রয়োজন মনে করলে শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য রাতে এটি ব্যবহার করে স্বামীকে এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে। তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি সৃষ্টির চেষ্টার সাথে সাথে শারী'য়াতের সঠিক বুঝ দেয়ার

٥٧- فاللفظ المذكور رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وروى البخاري ومسلم

জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়াও করতে হবে। আমরা মনে করি, স্ত্রী যদি এমন পন্থা অবলম্বন করে তা হলে কপালে টিপ না দিলেও স্বামীর চোখে স্ত্রীকে বিশ্ব সুন্দরী মনে হবে। দেখা মাত্রই স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় মনে হবেন এবং ভালোবাসা পাবেন। আপনার অন্তরের পবিত্রতাকে তিনি মূল্যায়ন করবেন **ইন্ শা আল্লাহ্**। তাই এমন পরিকল্পনা নিয়ে যদি স্ত্রী প্রয়োজন মনে করে, তা হলে শুধুমাত্র এই সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে না করাই ঈমানের দাবী। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, সন্তানরা যখন তাদের মাকে এসব গ্রহণ করতে দেখবে তখন তারাও বড় হলে তাদেরকে ইসলাম বিরোধী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে নিষেধ করলে তারা তখন মানবে না। যৌবনে কী কারণে আপনি এরূপ সেজে ছিলেন তাও তাদেরকে বলতে পারবেন না। অতএব এরূপ না সাজাই উত্তম।

এখানে আরো একটি কথা স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, স্বামী যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্ত্রীকে ভোগ করতে পারবে। এখানে স্ত্রীর শরীরের কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। স্ত্রীর স্তনসহ শরীরের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যখন ইচ্ছা তখন সে দেখতে এবং চুমু খেতে পারবে। এমনকি যৌনাঙ্গও কেউ ইচ্ছে করলে চুষতে পারে। শারী'য়াত এই সম্পর্কে চুপ থেকেছে। তাই এটিকে কেউ হারাম বলেনি। তবে এই নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। স্ত্রীকে বুঝতে হবে, শারী'য়াত হায়েয নেফাসের সময়ও স্ত্রীর সাথে স্বামীর দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া বাকী যেমন ইচ্ছে তেমন করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম শুধুমাত্র স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। অতএব যে স্বামী তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করতে চায় সে হারাম কাজ করতে চায়। তাই তাকে এমন হারাম কাজ করতে দেয়া যাবে না। কারণ একবার সুযোগ দিলে সে গুহ্যদ্বার দিয়ে স্ত্রীর সাথে সব সময় এই সময়ে যৌন সম্পর্ক করতে চাইবে। অতঃপর উভয়ে যেমন গোনাগার হবে তেমনিভাবে জটিল কোনো রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন লজ্জায় না ডাক্তারকে বলা যাবে, না আত্মীয়-স্বজনকে বিষয়টি জানানো যাবে। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুনইয়াও হারাতে হবে আখেরাতেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই এ কাজে স্ত্রী রাজি না হলে কোনো অসুবিধা নেই। বরং স্বামীকে কঠোরভাবে এমন অসভ্য কাজ হতে বিরত রাখতে হবে। স্ত্রীকে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে হবে, স্বামী জোরপূর্বক তার গুহ্যদ্বার

দিয়ে যৌন সম্পর্ক করতে চাইলেও তাকে কখনো এমন করার সুযোগ দেয়া যাবে না। একবার সুযোগ দিলে নিজেদের মাঝে লজ্জা শরমের কবর রচিত হবে শুধু তাই নয়, মহা এক মরণব্যাধিতেও আক্রান্ত হতে হবে। হায়া-শরম ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়। যার লজ্জা শরম নেই তার কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ) ٥٨

'রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো হায়া-শরম।'

মনে রাখবেন আপনার মধ্যে হায়া-শরম না থাকলে তা ইসলামও নেই। অতএব মুসলিম দাবীদারের মধ্যে হায়া-শরম অর্থাৎ ইসলামের এই Symbol অবশ্যই থাকতে হবে। মুসলিম সমাজে বাস করলে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন হলেই মুসলমান দাবী করা যাবে না। কোথায় কখন কার মৃত্যু হবে এটি ভাবার দরকার নেই। কোন্ অবস্থায় মৃত্যু হবে সেটিই ভাবতে হবে। এটিই ঈমানের পরিচয়। তাই বলছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লজ্জা উঠে গেলে রুচিহীন দম্পতি এবং দুশ্চরিত্রের পুরুষরা পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর যা ইচ্ছা তা করার নামে যখন তখন স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বাদ রেখে গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করতে চাইবে। বিশেষ করে হায়েয ও নেফাসের সময় স্ত্রী আর তাকে বাধা দিতে পারবে না। কারণ সে এ সময়ে ধৈর্য ধরতে রাজি না হয়ে অপাত্রে নিজের চাহিদা মেটাবে।

বলতে লজ্জা করছে, সমাজে কিছু রুচিহীন পুরুষ রয়েছে যারা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বাদ দিয়ে তার গুহ্যদ্বার দিয়ে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে চায়। তারা এটিকে কোনো পয়েন্ট মনে করে না। অথচ যারা স্ত্রীর সাথে এমন করেছে তারাই আমাকে জানিয়ে যে, এই পথে যৌন সম্পর্ক করতে কোনো আনন্দ নেই। তাছাড়া এর পর স্ত্রীকে দেখলে এবং তার সামনে যেতে লজ্জা লাগে। আমি যখন তাদেরকে ইসলামের বিধান জানালাম, তখন তারা এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেখানে রাসূল (স.) এমন করতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ

٥٨- سنن ابن ماجه ، كِتَاب الزُّهْدِ ، بَاب الْحَيَاءِ، رقم الحديث : ٤١٧٩

করেছেন। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য আমরা এখানে তাঁর তিনটি হাদীস পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)[৫৯]

'আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করলো সে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা হতে সে মুক্ত।'

এধরনের পুরুষদের সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূলের আরো কঠিন মন্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন:

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ)[৬০]

'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে পুরুষ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করে আল্লাহ্ ক্বিয়ামাতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।'

রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করে আরো বলেছেন:

(عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ)[৬১]

'খুযাইমাহ ইবনে সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ হক্ব বলতে লজ্জা করেন না। (এ কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন) আল্লাহ্ নারীদের গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সম্পর্ক করতে নিষেধ করেছেন।'

উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যারা এমন অসভ্য কাজ করবে তারা কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হবে।

---

৫৯ - رواه أبو داود (٣٩٠٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

৬০ - رواه الترمذي (١١٦٥) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٦٦٠/٢)، والألباني.

৬১ - رواه ابن ماجه (١٩٢٤) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

নারীর রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার

আজকাল শপিং সেন্টারগুলো মেয়েদের প্রসাধনীতে সয়লাব। কি নেই, যা খুঁজবেন তা পাবেন। যেন তাদের সাজানো এবং বিলাসী জীবনের জন্য ধনী-গরীব সবার আঙ্গিনায় প্রতিযোগিতা চলছে। সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর মেয়েরা মুখের দাগ ও ব্রুণ দূর করার জন্য দুধ, মধু ও ডিম ব্যবহার করে থাকে। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন, যেহেতু এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, সেহেতু এগুলো এমন কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি? যারা এমন চিন্তা করেন তাদেরকে ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ। কারণ তারা একটি ভালো বিষয় নিয়ে ভাবছেন। সব কিছুতে শারী'য়াতের বক্তব্য জানার চেষ্টা করছেন। এটিই মূলতঃ ঈমানদারের পরিচয়।

তাদের এমন সন্দেহ দূর করার জন্য প্রথমে বলতে চাই, উল্লেখিত জিনিসগুলো আল্লাহ্ মানুষের খাবার হিসেবে ও মানব শরীরে পুষ্টি যোগানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শে যদি এই গুলোকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং সমাজে খাদ্যের সংকট দেখা না দেয় তা হলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতেএসব ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[৬২]

'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।'

উপরোক্ত আয়াত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি সকল জিনিসের মধ্যে তিনি মানব জাতির জন্য উপকার রেখেছেন। তাই কিছু খাদ্য হিসেবে আর কিছু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া এসব কিছু তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি বলে পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষণাও

৬২- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং- ২৯

করেছেন। আর তাই পৃথিবীব্যাপী গবেষকরা গবেষণা করে আল্লাহ্‌র সেই ঘোষণার যথার্থতা খুঁজে বের করছে। প্রতিনিয়ত তারা পবিত্র ক্বোরআনের সত্যতা খুঁজে বের করছে। অতঃপর ক্বোরআনের ভাষায় বলে উঠছে:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾[৬৩]

'হে আমাদের রাব্ব! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি।'

তাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জিনিসগুলো দিয়ে সকল প্রকারের হালাল ফায়দা বা উপকার লাভ করা যেতে পারে। তবে শুধু সাজ সজ্জা বা রূপচর্চার জন্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণ রূপচর্চার জন্য আরো বহু ধরণের জিনিস পাওয়া যায়। তাই খাবারের জিনিস এই কাজে ব্যবহার না করাই ভাল।

পরিশেষে পাঠকদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শুধু এইটুকুই বলতে চাই, এক বেলা খাওয়ার মধ্যে লবনের একটু এদিক সেদিক হওয়াকে আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না। আর নিজের ৬০/৭০ বছরের জীবন পরিচালনার পরিকল্পনার মধ্যে ক্বোরআন-সুন্নাহ্ বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল খুশী মত দ্বীন ও শারী'য়াতে বাড়িয়ে কমিয়ে ফ্যাশনের নামে বিধর্মীদের অনুকরণ করে জান্নাত লাভের চেষ্টায় কাটিয়ে দিচ্ছি পুরো জীবন। বাহ্! বাহ্!! জান্নাত কত সস্তা !!

তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মিশনের সাথে একটি Manuel book থাকে। মানব জীবন সাজানোর মিশনের সাথেও অনুরূপ একটি Manuel book রয়েছে। যার নাম হলো ক্বোরআন এন্ড সুন্নাহ। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এটি শুধু দুন্‌ইয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সাজাতে সাহায্য করে না; বরং এটি ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, মালিক-শ্রমিক সবার আখেরাতের অফুরান্ত জীবনের Decoration এর রাস্তা বাত্‌লে দেয়ারও একটি Authentic Source.

---

[৬৩]- সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৯১

বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় ব্যভিচার ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম

বর্তমান যুগ হলো Global Village এর যুগ। পুরো বিশ্ব এখন সবাব হাতে মুঠে। একটি গ্রামের মত মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী। বাস্তবেও তাই। এক জায়গায় কিছু হলে মূহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র। আর সেটি যদি যুব সমাজ বা তরুণ-তরুণীকে নিয়ে ভোগ-বিলাসের কোনো কাহিনী হতে পারে, তা হলে তো সেটি না জানা এবং না পাওয়া পর্যন্ত সবার যেন ঘুম হারাম।

অনুরূপভাবে ব্যভিচারও তেমনই একটি ঘটনা। আধুনিকতার নামে সমাজের সব শ্রেণী-পেশার লোক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে বললে ভুল হবে না। অথচ মানব সমাজের সবচেয়ে বড় পাপ, অনৈতিক এবং ঘৃণার কাজ হলো যিনা ব্যভিচার। যার স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না; বরং উল্টো খ্রিস্টান ধর্মে বলা হয়েছে, উভয়ে স্বেচ্ছায় জৈব চাহিদা পূরণ করলে এটিকে যেনা বা ব্যভিচার বলা যাবে না। আর তাই মুসলিম রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর নর-নারী লজ্জা-শরমের চাদর প্রকাশ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে পাপাচারের ভাইরাসে ঘ্রাস করে ফেলছে পুরো সমাজ। আর তাই অনেক সময় প্রকাশ্যে সব বয়সের নর-নারীকে এহেন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

বাংলায় ব্যবহৃত ব্যভিচার শব্দকে আরবীতে যেনা বলে। শারী'য়াতে শুধু বিয়ে বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ককে যেনা বা ব্যভিচার বলে না। শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে একজন নারী ও পুরুষের সকল কাজকেও যেনা বলে। এখানে একে অপরকে দেখা এবং হোটেল-মোটেল, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রে গিয়ে আড্ডা মারা, হাতে হাত রেখে কোলে মাথা রেখে গল্প করাও কিন্তু শারী'য়াতের দৃষ্টিতে যেনা। আমাদের সমাজ যেনার সংজ্ঞা বুঝতে ভুল করছে বলে আজকের নারী-পুরুষ অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে বসেছে। মা-বাবারা আজ নিজেদের ছেলে-মেয়েকে ফ্রেন্ডের সাথে গিয়েছে বা যাচ্ছে বলে তাদেরকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে যেনা করার

সুযোগ করে দিয়েছে। বিষয়টি শুনতে খারাপ লাগলেও সন্ধ্যায় যখন মেয়ে সব হারিয়ে বাসায় ফিরে তখন মা-বাবার ঘুম ভাঙে। মডার্নিজনের নামে বয় ফ্রেন্ডের হাতে হাত রেখে চাইনিজ খেতে যাওয়া মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ বা লাশ এসে বাড়ির আঙ্গিনায় পৌঁছে, অথবা বে-ওয়ারিশ লাশ হিসেবে হাসপাতালের লাশ ঘরে পড়ে থাকে তখন ঐ সব অপদার্থ মা-বাবার কাছে ইসলামের বিধি-বিধানের সত্যতা পুরো ষোলআনাই বুঝে আসে। তব চিড়িয়া উড় গাঈ। এখন এমন বুঝ আর কোনো কাজে আসে না শুধু তাই নয়, ক্বোরআনের ভাষায় বললে বলতে হয়:

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾[64]

'অতঃপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যামীন। এবং সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।'

তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের বাংলাদেশে তো আগেই রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে তার জাতিকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে বলে দিয়েছে যে, নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় যা খুশী তা করতে পারবে। তাই মা-বাবার সামনেই এই দেশের এক শ্রেণীর নর-নারী পরকীয়ায় লিপ্ত রয়েছে। এখানে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারছে না। কারণ আইনে বলা আছে:

(ক) ভিকটিমের বয়স ১৬ বছরের নিচে হলে (ধর্ষণ) ব্যভিচার বলা হবে।

(খ) ১৬ বছরের নিচে হলে যৌনকর্মে সম্মতি থাকলেও (ধর্ষণ) ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে। যে যৌনকর্ম করেছে সে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(গ) ১৬ বছরের বেশী বয়স হলে যৌনকর্মে ভিকটিমের সম্মতি থাকলে তাকে ধর্ষণ (ব্যভিচার) হিসেবে গণ্য করা যাবে না। যে করেছে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তিও দেয়া যাবে না। এই হলো ৯০% মুসলমানের দেশের আইন। তাছাড়া সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সমকামীতাকে বৈধ ঘোষণা করে বলেছে:

'Gay Sex is no longer a crime'[65]
'স্বেচ্ছায় সেক্স করা কোনো অপরাধ নয়'

---

[64]- সূরাতুত দুখান, আয়াত নং- ২৯

[65]- Daily Monitor, Indian's Supreme Court rules to gay sex, 5th Sep. 2018

এখানেও সুপ্রিম কোর্ট থেমে থাকেনি। তাই বিবাহিত নারীদের পরকীয়াও কোনো অপরাধ নয় বলে নারীদের দাম্পত্য জীবনকে হিন্দুদের গো-মাতার মত উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়ে নারী অধিকার রক্ষার নামে বলে উঠেছে:

'Adultery Not A Crime' 'Husband Not Master of Wife'[66]

'বিবাহিত ব্যক্তির স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছায় যৌন মিলন আদৌ কোনো অপরাধ নয়, স্বামী নিজ স্ত্রীর শাসক নয়'

এভাবে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বাদ দিয়ে পর নারী বা পর পুরুষের সাথে যার যখন খুশী তখন যৌন সম্পর্ক করতে পারবে বলে জাতিকে মহা এক সবক শুনিয়েছে। অথচ ভারতেই এই সম্পর্কীয় ১৮৬০ সালের আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করলে এবং ওই নারীর স্বামীর অনুমতি না থাকলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারে। বিবাহিত নারীকে 'অপরাধের শিকার' বিবেচনা করে আইনে সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষকেই দোষী হিসেবে গণ্য করার বিধান ছিলো।

অতএব বর্তমানে নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নিত্য নতুন যে সব আইন বানানো হচ্ছে মূলতঃ এসবের সাপ্লাইয়ার হলো পশ্চিমা সভ্যতা। এই সব বেহায়াপনা সম্পর্কে আমরা যা বুঝি তা হলো, ঘরে নিজের বৈধ স্ত্রী অথবা স্বামী রেখে যারা অন্য নারী বা পুরুষের সাথে পরকীয়া করে তারা মূলতঃ বাগানের ফুটন্ত সুন্দর গোলাপ এবং মাঠের সর্ষে ফুল ও বাগানের সু-ঘ্রাণের ফুল বাদ দিয়ে আবর্জনার উপর গিয়ে বসে মধু আহরণের চেষ্টা করে।

সুপ্রিম কোর্টের এমন রায়ের পর ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিষ্ণুপদ বিশ্বাস নামক এক হিন্দু যুবক চমৎকার একটি কবিতা লিখে নিজের ক্ষোভ এবং এই আইনের আশ্রয়ে ভারতের আগামী দিনের পারিবারিক জীবনের অস্থিরতাকে এভাবে তুলে ধরেছে:

আজ থেকে পরকীয়া / অপরাধ নয়,
লক্ষ কোটি মন থেকে / দূর হল ভয়।

---

[66]- Hindustantimes, New Delhi, 27th Sep. 2018

আইন আছে সাথে তাই / কে কি করিবে,
নারী-পুরুষ কামনার / মগডালে চড়বে।
বানের জলের মতন / কোন্দল বাড়বে।
কামনার ঢেউয়ে ভেঙে / যাবে পরিবার,
শিশুর জীবনে আসবে / ঘোর অন্ধকার।
এর শেষ পরিণতি হবে / আত্মহত্যা খুন,
বিবাহ বিচ্ছেদ দেশে / বাড়বে দশগুণ।
সপ্রিম কোর্টের এই রায় / ভয়াণক জানবে,
ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে / বজ্রাঘাত হানবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী এসব চিন্তা-চেতনা এখন সর্বত্র বিরাজমান। বেশ কিছু দিন হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের গুরুরা অর্থাৎ জাতিসংঘ পাকিস্তানের মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রকেওনারী অধিকারের নামে এমন কু-পরামর্শ দেয়ার সাহস দেখিয়েছে। ইসলামাবাদের পত্রিকার শিরোনাম ছিলো:

UN wants consensual Sex decriminalised in Pakistan.[67]

'জাতিসংঘ পাকিস্তানে যৌন নির্যাতকে অনপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি চায়' শিরোনামটি পড়ার পর মনে হলো, মুসলিম উম্মাহ্র আত্মসম্মানবোধ এবং লজ্জা-শরমের জানাযাহ্র কফিন এখন আর কারো কাঁধে উঠে গোরস্থানে গিয়ে দাফনের অপেক্ষায় থাকেনি; বরং দাফনও হয়ে গেছে। যদিও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য অনেক আগেই নিজেদের আঙ্গিনা হতে ইসলামকে বিদায় জানিয়েছে। বর্তমান অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যদি কোনো কারণে হায়া-শরম পুনরায় ফিরে আসে তাহলে হায়া-শরম নিজেও বলতে পারবে না যে, এখানে কখনো তার অবস্থান ছিলো।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কানাডা এবং চেক রিপাবলিক পাকিস্তানের কাছে আবদার করে বলেছে যে, নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে দৈহিক সম্পর্ককে যেনা-ব্যভিচার বলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে যেন গণ্য করা না হয়। বরং এটিকে বৈধ এবং পবিত্র একটি সম্পর্ক হিসেবে মেনে নিয়ে

---

[67]- The Express Tribune, 9th April 2018

আইনগতভাবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করেছে। পশ্চিমারা মুসলমানদের কাছে এমন আবদার করার কারণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তারা এমন আবদার করতেই পারে। কুঁজো সবাইকে কুঁজো দেখতে চায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্ণধাররা উত্তরে বলেছে **"জী হ্যাঁ! আমরা ভেবে দেখবো"** যার অর্থ হলো, আমরা চিন্তা করে আপনাদেরকে জানাবো। **'কোনো অবস্থাতেই এটি মেনে নেয়া যাবে না'** একথাটি বলার সাহস তাদের হলো না।

পাকিস্তানের শাসকবর্গের এমন উত্তর শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভেবে কুল পেলাম না যে, কোন্ সময়ে এবং কোন্ দেশের মুসলমানদেরকে আত্মসম্মানবোধ একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হতো? কখনো কখনো মুসলিম উম্মাহ্‌র আত্মসম্মানবোধের ইতিহাস আমার কাছে স্বপ্ন মনে হয়। আমার ভয় লাগে, কখন যে কোন্ নেতা বা অভিভাবক এসে আপনাকে বলবে, আপনার জাতির কোনো যুবতী নারী মহল্লার কোনো শরাবীও লম্পটের সাথে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পরও তাকে আপনি মেনে নিন। সমাজের অন্য দশ দম্পতির মত তাদেরকেও গ্রহণ করে নিন। তবে আমি মনে করি এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আপনার কাছে দু'টি অপশন থাকতে পারে:

এক : এমন আবদার শোনা মাত্র গর্জে উঠে তার গালে ও কানের নীচে কষে দু'টি থাপ্পড় লাগিয়ে দিতে পারেন।

দুই : আর তা না পারলে মুচকি হেসে বলে ফেলুন **'জ্বী হ্যাঁ! আমি চিন্তা করে দেখি, কী করা যায়।'**

পাঠক হয়ত আমার এমন লেখা পড়ে ক্ষেপে যাচ্ছেন। এমন মন্তব্যে রেগে যাবেন না। আমি শুধু উদাহরণ দেয়ার জন্যই আপনি আপনি শব্দটি ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন পাকিস্তান কি মুসলমানদের দেশ নয়? পাকিস্তানীরাকি মুসলমান নয়? তারা কী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে না। যদি এমন না হয় তা হলে মনে রাখবেন, শুধু পাকিস্তান নয়, আগামীতে পুরো মুসলিম বিশ্বের কাছে জাতিসংঘ আবদার করে বলবে, আইন প্রণয়ন করে পুরো মুসলিম বিশ্বকে **'হাসিনোঁ কা শহর'** অথবা **'বেশ্যা মন্ডি'** ঘোষণা করা হোক। যেখানে যেনা ব্যভিচারের সকল সুযোগ সুবিধা সরকারীভাবে ব্যবস্থা করা হবে। অতঃপর এমন যৌনাচার ও

ব্যভিচার, পাপাচার ও অনাচারকে কখনো অপরাধ মনে করা হবে না। হাসি মুখে সবাই এটি মেনে নেবে। এখানে পাঠক হয়ত মনে করবেন, আমি ছোট্ট একটি কথাকে অনেক দীর্ঘ করে উপস্থাপন করছি।

তাই আমি পাঠকদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারাই বলুল, কোনো মুসলমান শাসকের কখনো এমন উত্তর হতে পারে? তারা কেন বলতে পারলো না, এই রাষ্ট্র ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছে। এই রাষ্ট্রের একটি সংবিধান যেমন রয়েছে তেমনিভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন আইন আদালতও রয়েছে। যেখানে লিখা রয়েছে, এ দেশের কোনো আইন ইসলাম এবং শারী'য়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রণয়ন করা যাবে না। অতএব যে দেশ সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম ও মুসলমানদের নামে সে দেশের মানুষের ঈমানের দাবী হলো, তারা কখনো সিগারেট হতে পারে না। অর্থাৎ তাদেরকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে প্রয়োজন ফুরালে পায়ের নীচে দিয়ে পিষে ফেলতে পারে। বরং মুসলমানদেরকে নেশার মত হতে হবে। যারা এই নেশাকে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করবে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যখন কোনো জাতি এবং তাদের কর্ণধাররা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে তখন তাদের মুখ দিয়ে এমনই উত্তর বের হয়ে আসে। এখানে আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে, পাকিস্তানের উল্লেখ যোগ্য অংশকে **'হাসিনোঁ কা শহর'** বা সুন্দরীদের বাজার ঘোষণা করা হলে আইনের দৃষ্টিতে জনগনের কত শতাংশ দালাল এবং কত শতাংশ গ্রাহক হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে? রেগে যাবেন না, হয়ত আমার এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না। আমার অন্তরে তো সে দিন হতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যে দিন মুসলিম উম্মাহ্‌র শাসকরা উত্তরে বলেছিলো **'জ্বী হ্যাঁ! একটু সময় দিন, চিন্তা করছি।'**

তবে এখানে পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই, কেউ চিন্তা করুক আর নাই করুক, পবিত্র ক্বোরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক উভয়ের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, অথবা কোনো এক পক্ষের চাপে হোক এটি ব্যভিচার। তাই এটি কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি দাবী বা আবদারের ওপর নির্ভর করে না। সর্বাবস্থায় এটি যেনা-ব্যভিচার ও কাবীরাহ্ গুনাহ্।

দুন্ইয়া ও আখেরাতে শাস্তি যোগ্য অপরাধ। দুন্ইয়াতে বেঁচে গেলেও আখেরাতে কোনো ভাবেই বাঁচতে পারবে না। আর আখেরাতের শাস্তি কেমন হবে তা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝানো যাবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে ব্যভিচারী নারীর একটি পারিচয় দেখতে পাই। অতএব ব্যভিচারী নারী কে? এবং কীভাবে তাকে চেনা যাবে? সেটি পরিষ্কার করার জন্য এখানে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সেই হাদীসটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি:

(عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً)٦٨

'যে নারী সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয়, অতঃপর মানুষের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে চলে, যাতে করে তারা তার সৌরভ অনুভব করে, তা হলে এমন নারী ব্যভিচারী।'

আজকের সমাজে যারা ব্যভিচারকে পছন্দ করছে এবং একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে সমাজে দেখতে এবং মেনে নিতে চায়, তাদেরকে মনে রাখতে হবে, এটি কোনো এক সময় তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে এসে আশ্রয় নেবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেছেন, যেনা একটি কর্জ বা ধার-দেনা। আজ যদি কেউ এই কর্জ গ্রহণ করে কাল তার মা-বোন এবং মেয়েকে এই কর্জ ফেরৎ দিতে হবে। কি বুঝলেন? এই কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের বিষয়ে মানব জাতিকে সতর্ক করছে। তাই সুগন্ধি মেখে নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যপারে ইসলাম খুবই কঠোর।

সুতরাং নারীকে সুগন্ধি মেখে শুধু মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে এবং শপিংএ যেতে নিষেধ করেনি; বরং মাসজিদে যেতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। অতএব ব্যভিচার বন্ধের লক্ষ্যে পৃথিবীর নারী সমাজ পর্দা করতে শুরু করলে তখন তারা বাস্তবে ১৭০ বিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন ইন্ডাষ্ট্রির উপর লা'নাত শুরু করে। এই কারণেই মূলতঃ পশ্চিমা বিশ্ব নারীকে বিভিন্ন স্বপ্ন

٦٨- رواه أبو داود (٤١٧٣) والترمذي (٢٧٨٦) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (١٢٦) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".

দেখিয়ে আজ ঘরের বাইরে বে-পর্দায় নিয়ে আসতে চাচ্ছে। তাই মুসলিম নারীকে মনে রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ)[৬৯]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মহিলারা যখন সালাতের জন্য মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন তারা যেন ফার্য গোসলের মত করে সুগন্ধিকে ধুয়ে নেয়।'

ব্যভিচারকে আল্লাহ্ খুবই অপছন্দ করেছেন। তিনি তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে এটিকে মানব সমাজের জন্য একটি বড় অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন অপরাধীদের শাস্তির কথাও তিনি ক্বোরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন।

তাই অবিবাহিত নর-নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তা হলে উভয়কে একশ একশ বেত্রাঘাত দেয়ার কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। আর যদি উভয়ে বিবাহিত হয়ে থাকে, তা হলে উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গোপনে না দিয়ে প্রকাশ্যে দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। যাতে করে মানুষের মাঝে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে এমন পাপ হতে নিজেরা দূরে থাকে। এমন শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্যতম শীথিলতা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটি আল্লাহ্র হুকুম। তিনি ভালো-মন্দ সব কিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। ক্বোরআন এটিকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا

৬৯- فقد روى النسائي

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[৭০]

'ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মধ্যে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় মু'মিনদের যেন একটি দল উপস্থিত থাকে। ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিনী বা মুশরিক ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিনীকে যেন ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে না করে। এটি হারাম করে দেয়া হয়েছে মু'মিনদের জন্য। আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।'

উপরোক্ত আয়াতটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম পরিবার ও সমাজকে সর্বদা নিষ্কলুষ রাখতে চেয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, অন্যদের নারী হতে দূরে থাকো। তা হলে তোমার পরিবারের নারীরাও পাক-পবিত্র থাকবে। নিজের মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো, তা হলে তোমার সন্তারাও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। বিষয়টি খুব ভালো করে বোঝা এবং আখেরাতে এর ভয়াবহতা জানার জন্য ইমাম বুখারী হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ)[৭১]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক বনী আদমের অংশে যিনা লিখে রেখেছেন। এটি হতে সে কোনো ভাবেই

---

[70] - সূরাতুন নূর, আয়াত নং-২-৪।

٧١- روى البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧)

বাঁচতে পারবে না। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলো চোখের যিনা। অশ্লীল কথাবার্তা (প্রেমালাপ) হলো জিহ্বার যিনা। যিনার আশা ও আকাঙ্খা করা হলো অন্তরের যিনা। পরিশেষে লজ্জাস্থান এই যিনার স্বাদ মেটায় অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।'

অর্থাৎ এই যুগের তরুণ-তরুণীরা যাকে ক্রাশ বলে, রাসূল (স.) সেটিকে চোখের যিনা বলেছেন। রাসূলের হাদীসের ভান্ডারে এই সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। যেখানে তিনি এই পাপাচারের ভয়াবহতা হতে তাঁর উম্মাতকে বেঁচে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তেমনই অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেছেন :

(كُلُّ ابْنِ آدَمَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ)[৭২]

'রাসূল (স.) বলেছেন, যিনার মধ্যে প্রত্যেক বনী আদমের অংশ রয়েছে। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলো দুই চোখের যিনা। তাকে স্পর্শ করা হলো দুই হাতের যিনা। ব্যভিচার করার উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া হলো দুই পায়ের যিনা। তাকে চুমু খাওয়া হলো মুখের যিনা। যিনার ইচ্ছা পোষণ করা হলো অন্তরের যিনা। পরিশেষে লজ্জাস্থান এর স্বাধ মেটায় অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।'

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে, এটি অত্যন্ত জঘণ্য একটি কাজ। মহা এক কাবীরাহ্ গুনাহ্। তাই আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে এটির কাছেও যেতে নিষেধ করে পবিত্র ক্বোরআনে এভাবে বলেছেন:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[৭৩]

'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ।'

৭২- رواه أحمد (١٠٩٢٠) وصححه محققو المسند على شرط مسلم.

৭৩- সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩২

আমাদেরকে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে, মানুষ যখন কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান তার কাছ থেকে বিদায় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যিনাকারী যখন যিনায় লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান থাকে না। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)[٧٤]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন: যিনাকারী যিনা করার সময় সে আর মু'মিন থাকে না। মদ্যপানকারী যখন মদ্য পান করে তখন সে আর ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না।'

উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির ঐ সময়ে যেহেতু ঈমান থাকে না, তাই আমরা বলতে পারি আজকের ধর্ষকরা সবাই বেঈমান। চাই সে যার সন্তান হোক, বা যেই দলেরই কর্মী হোক। এই সম্পর্কে আমরা আরো একটি হাদীস দেখতে পাই, যেখানে রাসূল (স.) বলেছেন:

(إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ)[٧٥]

'যিনাকারী যখন যিনা করে তখন তার ঈমান তাকে ছেড়ে চলে যায়, এবং ছায়ার মত তার উপরে থাকে। আর যখন সে যিনা হতে ফিরে আসে তখন পুনরায় ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।'

আখেরাতে যিনাকারীর বা ধর্ষকদের শাস্তি কেমন হবে তা জানলে তো প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তাই এ সম্পর্কে রাসূল (স.) এর হাদীসের ভান্ডার হতে আরো দু'টি হাদীস পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। যেখানে তিনি যিনাকারীর

---

[٧٤]- روى البخاري (٥٥٧٨) ومسلم (٥٧)

[٧٥]- رواه أبوداود (٤٦٩٠) والترمذي(٢٦٢٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন। এখানে আমরা দীর্ঘ একটি হাদীসে উল্লেখিত শুধুমাত্র যিনাকারীর শাস্তির অংশটি তুলে ধরছি। রাসূল (স.) একদিন সকালে বলেছেন, রাতে আমার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা আসলেন, তারা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে বললেন চলুন... ।

(..... فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا .....)[٧٦]

'.....আমরা সামনে গিয়ে চুলার মত একটি গর্ত দেখতে পেলাম। যার উপরের অংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। তার নীচে প্রচন্ড আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। আগুনের শিখা উপরে আসার সাথে সাথে তারাও উপরে চলে আসতো আবার আগুন নীচে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারাও নীচে চলে যেতো। সেখানে অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিলো। আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তারা আমাকে বললেন, সামনে চলুন..... ।'

রাসূল (স.) এই সম্পর্কে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করলেন তখন তারা তাঁকে কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন সামনে চলুন। তিনি বলেন:

(..... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ) الحديث ، وفي آخره : (وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي .....)[٧٧]

'.....আমরা সামনে গিয়ে একটি চুলার কাছে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, আমি সেখানে শোরগোলের শব্দ শুনতে

---

[٧٦]- رواه البخاري (١٣٨٦).

[٧٧]- وفي رواية له أيضا (٧٠٤٧)

পেলাম। আমরা উঁকি মেরে অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ তার মধ্যে দেখতে পেলাম। যাদের নিম্নদিক হতে আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছিলো। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন (শেষে উল্লেখ রয়েছে) ঐ উলঙ্গ নারী-পুরুষ যাদেরকে প্রজ্জলিত চুলায় দেখতে পেয়েছেন তারা ছিলো ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী নারী)।'

পরিশেষে এখানে বলতে চাই, রাসূল (স.) ব্যভিচারের ভয়াবহতা বর্ণনা করে তাঁর অনুসারীদেরকে পরিচ্ছন্ন একটি জীবন দান করেছেন। অতএব যে সমাজে ব্যভিচার নেই সেই সমাজের নারী-পুরুষের জীবন অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন। তার প্রমাণ দিয়েছেন একজন ইয়াহুদী গবেষক। তিনি মুসলিম নারীদের ইদ্দাত সংক্রান্ত ক্বোরআনের আয়াত গবেষণা করে পুরুষের বীর্য হতে নারীর শরীরে DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) পাওয়া যাওয়ার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণও দিয়েছেন। উক্ত গবেষণায় তিনি আল্লাহ্‌র কালামের মো'জেযাহ খুঁজে পেয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম নারীর চেয়ে পাক-পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন জীবনের নারী কোনো ধর্মের মধ্যে নেই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ এই ইয়াহুদী যিনি (ইয়াহুদী ধর্মের একজন বিশেষজ্ঞ আলেম) Albert Einstein Institution এর সাথে সম্পৃক্ত এবং ইয়াহুদীদের একজন ধর্মীয় গুরুও বটে। তার পুরো নাম Mr. Robert. তিনি উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাও দিয়েছেন। তার ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ হিসেবে তিনি যা বলেছেন তা রীতিমত আশ্চর্য হওয়ার মত ঘটনা। কারণ তিনি ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতের ব্যাপারে ক্বোরআনে বর্ণিত আয়াত নিয়ে গবেষণা করে এক অদ্ভুত জিনিস খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতের ব্যাপারে পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[৭৮]

'ত্বালাক্ব প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিৎ নয়, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তা হলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে।'

উপরোক্ত আয়াতটি নিয়ে গবেষণা করে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে,পুরুষের DNA এ সম্পর্কে এ আয়াতটি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এক আশ্চর্যজনক তথ্য দিয়েছে। গবেষণায় তিনি একজন পুরুষের প্রোটিন অন্য পুরুষের চেয়ে ৬২% আলাদা যেমন খুঁজে পেয়েছেন, তেমনিভাবে নারীর শরীরকে একটি কম্পিউটারের মত দেখতে পেরেছেন। অর্থাৎ একটি কম্পিউটার যেমন ভাইরাসে আক্রান্ত হয় অনুরূপভাবে নারীর শরীরও খুব তাড়াতাড়ি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। অতএব একজন নারীর সাথে যদি কোনো পুরুষ শারীরিক সম্পর্ক করে তা হলে সেই নারীর শরীর ঐ পুরুষের সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে ফেলে। তাই ত্বালাক্বের পর পরই যদি ঐ নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে ঐ নারীর শরীরে অনেক পুরুষের ব্যাকটেরিয়া বা DNA একত্রিত হয়ে যায়। যা নারীর জন্য খুবই বিপজ্জনক একটি ভাইরাস হিসেবে তার শরীরে থেকে যাবে। পরবর্তীতে ঐ নারীর শরীরে ভয়ানক এক ডায়াবেটিসের জন্মের কারণও হতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করেছে যে, ত্বালাক্বের পর এক হায়েয হলে সেই হায়েযের রক্তের সাথে নারীর পূর্বের স্বামীর রক্ষিত সেই প্রোটিনের ৩২% হতে ৩৫% পর্যন্ত বের হয়ে যায়। দ্বিতীয় হায়েয হলে তখন তার পূর্বের স্বামীর ৬৭% হতে ৭২% পর্যন্ত DNA শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় মাসিক হওয়ার সাথে সাথে নারীর শরীর হতে পূর্বের

৭৮- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২২৮

স্বামীর DNA ৯৯.৯% শেষ হয়ে যায়। এরপর কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন DNA গ্রহণের জন্য নারীর শরীর পুনরায় প্রস্তুত হতে থাকে।

আল্লাহু আকবার!! এবার ভেবে দেখুন ইসলামের সত্যতা ও বাস্তবতা কত গভীর। যিনা ব্যভিচারে যারা লিপ্ত তারা হয়ত সাময়িকভাবে ভাবছে যে, জীবনকে যেমন খুশী তেমন করে তারা ভোগ করছে। মূলতঃ বিষয়টি এমন নয়। তারা নিজের শরীরে কত জনের DNA এবং ভাইরাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা তা অনুমানও করতে পারছে না। পরবর্তীতে সৎপথে ফিরে আসলেও কিন্তু শরীরে সেই যিনাকারীদের DNA রয়েই গেছে। এই কারণেই আমাদের নারীদের জন্ম দেয়া সন্তানরা সৎ ও যোগ্য হচ্ছে না। সুস্থ ও স্বাস্থ্যবানও হচ্ছে না।

অন্যদিকে আজকের সমাজের অনেকের সন্তান Autistic বা প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণও হয়ত এমন হতে পারে। এখন কে কাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করবে। সবই তো একই পথের পথিক। সকালে বিয়ে করছে বাসর রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে অন্যের কাছে চলে যাচ্ছে। সকালে ত্বালাক্ব দিয়ে বিকেলে অন্য জনের সাথে বেড শেয়ার করে নতুন দাম্পত্য জীবন শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে এটি গোপন কোনো বিষয় নয়। এক জনের বউ থাকা অবস্থায় অন্য জনের সাথে বিদেশে গিয়ে হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছে। ভিন দেশের কেন আমাদের দেশের চিত্র জগতের অনেকের বিয়ে বিচ্ছেদের কারণও এটি বলে মিডিয়া জানিয়ে দিচ্ছে।

সত্যি কথা হলো, মানব সভ্যতা ও চরিত্র বিধ্বংসকারী দুন্ইয়া ও আখেরাতের ন্যায় ইনসাফের কাঠগড়ায় সবচেয়ে ভয়ানক ও অপরাধী সম্প্রদায় হচ্ছে যারা নাটক সিনেমা বানায় এবং গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে তারা। তাই বলছিলাম, আজকের সমাজের নর-নারী এসব নাটক সিনেমা দেখে স্বাধীনতার নামে উন্মুক্ত জীবন ভোগ করতে গিয়ে কে কোথায় কি করেছে তা শুধু সে নিজেই জানে। ক্বোরআন ১৪৪০ বছর পূর্বে যেই তথ্য দিয়েছে এখন সেই তথ্যের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানও উপরোক্ত তথ্যের বাস্তবতা খুঁজে পেয়েছে। উক্ত ইয়াহুদী গবেষক আরো জানিয়েছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে একজন পতিতা অনেক পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করার কারণে তার গর্ভাশয়ে বিভিন্ন পুরুষের বীর্য গিয়ে আশ্রয়

নেয়। এভাবে একজন নারীর শরীরে বিভিন্ন ধরনের DNA একত্রিত হয়ে যায়। যার পরিণতিতে কোনো এক সময় সেই পতিতা মারাত্মক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। এখানে আরো একটি বিষয় খুবই প্রণিধান যোগ্য, তা হলো, শারী'য়াতে ইসলামিয়্যাতে বিধবা নারীর ইদ্দাত ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীর চেয়ে একটু বেশী। অর্থাৎ ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারী তিন হয়েয হলেও কিন্তু বিধবা নারীর ব্যাপারে শারী'য়াত চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করেছে। এর কারণও কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক একটি বিষয়। আল্লাহ্ বিধবা নারীর ইদ্দাতের কথা জানাতে গিয়ে এভাবে বলেছেন:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[٧٩]

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তা হলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে। তারপর তাদের ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় তা করতে পারে। তোমাদের ওপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ তোমাদের সবার কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ বিধবাদেরকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে বলেছেন। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এর কারণ নিয়ে গবেষণা করে খুঁজে পেয়েছে যে, স্বামীর ইন্তেকালে একজন স্ত্রী যে ব্যথা ও কষ্ট পেয়ে থাকে সেই কারণে তার শরীর হতে স্বামীর DNA স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে একটু সময় নেয়। তাই অন্য নারীর চেয়ে বিধবা নারীর একটু সময় বেশী লাগে। এই কারণে বিধবা নারীদের ইদ্দাত চার মাস দশ দিন রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র ক্বোরআনের বিধবা নারীর ইদ্দাত সংক্রান্ত এই তথ্য সম্পর্কে আরো গভীর ভাবে জানার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় গিয়ে তদন্ত করেছেন। ঐ দু'টি এলাকার মধ্যে একটিতে শুধুমাত্র আফ্রিকার মুসলমানরা বসবাস করে। সেখানের নারীদের শরীরের রক্ত পরীক্ষা করে শুধু একজন পুরুষের DNA

---

[79]- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২৩৪

পাওয়া গেছে। অন্যটিতে যেখানে শুধুমাত্র আমেরিকান স্বাধীনচেতা নারীরা বসবাস করে সেখানের নারীদের রক্তও তিনি পরীক্ষা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের ভ্রূণের মধ্যে একের অধিক দুই বা তিনজন পুরুষের DNA পাওয়া গেছে।

অতঃপর সেই ডাক্তার স্বয়ং নিজের স্ত্রীর রক্তও পরীক্ষা করে দেখলেন। নিজ স্ত্রীর রক্তের রিপোর্ট দেখেই তার চোখ ছানা বড়া। কারণ তার স্ত্রীর রক্তের মধ্যেও তিনজন পুরুষের পৃথক পৃথক DNA রয়েছে। যার অর্থ হলো, তার স্ত্রী এযাবৎ তার সাথে প্রতারণা করে আসছিলো। তাকে ঘুমে রেখে ধোকা দিয়ে অন্য পুরুষদের সাথে গোপনে দৈহিক সম্পর্ক করে চলছিলো। আরো আশ্চর্যের কথা হলো, ঐ ডাক্তারের তিনটি সন্তানের মধ্যে মাত্র একটি সন্তানই তার নিজের বলে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন। অন্য দু'টি সন্তান অন্য পুরুষের। যা স্ত্রী তার কাছে এতদিন গোপন রেখেছিলো। অতঃপর ঐ ডাক্তারের পুরো বিশ্বাস জন্ম হলো যে, ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যে দ্বীন নারীর হিফাযাত এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। তাই তিনিও বলেছেন যে, মুসলিম নারীরাই বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন নারী।

কেন এমন হলো, এটি বোঝার জন্য এখানে রাসূলের যুগের একটি ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। ইমাম বুখারীসহ সকল মুহাদ্দেসীন এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসে ঘটনাটি এভাবে এসেছে:

(عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى ـ يَعْنِي نَفْسَهُ ـ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ " هَلْ بِكَ جُنُونٌ ". قَالَ لاَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ". وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ)[৮০]

---

[৮০]- رواه البخاري، رقم الحديث:5271

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আসলো। তখন তিনি মাসজিদে ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ্র নিকটবর্তী হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই হতভাগা যিনা করেছে। সে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। রাসূল (স.) মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তাঁর দিকে ঘুরে গিয়ে বললো, এই দুর্ভাগা যিনা করেছে। তিনি আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবারও তাঁর দিকে গিয়ে একই কথা বললো। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার সে রাসূলুল্লাহ্র সামনে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। সে যখন নিজের অপরাধের জন্য নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে ডেকে বললেন, তোমাকে কি পাগলামী পেয়েছে? সে বললো, না! তখন রাসূল (স.) লোকদেরকে বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা কর। লোকটি ছিলো বিবাহিত।'

উপরোক্ত হাদীসটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, যে ধর্ম তার অনুসারীকে নিশ্চিত মৃত্যু জানার পরও নিজের অপরাধ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে রাসূলুল্লাহ্র দরবারে বিচার প্রার্থী হয়ে সমাজ ও পরিবারকে নিষ্কলুষ রাখতে পারে, সেই সমাজ ও ধর্মের নারী পবিত্র হবে না তো কে হবে?

পরিশেষে পাঠকদেরকে বলতে চাই, ক্বোরআনের উপর গিলাফ কেন জানেন? কারণ এটি দেখতেই যেন বোঝা যায় যে, এই বই সাধারণ কোনো বই নয়, এটি আল্লাহ্র কিতাব মানব জাতির চিরস্থায়ী হিদায়াত গ্রন্থ। কা'বা শরীফে গিলাফ কেন জানেন? কারণ এই ঘরের উপর দৃষ্টি পড়তেই যেন বোঝা যায় যে, এটি সাধারণ কোনো ঘর নয়, এটি আল্লাহ্র ঘর। মুসলিম নারীকে পর্দার হুকুম কেন দেয়া হয়েছে জানেন? কারণ চলন্ত পথের নারীকে দেখলেই যেন চেনা যায়, যে এই নারী সাধারণ কোনো নারী নয়, এই নারী একজন মুসলিম নারী। মুসলিম উম্মাহ্র পুরুষদেরকে দৃষ্টি নীচু রাখতে ক্বোরআনে কেন আদেশ দেয়া হয়েছে জানেন? কারণ তাকে দেখতেই যেন বোঝা যায় যে, এই পুরুষ সাধারণ কোনো পুরুষ নয়, এই পুরুষ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর উম্মাত। আর এই কারণেই ইসলামের বিধি-বিধান মানব জীবন ও মানব সমাজকে নিষ্কলুষ রাখার একমাত্র গ্যারান্টি দিতে পারে, বিশ্বায়ন নয়।

এইড্‌স ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিশ্বায়নের উপহার

এই লেখটি প্রায় পনের বছর আগের লেখা। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিলো তখন। তাই এখানে সেই যুগের তথ্য-প্রযুক্তি ও পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এখন ঐ সব প্রযুক্তির অনেকগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। ঐগুলোর জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তি এসে স্থান করে নিয়েছে। যেমন ডিশ এন্টেনা ছিলো এখন নেই। রেডিও, ক্যাসেট, সিডি ও টেপরেকর্ড, ফ্লোপি ডিস্ক ও পেনড্রাইভ ছিলো এখন নেই। থাকলেও এখন গুরুত্ব নেই। কারণ এ সবের স্থান করে নিয়েছে এখন icloud, google drive, whatsApp, viver, imo, messenger & dropbox সহ আরো কত কি।

তথাকথিত জীবন উপভোগ এবং বিনোদনের মাধ্যম ছিলো একমাত্র টিভি। এখন টিভির প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেট এবং ওয়াইফাই এসে টিভির চেয়ে হাজারগুণ বেশী বেহায়াপনা ও আবর্জনা মোবাইলের মাধ্যমে সবার হাতের মুঠোয় এবং বালিশের নীচে এনে রেখে দিয়েছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাসায় শুধু তরুণ-তরুণীরা নয়, যে কোনো বয়সের নারী-পুরুষ যদি চুপ চাপ বসে থাকে তা হলে বুঝতে হবে তার মোবাইল নষ্ট হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, মোবাইলের যখন চার্জ শেষ হয়ে যায় তখন সবার ঘুমের সময় হয়। আগে যখন বাসায় কোনো মেহমান আসতো তখন চাইতো অযুর পানি আর জায়নামায। আর এখন বাসায় কোনো আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে প্রথমেই চায় মোবাইলের চার্জার। চার্জার পেয়ে গেলে জিজ্ঞেস করে ওয়াইফাই এর পাস ওয়ার্ড। অতঃপর এমন ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এখানে আসার কারণও ভুলে যায়।

আগে কে কী করছে সবাই জানতো। বিশেষ করে মা-বাবা এবং শিক্ষকের চোখের আড়ালে কিছু করার কোনো সুযোগ ছিলো না। পরীক্ষার হলে যে ছাত্র চুপচাপ লিখে যেতো তাকে ভালো ছাত্র মনে করা হতো। এখন যে পরীক্ষার্থী চুপচাপ লিখতে থাকে তাকে সন্দেহ করে ইনভিজেলেটর। আগে নিজের একান্ত বিষয়গুলো মানুষ ডায়েরীতে লিখে রাখতো। সেই ডায়েরীর

পাতা কেউ উল্টালে এবং পড়লে মনে কষ্ট নিতো। আর এখন সব কিছুই ফেসবুকের মাধ্যমে পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে সমান তালে। গোপনীয়তা বলতে কিছুই নেই। আরো লজ্জার কথা হলো স্বামী-স্ত্রীর গোপন সম্পর্কের কথা এবং নিজেদের উলঙ্গ ও অর্ধলুঙ্গ ছবিও ফেসবুকের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে মূল্যায়নের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর পর কত জনে এটি পড়লো এবং দেখলো অতঃপর কী মন্তব্য করলো তাও দেখা হচ্ছে। কেউ না পড়লে এবং মন্তব্য না করলে মনে কষ্ট যাচ্ছে। এই হলো বর্তমান সমাজের অবস্থা। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সবাই সমান।

আনন্দ উপভোগ টিভির মাধ্যমে ঘরেই করতে হতো। অথবা বাড়ির উঠানে বসে চাঁদনী রাতে বসে গল্প করতো। এখন আনন্দ ভ্রমনের নামে **'চলনা হারিয়ে যাই'** লিখে ব্যানার টানিয়ে সব বয়সের নারী-পুরুষ ঘরের বাইরে পা রাখছে। তাছাড়াও মোবাইলের মাধ্যমে পথে-ঘাটে যেখানে খুশী সেখানেই আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পকেটে মোবাইল রেখে গলায় রশী ঝুলেয়ে কানে তুলা ঢুকিয়ে প্রকাশ্যে যা খুশী তা শুনছে। অন্যরা তো বাদ শিক্ষকদেরকেও নূন্যতম সম্মান করছে না। নিজের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এক মোবাইলই এখন যথেষ্ট। সবই হচ্ছে এবং সবই করছে কিন্তু কেউ কিছু জানতে পারছে না। যুব সমাজের এনেহ অধঃপতন দেখে একজন উর্দু কবির একটি শে'য়ের আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন:

জাহাঁ দেখো ইশ্‌ক্ব কে বিমার বৈঠে হ্যাঁয়
হাযারুঁ মর গায়ে, লাখোঁ তৈয়ার বৈঠে হ্যাঁয়।
বরবাদ করকে আপনী তা'লীম, লড়কীউঁ কে পিছে
ফের কাহ্‌তে হ্যাঁয়, মৌলভী ছাহেব,
দো'য়া করেঁ বে রোজগার বৈঠে হ্যাঁয়।

অর্থাৎ যে দেকে তাকান না কেন, দেখবেন প্রেমের রোগীরা বসে আছে। এমন হাজার প্রেমিকের মৃত্যু ঘটেছে, আরো লক্ষ লক্ষ মরার জন্য তৈরী হয়ে আছে। মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে নিজের শিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে মূল্যবান জীবন বরবাদ করে এখন বলছে, হুযুর একটি চাকরির জন্য দো'য়া করুন, বেকার বসে আছি।

তাই বলছিলাম, নারী-পুরুষের একাকী অবস্থানকে ইসলাম কখনো সাপোর্ট করেনি। হয়ত এ জন্যই আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই তিনি বলেছেন:

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)[৮১]

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন: রাতে একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানতো তা হলে কোনো পথিক বা আরোহী রাতে একাকী পথ চলতো না।'

ইমাম আহমাদ (রাহ.) তাঁর মুসনাদে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ)[৮২]

'রাসূলুল্লাহ্ (স.) পুরুষকে একা রাত যাপন এবং একা একা সফর করতে নিষেধ করেছেন।'

উল্লেখিত হাদীসগুলো গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম নারী-পুরুষ কারো একাকী জীবনকে কখনো উৎসাহিত করেনি। ইসলাম তার ঊষালগ্নে যা বলেছে, এখন নারী স্বাধীনতা প্রবক্তারা নিজেদের জীবন ও যৌবনের সব কিছু হারিয়ে পড়ন্ত বেলায় এসে ইসলামের বাস্তবতা এবং সত্যতা উপলব্দী করে বলতে বাধ্য হয়েছে যে ইসলামই সত্য। সরাসরি বলতে না পারলেও তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেনে নিচ্ছে এবং বলছে যে, একাকী জীবন কোনো জীবনই নয়। এখন তারা বুঝতে পারছে যে, অতি দুর্বল নারীও তখন শক্তিশালী হয়ে উঠে, যখন এজন পুরুষ তাকে শারঈ পদ্ধতিতে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ভালোবাসার চাদরে ঢেকে গ্রহণ করে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের চোঁয়ায় সৃষ্টি Valentine's day এর হাওয়ায় উড়ে এসে গোলাপ হাতে নিয়ে বরণ করার পরও অতি শক্তিশালী নারী সব হারিয়ে দুর্বল হয়ে বেলা শেষে মৃত্যুর প্রহর গুনে।

৮১- رواه البخاري، رقم الحديث: ٢٩٩٨

৮২- وقد أخرج الإمام أحمد في "المسند" (٢/٩١) هذا الحديث بزيادة

তাদের একজন গ্রেটা গার্বো। কোনো এক সময় হলিউডের একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ছিলো। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যখন সে তার শারীরিক আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো এবং যৌবনের আকর্ষণীয় ফিগার ধরে রাখতে পারলো না, তখন চিত্র জগতের সর্বত্র সে মূল্যহীন হয়ে পড়লো। বয়ফ্রেন্ডদের দৃষ্টি আর তার প্রতি স্থির হলো না। লোভনীয় চাহনীসহ বন্ধ হয়ে গেল তার সাথে বন্ধুদের সকল প্রেমালাপ। এক সময় চিত্র জগতের পুরাতন বন্ধুরা সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। এমন এক করুণ পরিস্থিতিতে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে সে একা একা তার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করলো। তখন তার জীবনী রচনাকারী তাকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলো, আপনার অবিবাহিত জীবন কেমন লাগছে? একারণে আপনার কি কোনো অনুশোচনা ও আফসোস হয়? সে অত্যন্ত দুঃখ ভরা মন নিয়ে চাপা কণ্ঠে উত্তর দিয়ে বলেছিলো:

"No getting married was a mistake".[83]

'বিয়ে না করাটা জীবনের একটি মারাত্মক ভুল ছিলো।'

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালে The Lonely Lady নামে একটি নভেল আমেরিকায় ছাপা হয়েছে। উক্ত নভেলের মধ্যে উন্নত বিশ্ব আমেরিকার একটি দুর্বলতাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের অবিবাহিত জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লেখক লিখেছে যে, একজন নারী চিত্র জগতে তার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়িয়ে লোকচক্ষুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার জন্য বিবাহিত জীবন ত্যাগ করে সে চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ নায়িকার খেতাবে ভূষিত হয়ে যায়। তার আকর্ষণীয় শারীরিক গঠন এজগতে তাকে সাহায্য করে। এটিই তাকে তাড়াতাড়ি উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়।

এখানে সম্মান ও খ্যাতি, সম্পদ ও প্রেমিকদের ভীড়সহ আনন্দ উপভোগের সব কিছুই সে পেয়ে যায়। তবুও সে সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষদের শয্যাসঙ্গী হয়ে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে নিজের সব হারিয়ে পরিশেষে সে একটি Better Truth এর সন্ধান লাভ করে। নভেলের ভাষায়:

---

[83]- Hindustan Times, 21st Sep. 1980

"That fame has a way of fading and friends' way of disappearing when they are most needed". [84]

'মানুষের খ্যাতি একদিন শেষ হয়ে যায়, বন্ধুরাও একদিন ছেড়ে চলে যায়, যখন একজন নারীর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একজন পুরুষের।'

তাই আমেরিকার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার ডায়েরীর শেষ লাইনে লিখেছে:

I wish I had stayed home.[85]

'আহ্ যদি আমি বাসায় থাকতাম।'

পশ্চিমা জগতের তারকাদের এসব মানসিক যন্ত্রণা দেখে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, এক সময় কত আনন্দদায়ক ছিলো তাদের এই জীবনযাত্রা। পরিশেষে শুধু পরাজয়ের মাধ্যমেই এমন তথাকথিত আলোর মিছিলের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে গভীর এক অন্ধকার নেমে এলো। যে অন্ধকার হতে বের হওয়ার চেষ্টা করেও এখন তারা ব্যর্থ হচ্ছে।[৮৬]

এই প্রসঙ্গে মুসলিম উম্মাহ্র যুবকদেরকে বলতে চাই, আপনি যদি মাসিক ১০/২০ হাজার টাকা কামাই করে থাকেন এবং থাকার জন্য একটি ঘর বা একটি পৃথক রুম থাকে আপনার, বয়স হয়ে গেছে এখন ত্রিশ, তারপরও আপনি বিয়ে না করে একা একা রাত-দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন, তা হলে মনে রাখবেন আপনি বেহুদা টাইফের একজন পুরুষ। যার জীবনের কোনো মূল্য নেই। কারণ এই বয়সের একজন যুবকের স্ত্রী ছাড়া থাকার অর্থ হলো সারাক্ষণ শায়ত্বানের ফাঁদে পড়ে থাকা। তাই কালবিলম্ব না করে বয়স হতেই যুবকদের বিয়ে করে ফেলা উচিৎ। যদি সে পুরুষ হয়ে থাকে। মনে রাখবেন, মেহেদী কনের হাতেই সুন্দর দেখায় বরের চুলে নয়। কী বুঝলেন?

একটু ভেবে দেখুন দেখতে পাবেন, কুমন্ত্রণা ও রাস্তা-ঘাটে দেখা নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীর শরীর নিয়ে ভাবনায় কেটে যাচ্ছে আপনার রাতদিন। অবসর সময়ে নিজের জীবন ও যৌবন নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় আপনার কাছে নেই। এখনও সময় আছে বিয়ে করুন। নিজের ঈমানের হিফাযাত

---

[84]- Harold Robbins: The Lonely Lady, P. 445, New English Libray. London 1976.
[85]- Times of India, 8th Nov. 1981
[৮৬]- বিস্তারিত দেখুন : আমার বই **'বিয়ে'** পৃষ্ঠা নং-১৯৯

করুন। হে যুবব! তোমাকে বলছি। একটি কথা ভালো করে মনে রেখো কাজে আসবে। প্রতিনিয়ত কাজ করতে করতে ক্লান্ত হওয়া জরুরী নয়। অনেক সময় রাস্তায় দেখা ভালো গেলে যাওয়া কাউকে নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তায় মগ্ন থাকাও মানুষকে ক্লান্ত করে ফেলে।

বিশ্বাস করুন, বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষের মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি লাভ হয়। গুনাহ্ হতে নিজেকে বাঁচানো যায়। পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। মা-বাবা ও সন্তানের প্রতি গুরুত্ব অনুভব করার একটি উত্তম পথ হলো বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে একজন লোক সামাজিক হয়ে উঠে। বাবা হওয়ার স্বপ্ন জাগে। মমতা কী জিনিস বুঝতে পারে। আল্লাহ্ আপনাকে সব কিছু দেয়ার পরও বিয়ের মাধ্যমে একজন নারীর দায়িত্ব নিয়ে তার সান্নিধ্যে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছেএর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? মনে রাখবেন, কারো ক্ষতি করতে চাইলেই শুধু এই দুন্ইয়াতে শক্তির প্রয়োজন পড়ে। তা না হলে পাওয়ার জন্য তো ভালোবাসাই যথেষ্ট।

আপনি কি আপনার জীবন নিয়ে কখনো এভাবে ভেবে দেখেছেন? মনে রাখবেন, স্ত্রীর সন্তানের জন্য খরচ করতে এবং স্ত্রী-সন্তানকে পাশে রেখে জীবন কাটিয়ে দেয়ার মাঝে যে মজা, পৃথিবীর সকল মজাই এখানে ফেল। স্ত্রীর সহযোগিতায় একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার মানসিকতা যার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, তিনি আল্লাহ্র একটি শ্রেষ্ঠ নি'য়ামাত লাভ করেছেন। তাই বলছিলাম, কী করতে হবে সেটি জানার নাম হলো জ্ঞান। আর কখন করতে হবে সেটি জানার নাম হলো হিকমাত।

এরপরও আপনি আপনার ভাগ্য নিয়ে ভাবছেন? ভাগ্য কাকে বলে জানেন? না জানলে শুনুন, ভেবে দেখুন আপনার সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা? যদি মিলে যায় তা হলে মনে করবেন, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই। বর্তমান বিশ্বে সাতটি মহাদেশ আছে। দু'শত ছয়টি রাষ্ট্র আছে। প্রায় ২ হাজার ৪ শত ধর্ম আছে। অতঃপর আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করে ইসলাম ধর্ম ও তাঁর রাসূল (স.) এর অনুসারী বানিয়েছেন। এটিই ভাগ্য বলে। অতএব বলে উঠুন **আল্হামদু লিল্লাহ**।

তারপরও ভাবতে অবাক লাগে, কিছু লোকের বিয়ে নতুন ঘরের অপেক্ষায় আটকে থাকে। ৩৫ বছর বয়স হয়ে গেলো, কিন্তু এখনো ভাবছে নতুন

বাসা বানিয়ে তারপর বিয়ে করবে। এমন যুবকদেরকে বলবো ভাই! আগে বিয়ে করে ফেলো। পরে নতুন ঘর বানাও। কারণ নতুন ঘরের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তুমি নিজেই পুরাতন হয়ে যাবে। কী ঘটবে জানো? তখন যার জন্য ঘর বানালে সেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই অপারগ হলে এক রুম নিয়ে হলেও বিয়ে করে সেই ঘরে বউ নিয়ে এসো। আল্লাহ্ তোমার রিয্ক্ব বাড়িয়ে দিবেন। অতঃপর নতুন ঘরও হবে বউও থেকে যাবে। স্ট্যাটাস বাদ দাও, বিয়ে করো গুনাহ্ হতে নিজেকে বাঁচাও।

তাই বলছিলাম, একাকীত্ব এমন একটি জিনিস এখানে মানুষ হয় আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেনা হয় শায়ত্বানের সাথে। শায়ত্বান যেহেতু আল্লাহকে বলেছে, সে মানুষকে ধোকা দেবে এবং জাহান্নামে নিয়ে যাবে তাই একাকী জীবনে সে মানুষকে দিয়ে গুনাহে লিপ্ত করে। আমার উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণের জন্য আজকের মোবাইলই যথেষ্ঠ। বিশ্বাস না হলো আজই পরীক্ষা করে দেখুন, রাস্তার প্রেমিক-প্রেমিকা এক সাথে চললেও তারা উভয়ে ব্যস্ত হাতের মোবাইল নিয়ে। এবার আপনার ঘরে দেখুন, আপনিসহ আপনার সন্তানদের সবার রাতে ঘুমানোর সময় নির্ধারিত হচ্ছে মোবাইলের ব্যাটারীর উপর। কী বুঝলেন? মনে রাখবেন, আপনি যদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে চান, ভুলে যদি মোবাইল বাসায় রেখে যান তা হলে বিশ্বাস করুন, আপনি নিজেকে অন্য কোনো জগতে আছেন বলে মনে করবেন।

যাক বলতে ছিলাম, গত সপ্তাহে আমার গিন্নী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী ছেলে জারীর নাদভীর স্কুল বন্ধ হওয়ার সুবাদে সন্তানদেরকে নিয়ে গ্রামের বাড়ী ফেনীতে বেড়াতে গেছেন। এই সুযোগে বাসায় আমি স্বাধীনভাবে লেখা পড়া করার প্রচুর মওকা পেয়ে গেলাম। এর ফাঁকে সংবাদ ছাড়াও টিভির কিছু প্রোগ্রাম দেখার আগ্রহ জাগলো। অন্য সময় আমাদের দেশের Electronic Media সহ প্রচার মাধ্যমে কোনো প্রোগ্রাম ছেলে মেয়ে নিয়ে দেখার পরিবেশ নেই বলে দেখা হয় না। কারণ সেখানে নারীর বে-পর্দা শরীরের যে কসরত ও প্রেমের যে আহবান, তা নিজ সন্তানকে কোলে বসিয়ে তো দূরের কথা, নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়েও আমাদের মত লোক কখনো উপভোগ করতে পারেনা। কারণ এগুলো সব কাবীরাহ গুনাহ্। এ

সব প্রোগ্রাম শুধু স্ত্রী-সন্তানকে নিয়েও উপভোগ করা জায়েয নেই তা নয়, একা একা দেখাও কাবীরাহ্ গুনাহ্।

তাছাড়া সত্য কথা হলো, আমরা পারিবারিকভাবে বিনোদনের জন্য না যেতে পারি কোনো পার্কে, না কখনো বের হতে পারি কোনো আনন্দ ভ্রমনে। না কাটাতে পারি বউ বাচ্চা নিয়ে সমুদ্র সৈকতে আনন্দঘন কোনো মুহূর্ত। একবার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে চট্টগ্রামের ফয়ে'স লেক এ বেড়াতে গিয়ে যে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম, সেখান হতে তাদেরকে নিয়ে একরকম আমি পালিয়ে এসেছি। বাসায়ও চার দেয়ালের মধ্যে টিভির কোনো প্রোগ্রাম উপভোগ করার সুযোগ নেই। তবে আমাদের মত হাতে গোণা কিছু লোক টিভির প্রোগ্রাম না দেখলেই কর্তৃপক্ষের কি আসে যায়? আমাদের রুচিবোধের তোয়াক্কা করার তাদের দরকারই বা কি? দেশের নারী-পুরুষের হিংসভাগ উক্ত প্রোগ্রাম উপভোগ করছে এবং প্রতিনিয়ত তাদের চাহিদা আরো বাড়ছে না শুধু, হুমড়ি খেয়েও পড়ছে। আর বলছে আরো চাই আরো চাই, চলো না কোথাও হারিয়ে যাই।

টিভির রিমোট নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কয়েকটি চ্যানেল দেখে রীতিমত আমি স্তম্ভিত। ব্যথিত ও লজ্জিত। বিটিভির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি নাটক দেখলাম। ৯০% মুসলিম দেশের প্রচার মাধ্যমে এমন নাটক দেখে বুঝতে পারলাম, এখানে বুঝানো হচ্ছে সন্তান জন্ম দিয়ে মা-বাবা কঠিন এক অপরাধ করেছেন। নাটকের মধ্যে সন্তানদেরকে দিয়ে অপকর্ম করিয়ে মা-বাবাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সন্তান জন্ম দিলেই এরা অপকর্ম করবে। তাই সন্তান জন্ম দেয়া ঠিক নয়। অতএব জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ছেলেরা বড় হয়ে কাজ-কাম না করে এখানে সেখানে নেশা করে ঘুরে বেড়ায়, এটিকে বড় কোনো অপরাধ মনে করা হচ্ছে না। ছোটভাই-বোনদের দায়িত্ব তাদের কাঁধে আছে বলে মনে করেনা।

আরো আশ্চর্য হলাম, উক্ত নাটকে বড় ছেলে যখন তার মা-বাবার মুখের উপর বলে উঠলো **"ভুল তো তোমরাই করেছ"**। এটি বলে সে তার মা-বাবার শারীরিক সম্পর্ক বুঝিয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করে সন্তান জন্ম দিয়ে তারা অপরাধ করেছে। ছি! ছি! ছি! মা-বাবার দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে তাদের জন্ম দেয়া সন্তান তাদেরকে বুঝায়! এই ভাবে সরকারী খরচে নতুন

প্রজন্মকে সচেতন করা হচ্ছে? সন্তানদের মাধ্যমে মা-বাবাকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক। ওয়া লা'নাতুল্লাহি 'আলায্ যোআলেমীন।**

এ প্রসঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা জন্মের হার বৃদ্ধি নিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। একবার এক বুযুর্গ কিছু লোকের সামনে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি তার আলোচনায় সন্তান বেশী হলে কী লাভ তা তুলে ধরলেন। তার আলোচনা শুনে সেখানে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিলো। প্রশ্ন উত্তরগুলো একবার দেখুন এবং বুঝুন। আশা করি সমস্যা কোথায় তা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিন, কি করবেন এবং কি করবেন না। তিনি তাঁর আলোচনায় বললেন:

- যে রাষ্ট্রে জন্মের হার যতবেশী হবে জনশক্তিও ততবেশী হবে।
- উম্মাহ্র সন্তান যতবেশী হবে দ্বীনের দা'ঈও ততবেশী হবে।
- সন্তান যতবেশী হবে বিভিন্ন প্রতিভারও ততবেশী প্রকাশ ঘটবে।
- সন্তান যতবেশী হবে মা-বাবার সাপোর্টারও ততবেশী হবে।
- সন্তান যতবেশী হবে রোজগারের সংখ্যাও ততবেশী হবে।

এটি শুনে উপস্থিত একজন লোক বলে উঠলো, জনাব! জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বেশ ভালোই বলেছেন। এখন প্রশ্ন হলো এদের তারবিয়্যাত বা শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব কে পালন করবে? কে তাদেরকে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশের সু-নাগরিক বানাবে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের মা-বাবা তাদেরকে মানুষ বানাবে। বাবা তার সন্তানকে সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করে মানুষ করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রশ্নকারী আবার তাঁকে প্রশ্ন করলো, তবে এতগুলো সন্তানের দায়িত্ব একজন বাবা কীভাবে পালন করবে? তিনি বললেন, একজন শিক্ষক যখন স্কুলে এতগুলো ছাত্রের একসাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে তা হলে একজন বাবা ৮/১০টি সন্তানের দায়িত্ব কেন পালন করতে পারবে না? একই প্রশ্ন স্কুলের শিক্ষককে করো না কেন? অতঃপর লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো, বাবা যদি শিক্ষকের মত হয় তা হলে ঠিক আছে। আর যদি বাবা অশিক্ষিত হয় তা হলে এটি কী করে সম্ভব?

এরপর তিনি বললেন, তা হলে তুমি স্বীকার করে নিলে যে, সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়, **মূর্খতাই হলো বর্তমান সমাজের মূল সমস্যা**। সমাজের মানুষ সমস্যা চিহ্ন করতে ভুল করেছে। একজনের দোষ আরেক জনের ঘাড়ে তুলে দিয়ে মানুষকে বেকুব বানানো হচ্ছে। অর্থাৎ মাথা ব্যথার কারণে মাথাই কেটে ফেলার পরমর্শ দেয়া হচ্ছে। লোকটি আবারো বললো, বাবা যদি শিক্ষিত হন, তা হলেও কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। কারণ এই দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির মুখে আর্থিক অনটনের কারণে তাকে সারাক্ষণ রুজি রোজগারে ব্যস্ত সময় কাটাতে হবে। সন্তান গঠনের সময় তিনি কোথায় পাবেন?

উত্তরে তিনি বললেন, তা হলে চোখ বন্ধ করে মেনে নাও যে, মূল সমস্যা **'জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়'** সমস্যা হলো **'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি'** এবং মানব রচিত মতবাদের আলোকে গৃহীত **'অসম্পূর্ণ অর্থনীতি'** ই হলো আজকের সমাজের মূল সমস্যা। তাই এই সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদেরকে নতুন করে স্লোগান দিতে হবে:

জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়, অজ্ঞতা ও মূর্খতা দূর কর।
জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়, দারিদ্রতা দূর কর।

সত্য কথা হলো, যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে কিছু দিন জীবন ভোগ করতে চেয়েছিলো তারাই পরবর্তীতে সমস্যায় পড়েছে। নিজ পরিবারসহ চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, বাস্তবতা খুঁজে পাবেন। অসংখ্য দম্পতি রয়েছে কখনো ডাক্তারের চেম্বারে আবার কখনো বাবার দরবারে দৌড়াচ্ছে। কাজ হচ্ছে না। শুধু ব্যক্তি ও পারিবারিকভাবে নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এখন বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র নিজেদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। জাপান সরকার পশ্চিম জাপানের নাগিতে এমন একটি উদ্যোগ নিয়ে ঘোষণা করেছে, যে পরিবারে সন্তান যতবেশী জন্ম নেবে, সেই পরিবার ততবেশী পুরস্কার পাবে। প্রথম সন্তান জন্ম হলে ১ লক্ষ ইয়েন, দ্বিতীয় সন্তান জন্ম হলে ১.৫০ ইয়েন এবং তৃতীয় সন্তান জন্ম হলে ৪ লক্ষ ইয়েন অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। বাড়ির মালিকরাও এমন পরিবারের কাছে স্বল্প টাকায় ঘর ভাড়া দিয়ে সহযোগিতা করে। তাদের সন্তানরা শহরের বাইরে কোনো স্কুলে পড়া-শোনা করলে তাদের পুরো খরচ সরকার বহন করে।

তাই যারা সন্তানকে খাওয়ানোর ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে তাদেরকে বলতে চাই, সমস্যার সমাধান জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়, আপনারা সমস্যা চিহ্ন করতেই ভুল করেছেন। সমস্যা হলো, নামাযিরা নামায আদায় করতে দেরী করছে। আর তাই ক্বাযী বা বিচারকও ইনসাফ করতে দেরী করছে। ফেরেশ্‌তারা সকালেই জেগে উঠা বান্দার রিয্‌ক্ব নিয়ে আসে। কিন্তু বান্দা সকালে উঠতে দেরী করে ফেলে বলেই সেই আসমানী রিয্‌ক্ব হতে মাহরূম হয়ে যায়। আর সেই না পাওয়া আসমানী রিয্‌ক্ব এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পূরণ করার অনর্থক চেষ্টা করছে। আসমানী রিয্‌ক্ব গ্রহণ না করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের হাজার উপায় উপকরণ ব্যবহারের পরও জন্মের হার বৃদ্ধিই হচ্ছে। তাই এখন নিজেদের হাত মানুষদের সামনে প্রসারিত করতে হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেয়ার সময় আমরা অনেক সময় দেরী করে ফেলি। অথচ দো'য়ার মাধ্যমে বান্দা যা চায় তা পায়। আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া চাইতে গিয়ে আমরাই দেরী করে ফেলি।

যাক বলছিলাম, ডিশের অবদানে আকাশ হতে সংস্কৃতিক যত বর্জ আছে বিভিন্ন নামে প্রায় আমাদের সকল পরিবারের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। পূর্ব পূর্বে অবস্থান করছে, পশ্চিমও তার স্থান হতে এক মুহূর্তের জন্যও সরছে না। একে অপরের সাথে কখনো মিশতেও পারবে না। তবুও আজ পশ্চিমা জগৎ বিদ্যুত গতিতে প্রাচ্যের উঠোনে এসে হাজির। কিন্তু কোন্ পথে? কার অবদানে এবং কার প্রচেষ্টায় আমাদের কি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তা একটু ভেবে দেখার জন্য আমার এই প্রয়াস। ছোট বেলায় একজন মনীষীর একটি উক্তি পড়েছিলাম তিনি বলছিলেন:

Every time I close the door on reality
it comes through the window.

মনীষী এখানে বলেছেন যে, সত্যের মত এমন একটি মূল্যবান সম্পদও প্রবেশের জন্য জানালা খুঁজে বের করে। অথচ পাশ্চাত্যের পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত সভ্যতা এবং চরিত্র হননকারী অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা, পাপাচার ও অনাচার আজ আমাদের মুসলিম উম্মাহ্‌র ঘরে সরাসরি প্রবেশ করছে। তাই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিশের অবদানে আজ পশ্চিমা সভ্যতা প্রধান দরজা দিয়ে আমাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছে শুধু তা নয়; বরং আমাদের

অন্তরে বিশ্বায়নের নামে পাশ্চাত্যের দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা সভ্যতার প্রেমের বাজনা বেজে উঠছে সমান তালে। আর আমরা উক্ত সভ্যতার স্রোতে হাবু ডুবুও খাচ্ছি নিয়মিত। পশ্চিমা প্রেমে আমাদের তরুণ-তরুণীরা আজ পাগল।

পশ্চিমা প্রেমে যারা আজ দিশেহারা তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, পশ্চিমারা যদি কোনে এক অঙ্গনে কিছু উন্নতি লাভ করে থাকে তবে হারিয়েছে সব অঙ্গনে। তাই তো আজ তাদের সমাজে মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, মামা-মামী, চাচা-চাচী, জেঠা-জেঠি, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফা-ফুফি নামক রক্তের কোনোসম্পর্কের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সামাজিক সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই পশ্চিমা সমাজে। তাই এটিকে কী করে উন্নতি বলা যেতে পারে? আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, পশ্চিমা জগতের অনেকে এখন তাদের জন্মদাতা বাপের নামও জানে না। অন্যদিকে আমাদের সমাজে সবই আছে। কেউ মারা গেলে মুহূর্তের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী সমবেদনা জানাতে চলে আসে। আর ইউরোপ-আমেরিকায় কেউ মারা গেলে খবরও নিতে আসে না। মৃত্যুর পর কে কাকে স্মরণ করে? তারপরও কিন্তু আমরা তাদের এমন উন্নতিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের রঙে নিজেদের জীবনকে রাঙিয়ে দিতে আজ দিশেহারা।

ডিশ বিদ্যুত গতিতে পশ্চিমাদের উলঙ্গপনাকে প্রকাশ করে গায়েব হয়ে গেলেও বর্তমান যুগের ইন্টারনেট সেগুলোকে অতিযত্নে আজীবনের জন্য নিজের মেমোরীতে ধারণ করে যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অতঃপর Print Media উক্ত সব উলঙ্গ চিত্রগুলোকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ধারণ করে আকাশ হতে পাওয়া নাম দিয়ে সারাক্ষণ যুবকদের মন ও মগজকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ না দিলে পাঠকরা হয়ত মনে করবেন এগুলো সব ইসলামপন্থী লেখকদের কল্পনাপ্রসূত ও মনগড়া বক্তব্য। তারা সব কিছুতেই দোষ খুঁজে বেড়ায়। বাস্তবতার সাথে যার নেই কোনো সম্পর্ক। হ্যাঁ, আমি এখানে পাঠকদের এমন দাবীকে একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেব না। কারণ আমার দাদার বয়সের একজন লন্ডনী দাদার আবিষ্কার প্রিন্ট আবর্জনার কারণে এখন পাঠকরা দাদা নাতিকেও এক কাতারে শামিল করে ফেলতে পারেন। তাই তারা এসব প্রিন্ট আবর্জনাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে

আর মিন্ মিন্ ফিশ্ ফিশ্ করে অভদ্র কিছু শব্দ শা..... দা.....মি..... কি যেন বলতে থাকেন।

অনুরূপভাবে আমাদেরকেও যেন শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরোধী বলে আমাদের লেখাকে পাঠকরা ফেলে দিতে না পারেন তাই অনিচ্ছা সত্বেও এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবিষ্কার ও Satellite এর আবর্জনা লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হচ্ছে। ২০০৪ সালের ৪ জুন ইকুয়েডরের কিটো শহরে Miss Universe Contest অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের Channel-I উক্ত প্রতিযোগিতাটি সরাসরি সম্প্রচার করে যুব সমাজের মানবীয় অনুভূতি ও যৌবনের অনুরাগকে জাগ্রত করেছে। কারণ উক্ত Contest এর সব চিত্রই ছিল উত্তেজক ও নির্লজ্জ বেহায়াপনা। আমি সেগুলো যখন দেখছিলাম, তখন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম, **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক**।

অতঃপর মনে মনে বললাম, যাক Electronic Media এইগুলো প্রচার করার কারণে যৌন উত্তেজনার দৃশ্যগুলো যুব মস্তিষ্কে বেশীক্ষণ স্থায়ী হবেনা। কারণ এসব বিদ্যুত গতিতে টিভির পর্দায় আসছে আবার চলেও যাচ্ছে। যুব সমাজের উপর যেহেতু এর খুব বেশী প্রভাব পড়বে না তাই নৈতিক পদস্খলনও ঘটবে না বলে মনে করছিলাম। কিন্তু পরের দিন দৈনিক পত্রিকা হাতে আসতেই আমার জীবে কামড় পড়লো এবং সব ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। পত্রিকা হাতে নিতেই হঠাৎ বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহ! লা'নাতুল্লাহে আলায্ যোআলেমীন।

আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগ্রতিশীলদের দ্বারা পরিচালিত Print Media এগুলোকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে 'আকাশ হতে পাওয়া' নাম দিয়ে ছেপে যুবকদের অন্তরে যেমন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে উক্ত প্রতিযোগিতার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তরুণীদেরকেও এমন উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সবক দিয়েছে। অথচ তারা একটি বারের জন্যও ভাবলো না যে, তাদের জ্বালানো এই আগুন তুষের আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলে যুব সমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করে দিবে। কোনো এক সময় তাদের ঘরেও লাগবে এই আগুন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে জাতির মেয়েরা শিক্ষার নামে সবার আগে নিজেদের চেহারা হতে পর্দা সরিয়ে নেয়, এরা ধীরে ধীরে নিজের সব কিছু হারিয়ে ঘরে ফিরে আসে। তাই সেই জাতির মাঝে সালাহ উদ্দীন আউয়ুবী এবং মোহাম্মাদ বিন কাসিম জন্ম না হয়ে তামাশা দেখানোর জন্য হিজড়া জন্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি এমন নয় যে, আমি এখানে আমাদের মেয়েরা বা ছেলেরা খারাপ বলছি। আমার এই মন্তব্যকে ভুল বোঝে যারা আজ আত্মসম্মানবোধের নামে নিজ বোন ও মেয়েকে অশিক্ষিত রাখবে তারা কাল নিজের মা-মেয়ে, স্ত্রী ও বোনের চিকিৎসার জন্য লেডি ডাক্তার খুঁজে পাবেনা।

এখানে আমার বলার বিষয় হলো, পশ্চিমাদের উচ্ছিষ্টভোগী মডারেট মুসলিম দাবীদাররাই আজ জাতির সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সেজে নের্তৃত্ব দিচ্ছে। আর আমাদের মাতা-পিতারা এতই বে-হায়া ও নির্লজ্জ এবং আত্মসম্ভ্রমবোধহীন যে, তারা একটু চিন্তা ও বিচার বিবেচনা না করেই নিজেদের মেয়েদেরকে শিক্ষার নামে তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছে। অতঃপর এসব কোমলমতি মেয়েদের মন-মস্তিষ্কের মধ্যে ইসলামিক বিষয়ে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে শুনতেই তাদের শরীরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে ইসলাম হতে দূরে সরে যাওয়ার পরিণতিতে তাকে কেউ বিবস্ত্র করার আগে সে নিজেই মডার্নিজমের নামে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছে। যে পরিবারের নারীর এই অবস্থা সেই পরিবারের পুরুষরা মূলতঃ দাইয়্যুছ। দাইয়্যুছ কাকে বলে জানেন? যার টাকায় তার স্ত্রী-কন্যা অন্য পুরুষের চোখে সুন্দর দেখানোর জন্য নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে বে-পর্দায় থাকে, তাকেই দাইয়্যুছ বলে।

অতঃপর সমাজের চরিত্রহীন লম্পটরা এসব তরুণীদের ইজ্জতের বিনিময়ে নিজেদের যৌন উত্তেজনার আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে। তখন কারো কিছু করার থাকবে না। আর সেই তরুণী স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী যে কারো পরিবারের হলেও হতে পারে। আমি মনে করি এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এভাবেই ছড়িয়ে পড়বে সমাজের সর্বত্র নির্লজ্জ বেলাল্লাপনা ও বেহায়াপনা। পাপাচার আর অনাচারে ভরে যাবে পরিবার ও সমাজ। যারা সেদিন Miss Universe এর বিভিন্ন আঙ্গিকে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন খোলা-মেলা ছবি তুলে যুব সমাজকে তার শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ

দেখিয়ে দেয়ার নির্লজ্জ ব্যবস্থা করেছে তাদের পরিবারের নারীরাই এসব লম্পটদের প্রথম শিকারে পরিণত হবে। এটি কোনো বদ দো'য়া নয়, এটিই আজকের সমাজের বাস্তবতা। সর্বত্র তাই ঘটছে। অতএব এসব কাবীরাহ্ গুনাহ্ যে করবে এবং সমাজে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাবে সবার সমান গুনাহ্ হবে। ক্বিয়ামাতের মাঠে সবাইকে সমান অপরাধী হিসেবে আল্লাহ্র আদালতে দাঁড়াতে হবে।

মিডিয়ায় প্রচারিত এসব দেখে বুঝতে পারলাম, সমাজে বেহায়াপনা ও পাপাচারের প্রচলন এভাবেই হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে Nothing to hide. যেহেতু নেই কোনো কিছু লুকাবার, তাই অনেক কিছু আছে দুন্ইয়াকে দেখাবার এমনই পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছে। আজকের এই প্রিন্ট মিডিয়া যাদের হাতেই যাবে তাদের লজ্জা-শরম অবশ্যই বিদায় নিবে শুধু তাই নয়; বরং তারা পরিকল্পনা করবে এর চেয়ে প্রকাশ্যে আর কী দেখানো যায়? এসব দেখে পবিত্র ক্বোরআনের একটি আয়াত আমার বারবার মনে পড়েছিলো। আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾[৮৭]

'যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা দুন্ইয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ্ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ)।'

আল্লামা মওদুদী (রাহ.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে এভাবে লিখেছেন:

"আয়াতের শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যতঃ ব্যভিচারের আড্ডা কায়েম করার উপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়।

---

[৮৭]- সুরাতুন নূর, আয়াত নং- ১৯-২০

আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপিত ও উত্তেজনাকারী কিস্‌সা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি ও খেলাধূলার উপরও প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া এ ধরনের ক্লাব, হোটেল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় এসে যায়, যেখানে নারী-পুরুষের মিলিত নৃত্য ও মিলিত আমোদ ফুর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ক্বোরআন পরিষ্কার বলেছে, এরা সবাই অপরাধী। কেবল আখেরাতেই নয়, দুন্‌ইয়ায়ও এদের শাস্তি পাওয়া উচিৎ।" [৮৮]

এখানেই শেষ নয়, সে দিন প্রথম স্থান লাভকারীনীর শারীরিক গঠনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যুব সমাজকে মাতাল করে তাদের নিষ্পাপ চরিত্রে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে আমাদের মিডিয়া। তাই যুব সমাজের অনুপযোগী নভেল, নাটক, সাহিত্য, উপন্যাসসহ চিত্র প্রকাশ ও প্রচারে সতর্কতা অবলম্বন দেশ ও জাতিকে সামনে নিয়ে যেতে যেমন অগ্রণী ভূমিকা রাখে, তেমনিভাবে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ারও সুযোগ করে দেবে। এটি বোঝা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানের দাবী। এর বাইরে কিছু হলেই যুব সমাজ তাদের চাহিদা পূরণে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে সমাজ ও রাষ্ট্রে। দুর্গন্ধ ছড়াবে সর্বত্র এবং সকল অঙ্গনে। উঠে যাবে সকল মতভেদ। বড়-ছোট বলতে কিছুই থাকবে না। অতএব এসব বিচ্ছৃঙ্খলা দেশ, জাতি ও মানব চরিত্রকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে শরীরে কাপড় থাকলেও চরিত্রের দিক দিয়ে নারী-পুরুষ সবাইকে পশুর কাতারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবে।

অন্যদিকে ইসলাম এ সব কারণে সমাজ ও জাতিকে দোষণমুক্ত ও নিষ্কলুষ রাখার জন্য একটি চমৎকার পন্থা বাত্‌লিয়েছে। তাহলো নারী দেখে যদি কোনো বিবাহিত ব্যক্তির তার প্রতি আগ্রহ জাগে এবং যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা হলে তাকে তার বিবাহিত স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে অবিবাহিতদেরকে সামর্থ থাকলে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে রোজা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এসম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন:

---

[৮৮]- আল্লামা মওদূদী, তাফহীমুল ক্বোরআন, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ১৩৮

(عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)[৮৯]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যৌবনের বয়সে আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তখন আমাদের কোনো প্রকার সম্পদ ছিলো না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তার বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে নীচু রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তার রোযা রাখা কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।'

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দ্বীন-ধর্মের সাথে লেগে থাকলে দুন্ইয়া কখনো কাউকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তবে দুন্ইয়ার সাথে লেগে থাকলে দ্বীন-ধর্ম অবশ্যই বিদায় নিয়ে নেবে। তাই শারী'য়াতের বক্তব্য হলো, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো বেগানা নারীর প্রতি বেগানা পুরুষের ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানোও গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারীদের প্রতি এভাবে তাকাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَة فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي)[৯০]

'জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে কোনো নারীর প্রতি হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন।'

উল্লেখিত হাদীসে যে (الْفُجَاءَةُ) শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা মুবারকপুরী লিখেছেন

৮৯- رواه البخاري، رقم الحديث: ٥٠٦٦ ومسلم، رقم الحديث: ١٤٠٠

৯০ - رواه الترمذي وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : السنن رقم الحديث : ٢٧٠٠

"قَوْلُهُ: (اَلفُجَاءَةُ) أيْ أنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، يُقَالُ: فَجَأَهُ الأمْرُ إذَا جَاءَهُ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ. (فَأمَرَنِي أنْ أصْرِفَ بَصَرِيْ) أيْ لَا أنْظُرُ مَرَّةً ثَانِيَةً لِأنَّ الأوْلَى إذَا لَـمْ تَكُنْ بِالْاِخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْفُو عَنْهَا، فَإنْ أدَامَ النظرَ أثـِمَ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ للمؤمِنِيْنَ يَغُضُوا مِنْ أبْصَارِهِمْ﴾[৯১]

'অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ তার দৃষ্টি কোনো বেগানা নারীর উপর পড়ে গেলো। যেমন বলা হয় হঠাৎ ঘটে গেলো। যার আগে কোনো আলামত দেখা যায়নি। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। যার অর্থ হলো আমি যেন দ্বিতীয়বার না দেখি। আর সেটি যদি তার সাধ্যের বাইরে হয়ে থাকে তা হলে মাফ হয়ে যেতে পারে। দৃষ্টি স্থির করে রাখলে অবশ্যই গুনাহ্ হবে। এই জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[92]

'হে নাবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে।'

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে আরো দেখতে পাই, তিনি আলী (রা.) কে বলেছেন:

(قال رسول الله ﷺ يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ)[৯৩]

'রাসূলুল্লাহ্ (স.) আলী (রা.) কে বলেছেন, হে আলী দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিও না। তুমি শুধু প্রথম দৃষ্টিই দিতে পারবে দ্বিতীয় বার নয়।'

উপরোক্ত হাদীস হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিয়ে বেগানা নারীকে কোনো পুরুষ দেখতে পারবে না। তবে প্রথম দৃষ্টি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যায় তা হলে সেই সম্পর্কে শারী'য়াতে ছাড় পাওয়া যাবে। কারণ প্রথম দৃষ্টি অনিচ্ছকৃতভাবেই হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে অবশ্যই গুনাহ্গার হতে হবে।

৯১- تحفة الأحوزي، للشيخ عبد الرحمن المباركبوري

৯২ - সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩০

৯৩- رواه الترمذي ٢٧٠١ وهو في صحيح الجامع ٧٩٥٣

অতএব বেগানা নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা অথবা বার বার দেখা হারাম। বেগানা নারীকে দেখার কৌশল অবলম্বন করাও সম্পূর্ণ হারাম। মোটকথা, কোনো ভাবেই বেগানা নারীর শরীরের কোনো জায়গা দেখা বেগানা পুরুষের জন্য জায়েয নেই। দৃষ্টিদানকারীর দৃষ্টিতে নারী সুন্দর হোক বা বান্দর (অসুন্দর) হোক, তাকে দেখলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হোক বা না হোক, তার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে এবং কথা বলতে মন চাক বা না চাক, সর্বাবস্থায় বেগানা নারীকে বেগানা পুরুষের দেখা সম্পূর্ণ হারাম। নারী যে পোশাকেই থাকুক না কেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোনো পুরুষ তার প্রতি দৃষ্টি উঠিয়ে তাকাতে পারে না। প্রেমালাপ জুড়ে দিয়ে প্রশান্তি খুঁজে বেড়ানো তো বহুত দূর কী বাত। তাই শারী'য়াত যেখানে বেগানা নারীকে দেখা হারাম করেছে সেখানে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রশ্নই উঠে না। এমন করলে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষণা করে শারী'য়াত মানব সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

অন্যদিকে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর শষ্য ক্ষেত্র ঘোষণা দিয়ে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর আজীবন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তাই স্ত্রীদেরকে স্বামীর জন্য সাজ সজ্জা করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্ত্রীদেরকে সাজ-সজ্জা করার জন্য সময় দিতে স্বামীদেরকে বলা হয়েছে। তেমনই একটি ঘটনা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসে দেখতে পাই। ইমাম বুখারী হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَن جَابِرِ بن عَبد اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فلما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فقال : أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)[٩٤]

'জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার কোনো এক যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলাম। আমরা যখন মাদীনায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি এমন

٩٤- رواه البخاري، رقم الحديث: (٥٠٧٩)

সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর যাতে করে রাতে মাদীনায় প্রবেশ করতে পার। যেন তোমার স্ত্রী অবিন্যস্ত কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং নাভীর নিম্নস্থিত লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।'

নারীদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে, নিজের স্বামী ছাড়া অন্যের চোখে সুন্দর দেখানোর জন্য সাজগুজ করা সম্পূর্ণ হারাম। অতএব যে সব নারীরা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে সাজগুজ কেমন করতে হবে, কীভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই চিন্তায় পুরো জীবন শেষ করে দিচ্ছে এবং ভাবছে, এভাবে না সাজলে মানুষ কী বলবে? তাদেরকে বলতে চাই, আপনারা যেভাবে সাজতে চাচ্ছেন সেভাবে না সাজলে কিছুই হবে না; বরং যেভাবে সাজতে চাচ্ছেন সেভাবে সাজলে যারা মানুষ তারা আপনাকে দেখে শুধু এটিই বলবে **ইন্না লিল্লাহ্**। কি বুঝলেন?

তবে হ্যাঁ, এসব সাজগুজ করে মেয়েদের মাঝে যেতে কোনো নিষেধ নেই। এছাড়া যারা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য বিউটি পার্লার হতে প্রতিনিয়ত সেজে আসছে এবং অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজের সৌন্দর্য ও শারীরিক গঠন দেখিয়ে বেড়ায় তারা কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত। এভাবে বিয়ে বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার মাধ্যমে যারা অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায় তাদেরকে আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে এখানে আরো একটি কথা বলে রাখি, যারা নিজের সৌন্দর্য এবং শারীরিক গঠন অন্যকে দেখিয়ে তৃপ্তি পায়, তারা রাতে স্বামীর হাতে মার খায়।

তেমনই এক দম্পিতর মাঝে একবার ঝগড়া হলো। তাই স্ত্রী তার মা কে ফোন করে বললো, মা আমি সকালে তোমার কাছে চলে আসতেছি। এটি শুনে মা তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো আপনাদের জামাইয়ের সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। তাই তিন চার মাসের জন্য আপনার কাছে চলে আসতে চাচ্ছি। এটি শুনে মা আরো রেগে উঠে বললেন, ঐ শায়ত্বান তোর সাথে ঝগড়া করেছে, তাই শাস্তি তাকেই পেতে হবে। মা তুই আসিস না। আমি নিজেই তোর বাসায় ৬ মাসের জন্য চলে আসতেছি। কি বুঝলেন?

অতএব প্রত্যেক মু'মিনকে আখেরাতে তার অবস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। আধুনিকতা প্রচারের নামে আমরা কি করছি? প্রগ্রতিশীলের অর্থ কি উলঙ্গপনা আর বেহায়াপনা? বিশ্বায়নের নামে আমাদের অবস্থান কোথায়? মানব সমাজে পাপাচার আর অনাচার ছড়িয়ে দেয়ার নামই কি নারী উন্নয়ন? তবে মনে রাখবেন, যেই নামই দেয়া হোক না কেন, এসব উলঙ্গপনার কারণে আজ আমাদের দেশ ও সমাজের শুধু বারোটা বাজতেছে তা নয়; তেরটার কাঁটাও অতিক্রম হয়ে গেছে অনেক আগে। এরপরও কি আমরা এসব বিচ্ছৃঙ্খলাকে দেশ ও জাতির জন্য গঠনমূলক ভূমিকা বলতে পারি? এটি কোন্ ধরণের সভ্যতা ও সংস্কৃতি? পশু চরিত্র না মানব চরিত্র! এটি বিবেচনার দায়িত্ব পাঠকদের কাঁধে রেখে দিলাম।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ষোল বছরের উপযুক্ত মেয়ের বিয়েতে আইন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার বিয়ে ঠেকিয়ে দিয়ে প্রসাশন মিডিয়ায় বাহ্বা নেয়ার অপচেষ্টা চালায়। অথচ পুরো দেশে পাপাচারের অসংখ্য আড্ডাখানা এবং যেনা-ব্যভিচারের নিরাপদ কেন্দ্র গড়ে উঠার পরও সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। বিভিন্ন হোটেলে ফ্রেশনেস এবং ম্যাসেজ এর নামে ১৩ বছরের মেয়ে হতে শুরু করে ৩৩ বছরের নারী পর্যন্ত হারাম কাজের মাধ্যমে ভোগের উৎসব চলছে। সরকার এসব জেনেও না জানার ভান করছে। উল্টো তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে ট্যাক্স আদায় করছে।

অন্যদিকে ইসলাম এবং শারী'য়াতে ইসলামে জায়েয হওয়া সত্বেও কেউ যদি ১৫/১৬ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ের মাধ্যমে হালাল করে বউ বানিয়ে তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে মেয়ের মা-বাবাকে চিন্তা মুক্ত করতে চায়, তখনই আইন এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব দরবারে রাষ্ট্রের ইয্যাত গেলো এবং মা-বাবারাও মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি বলে মায়া কান্না শুরু করে দেয়। সকল এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, আইন আদালত ও সরকার কোমর বেঁধে তাকে ধাওয়া করে। কারণ কি জানেন? কারণ আমাকে মুসলমানদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ বলে তাই। আর এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্কুল ফাঁকি দিয়ে হোটেল রেস্তোরা এবং পার্কে গিয়ে ইচ্ছে মত ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও দেশ ও জাতি এবং তাদের মা-বাবাদেরও কিছুই আসে যায় না।

একজন পুরুষ চার চারটি বিয়ে করার পরও নির্মলতা ও সরলতার পথিকৃৎ নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠে তথাকথিত প্রগতিশীলদের আঙ্গিনায়। অন্যদিকে যদি কোনো নারী একের অধিক পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলে ব্যভিচারিনী কী করে হয় তা নিয়ে কোনো টু শব্দ নেই। একবার একজন নারী একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো যে, চারটি বিয়ের পরও কী করে একজন পুরুষ নির্মল থাকে? এটি আমার বুঝে আসে না। তাই এই নিয়ে আমি খুবই বিরক্ত। জ্ঞানী লোকটি উত্তরে বললেন, আমি আপনাকে এই প্রশ্নটির উত্তর একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব। দেখুন, যখন কোনো চাবী দিয়ে একের অধিক তালা খুলে ফেলা যায়, তখন সেটিকে অনেক মূল্যবান চাবি হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু যখন কোনো তালা একের অধিক চাবী দিয়ে খুলে ফেলা যায়, তা হলে সেই তালার উপর আর ভরসা করা হয় না। সেটি কোনো তালা নয়; বরং সেটি একটি লোহা মনে করে ফেলে দেয়া হয়।

আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার মুসলমানদের হওয়ার পরও আখেরাতের কথা চিন্তা না করে রাস্তা-ঘাটে বিলবোর্ড লাগিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে স্বামী-স্ত্রী দৈহিক সম্পর্কের সময় কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না, তার সবক দিয়ে জাতিকে নির্লজ্জ বানিয়ে ফেলছে। এ সব বিলবোর্ড দেখে ও পড়ে কোমলমতি শিশুরাও তাদের মাকে জিজ্ঞেস করে মা তুমি আর আব্বু কি কর? আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের ভাষা দেখলে রীতিমত চক্ষু বন্ধ করে চলতে হবে। বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহ্‌র দেশ, যেখানে ৯০.৪% মুসলমানের বাস সেখানের মানুষের চিন্তা-চেতনার এমন ফার্‌ক্ব দেখে দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঢাকা-চট্টগ্রামের মহাসড়কে এমন একটি বিলবোর্ড দেখে কোনো ভদ্রলোক বিচলিত না হয়ে পারেন না। যেখানে লেখা রয়েছে "যৌন রোগে রেহাই নেই, কনডম নিলে টেনশন নেই"। এসবের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, যৌন সম্পর্ক যে কারো সাথেই করা যায়। এটি দোষের কিছু নয়। দোষের বিষয় হলো কনডম ব্যবহার না করা! **লা হাওলা ওয়ালা ক্বোউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌।**

ঢাকা শহরের দ্বিতল গাড়ীগুলোতে লেখা রয়েছে "আপনার স্ত্রী অথবা সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কের আগে কনডম ব্যবহার করুন"। এখানে "অথবা

সঙ্গী" বলে অন্য নারী ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করে সমাজে এটি স্বাভাবিক করণের পথ রাষ্ট্রীয়ভাবে সুগম করা হয়েছে। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য স্ত্রী হওয়া জরুরী নয় বলে পরোক্ষভাবে জানান দিয়ে যিনা ব্যভিচারের বৈধতার সম্মতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। যুব সমাজের মাঝে স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করা যায় এমন মনোভাব সৃষ্টির জন্যই মূলতঃ এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বললে ভুল হবে না। কারণ এ সব বিজ্ঞাপনে স্ত্রী ও অন্য নারীকে একই দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। আর তাই আজকের যুব সমাজ বিয়ের আগেই অন্য নারীর পেছনে নিজের জীবন ও যৌবন শেষ করে ফেলছে।

তার প্রমাণ আমাদের পথ-ঘাট ও স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির দেয়াল। যেখানে শুধুমাত্র পুরুষের যৌন দুর্বলতা এবং যৌন শক্তি লাভের উপায় সম্বলিত পোস্টার লাগানো থাকে। আর যে ভাষা সেখানে ব্যবহার হয় তা লিখতে পারছি না। এ সব দেখে স্কুলগামী কোমলমতি কচি কাচারা কি মনে করে, তা আমি লজ্জায় বলতে পারছি না। তবে আমি মনে মনে চিন্তা করি আর বলি, যে দেশ ও জাতির যুব সমাজের এই অবস্থা, সে দেশের মানুষ জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া হুরকে নিজের চেহারা দেখাবে কীভাবে? আমরা মনে করি এমন অশ্লীল ভাষায় পোষ্টার ছেপে এবং স্কুল-কলেজ ওভার্সিটির দেয়ালে লাগিয়ে প্রচার করে সমাজের নর-নারী, মা-বাবা ও ভাই-বোনের মাঝের লজ্জা-শরমের জানাযার কফিন তাদের মা-বাবার কাঁধে তুলে দেয়া হচ্ছে।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমাজের ছোট-বড় সকল বিবেকবান মানুষদের মনে প্রশ্ন জাগে, মানব সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার এটিই নমূনা? নারীরক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নের এটিই পদ্ধতি? অথচ শুধু ইসলাম নয়, পৃথিবীর কোনো ধর্মই এটিকে গ্রহণ করেনা। পাপাচার ও অনাচার সব ধর্মেই নিষিদ্ধ। অন্য নারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই কোনো ধর্মেই গ্রহণ যোগ্য নয়। তারপরও ৯০.৪% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই সব মূল্যবান (?) বাণী প্রচার করে নারী হলেই তার সাথে পুরুষকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। অন্যদিকে নারীরা মডেল সেজে বিজ্ঞাপনের

মাধ্যমে নিজেরাই যুব সমাজকে তাদের শারীরিক গঠন ও আকর্ষণীয় অংগের দিকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তাকানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আর এই কারণেই আজকের যুবকরা বিয়ে করে পরিপূর্ণ বউ পাচ্ছে না। কারণ আজকের মেয়েরা ফ্যাশনের নামে উলঙ্গ ও অর্ধলুঙ্গ হয়ে নিজ শরীরের প্রদর্শনী করে চলছে। তাই শরীরের যে টুকু অংশ কাপড়ে ঢাকা ছিলো স্বামী সেটুকুরই তাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছে। আর বাকী টুকু তো পথে ঘাটের সর্বস্তরের লম্পটরা দেখে নিজেদের চক্ষু শীতল করেছে।

বিটিভির Sun silk শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে নারী নিজেই তার কোন্ জিনিসের উপর দৃষ্টি স্থির করে রাখবে নির্বোধ পুরুষকে শিক্ষা দিচ্ছে। Pond's এর বিজ্ঞাপনে আমাদের দেশের একজন বর্তমান সাংসদের এ্যাড ফার্মহতে নির্মিত তারই কণ্ঠে প্রচারিত "এমন সজিব কোমলতা শুধু ছুতে মন চায়" বলে একদিকে এইড্স জন্মদানকারী যৌন আবেদনমূলক সকল প্রকারের প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাওয়া অন্যদিকে এইড্স হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা দেশ ও জাতির সাথে প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

তাই বলছিলাম, উন্মুক্ত বিচরণে তো পেট খারাপ হবেই। এসব প্রতারকদের খপ্পরে না পড়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেকেই নিতে হবে। যার আমল-আখলাক্ব শুদ্ধ থাকবে সেই আখেরাতে মুক্তি পাবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমি যা কিছু করছি আল্লাহ্ দেখতেছেন, ফেরেশ্তা লিখতেছেন এবং মৃত্যু আসতেছে। ঈমানী এই প্রেসক্রিপশনের আলোকে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের জীবন পরিচালনা করতে পারলে দুন্ইয়াতেও শান্তি এবং আখেরাতেও মুক্তি পাওয়া যাবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকরণ Sensation এর বিজ্ঞাপনে স্বামী-স্ত্রীর বেড রুমের এমন এক উত্তেজনাকর অবস্থা দেখানো হয় এবং চতুর্দিকে টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে পড়ার যে দৃশ্য টিভির পর্দায় ভেসে উঠে যা দেখে মা-বাবা, ভাই-বোনের কথা বাদ দিয়ে আমি বলবো, ভদ্র স্বামী-স্ত্রীও লজ্জা পায়। একে অপরের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নারীর ওড়না ও চুল নিয়ে কথা বললে চতুর্দিক হতে নব্য তালেবান বলে গাল মন্দ শুরু হয়ে যাবে।

তাই সমাজের চিত্র তুলে ধরার জন্য বলতে হচ্ছে, মেয়েরা ঘরে ওড়না পরলেও বিজ্ঞাপনে তাদের ওড়না থাকে না। থাকলেও নিজেদের কুরুচির পূর্ণতার জন্য এটিকে যেন তুফানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মডেল কন্যাদের নগ্নতা দেখলে মনে হবে তারা গরমে অসহ্য হয়ে গায়ে কাপড় রাখতে না পারলেও একই অনুষ্ঠানের পুরুষরা কিন্তু শীতে কাঁপছে এবং তাদের আরো কাপড়ের প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

অথচ ইসলামী শারী'য়াত নারীর শরম এবং হায়াকে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছে যে, হাজ্জ এবং ওমরা করতে গিয়ে তাওয়াফের সময় নারীকে রামল (মৃদ দৌড়) এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ (মধ্যম দৌড়) করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছে। আর এখন আমরা মর্ডান সেজে নারী স্বাধীনতার নামে উন্মুক্ত পরিবেশে স্টেডিয়ামে সব ধরণের খেলার আয়োজন করছি। তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব খেলার আয়োজন করা কতটুকু প্রয়োজন এবং শোভনীয়?

তাই বলছিলাম, পৌরুষ ও পুরুষত্ব যদি কঠোর ও কর্কশ এবং তর্জন-গর্জনসহ ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে প্রমাণ হতো তা হলে কুকুর ও বাঘের তর্জন ও গর্জনকে মানব সমাজে প্রবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। আর নারীত্ব যদি উলঙ্গপনার মাধ্যমে প্রমাণ হতো তা হলে বাঁনর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান উদারণ হিসেবে গণ্য হতো। আর এ সব বেহায়াপনা সম্পর্কে বলতে গেলে সবাই নিজের চরিত্রের ওপর পর্দা দিয়ে বলে উঠবে, ভাই এখন যুগ খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের এসব কথা অনেকের কাছে তিক্ত মনে হবে। সে আমার পরিবারের হোক বা সমাজের অন্য কেউ হোক, কারণ সবই তো পশ্চিমা স্রোতে ভাসতে পছন্দ করে। তবে মনে রাখবেন, তিক্ত কথাটিও বলা অনেক সময় জরুরী। অতএব সমাজের অনুভূতি যদি ঘুমিয়ে পড়ে জাগিয়ে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজটি কোনো একজনকে করতেই হবে।

আমাদের দেশের চলচিত্র উন্নয়ন সংস্থায়কি হচ্ছে দেখুন "বুলেটপ্রুফ" ছবিটির একটি গানের দৃশ্যের Artificial বৃষ্টির মধ্যে নায়ক আলেকজান্ডার ও নায়িকা ময়ূরীর শুটিং চলছিল। ময়ূরীর পরনে ছিল সম্পূর্ণ শর্ট কাপড়। যাকে বলে অশালীন। তাই নাচা নাচির এক পর্যায়ে ময়ূরীর সেটিও খুলে

যায়। তখনও কিন্তু সে তার বেশামাল শরীর নিয়ে নাচতে থাকে এবং ক্যামেরাও তার সেই নগ্ন দৃশ্য ধারণ করতে থাকে। ময়ূরী যখন তার ব্রা খুলে গেছে বুঝতে পারলো, তখন সে চিৎকার করতে লাগলো। অতঃপর স্পটবয় এসে সেটিকে আবার বেঁধে দিল এবং সে পুনরায় নাচতে লাগলো। এইভাবে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের FDC তে অশ্লীল দৃশ্যের শুটিং চলছে প্রতিনিয়ত।

একজন নারীর শরীরের যেখানে স্বামী ছাড়া আর কারো হাত পৌছার কথা নয়, সেখানে স্পটবয়ের হাত পৌছে যাচ্ছে অতি সহজে। এই লজ্জা কার এবং কোথায় রাখা হবে তাও বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, হয়ত এই একটি কারণে চিত্র জগতের কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কারো বিয়েও স্থায়ী বিয়ের রূপ ধারণ করছে না। তাই বিয়ে বিচ্ছেদের পর কোনো পক্ষকে মাতম করতেও দেখা যায় না। তাছাড়া সকালে একজনকে ছাড়লে বিকালে অন্যজন এসে হাযির হয়ে যাচ্ছে। একজনকে ছাড়ার আগেই অন্য জনের সাথে তার আগমন নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তাই এখন বিচ্ছেদের পর এটি নিয়ে সেখানে মাতম করা অনর্থক নয় কি?

তবে এ ধরনের নারীদেরকে শুধু একটি কথা চুপে চুপে বলতে চাই মনে রাখবেন, এমন এক সময় আসবে তখন দুঃখের সাগরে বন্দী দেখে আপনার আপন জনরাও রাস্তা পাল্টে ফেলবে। বিশ্বাস না হলে আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন। প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত কয়েকটি সিনেমার তিনটি 'আগুন আমার নাম' 'এ্যাটাক' ও 'নিষিদ্ধ নারী' ছবির ২৯ টি গানের মধ্যে পোশাক পরিবর্তন করা হয়েছে ১০১ বার। ধর্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কুরুচিপূর্ণ চিত্র ১৪ বার, নায়ক-নায়িকার গোসল ও বৃষ্টির দৃশ্য ২৩ বার, তাদের অশালীন স্পর্শ ৩৩৪ বার, নায়িকাদের বিশেষ স্থানে কুরুচিপূর্ণভাবে ক্যামেরার প্রদর্শন প্রায় ৬০০ বার, নায়িকাদের পোশাকের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চি এছাড়াও অধিকাংশ গানে ইংলিশ ছবির নগ্ন রগরগে চিত্র জুড়ে দেয়া হয়েছে।

তাই বলছিলাম, যুবক যুবতীদের মাঝে এসব পাপাচারের জন্ম দিয়ে মডার্ন সেজে নিজের মেয়ের পাত্রের মধ্যে ইউসুফ (আ.) এর চরিত্র খোঁজা এবং নিজ ছেলের পাত্রীর মাঝে রাবেয়া বসরীর পবিত্রতা কামনা করা হাস্যকর

নয় কি? একদিকে এইড্‌স জন্মদানকারী যৌন আবেদনমূলক সকল প্রকারের প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে এইড্‌স হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ মানব সমাজের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে? তাই এইড্‌স হতে বাঁচতে হলে প্রথমে যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী চাহনী-বাচনভঙ্গি, নভেল-নাটক-সিনেমা, ভাষা-সাহিত্য, পোশাক সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নামক সকল আবর্জনা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এই সব পরিহার না করলে এইড্‌স মানব সমাজের জন্য লা'নাত হবে এবং পৃষ্ঠপোষকদের অর্থনৈতিক ভীত মজবুত হয়ে জীবন যাত্রার মান চাঙ্গা করার জন্য অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হবে।তবে কোনো এক সময় নিজেরাও এই রোগে আক্রান্ত হবে। কারণ ঘুমন্ত বাঘকে একবার জাগালে যে জাগাবে তাকেও খাবে অন্যরাও কিন্তু তার আক্রমণ হতে রেহায় পাবে না।

তাই সর্ব প্রথম বৈধ-অবৈধ সেক্স পল্লীসহ সমাজে পাপাচার সৃষ্টির সকল পথ সরকারীভাবে বন্ধ ঘোষণা করতে হবে। পতিতালয়গুলোকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেগুলো বন্ধ না করে নিরাপদ সেক্স অনুশীলনের সবক দিলে এইড্‌স মানব সমাজের শিরা উপশিরায় আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সাথে সাথে পারিবারিক বন্ধনও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। যার শুরু হবে সমাজের উঁচু শ্রেণীর দাবীদারদের বালাখানা ও শাহীমহল হতে পৌঁছবে গিয়ে সমাজের নীচু শ্রেণীর আমতলা ও জামতলায়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীলরা আজ নিরাপদ সেক্স বলে নারী-পুরুষের মাঝে সকল ভেদাভেদ তুলে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে যে ভয় নর-নারীর মধ্যে এযাবৎ বিদ্ধমান ছিল সেটিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরোক্ষাভাবে ঢিলেমি এবং আর্থিক গোপন লেন-দেনের কারণে বিদ্যুত গতিতে দূর হয়ে যাচ্ছে।

তিক্ত হলেও সত্য, এসব মরণব্যাধির প্রথম শিকারও কিন্তু তারা এবং তাদের অনুসারীরা। কনডম ব্যবহারের জন্য রাত দিন সবক দিলেও তাদের শেষ রক্ষা হচ্ছেনা। নিজেদের যৌনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানব সমাজের চরিত্র ধ্বংসকারী নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে বৈধতা দেয়ার

জন্য কনডম ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সরকারীভাবে যুব সমাজের চরিত্র বিধ্বংসী অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিরুদ্ধে কোনো কথা বা প্রচারণা চালানো হচ্ছে না। উল্টো সমাজের কলঙ্ক বেশ্যাদের প্রকাশ্যে সম্মেলন করার সুযোগ করে দিয়ে তাদের পেশাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার পুরোদমে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় এইড্স হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাত্লিয়ে দিয়ে এই অবৈধ সম্পর্ক এবং ঘৃণিত দেহ ব্যবসা সমাজে টিকিয়ে রাখার এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বললে ভুল হবে না।

অশ্লীল হলেও এটি কারো কাছে গোপন নয়, কারণ উন্মুক্ত নারী ভোগ তাদের ঐতিয্যগত অভ্যাস। তাই এই অভ্যাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিরাপদ করার কথা বলছে। তারা এটিকে শেষ করার কথা যেমন বলছে না, ঠিক তেমনিভাবে এটিকে খারাপও মনে করছে না। কারণ সব কিছুতেই স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন ও প্রগতিশীলের নামে মানব সমাজে দুর্গন্ধ ছড়ানোই তাদের একমাত্র কাজ। টাঙ্গাইলের কান্দাপাড়ায় বেশ্যাদের নারী উন্নয়ন নামক একটি এন জি ওর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেশ্যাগিরীতে উৎসাহ দিয়ে নাকি তারা নারী উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। মূলতঃ তাদেরকে অন্ধকার জীবন হতে আলোর পথে ফিরে আসতে দেবে না বলেই এই সব ব্যবস্থা। এটি আমাদের একক কোনো দাবী নয়, এটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনারই ঘৃণিত একটি অংশ।

তাই দেখতে পেলাম, আমেরিকার তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামস্ফেল্ডকে ইরাকের লুট তরাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সাংবাদিককে সে উত্তরে বলেছে "ইরাকীরা এখন স্বাধীনতা পেয়েছে, অন্যায় অপরাধেও তারা আজ স্বাধীন" কি হাস্যকর উত্তর। তাদের সমাজে মানব সভ্যতার এই কেমন প্রহসন। CNN এর প্রতিনিধি একজন ইরাকীকে জিজ্ঞেস করলো, আমেরিকার অনুপ্রবেশের পর আপনারা এখন কি পাবেন? উত্তরে সে বললো, গণতন্ত্র, মদ ও অবৈধ সেক্স অনুশীলনের জন্য নারী। এমন উত্তর এটিই প্রমাণ করে যে, ইরাক আক্রমণের মূল টার্গেটও ছিলো আরব ভূখন্ডে বেহায়াপনা ও যেনা ব্যভিচারের প্রচার ও প্রসার। হয়েছেও তাই। এখানে উল্লেখ্য যে, এই লেখকের ২০০৪ সালের ৫ মে দৈনিক ইনকিলাবে

'ওআইসতে বাংলাদেশের পরাজয় হলেও ভবিষ্যৎ ভালো' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাই কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা তাকে সেখানে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য দা'ওয়াত দিলে তিনি তাদের দাওয়াতে কুয়েত গিয়েছিলেন। এসম্পর্কে **'দৈনিক ইনকিলাবের লেখক আতাউর রাহমান নাদভী কুয়েতে সংবর্ধিত'** শিরোনামে তখন একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে।[৯৫]

এ সুবাধে তিনি কুয়েতে পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনের সত্যতা যাছাইয়ের জন্য কুয়েতের রাজধানী সাফাতে অবস্থানরত তার ছোটভাই আতিকুর রাহমানকে সাথে নিয়ে কুয়েত-ইরাকের যাহারা বর্ডারে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুয়েতকে সাদ্দামের হাত হতে রক্ষার নামে সেখানে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যদের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীর অবস্থান ও কড়াকড়ির কারণে তিনি আর যাহারা বর্ডারে যেতে পারেন নি। যেতে পারলে হয়ত এখানে কুয়েতের গ্রাম-গঞ্জে বসবাসরত সাধারণ নাগরিকের এই সম্পর্কে মন্তব্য পাঠকদের জন্য তুলে ধরতে পারতেন। তবে এই সম্পর্কে লিখতে না পারলেও তিনি দেশে ফিরে এসে জাতীয় দৈনিকে 'মা তোমার ছেলেকে কুয়েতের মরুভূমিতে দেখে এসেছি' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলেন। সেখানে এই সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।[৯৬]

পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, আফগানিস্তানে ২০০১ সালে আমেরিকার অনুপ্রবেশের পর মিডিয়া যে বিষয়গুলো বেশী বেশী প্রচার করেছিলো সেগুলো ছিল মদ ও স্বাধীন সেক্স। তখন সকল মিডিয়ার প্রধান সংবাদ ছিলো আফগানিস্তানের পুরুষরা দাড়ি কাটতে শুরু করেছে। নারীরা পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সিনেমা হলগুলো সম্পূর্ণ খুলে দেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় ফ্লিমের ব্যবসা পুরোদমে শুরু করেছে। সাধারণ পাবলিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিনেমার পোস্টার পড়ছে এবং সিনেমার পত্র-পত্রিকা দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। এসব ছিল তাদের প্রচারের মূল বিষয়। কারণ এসব ছিলো তাদের দৃষ্টিতে সু-সংবাদ এবং কোনো দেশ ও জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। তাই এটিই তারা চেয়েছিলো। হয়েছেও তাই।

৯৫- বিস্তরিত দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪।

৯৬- বিস্তারিত দেখুন, দৈনিক কর্ণফূলী (ধারাবহিক) ২৬-৩০ ডিসেম্বর ২০০৪।

অতএব আমরা বলতে পারি, এমন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাথে এইড্সের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আমরা মনে করি এইড্স কোনো রোগ নয়, এই সত্যটি সবাইকে বুঝতে হবে। এটি পাশ্চাত্যের উপহার। তাই এইড্স সৃষ্টির আস্তানা বন্ধ না করে এইড্স আক্রান্তদের নিরাময়ের চেষ্টা করা এটি আরেকটি প্রহসন। এভাবে তথাকথিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ঠিকাদাররা মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ধুয়া তুলে মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বে একই কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার প্রচলন চাচ্ছে। বিনিময়ে এই সব উলঙ্গ সভ্যতা এইড্সকে দুধ কলা খাইয়ে মানব রক্তের শিরা উপশিরায় বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে।

তবে এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রণিধান যোগ্য, স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় বিধি-বিধান সভ্যতা সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পশ্চাদগামী বা Back Dated ঘোষণা করে "দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি কর আগামী কাল বাঁচবে কিনা বলতে পার" বলে নর-নারীর মাঝে সকল বাঁধা তুলে দিলে তা হলে কে স্বাধীন ও মুক্ত যৌনচর্চা হতে নিজেকে বিরত রাখবে? বরং এটিকে একটি সুযোগ মনে করে লুফে নেবে আজকের যুব সমাজ। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ মানুষের অন্তর জন্মগতভাবে খারাপ জিনিসের প্রতি দুর্বল। পবিত্র ক্বোরআন এটিকে ১৪৪০ বছর আগে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। ক্বোরআনের ভাষায় পড়ুন:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[৯৭]

'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা। মানুষের নাফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রাব্বের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া।'

ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে, নারীর কাছে বড় বড় হিরোরাও হার মানে। কারণ নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষের জন্মগত অভ্যাস। যৌবনে পা রাখতেই প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াটাই

৯৭- সূরাতু ইউসুফ, আয়াত নং- ৫৩

স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার কারণে মানব সমাজে অস্বাভাবিক কিছু যেন না ঘটতে পারে, তাই ইসলাম নারী-পুরুষকে পরস্পরের জন্য হালাল করতে কিছু শর্তারোপ করে বিয়ের রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছে। নর-নারীকে স্বামী-স্ত্রীর রূপ দিয়ে তাদের দাম্পত্যের পবিত্র সম্পর্ককে প্রকাশ্যে বলে বেড়ানোকে কাবীরাহ গুনাহ্ বলে নারীকে চির জীবনের জন্য মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে মানব সমাজে উন্মুক্ত যৌন চর্চাকে হারাম করেছে। এর হেকমতও আজ মানব সমাজ বুঝতে পারছে। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এইড্‌স বিশেষজ্ঞরা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ৯০% এইড্‌স উন্মুক্ত যৌন সম্পর্কের কারণেই জন্ম হচ্ছে।

তাই বলছিলাম, আধুনিক সভ্যতা ও স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে সেকেলের বলে হাসি তামাশাও করা হবে এবং মানব গোষ্ঠীকে এই সব মরণব্যাধি হতে রক্ষার কথাও বলা হবে অর্থাৎ সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, বা গলা পানিতেও নামতে হবে তবে পা ভিজবে না এটি কি করে সম্ভব? জীবনের তথাকথিত স্বাদ লাভের ঝান্ডা বহনকারীদের এহেন আচরণ দেখে মনে হয় যেন তারা অধম, না হয় মুনাফেক। কারণ নিম গাছ লাগিয়ে জাম খাওয়ার আশা করাকে অধমের কাজ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

মুনাফিক মনে করার কারণ হলো, তারা অশুভ পরিণতি হতে রক্ষা পেতে চায় তবে এর মূল কারণ দূর করতে রাজি নয়। এটি কেমন আচরণ? অথচ তথাকথিত শান্তিকামী বুশ, ব্লেয়ার, পাওয়েল, রামস্‌ফেল্ড ও ট্রাম্প যে জিনিসকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে সেগুলো উৎখাত করতে তারা কোমড় বেঁধে মাঠে নেমে পড়ে। পাছে লোকে কিছু বলে এমন কথায় কিছু যায় আসে না। তাদের তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারি। তারা সন্ত্রাস দমনের নামে সাধারণ নাগরিকদের সুখের নীড় ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসহায় মানুষদের মুখের রুটি রুজি কেড়ে নিচ্ছে।
বিয়ের অনুষ্ঠানে বোমা মেরে নারী ও শিশুকে নির্দ্বিধায় হত্যা করছে। অপরাধী কিনা তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাবছে না। বা এক বারের জন্যও ভাবার প্রয়োজন মনে করছে না। অনুরূপ তৎপরতা যদি এইড্‌স এর বিরুদ্ধে চালানো হতো তা হলে এই মরণব্যাধি অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যেত।

এটি হলফ করে বলা যেতে পারে। এটি করতে পারলে জাতিকে নিরাপদ সেক্স করার জন্য কনডম ব্যবহারের সবক দিতে হতো না।

সন্ত্রাস নিয়ে তারা যেমন আইন প্রণয়ন করেছে উক্ত আইনে শুধু সন্ত্রাসীকে শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়নি; বরং সন্ত্রাসীর মদদদাতা, সহযোগী, অর্থদানকারী, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিকারী, এমনকি নিরপরাধ ওলামায়ে কেরাম, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা, ইসলামী রাজনৈতিক দল, মুখে দাড়ি এবং মাথায় টুপি ওয়ালা সাধারণ নিরপরাধ রাস্তায় চলন্ত পথিক, বাসায় ক্বোরআন হাদীস অধ্যয়নরত গৃহিনী, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং হাসপাতালের ডাক্তার ও পেশেন্টসহ সবাইকে একবাক্যে দোষী সাব্যস্থ করা তাদের সকল কর্ম কান্ডের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়েছে। এসব নিরপরাধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকারের নমনীয়তা নেই। যাকে বলে জিরো টলারেন্স। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যও নেই কোনো আইন, তাদের বেলায় মানবাধিকারের কোনো ঘোষণা জাতিসংঘের কোনো সনদ প্রযোজ্য নয়।

অনুরূপভাবে যৌন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে সমাজে এইড্স, মদ, জুয়া, গাঁজা, হিরোইন ও ইয়াবাসহ Callgirl সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Free Sex অনুশীলনের ব্যবস্থাকারী হোটেল, মোটেল, রেস্তোরা ও ক্লাবসহ এই কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো আইন কেন করা হলো না? তার উত্তরে যদি আমরা বলি, আধুনিক সভ্যতার দাবীদাররা এইড্সকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে এইড্স মুক্ত দেশ ও সমাজ গড়ার সদিচ্ছা তাদের নেই, তাই তারা এমন আইনও প্রণয়ন করছে না তা হলে ভুল হবেনা। মূলতঃ তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকামী ও প্রগতিবাদীরা পুরো ধান্ধাবাজ এবং নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত। তাই তারা গণতন্ত্র ও বিশ্বায়নের ধুয়া তুলে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসকারী এবং মানব সমাজের কলঙ্ক ও পাপাচারকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যার কারণে বৈধ সেক্স অনুশীলনের ক্ষেত্র ও চরিত্র হেফাযতকারী শারী'য়াতের বিবাহ বন্ধনকে বয়স নির্ধারণের নামে আইনী মার প্যাচে ফেলে দিয়ে কঠোর হতে কঠোর করে ফেলা হয়েছে।

অন্যদিকে পাপাচারের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়ে পরোক্ষভাবে যুব সমাজকে অবৈধ সেক্স অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। তাই স্কুল-কলেজ বাদ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রেম প্রেম খেলায় মেতে উঠছে বিনোদনের নামে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে উঠা রাষ্ট্রীয় প্রেম কাননে। এভাবে একদিকে যেমন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যভিচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সমাজ ও পবিারের অভিভাবকদের কর্ণকুহরে যেনা-ব্যভিচারকে সহজ করে দিয়েছে। এভাবে সমাজের পরিবেশকে দূষিত করে এইড্স জন্মের রাস্তা উন্মুক্ত করে পরিশেষে **"রোগকে ঘৃণা করুন রোগীকে নয়"** বলে কুমিরের মত মায়া কান্না জুড়ে দিয়ে সমাজ দরদী সাজার হীন চেষ্টা চালিয়ে দেশ ও জাতিকে শেষ বারের মত বেকুব বানানো হচ্ছে। আমরা বলবো **"রোগকে ঘৃণা করুন রোগীকে নয়"** এমন স্লোগানকে সৎ পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করা মানে আত্মহত্যা করা। কারণ এমন স্লোগানের অন্তরালে লুকায়িত রয়েছে মরণব্যাধি আরেক বিষ। তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, রোগীর প্রতি ঘৃণা উঠে গেলে সমাজ হতে অপরাধ উঠে যাবে না; বরং আরো বেড়ে যাবে। পুরো সমাজ পাপাচারে ডুবে যাবে।

অতএব এসব স্লোগান যারা দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যও কিন্তু অপরাধ দমন নয়; বরং তারা সমাজে অপরাধকে জিয়ে রাখতে চায়। তারা নিজেরা যেমন অপরাধ করতে চায় ঠিক তেমনিভাবে অন্যকেও অপরাধের সুযোগ দিতে চায়। তাই এসব তথাকথিত মানব দরদী বুলি আওড়িয়ে অপরাধীকেও অপরাধ করার সুযোগ করে দিতে চায় তারা। তাদের এহেন হঠকারিতা দেখে সত্যিই চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অথচ ইসলাম অপরাধ সম্পর্কে যা বলেছে তার চেয়ে বেশী বলেছে অপরাধী সম্পর্কে। তাই শারী'য়াতে অপরাধীর শাস্তির কথাই বার বার বলা বলেছে অপরাধ সম্পর্কে নয়। এসম্পর্কে ক্বোরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ক্বোরআনে যিনাকারীর শাস্তির কথা এভাবে বলেছেন:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [৯৮]

৯৮- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৪

'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি আপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করো, এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই সত্যত্যাগী।'

তাছাড়া অপরাধীর শাস্তির কথা সরাসরি বলতে গিয়ে আল্লাহ্ চোরের হাত কাটতে বলেছেন। তাকে আদর আপ্যায়ন করার কথা বলেননি। কারণ চোরের হাত কাটা গেলে তখন সমাজে কেউ চুরি করার সাহস করবে না। আল্লাহ তাই চোরের হাত কাটার হুকুম দিয়েছেন। এসম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনের পরিষ্কার বক্তব্য হলো:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾[৯৯]

'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড।'

সম্প্রতি সাউদী আরবে এমন অপকর্মের কারণে তিন বাংলাদেশীর হাত-পা কেটে ফেলার রায় দিয়েছে আদালত। এই তিন বাংলাদেশী ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা সেজে এক ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করে অর্থ ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তারা হলো কুমিল্লার তিতাস থানার কাশীপুর গ্রামের কামালের ছেলে কাউসার মাহমুদ (পাসপোর্ট এফ-১১৫২৫২০) নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার ঝরছার গ্রামের মালেকের ছেলে শাহিনুর (পাসপোর্ট এ-০৯৭৭৭৬২) মাদারীপুরের রাজৈর থানার দুর্গাবার্দি গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে রুবেল খালাসী (পাসপোর্ট এবি-১৪৭২৪৭২)। রায়ের পর তাদের স্বজনরা বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ক্ষমা আবেদন করেছে।

আমাদের দেশে এমন ঘটনা নিত্য দিনের। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এমন কি সেনা অফিসার পরিচয়ে অপকর্ম করতে গিয়ে অনেকে ধরা পড়ছে। কিন্তু ধরা পড়লে কী হবে? সকালে ধরা পড়লে বিকালে পর্দার আড়ালের কানেংশনের কারণে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। এসব অপরাধীদের যদি এমন শাস্তি হতো, তা হলে এমন কাজ করার সাহস কেউ কখনো করতো না।

৯৯- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৩৮

তাই বলছিলাম, অপরাধকে নয়, অপরাধীকে ঘৃণা কর এবং যথাযথ শাস্তি দাও যদি শান্তি চাও। দেখবে সাধারণ নাগরিক স্বর্গীয় সুখে জীবন কাটাতে পারবে।

আরো পড়ুন, শির্ক আল্লাহ্‌র খুবই অপছন্দ। তাই তিনি সব মাফ করলেও যারা তার সাথে শির্ক করে তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ তারা মুশরিক। তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে পরিষ্কার করে বলেছেন:

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[১০০]

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে। তাদেরকে বন্দী করবে। অবরোধ করবে, এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

এখানেই শেষ নয়, যারা শারী'য়াহ্‌ বিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অনেক কঠিন ও কঠোর কথা পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[১০১]

'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা কাফের।'

একই সূরায় তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[১০২]

'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা যালিম।'

১০০- সূরাতুত তাওবাহ, আয়াত নং-৫

১০১- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৪৪

১০২- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৪৫

আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধী যারা মনগড়া মতবাদ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদেরকে তিনি ফাসিক বলেছেন:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[১০৩]

'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক।'

উল্লেখিত তিনটি আয়াত মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, অতঃপর নিজেকে প্রশ্ন করুন, আল্লাহ্ এখানে কী বলেছেন? অপরাধের কথা তিনি একবারও বলেননি; বরং যারা তার বিধান মানছে না তাদেরকে তিনি **'কাফের' 'যালিম' ও 'ফাসিক'** বলেছেন। এরপরও আপনি কীভাবে **"রোগকে ঘৃণা করুন রোগীকে নয়"** বলতে পারেন? যারা এসব বলবে তারা খোদাদ্রোহী এবং মানুষরূপি শায়ত্বান। এসব মনগড়া কথা বলে সমাজে এরা বিভ্রান্তি ছাড়ায়। আবার নিজেদেরকে পাক্কা মুসলমান বলেও দাবী করে।

অতএব আমরা বলবো, এসব বলে জাতিকে বেকুব বানানোর কোনো সুযোগ নেই। যারা এসব বলে তারা আল্লাহ্‌র বিধানকে তামাশা বানিয়ে ফেলে। মূলতঃ তারা আল্লাহ্‌র দেয়া সকল বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়। যেমন ইসলামের বৈধ বহু বিবাহ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে নারীকে আইনী সহযোগিতার নামে নিজেদের জন্য নারী ভোগের রাস্তা উন্মুক্ত রাখার ষড়যন্ত্র করছে। তথাকথিত প্রগ্রতিবাদীরা এখানে এসেও থেমে থাকেনি, তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য বলে দিয়েছে "নারী ভোগের আনন্দদায়ক যত পন্থা আছে সবচেয়ে চমৎকার ও উত্তম পন্থা হলো Live together.

এভাবে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নর-নারীর মাঝে অবৈধ ও হারাম সম্পর্ক স্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এটিকে নিরাপদ করার জন্যই মূলতঃ তারা নর-নারীকে দৈহিক সম্পর্কের সময় কনডম ব্যবহারের সবক দিয়ে আগুনের মধ্যে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে Live together on honest life বলে তার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই যুব সমাজ

১০৩- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৪৭

Internet Chatting করে কোথায় কোন্ রমনী যৌন পিপাসায় কাতর এবং বেশামাল শরীরে অশালীন কাপড় নিয়ে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের ফাঁদ বসিয়েছে তার খোঁজ করছে সারাক্ষণ। অতঃপর তার সাথে প্রেমালাপ জুড়ে দিয়ে What is yourbreast size? প্রশ্ন করে তার Physical তথ্যও সংগ্রহ করছে।

সত্য কথা হলো, বিশ্বজুড়ে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি মুসলিম উম্মাহ্র যুব সমাজকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই উপরোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করে সুন্দর সুন্দর স্লোগান দিয়ে মাতিয়ে রেখেছে। তাই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো, ছেলে-মেয়ের বিয়ের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কেউ যেন বিয়ে করতে না পারে। সরকারও বয়সের নামে আইন করে মুসলিম উম্মাহ্র ছেলে-মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দিচ্ছে না। এভাবে সরকার বিয়েকে কঠিন করে যিনাকে সহজ করে দিয়েছে। অন্যদিকে পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটি ছেলে বা মেয়ে পড়া-লেখা শেষ করে উপার্জনক্ষম হতে সময় লেগে যাচ্ছে ২৮-৩০ বছর। অতএব মা-বাবাও ছেলে-মেয়েকে স্টাবলিস্ট হওয়ার বাহানায় বিয়ের বয়স হয়নি বলে বিয়ে করতে দিচ্ছে না। অথচ আল্লাহ্ বান্দাকে বলছেন, তোমরা বিয়ে করো। আমি রিয্ক্ব দেবো এবং বাড়িয়ে দেবো। আর বান্দা বলছে আগে রিয্ক্ব জমা করো পরে বিয়ে করো।

যদিও একটি ছেলে ১৫ বছরে এবং একটি মেয়ে ১২ বছরেই যৌবনে পদার্পন করে। বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে বুঝতে এবং ভাবতে শিখেছে। এখন এই দীর্ঘ সময় সে কীভাবে কাটাবে? একদিকে এখনো বিয়ের বয়স হয়নি বলে তাকে বিয়ে করতে দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে পর্ণ ছবি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার বালিশের নীচে পাঠিয়ে দিয়ে রাতের ঘুমকে হারাম করে চারিত্রিকভাবে ধ্বংস করে বলে দেয়া হলো, এই নাও উলঙ্গ নর-নারীর ছবি। যৌনাচারের এসব পর্ণ ছবি এবং মুভি দেখে উত্তেজিত হও। অতঃপর তোমার চরিত্রের কাউকে ভালোবাসার নামে শিকার করে তাকে প্রেমের জালে আটকিয়ে তার সাথে উন্মুক্ত সেক্স কর। যৌবনের সকল চাহিদা পূরণ করে নিজের ঈমান, চরিত্র ও স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে পুরো জাতিকে বদনাম কর। কারণ যে জাতির যুব সমাজের এমন চরিত্র হবে সেই জাতি কখনো কাফেরদের চোখে চোখ রেখে বলতে পারবে না আমি মুসলিম। তাই

বলছিলাম, যে জাতির যুবকদের যে বয়সে বিয়ে করে বেগম বুকে নিয়ে ঘুমানোর কথা, সেই বয়সে স্টাবলিষ্ট বা উপার্জনক্ষমের নামে ঘরে বেগম না এনে কুশন বা কোলবালিশ নিয়ে আসে, তা হলে সেই জাতির তরুণীদের চুল গোল্ডেন হওয়ার কারণ এবং যুবকদের চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য কিতাব দেখতে হবে?

মোটকথা, আজকের সমাজে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মা-বাবার আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে সবই চলছে ফ্রিমাইন্ড এবং তথাকথিত সভ্যতাও মডার্নিজমের নামে। আর এতেই তারা আজ প্রগতিশীল সেজেছে। তবে যেই নামেই এসব হোক না কেন, শায়ত্বান কিন্তু এটিকে নারীর পক্ষ হতে গ্রীন সিগন্যাল মনে করতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে সারাক্ষণ। তাই রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে এই সম্পর্কে আগাম সতর্কবাণী শুনিয়ে বলেছেন:

(عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا)[১০৪]

'কোনো ব্যক্তি যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়, কারণ এমন হলে শায়ত্বান তৃতীয় জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।'

যারা এটি বুঝতে ভুল করবে তারা দুন্ইয়া-আখেরাত উভয় হারাবে। নারীকে আরো একটি বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, পর পুরুষের সাথে স্ব-শরীরে সাক্ষাত করে তার সাথে নির্জনে সময় কাটানো আর ইন্টারনেটে তার কাছে ম্যাসেজ পাঠানো একই কথা। মানব দৃষ্টির আড়ালে গোপনে তার সাথে মিলিত হওয়া এবং ফেসবুকে চ্যাটিং করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ গায়রে মাহরামের সাথে ফেসবুকে চ্যাট করা শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। কারণ আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ﴾[105]

'তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না। অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমও করতে পারবে না।'

১০৪- مسند عمر بن الخطاب، رقم الحديث :٥٩

১০৫- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৫

অতএব উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বলতে পারি, বর্তমান যুগের সোশ্যাল মিডিয়াতে বে-গানা নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে চ্যাটিং করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন:

﴿مُحصَناتٌ غَيرَ مُسافِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتُ أخدانٍ﴾[১০৬]

'যাতে তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়।'

যে সব ছেলে-মেয়েরা ইন্টারনেটসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একান্তে বসে একে অপরের সাথে যে সব ম্যাসেজ চালাচালি করছে সেগুলো কেমন ম্যাসেজ জানেন? শুধু মিথ্যায় ভরা। একে অপরকে শিকারের জন্য কল্প-কাহিনী বানিয়ে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে শুনুন, তারা কীভাবে মিথ্যা বলে দেখুন। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি এটি শতভাগ প্রমাণ করে দিয়েছে। একটি ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে তুমি কোথায়? বয়ফ্রেন্ডের ম্যাসেজ দেখে সে জানালো আমি আমার আব্বার BMW গাড়ি নিয়ে একটি ক্লাবে যাচ্ছি। সেখান হতে একটি ফাইভ স্টার হোটেলে যাবো এবং বিকেলে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেব। তাই তোমার সাথে এখন দেখা করতে পারবো না। মন খারাপ করো না, রাতে কথা হবে।

তবে তুমি এখন কোথায় এবং কি করছ? ছেলেটি তাকে জানালো তুমি এখন যে লোকাল বাসে বসে আছ আমিও ঠিক একই বাসে তোমার পেছনের সীটে বসে আছি। তুমি ভাড়া দিও না আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন বলুন, এদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য কি আর শায়ত্বানের সময় দিতে হবে। কারণ এরা তো নিজেরাই শায়ত্বানের চেয়ে আরো বড় শায়ত্বান।

এসব বেহায়াপনা আজ ইউরোপের সমাজকে অনেক আগেই গ্রাস করে উঁই পোকার মত খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। এখন সেগুলো আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। এপ্রসঙ্গে পাকিস্তানের দা'ঈ ইলাল্লাহ্ শায়েখ তারেক জামিল তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, আমি একবার স্পেন গেলাম। সেখানে আমার সাথে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর দেখা করতে

১০৬- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-২৫

আসলেন। আমি তাকে বললাম, ভাই আপনাকে দু'টি কথা বলে যাচ্ছি মনে রাখবেন, কাজে আসবে। আপনাদের দেশে এসে আমি যা দেখলাম তা দেখে আমার মনে হলো, প্রথমত: আপনাদের Family system ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত: আপনাদের পথে-ঘাটে এবং হাটে বাজারে গিয়ে দেখলাম এখানে কোনো বাচ্চা নেই। সবই যুবক এবং বৃদ্ধ। যা দেখে আমি বুঝলাম, আপনাদের Generation gap হয়ে যাচ্ছে। এটি শুনে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল। আর বললো, এটিই এখন আমাদের মাথা ব্যথার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্য ও বাস্তব কথা হলো, গার্লফ্রেন্ড হয়ে একজন পুরুষের সাথে পুরো জীবন কাটিয়ে দিলেও নারী কখনো প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবে না। তাই প্রত্যেক নারীই একজন পুরুষের বউ হতে চায়। এখানে সাধারণ নারী বা রাজকন্যা, বিশ্বসুন্দরী বা দেশের প্রধানমন্ত্রী যেই হোক না কেন, পুরুষের বউ হতে পারলেই তার মনের প্রকৃত কামনা ও বাসনাসহ শারীরিক চাহিদা পূর্ণ হয়। আর স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়ে মা হতে পারলেই নারী জীবনের ষোলআনা পূর্ণ হয়। তাই বউ না হয়ে গার্লফ্রেন্ড হওয়ার কারণে যদি নারী জীবনে একবার কলঙ্ক নেমে আসে তা হলে বউ হয়ে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ আর কখনো পাওয়া যাবে না। এমন নারীকে নিয়ে কোনো পুরুষই আর দাম্পত্য জীবন সাজাতে রাজি হবে না। এটিই সত্য, এটিই বাস্তব।[১০৭]

তাই বলছিলাম, নির্লজ্জতারও একটি সীমা থাকা উচিৎ। এরা সব সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে অনেক আগে। এ কারণে মদ ও সিগারেটের বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে এমন সিগারেটের কারণে তার বাহুতে আকর্ষণীয় শরীরিক গঠনের রমণী উড়ে চলে আসছে। অন্যদিকে জাতির সাথে প্রহসনমূলক সিগারেটের প্যাকেটে **'স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'** এবং **'গর্ভবতি নারীর জন্য এটি নিষিদ্ধ'** লিখে দিয়ে নিজেদের মুনাফেকি চরিত্রের অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। কিন্তু এর পরিণতিতে যখন এইড্‌স, ক্যান্সার, টিবি, যক্ষাসহ যাবতীয় মরণব্যাধি মানব শরীরে জন্ম নেয়, তখনো তারা এই রোগের মূলোৎপাটন না করে পাতা ও ডাল কাটার কাজে ব্যস্ত

১০৭- বিস্তারিত দেখুন: লেখকের বই **'দাম্পত্য জীবন'** পৃষ্ঠা নং-১০০

হয়ে পড়ে। আর মানব দরদী সেজে জাতিকে চরিত্র গঠনের সবক শেখায় এবং বলে **'রোগীকে নয়, রোগকে ঘৃণা কর।'** এসব পরামর্শ শুনে শায়ত্বানও হাসে।

এরাই আবার বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে নারী অধিকারের নামে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। অথচ শারী'য়াতের পাতা উল্টালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, ইসলাম ইচ্ছে হলেই একজন পুরুষকে বহু বিবাহের অনুমতি দেয় নাই। কঠোর শর্তে একজন পুরুষকে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা এভাবে বলেছেন:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾[১০৮]

'যে সব মেয়েদের তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন, বা চার জনকে বিয়ে করো। কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর তা হলে একজনকেই বিয়ে করো।'

উপরোক্ত আয়াতটি ভালো করে বুঝে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে বিয়ে করার কথা দুই দিয়ে শুরু করেছেন। এখানে একজনের কথা বলা হয়নি। তাই আরব দেশে মোটামুটি সবারই দুইয়ের অধিক স্ত্রী আছে। তারা এক স্ত্রী নিয়ে জীবন কাটানো কল্পনাও করতে পারে না। আমার মনে হয় বিশেষ করে সাউদী আরবে একজন পুরুষও এমন নেই যার একজন স্ত্রী রয়েছে। সেখানের নারীরা সতীন ছাড়া থাকতে পারে না। তারাও চায় তার স্বামীর দুই, তিন এবং চারজন স্ত্রী থাকুক। এটি সেখানে নারী-পুরুষের জন্য স্বাভাবিক বিষয়। এমন কি তারা পুরুষদের কাছে বহু বিবাহের দাবীও জানায়। এটি আমার কোনো দাবী নয়, এটিই বাস্তব।

একবার সাউদী আরবের রাস্তায় নারীরা পুরুষদেরকে বহু বিবাহ করার জন্য প্রকাশ্যে আহবান জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে। সেই বিক্ষোভে তারা পুরুষদের

১০৮- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-৩

কাছে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিয়ের দাবী করেছে। আমাদের দেশের নারীরা এটি শুনে হাসবে এবং ছি ছি করবে। অথচ তাদের হাতে যে ব্যানারটি ছিলো সেখানে লেখা ছিলো:

تَزَوَّجُوا .....! مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِذَا كُنْتُمْ رِجَالاً

'তোমরা যদি পুরুষ হয়ে থাকো, তা হলে তোমরা দু'টি তিনটি এবং চারটি বিয়ে কর।'

আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবাদের মাঝে একজন সাহাবাও আপনি পাবেন না, যিনি জীবনে শুধু একটি বিয়ে করেছেন। বহু খোঁজা-খুঁজির পরও গুগুল এমন একজন সাহাবার নাম আমাকে জানাতে পারেনি। পরিশেষে **'আসমায়ে রেজাল'** বা সাহাবাদের জীবনীগ্রন্থেরও বহু পাতা উল্টানো হলো। এখানেও এমন একজন সাহাবার নাম পাওয়া গেলো না, যিনি রাসূলের ইন্তেকালের পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং এক স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এমন কিছু সাহাবার সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা এক বিয়ে করার পর এবং কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছেন। অথবা বিয়ের আগেই শাহাদাত বরণ করেছেন।

আরো গভীরভাবে খোঁজা খুঁজির পর উম্মাতের দরবেশ **'জুনদুব বিন জানাদাহ'** নামক একজন সাহাবাহ যাকে ইতিহাস **আবুযর গিফারী** (রা.) নামে চেনে ও জানে, তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলো। তাঁর স্ত্রী একজন ছিলো। তিনি একটির বেশী বিয়ে করেন নি। ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষণ করে বলেছেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী **উম্মুযর** (রা.) ছাড়া আর কোনো স্ত্রী ছিলো না। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকগণ **ইবনে মাসউদ** (রা.) এর নামও উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, তিনিও জীবনে একটির বেশী বিয়ে করেননি। [১০৯]

যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, তাঁরা ছিলেন এই উম্মাতের দরবেশ। আজও কিন্তু আরব দেশে একজন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা মানে আকাশ কুসুম কল্পনা করা। এমন কল্পনায় সবাই আশ্চর্য হয়ে

١٠٩- البداية والنهاية، و أسد الغابة في معرفة الصحابة

যায়। তাই দুই তিন এবং চারটি বিয়ে আরব দেশে এখনও সাধারণ ব্যাপার। সম্ভবত উপমহাদেশে একের অধিক বিয়েকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখার ধারণা হিন্দুদের কৃষ্টি-কালচার হতে এসেছে। যেহেতু আমাদের দেশের নারীরা এটি কখনো মেনে নেবে না, তাই এখন প্রশ্ন হলো, তাদের এমন বিক্ষোভ করা কি সঠিক ছিলো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে নিম্নের কয়েকটি বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি:

- মেয়ের বয়স বেশী হয়ে যাচ্ছে বিয়ের কোনো প্রস্তাব আসছে না এমন সমস্যার সমাধান কি?
- সমাজের বিধবা নারী বিয়ে না করে স্বামী ছাড়া বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে? যদি তাই হয়, তা হলে তার নিরাপত্তাসহ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বই বা কে নেবে?
- একজন ত্বালাক্বপ্রাপ্তা যুবতী নারীর ভবিষ্যৎ কি? তার জীবন কীভাবে কাটবে? কার আশ্রয়ে সে থাকবে?

এ সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমি অবিবাহিত পুরুষদেরকে বলবো, আপনারা যদি পুরুষ হয়ে থাকেন, তাহলে কাল বিলম্ব না করে বিয়ে করে ফেলুন। আমি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিয়ে করার কথা বলছি না। জানি আপনাদের স্ত্রীরা আপনাদের একের অধিক বিয়েকে কখনো পছন্দ করবে না। উল্লেখিত সমস্যার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির সমাধান না হলেও প্রথমটির তো সমাধান হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে মেয়ের বাবাকে বলবো, ধনী লোকের চরিত্রহীন ও নাস্তিক ছেলের কাছে যদি এই বলে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় যে, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্। তা হলে গরীবের চরিত্রবান ও দ্বীনদার ছেলের কাছে **'রিযক্ব'** এর মালিক আল্লাহ্ বলে কেন মেয়ে বিয়ে দিতে পারছেন না? এই ঈমান নিয়ে আপনি কবরে যেতে চান এবং সেই ঈমান আবার আপনাকে কবর হতে জান্নাতে নেবে? এমন কথা ভাবলেন কি করে?

তাই বলছিলাম, যারা বিয়ে করার সময় জাত-পাত জিজ্ঞেস করে, এবং এলাকা খুঁজে বেড়ায় এবং জাত খুঁজতে খুঁজতে বছরের পর বছর পার করে দিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তারাই কিন্তু হাসপালের বেডে শুয়ে রক্ত নেয়ার

সময় শুধু রক্তের গ্রুপ জিজ্ঞেস করে। তখন জাত-পাত, দ্বীন-ধর্ম আর জিজ্ঞেস করে না। ভাবনার বিষয়!! যারা এখানে সেখানে মেয়ে দেখে বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছেন, এবং নিজের বায়োডাটাতে পাঁচ বছর আগে যে বয়স লিখেছেন এখনও সেই বয়সই রয়ে গেছে, তারা একবার ভেবে দেখুন, আপনার কি বয়স বাড়ছে না। অথচ এ যাবৎ বহু প্রস্তাব এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, মেয়ের বয়স বেশী।

মাইন্ড করবেন না, আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় ২১ বছরের যুবক ৪১ বছরের সাদা চামড়ার বুড়িকেও বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়। তখন বয়সের কথা না আপনার মনে থাকে, না আপনার মা-বাবার!! কিন্তু ২৫ বছরের যুবক নিজ দেশের এবং নিজ ধর্মের ২৪ বছরের তরুণীকে এই বলে বিয়ে করছে না যে, বয়স বেড়ে গেছে। এই হলো আজকের মুসলমানের অবস্থা!!

আর যে সব পুরুষদের শক্তি সামর্থ এবং অর্থ বিত্ত আছে তারা যদি একের অধিক বিয়ে করে তা হলে তালাক্বপ্রাপ্তা নারীরাও ইয্যাত সম্মানের সাথে বাঁচার একটি আশ্রয় পেয়ে যাবে। মনে রাখবেন, একজন নারীই শুধু অন্য নারীর দুঃখ বুঝতে পারে। একজন স্ত্রী কষ্টে থাকলেও কাউকে বলতে পারে না। একা একা তো বৃক্ষও শুকিয়ে যায়। তাই প্রত্যেক পুরুষের স্ত্রী একজন নয়, দুই, তিন এবং চার জন হওয়া উচিৎ। এটি করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ইনসাফ করতে না পারলে কিন্তু একের অধিক করা যাবে না। এটিও মনে রাখতে হবে। উপরোক্ত ব্যাধি হতে ইসলামের বহুবিবাহ প্রথাই বিশ্বের নারী সমাজকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের সুখ ও আনন্দ দান করতে পারে।

তবে আমরা লক্ষ্য করছি, তথাকথিত নারীবাদীরা ইসলামের এই প্রথাকে পুরুষের পক্ষে বলে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি উন্নত বিশ্বের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাই তা হলে এই প্রথার প্রচলনে বিশ্বের উপকারিতা অবশ্যই বুঝতে পারবো। আমরা যদি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে চিন্তা ও গবেষণা করি, তা হলে আমাদের কাছে প্রমাণিত হবে যে, এটি কোনো এক পক্ষের সুবিধা বা ভোগের জন্য নয়; বরং নারী জাতির মুক্তির অতি গুরুত্বপুর্ণ একটি উপায়। এটি মানব সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার

আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সনদ। নারী সমস্যা সমাধানের একটি যুক্তিসংগত উপায় ও Natural Arrangement ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এটি পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়; বরং মানব সমাজের একটি কঠিন সমস্যার সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ।

আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ বহু বিবাহের কথা শুনতেই নাক ছিটকায়। অথচ বহুপত্নীর ইচ্ছা প্রায় সকল পুরুষই নিজ অন্তরে লালন করে। বাস্তবায়নের সাহস শতে নয়, হাজারেও কেউ করতে পারে না। কারণ সবার নিজস্ব ভুবন আছে। আছে আইন-আদালত ও জেল-জরিমানার ভীতি। স্বজন হারানোর আশঙ্কাসহ পাড়া-প্রতিবেশীদের ধিক্কার তো ঘটনা ঘটার আগেই শুরু হয়ে যাবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তো সঙ্গেই থাকবে সারাক্ষণ। তারপরও নিজ স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টার ছলনায় স্বামীরা বহু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। সাউদী আরবের মাক্কার মিসফালায় ফুন্দুক ফিলিস্তিন নামের একটি থ্রী স্টার হোটেল আছে। যার মালিক আমার প্রতিবেশী জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব। তিনি তার আরেক বন্ধু জনাব এনামুল হকসহ দীর্ঘদিন হতে সাউদীতে হোটেল ব্যবসা করে আসছেন। আমার বন্ধু আল্ উস্তায নাসির উদ্দীন খাকীসহ এক বিকেলে তার অফিসে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম। আর তারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গল্প করছেন। আমার পাশে একজন লোক জুব্বা গায়ে এবং মাথায় রুমাল প্যাঁচিয়ে বসে ছিলেন। আমি তাকে সিরিয়ান আরব বেদুঈন মনে করছিলাম।

এক পর্যায়ে তিনি আমাদের কথা শোনে হেসে দিলে তাকে আমি বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদের কথা বুঝতেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন ইয়াকুব ভাই বললেন, তার চারজন স্ত্রী এবং চুয়াল্লিশটি ছেলে-মেয়ে আছে। চল্লিশ বছর হতে সাউদীতে থাকেন। তখন ঐ লোকটি বললো না, চারজন স্ত্রী নেই, এখন তিনজন আছে। একজন মারা গেছে। তিনি যখন আমাদেরকে তার এক স্ত্রী মারা যাওয়ার কথা বলছিলেন, তখন আবেগে তিনি আর কথা বলতে পারছিলেন না। তার চোখে পানি চলে আসছিলো। তাকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি চারজন স্ত্রীকে মায়া মমতার একই চাদরে ঢেকে রেখেছেন। তাই তিনজন স্ত্রী জীবিত থাকার পরও একজনের

বিরহের ব্যথা এখনও ভুলতে পারছেন না। লোকটি জানালেন, তার পরিবারে কোনো অভাব বা বিচ্ছৃঙ্খলা নেই। সবাইকে নিয়ে একই বিল্ডিংএ থাকেন। বেশ কয়েকজন ছেলেকে বিয়ে করিয়েছেন এবং কয়েকজন মেয়েকে বিয়েও দিয়েছেন।

হাজ্জ শেষে ভীড় যখন কমতে শুরু করে, তখন আরবের শায়খরা তাদের স্ত্রী-বাচ্চাদের নিয়ে তাওয়াফ করতে আসেন। তাওয়াফের মাঠে আমি নিজেও আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসময় বের হতাম। কারণ তখন ভীড় কম হওয়ায় তাওয়াফ করতে সুবিধা হয়। আমরা যতবার গিয়েছি ততবার আরবদেরকে দেখেছি তাদের প্রত্যেকেরই চারজন স্ত্রী এবং ১০/১২ জন সন্তান রয়েছে। সবাইকে একসাথে নিয়ে তারা তাওয়াফও করছেন। বাসা হতে নিয়ে আসা খাবার বায়তুল্লাহ্‌র এক কোনে গিয়ে দস্তরখান বিছিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে খাচ্ছেন। নেই কোনো ভেদাভেদ। তাদের স্ত্রীদের কালো হিজাব এবং সবার কোলে সন্তান আবার বড়গুলো বাবা ও মায়ের চারপাশে হাঁটছে। তাছাড়া ২/৪ টাকে বাবা নিজেও ধরে রাখছেন।

এই দৃশ্যটি খুবই সুন্দর ও আনন্দের একটি দৃশ্য। স্বামীর চারপাশে চারজন স্ত্রী এবং সবার কোলে সন্তান দেখে বুঝাই যাচ্ছে, তারা খুব সুখী পারিবার এবং স্বর্গীয় জীবন যাপন করছে। আর তাই সাউদিয়ানরা সব স্ত্রীকে নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছেন। সবার কোলে সন্তান এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বামীর সাথে সবাই তাওয়াফ করছে। বড় সন্তানগুলো মায়ের চারপাশে আর ছোটগুলো বাবার হাত ধরে ঘুরছে। দৃশ্যটি আমার কাছে খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। আমার স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী এমন দৃশ্য দেখে আমাকে বললেন: ইসলামকে মনে প্রাণে ভালোবাসার কারণে আরবদের সংসার সুখের সংসার, এবং তাদের দাম্পত্য জীবন আনন্দের জীবন। তাদের দেখলেই মনে হয়, চারজন সতীন থাকার পরও এদের পারিবারিক জীবনে কোনো সমস্যা নেই। তাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক স্বামীর সাথে চারজন স্ত্রী বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছে।
আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, যে স্ত্রী বয়সে বড় তিনি স্বামীর কাছে কাছে রয়েছেন। অন্যরা বয়স অনুযায়ী একের পর এক স্বামীর সাথে

তাওয়াফ করছেন। আমাদের দেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীদাররা কাল যাকে বিয়ে করছে তাকেই কাছে রেখে বাকীদের খবরও রাখছে না। এটিই হলো নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যারা বিভোর তাদের মায়া কান্নার নমুনা! নিজেদের সংকীর্ণতা, ন্যায়-ইন্সাফ হতে দূরে অবস্থানসহ সর্বোপরি ঈমানের দুর্বলতা ও শারী'য়াতের জ্ঞান শুণ্যের কোঠায় হওয়ায় নারী সমাজ বহুবিবাহের সুযোগ হতে মাহরূম হচ্ছে।

আরবের নারীরা শারী'য়াতের প্রথার ওপর শুধু ঈমান আনেনি তার বাস্তবায়নে অগ্রণী ভুমিকা পালনের কারণে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন তো হচ্ছেনই না; বরং সব সময় লাভবান হচ্ছেন। এটিকে কোনো ভাবেই সামাজিক বিচ্ছৃঙ্খলা বা নারী অধিকার হরণ বলা যাবে না। শারী'য়াতের দেয়া নারী অধিকার আরবের পুরুষ সমাজে পুরোপুরি বাস্তবায়নের কারণে সেখানকার নারীরা স্বামীদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়েকে কোনো পয়েন্টই মনে করে না। তারা জানেন, তাদের স্বামীরা আরো ২/৩ জন সতীন নিয়ে আসলেও তাদের অধিকার আদায়ে কোনো সমস্যা হবে না। স্বামীর সাথে দাম্পত্যের সম্পর্কেরও কোনো ঘাটতি দেখা দেবে না। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ যাবতীয় খরচ ও নিজগৃহে স্বামীর দিন-ক্ষণ নির্ধারণসহ ছেলে-মেয়েদের সকল সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে। সেই সমাজে যুল্ম অত্যাচার ও না-ইন্সাফির কোনো আশঙ্কা নেই বলেই স্বামীর বহু বিবাহকে কোনো সমস্যা মনে করে না।

এখানে পাঠকদের জন্য একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধারার প্রয়োজন মনে করছি। কুয়েতের একজন শায়খের দুইজন স্ত্রী ছিলো। তিনি প্রতিদিন সালাতুল ফাজ্র আদায় করে প্রথম স্ত্রীর বাসায় চলে যেতেন। সেখানে সকালের নাস্তা করে অফিসে যেতেন আবার অফিস হতে ফিরে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমাতেনও সেখানে। রাতেও তার কাছে থেকে বেড শেয়ার করে সকালে সালাতুল ফাজর আদায় করে দ্বিতীয় স্ত্রীর বাসায় চলে যেতেন। এভাবে তিনি তার পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আর তাই কোনো দিন তার সংসারে কোনো বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামের দেয়া অধিকারের বরকতে আজও আরবের নারীরা খুব সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে। আরবের নারীরা সতীনকে কখনো ভয়

করে না এবং ত্বালাক্ব নিয়েও কোনো দুঃশ্চিন্তায় থাকে না। তাদের সমাজে বয়সের সকল মোড়ে নারীদের বিয়ে হচ্ছে। ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীরা কখনো তাদের বাপ-ভাইয়ের উপর বোঝা হয় না। এরপরও কি আমরা নিজেদের গন্ধ দূর না করে ইসলামের দেয়া বিধানকে গাল মন্দ করবো? আমাদের সমাজ কত নির্লজ্জ, কত অন্ধকারে আমাদের অবস্থান? যেই অন্ধকারের কারণে নিজেদের দোষ কখনো চোখে পড়ে না। কোথাও আলো থাকলে সেটিকেও অন্ধকার বলার অপচেষ্টা চালাই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। ভারতের মুম্বের আল্ উস্তায মোখতার আহমাদ নাদভী (রাহ.) আহলে হাদীসের আমীর ছিলেন। তিনি তার প্রসিদ্ধ উর্দু মাসিক "আল বালাগ" পত্রিকায় ঘটনাটি লিখেছেন। তা হলো, মোহাম্মদ হোসেন নামক তার এক ডাক্তার বন্ধু ছিলেন। তিনি তার প্রথম স্ত্রী হতে অনুমতি নিয়ে আহলে হাদীস পরিবারের একটি কুমারী মেয়েকে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে ঘরে তুলে আনলেন। ঐ সময় সারজার শায়খ মোবারক বিন সাইফ আন্নাখঈও মুম্বেতে ছিলেন। দ্বিতীয় বিয়ের সংবাদ শুনে তিনি ডাক্তার হোসাইনকে নববধূর জন্য মোবারকবাদ দিতে গিয়ে বলছিলেন, আপনি যদি আপনার এই স্ত্রীকে কখনো ত্বালাক্ব দিয়ে দেন, তা হলে আমাকে জানাবেন। আমি তাকে বিয়ে করার জন্য অপেক্ষায় আছি। এটি বলে তিনি এই শে'রটিও শুনালেন:

لقدْ أخبَرُوْنِي أنَّها قَـدْ تزوجَتْ *

فهَـلْ يأتِـيْنِي بالـطّلاق بَـشِيْرُ

'মানুষরা আমাকে জানিয়েছে যে, আমার প্রেমিকা বিয়ে করে ফেলেছে,
তা হলে কি আমাকে কেউ কি তার ত্বালাক্বের সু-সংবাদ শুনাবে না?'

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তার হোসাইন এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। মুহতারাম নাদভী তাঁর পত্রিকায় লিখেছেন, ঐ শে'রটি আমার মনে ছিলো। তখন আমি শায়খ মোবারককে তার মৃত্যুর সংবাদ জানালাম এবং ঐ শে'রটিও মনে করিয়ে দিলাম। তিনি সাথে সাথে শোকবাণী পাঠালেন এবং চিঠির শেষে লিখলেন, তার বিধবা স্ত্রীর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর পরই তার পক্ষ হতে যেন বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগেই শায়খ মোবারকও দুন্ইয়া হতে বিদায় নিয়ে পরকালে পাড়ি জমালেন। তাই মনে

রাখবেন, ইসলামের বহুবিবাহ প্রথায় আমরা অপমানবোধ করলেই কি, বা না করলেই কি? ইসলামের বিধি-বিধান ও সামাজিক রীতি-নীতির বাস্তবায়নে নারী সমাজ সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করছে এটি আমরা বুঝতে অক্ষম বলেই অপমানবোধ করি। আরবের নারীরা এটি বাস্তবায়ন করে সুখেই আছে যা আমি কুয়েত ও সৌদী আরবে দেখে এসেছি।

আরবের বিয়ে শাদীতে যখন মহিলারা একত্রিত হয় তখন তারা আমাদের সমাজের নারীদের মত অন্য জনের শাড়ী, গহনা ও লেহাঙ্গা এবং সাজ-গোজ দেখে বেড়ায় না। তারা কার কয়জন সতীন আছে তা নিয়ে আলোচনা করে। যার দুই বা তিনজন সতীন থাকে সে খুবই আগ্রহ ও গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে বলে উঠে **আল্‌হামদু লিল্লাহ্** তিন জন! এই বলে সে বুঝাতে চায় যে, তার স্বামী একজন ধনী লোক। ভালো অবস্থানে আছে এবং সু-স্বাস্থ্যবান ও শারীরিকভাবেও মজবুত। তাই তিনি চারটি স্ত্রীর মালিক। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সবার সকল চাহিদা মেটাতেও তিনি সক্ষম। একজন বা দুইজন সতীন থাকলেও তারা খুব গর্বের সাথে বলে বেড়ায় আমার সতীন আছে। বোঝাতে চায় আমি দুর্বল কোনো পুরুষের স্ত্রী নই। আমাদের সমাজ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে কতবড় পার্থক্য ভেবে দেখবেন কি? বহুবিবাহকে সেখানে ইয্‌যাত-সম্মান এবং নারী জীবনের জন্য রাহমাত মনে করে, আর আমরা সেটিকে লজ্জা ও অপমান মনে করি। তাদের ধ্যান ধারণা ও আমাদের চিন্তা চেতনায় রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান।[১১০]

তবে আমি করি, আমাদের সমাজের পুরুষদের সমস্যা শক্তি সামর্থ ও অর্থ বিত্ত নয়, সমস্যা হলো প্রত্যেকের স্ত্রী নিজ নিজ বৃক্ষ পৃথক পৃথক লাগাতে চায়। একারণেই মানবতার এই বাগান তৈরী হচ্ছে না। অপরদিকে সমাজে ব্যভিচার ও পাপাচারের জন্ম হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নারী সমাজকে বলতে চাই, মাথা নত করে যদি মোবালের মাধ্যমে অপরিচিত কারো সাথে সম্পর্ক করা যায়, তা হলে আপনার স্বামীর বিয়ে করা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীর সাথে একটু নত হয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে অসুবিধে কোথায়? মানুষের মাঝে খুশী বিতরণের চেষ্টা করুন। ঘৃণার ছড়ানোর বাজার চারিদেকে এখন এমনিতেই

১১০- বিস্তারিত দেখন, আমার বই **'বিয়ে'** পৃষ্ঠা-১৯০-১৯৩

গরম। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, চলার পথে প্রত্যেক মানুষের দু'পায়ের মাঝে অনেক পার্থক্য থাকে। এক পা আগে হলে অন্য পা পেছনে থাকে। তারপরও আগের পায়ের মধ্যে না আছে কোনো অহংকার আর পেছনের পায়ের মাঝে আছে না কোনো অপমানের গ্লানি। কারণ তারা জানে, এটি মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। এটিকেই জীবন বলে। তাই জীবনের সকল মোড়ে ও বাঁকে হাসি খুশী থাকুন। অভাব থাকবে না। কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে হবে না। আপনি প্রথম স্ত্রী তাই আপনার দায়িত্বও অনেক। আপনি ইচ্ছে করলে এখানে অনেক কিছু হতে পারে। আপনার স্বামীর প্রয়োজন অর্থ বিত্ত ও শক্তি সামর্থ সম্পর্কে আপনার চেয়ে আর কেউ বেশী জানবে না। তাই স্বউদ্যোগে স্বামীর প্রয়োজন পূরণ করুন। এখানে অপমান বা অহংকারের কিছু নেই। আপনি উদ্যোগ না নিলেও ঘরে বউ রেখে যারা বিয়ে করতে চায় তাদেরকে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারছে? বরং উল্টো বলে দিচ্ছে তোমার ইচ্ছে হলে থাক না হলে চলে যাও বাপের বাড়ি।

তাই নিজের সম্মান যাবে মনে করে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা দেয়া অনুচিৎ বলে আমি মনে করি। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে পরিবারে অভাব দেখা দেবে এমন ধারণাও সঠিক নয়। আমি অনেকের সম্পর্কে জানি, চারটি বউ ঘরে থাকার পর সম্পত্তি আরো কয়েকগুণ বেড়েছে। সন্তানও অনেক। তাই অহংকার করবেন না। অহংকারের পরিণতি অনেক খারাপ। তা জানেন কেমন? না জানলে একটি গল্প শুনুন। এর পর ভেবে দেখুন আপনার সাথে মেলে যাচ্ছে নাকি?

একদিন একটি আলু একটি ভেন্ডিকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানালো I love u. ভেন্ডি আলুর এই ম্যাসেজ দেখে রেগে উঠে উল্টো তাকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করলো। সেখানে ভেন্ডি আলুকে লিখলো, খবরদার আর কোনো দিন আমাকে এমন ম্যাসেজ পাঠাবে না। তোমার লজ্জা থাকা উচিৎ। কারণ তুমি কত মোটা আর আমি কত স্লিম ও স্মার্ট। তোমার সাথে আমার ম্যাচিং হয় কীভাবে? ভেন্ডির এই ম্যাসেজটি পেয়ে আলু খুব মনে কষ্ট পেলো। অতঃপর আলু ঠিক একই ম্যাসেজ অন্যন্য তরী-তরকারীকে পাঠিয়ে দিলো। পরিশেষে আলু সব তরী-তরকারীকে তার প্রেমে পাগল বানিয়ে

ফেললো। এখন সেই মোটা আলু সব তরকারী এবং সব কিছুর সাথে ম্যাচিং হচ্ছে। বাসায় কিছু একটা থাকলেই হলো, আলুকে তার সাথে দিয়ে তরকারী বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। একেবারে কিছু না থাকেলে তৈল-মরিচ এবং পেয়াজের সাথে হলেও সেই আলু এডজাস্ট হয়ে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে। তাই কথা বলার সময় ভেবে চিন্তে বলা উচিৎ।

আমাদের সমাজে আরো একটি সমস্যা হলো, যাদের স্ত্রী মারা গেছে তারাও কিন্তু পুনরায় বিয়ে না করে বসে থাকে। কখনো সন্তানরা অথবা কখনো আত্মীয়-স্বজনরা কি মনে করবে, আবার কখনো তারা রাজি হচ্ছে না বলে সমাজের অনেকেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে না করে বহু কষ্টে বাকী জীবন পার করে দিচ্ছে। এটি কোনো ভাবেই ঠিক নয়। আবার অনেকে নিজেই লজ্জা করে বিয়ে করছে না। অথচ তিনি যখন অসুবিধায় পড়েন তখন না ছেলেরা বাবার খবর রাখে, না মেয়েরাই এসে বাবার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়। ততদিনে সবাই নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজেরাও বাবার সেবা যত্ন করে না, অন্যেকে দিয়েও তা করানোর ব্যবস্থা করে না। উল্টো দ্রুত সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বাপ মরার দো'য়া করে। তাই বলছিলাম, এ ধরনের পুরুষরা যদি বিয়ে করে ফেলেন তা হলে উল্লেখিত বিধবা নারীদের বাকী জীবন ইয্যাত ও সম্মানের সাথে কাটানোর একটি হালাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যারা এমন করবেন তারা শুধু স্ত্রী পাবেন না আখেরাতেও এর উত্তম বিনিময় পাবেন **ইন্ শা আল্লাহ্**।

যারা দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছে রাখেন কিন্তু উল্লেখিত কারণে পারছেন না, তারা একটি গল্প শুনুন। স্ত্রীরাও ভেবে দেখতে পারেন। একলোক দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বললেন, আমার দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ হবে তা কখনো ভাবতেও পারিনি। হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়াতে বন্ধুদেরকেও বিষয়টি জানাতে পারিনি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিয়ে করে যখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাসায় নিয়ে আসলাম তখন আমার প্রথম স্ত্রী খুশীর সাথে নিজের সতীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। ছেলে-মেয়েরা রাতে তাদের সৎ মায়ের সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো। নববধূ খুবই উত্তম চরিত্রের একজন নারী। তাই সেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘরের সবাইকে নিজ পরিবারের সদস্য ভাবতে লাগলো। তার সাথে আমার প্রথম স্ত্রীরসহ একটি শপিংমলের ক্যাফেটেরিয়াতে দেখা হয়েছিলো।

এটি কখন যে বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, তা আমি বুঝতেই পারিনি। আমার স্ত্রীই তাকে আমার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য বউ হিসেবে পছন্দ করেছে। এখানেই শেষ নয়, আমার প্রথম স্ত্রী আমাদের হানিমুনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখে আমাকে বললো, আমাকে নিয়ে যেভাবে হানিমুন করতে গিয়েছিলে তাকে নিয়েও সেভাবে চলে যাও।

প্রথম স্ত্রী আরো বললো, যদি টাকার প্রয়োজন হয় তা হলে আমি টাকার ব্যবস্থা করবো। এসব দেখে আমি অনেক্ষণ মনে মনে ভাবতে লাগলাম, তা হলে সমাজের কোন্ পরিবারে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে ঝগড়াঝাটি ও মারামারি হয়। কোথায় যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বিরাজ করে পরিশেষে প্রথম স্ত্রী ত্বালাক্ব হয়ে যায়? কারণ আমার দ্বিতীয় বিয়ের পর আমার পরিবার আমার কাছে জান্নাত মনে হয়। প্রথম স্ত্রীকে জান্নাতের হুরের মত লাগে। পরের দিন সকালে প্রথম স্ত্রী নিজ হাতে নাস্তা বানিয়ে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে খাইয়ে দিল। আমাদের দিকে ঠাট্টার চোখে তাকিয়ে দেখলো। আমি বলতে ভুলে গেলাম। বাথরুমের গিজার বন্ধ থাকার কারণে সে আগেই দুই বালতি গরম পানি বাথরুমে রেখে দিয়েছে। রাতে একপ্রকার জোর করে সে আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দিল।

এমন প্রশস্ত হৃদয়ের স্ত্রী ভাগ্যবান লোকদের কপালেই জুটে। পরের দিন দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে আমরা হানিমুনের উদ্দেশ্যে তুর্কি চলে গেলাম। যাওয়ার আগে প্রথম স্ত্রী আমাকে জানালো, তোমার অনুপস্থিতিতে বাচ্চাদের স্কুলের বেতন, বাসার কারেন্ট ও গ্যাস বিলসহ অন্যন্য কাজ সে আঞ্জাম দিতে পারবে। পরের দিন অবাক করা এক কান্ড দেখে আমি লজ্জায় মুখ লুকাতে লাগলাম। সকালে নাস্তার টেবিলে বসে দ্বিতীয় স্ত্রী বলে উঠলো, আমিই এখন আপনার জন্য তৃতীয় বউয়ের ব্যবস্থা করবো। এসব কাহিনী শোনানোর পর লোকটি বললো, ভাই আমি আসলে খুব লাজুক প্রকৃতির একজন মানুষ। তাই আমার জন্য দো'য়া করবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি পুরুষদেরকে বলবো, আপনারা সবাই নিজেদের পরিবারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সকল স্ত্রীর সাথে এমন ভালোবাসার আচরণ করুন। নিজের প্রথম স্ত্রীর মনে বিশ্বাস স্থাপন করুন। তার প্রতি আপনার ভালোবাসার গভীরতা জানান দিন।

এখানে বহু বিবাহ সংক্রান্ত সাউদীয়ানদের আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। সাউদীয়ানরা যখন খোশ মেজাযে থাকে তখন কার কয়টি বউ তা নিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়। একবার সাউদী আরবের গ্রান্ড মুফতি শায়খ বিন বায (রাহ.) এর সাথে কিছু নাদভী এমন একটি আলোচনায় ছিলেন। তিনি তখন তাদেরকে কার কয়টি স্ত্রী আছে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই যখন একটি বিয়ের কথা জানালেন, তখন তিনি খুবই আফ্সোস করলেন এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন! এক স্ত্রী নিয়ে একজন পুরুষ কীভাবে জীবন কাটায় তা ভাবতে লাগলেন। কারণ সাউদীয়ানরা এটি কখনো কল্পনাও করতে পারে না। শায়খকে তাদের এক বিয়ে নিয়ে এমন আফ্সোস করতে দেখে একজন নাদভী বলে উঠলেন:

(نَحْنُ مِنَ الْمُوَحِّدِيْنَ)

'আমরা একত্ববাদী'

শায়খ নি বায এটি শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন এবং বললেন:

(بَلْ أَنْتُمْ مِنَ الْمُخَوِّفِيْنَ)

'বরং তোমরা ভীত'

মূলতঃ বিষয়টি এমনই। যারা মনে করে স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না তাদেরকে আল্লাহ্ একটি বিয়েই করতে বলেছেন। শায়খ বিন্ বায এটিই বুঝিয়েছেন, কারণ উপমহাদেশের পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করতে পারে না। তাই একটি বউ নিয়েই জীবন কাটাতে হচ্ছে। পাঠকদেরকে বলবো, উপরোক্ত আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, তখন দেখতে পাবেন যে, ঐ আয়াতে স্ত্রীদের সাথে সাম্য বজায় রাখতে পারলেই কেবল বহু বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে বলে বলা হয়েছে। অন্যথায় বহু বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা পুরো কথাটি উল্লেখ না করে ইসলামের চার বিবাহের কথা বলে ইসলামকে অপবাদ দিয়েই চলছে। অথচ ইসলামে বহু বিবাহ করতে বলা হয় নাই। শুধু সুযোগ আছে বলেছে। তারপরও কিন্তু ইসলামের কথা বলে আমাদের সমাজের কিছু পুরুষ যত্র-তত্র বিয়ে করেই চলছে। এই জন্যই নারীরা মনে করে স্বামী এমন এক হাস্তির নাম, যেই হাস্তি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানুক আর না জানুক ইসলামে চারটি বিয়ে জায়েয এটি ঠিকই জানে।

অথচ ইসলামে স্ত্রীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক, এমন কি নিজেদের আনন্দ উপভোগেও সাম্য বজায় রাখতে হবে বলে নির্দেশ রয়েছে। দেশ-বিদেশের ভ্রমনেও স্ত্রীদের মাঝে সাম্য বজায় রাখাসহ তাদেরকে মাতৃত্যের অধিকার হতেও বঞ্চিত করা যাবে না বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে। যাতে করে কোনো স্ত্রী নিজেকে Hanging বা ঝুলে আছে মনে করতে না পারে।

তবে সত্য কথা হলো, যারা ইসলামের এই মহান শিক্ষাকে নারী ভোগের ইসলামী সনদ ও নারীদের নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করার ইসলামী তরীকা বলে আখ্যায়িত করে আসছে তারাই আবার রাতের আঁধারে হোটেল-মোটেল এবং সমুদ্র সৈকতে ভ্রমনে গিয়ে বাড়ীতে নিজের ২০/৩০ বছরের বিবাহিত জীবনের স্ত্রী রেখে নিজের মেয়ের বয়সী অন্য রমণীর মধু আহরণে ব্যস্ত জীবন কাটিয়েছে এবং এখনো কাটাচ্ছে। এদের সংখ্যা হাতে গোণে শেষ করা যাবে না।

তিক্ত হলেও সত্য, পশ্চিমাদের দেখানো পথে নারী যত হাঁটছে সমাজে বেহায়াপনাও তত বাড়ছে। পরিণতিতে নিজের ঘরের পুরুষ যালিম হয়ে যাচ্ছে, আর বাইরের পুরুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছে। অতঃপর শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, দিনে দুপুরে একে অপরের হাতে হাত রেখে Love & Touch বলে চলে যাচ্ছে। এসব তথ্যের জন্য খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। আপনার আশ-পাশের তথাকথিত প্রগতিবাদীদের আঙ্গিনায় প্রতিনিয়ত ঘটছে। যেমন করেছেন অতিপরিচিত একজন কথা সাহিত্যিক। তিনি ১৯৭৬ সালে বিয়ে করা স্ত্রী এক প্রিন্সিপ্যালের নাতনীকে ২০০৩ সালে ত্বালাক্ব দিয়ে নিজের ছোট মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করেছেন। শুধুমাত্র নিজের ছোট মেয়ের বান্ধবীকে পাওয়ার জন্য ২৮ বছরের বিবাহিত স্ত্রীকে ত্বালাক্ব পাঠিয়েছেন। এই দলের আরো বড় বড় রাঘব বোলায়দের মুখোশ উন্মোচনের জন্য ভারতে নির্বাসিত তসলিমার লেখা "ক" নামক বইটির পাতা উল্টিয়ে দেখা যেতে পারে। সম্প্রতি তাকেও ছাড়িয়ে গেছে আমাদের সমাজের উঁচু দরের দাবীদার কিছু লোকের জীবন।

দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে যে, নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের এক মহিলা কন্স্যুলারের আদরের স্বামী তাকে রেখে আমেরিকার

টপলেস ক্লাবে গিয়ে সন্ধ্যা ছয়টা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত তিন লাখ টাকা রুম ভাড়া দিয়ে পনের জন সুন্দরী নর্তকীকে নিয়ে আনন্দ স্ফুর্তি করেছে। প্রতিজন নর্তকীর প্রাথমিক ভাড়া হলো তিন লাখ টাকা। প্রতি ঘন্টায় তাদের ভাড়া বাড়তেও থাকে। শুধু এক রাতের জন্য নর্তকীদের ভাড়া পরিশোধ করতে হয়েছে ৭৫ হাজার ডলার। জাহান্নামের আগুনে আরো উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য যে সব ইন্ধন দরকার সেগুলো সরবরাহ করে উক্ত ক্লাব ১,২৯,৬২৬ ডলার তার কাছ থেকে আদায় করেছে।

উক্ত ক্লাবের মুখপাত্র লোনি হেনভার বলেছে আমাদের এখানে রাজা বাদশা ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসে তারা এই ধরনের বিল হর হামেশা পরিশোধ করে আসছে। উক্ত কন্সোলারও তার আদরের স্বামী ও গুণধর নারী খেকো লোকটির দ্বিতীয় বউ। তার এই লম্পটপনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে বলেছে এটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটিই হলো প্রগতিশীলদের দরবারে নারীদের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা এবং সমান অধিকারের বাস্তব নমুনা। এ ভাবেই তাদের পারিবারিক জীবনে নারী উন্নয়নের স্রোতের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তারপরও তাদের বক্তৃতা বিবৃতি সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে **"ইসলাম নারী অধিকার হরণ করেছে"** বলে চেঁচামেচি চলছে প্রতিনিয়ত। তবে আমরা বলবো হ্যাঁ, ইসলাম এমন নির্লজ্জ অধিকার শুধু হরণই করেনি; বরং এমন লম্পটদেরকে পাথর মেরে শাস্তি দেয়ার বিধানও রেখেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীলদের এমন চেঁচামেচির কারণ বোঝার জন্য একটি গল্প শুনুন।

আমার প্রতিবেশী এক বন্ধুর একটি মোরগ ছিলো। প্রতিদিন ঊষালগ্নে ভোরের আলো ফুটার আগে সেই মোরগটি ডাকাডাকি করে পুরো মহল্লার লোকদেরকে ঘুম হতে জাগিয়ে তুলতো। একদিন হঠাৎ তার আওয়াজ আর শোনা গেলো না। অতঃপর আমি সেই বন্ধুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে জানালো, প্রতিবেশীরা মোরগের ডাকে ঘুম হতে উঠতে চায় না। তারা কাকের ডাক অথবা দুধওয়ালার কলিংবেল শুনে ঘুম হতে জাগতে চায়। কিন্তু মোরগটি ভোরে ডাক দিয়ে তাদেরকে প্রতিনিয়ত বিরক্ত করে। এ কারণে আমি সেটিকে আজ জবাই করে ফেলেছি। এটি শুনে আমি তখন বুঝতে পারলাম, যে ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে তার জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। কি বুঝলেন?

যারা আজ নারী অধিকারের প্রবক্তা এবং নিজেদের আঙ্গিনায় নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত বলে দাবী করছে তাদেরকে তাদের স্ত্রীরা কোনো প্রশ্ন করলেই ক্ষেপে যায়। অন্যের স্ত্রী প্রশ্ন করলে সেই একই পুরুষের পান্ডিত্য প্রকাশ পেতে থাকে। যেন তিনি বিদ্যার সাগর। তাদের বিস্মিত মানসিকতা এবং তাদের কাছে নারীর মর্যাদা কেমন দেখুন। যে পুরুষ নিজ স্ত্রীর জন্য গাড়ির দরজা খুলে দেয় তাকে আত্মসম্মানহীন পুরুষ মনে করে তারা। যে নিজ স্ত্রীর বসার জন্য চেয়ার এনে দেয়, তাকে দুর্বল পুরুষ মনে করে। যে পুরুষ নিজ স্ত্রীর সহযোগিতার জন্য বাসা-বাড়িতে সন্তানের দেখা-শোনা করে তারা তাকে স্ত্রীর গোলাম মনে করে।

মোটকথা, যে কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাহায্যে হাত বাড়ালে তাকে এটি সেটি বলে তারা হাসি তামাশা করে। আর যে ইসলামের বদনাম করাকে নিজেদের মিশন-ভিশন বানিয়ে নিয়েছে সেই ইসলামের প্রবক্তা রাসূল (স.) এর স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণ দেখুন। হাদীসটি ইমাম বুখারী এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ)[১১১]

'আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে সাফীয়্যার জন্য একটি আবায়া বিছিয়ে দিতে দেখলাম। তারপর রাসূল (স.) উটের উপর নিজ হাঁটুদ্বয় মেলে দিয়ে বসতেন আর সাফীয়্যাহ তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে তার সাথে তার পেছনে আরোহণ করতেন।'

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম তার অনুসারীদেরকে নারীর ইয্যাত দিতে শিখিয়েছে। মানব সম্প্রদায়ের মাঝে সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলেই ইসলাম বহু বিবাহ প্রথাকে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে বাস্তবায়নে কঠোর শর্তারোপ করেছে। ইসলামের এই কঠোরতার কারণে বহু বিবাহ প্রথা শারী'য়াতের বৈধতা থাকার পরও উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে এর প্রচলন নেই বললেই চলে। সমাজে

١١١- رواه البخاري، رقم الحديث: ٤٢١١

অর্থনৈতিকভাবে সামর্থবান ও শারীরিকভাবে সুস্থ্য একাধিক স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা পূরণের সামর্থ রাখার পরও এটিকে কেউ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ইসলামের এই বিধানকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল বলে আমরা মনে করি। মূলতঃ স্ত্রী সঙ্গদানে অপারগ হলেই কেবল একজন পুরুষ বহু বিবাহ করতে চায় অন্যথায় এর কাছেও যেতে চায় না। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, এটি কখনো কখনো অনুমতির গন্ডি পেরিয়ে সমাজকে সুষ্ঠু ও নির্মল রাখার জন্যও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে 'বিয়ে' নামক আমার একটি বই ছাড়াও ১৯৯৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ ঢাকার সাপ্তাহিক সোনার বাংলা **"বহু বিবাহ প্রথা ও ইসলামী আইন"** শিরোনামে প্রকাশ করেছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণে তদানীন্তন সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা তিনগুণ বেশী হয়ে গিয়েছিলো। তাই সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাসহ অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণে খ্রিস্টান ধর্ম ও তার পাদ্রীরা সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। অতঃপর যা হওয়ার তাই হলো। একজন পুরুষের কাছে অসংখ্য নারী তার শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য ভীড় করেছিলো। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মেয়েদের বাবারা তাদের কন্যাদের Boy Friend কে স্বাগতম জানিয়ে নিজের বাড়িতে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলো। Boy Friend নামক কালচারের জন্ম সেখানেই নিয়েছে। কি বুঝলেন? কত বেশী দূর্গন্ধযুক্ত একটি টার্ম আজ শুধু বিধর্মীদের নয়, মুসলিম উম্মাহ্‌র ধনীর দুলালীদেরও ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমান সমাজের উপরতলা আর নীচতলা, আমতলা ও জামতলার ধনী-গরীব সবাই আজ আধুনিকতা ও ফ্রিমাইন্ডের নামে নিজের স্ট্যাটাস হিসেবে সেই Boy friend culture কে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ যাকে আজ সানন্দে গ্রহণ করা হচ্ছে তার ইতিহাস কত দুর্গন্ধময় একটি ইতিহাস তা অনেকেরই অজানা।

তাই বলছিলাম, যার জন্ম এমন অন্ধকারে তার কাছে আলোর আশা করা বোকামি নয় কি? আর এই কারণেই এই যুগের বয়ফ্রেন্ডরা তাদের

গার্লফ্রেন্ডদেরকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে অত্যন্ত নির্মমভাবে যত্রতত্র হত্যা করে ফেলছে। অথবা ব্যবহার শেষে টিস্যু পেপারের মত রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্যে ছুঁড়ে মারছে। অনেক সময় ডাস্টবিনও খোঁজার প্রয়োজন মনে করছে না। আর কিছুই না হলে উভয়ে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। যে কোনো সময়ে গুনাহের সাগরে ডুবে যাবে। তাই এই জগতের অধিবাসীদেরকে বলতে চাই, মনে রাখবেন, প্রেম কাউকে ধ্বংস করে ফেলে এটি কখনো বিশ্বাস করবেন না। এটি একটি মিথ্যা কথা। প্রেমিক নিজেই ধ্বংস হয়ে যায় প্রেম পেতে পেতে। আর যে প্রেম দিতে থাকে সে মনে মনে কী বলে জানেন? আমি আমার ধৈর্যের কথা আর কী বলবো! আমি যাকে ভালোবাসি সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে অন্য কাউকে পাওয়া জন্য। অতএব বয়ফ্রেন্ড পরিচয় দেয়ার আগে এটি একটু স্মরণ করা দরকার বলে আমরা মনে করি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? তাই এ সব দেখে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অতঃপর আমি সব সময় আতঙ্কে থাকি, আমাকে না কেউ এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার চোখের অশ্রু যদি তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকে তা হলে গড়িয়ে পড়লো কীভাবে?

আমি নারীদের উপযুক্ত পোশাক না পরা, বা আপত্তিজনক অবস্থায় ঘুরা-ফেরা করায় যতটুকু না আশ্চর্য হই, তার চেয়েও অনেক বেশী দুশ্চিন্তায় থাকি তাদের বাপ-ভাইয়ের ব্যাপারে। কারণ যে পরিবার হতে এমন পোশাক পরে একজন নারী তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বের হতে পারে তারা কোন্ চরিত্রের? কারণ এমন পরিবারের পুরুষদেরকে শারী'য়াতে দাউয়্যুছ বলা হয়েছে। তারা হয়ত জানেই না দাউয়্যুছ কাকে বলে। দাউয়্যুছিয়্যতের অপর নাম হলো ফিস্টুলা বা ভগন্দর রোগ। এই রোগে আক্রান্ত আজকের সমাজের ৯০% পরিবার। অর্থাৎ নিজের পরিবার পরিজনের মাঝে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা দেখে যারা চুপ থাকে। এমন পরিবারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের দিকে তাকাবেন না। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী এভাবে উল্লেখ করেছেন:

(عن عبد الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.)[১১২]

---

[১১২]- مسند أحمد بن حنبل: ٥٣٧٢ و صححه الألباني

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, তিন ধরনের মানুষের উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তারা হলেন, ১. মাদকাসক্ত ২. মা-বাবার অবাধ্য ৩. দাইয়্যুছ যে নিজের পরিবারে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে মেনে নেয়।'

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে, ইসলামের দৃষ্টিতে একজন পর্দাশীল ও লজ্জাশীল অশিক্ষিত নারী ঐ নারী হতে হাজারগুণ উত্তম, যার ডিগ্রী আছে এবং ভার্সিটির প্রফেসরও বটে, কিন্তু পর্দা ও লজ্জা নেই। তাই মধুর প্রতি মৌমাছিরা যেভাবে ছুটে বেড়ায়, পর্দা ও লজ্জা না থাকার কারণে এমন নারীর প্রতিও অলি-গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজের বাদাইম্মা ও চরিত্রহীন বখাটেরাও ছুটে যায়। আর বলে উঠে আহ্! চাঁদ কা টুকরা যা রাহা হ্যায়!! কারণ তারা মনে করে নারীর অস্তিত্বেরও একটি বিশেষ রঙ আছে। পেয়ে গেলে তখন আর দেখা যায় না। আর পাওয়া না গেলে সেই রঙ ছাড়া আর কোনো রঙই ভালো লাগে না। **নাউযু বিল্লাহে মিন যা-লিক।**

এই প্রসঙ্গে পাঠকদেরকে আরো একটি কথা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলার প্রয়োজন মনে করছি। তা হলো, এদের শুধু গুনাহ্ হচ্ছে বিষয়টি এমন হয়। এদেরকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমাও করবেন না বলে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)[১১৩]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের প্রত্যেকের গুনাহ্ মাফ হবে, তবে যে প্রকাশ্যে গুনাহ্ করে অথবা গুনাহ্ করে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, তার গুনাহ্ মাফ হবে না। প্রকাশ্যে গুনাহ্ করা বা গুনাহ্ করে বলে

---

[১১৩] - رواه البخاري، رقم الحديث: ٦٠٦٩

বেড়ানো হলো, এমন একজন লোক, যে রাতে কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, আল্লাহ্ তা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সকালে লোকটি বলে বেড়ায় যে, হে অমুক অমুক, শোনো! গত রাতে আমি এমন এক কাজ করেছি! অথচ তার রাতের গুনাহ্ আল্লাহ্ আবরণের আড়ালে গোপন করে রাখলেন। আর সকালে সে নিজেই আল্লাহ্র সেই আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে নিজের অন্যায় কাজের কথা ফাঁস করে দিলো।'

তারপরও আজকের মুসলিম সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল ও নারীবাদীরা শুধু গুনাহ্ করছে না, তা প্রকাশ্যে বলে অন্যদেরকেও এসব পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। তাই তারা মৌলিকভাবে মেনে নিয়েছে যে, স্ত্রী হবে শুধু একজন। তবে Girl Friend হাজার হলেও কোনো অসুবিধা নেই। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ফেসবুক নামক ফাসাদবুকটি এসব বেহায়াপনাকে আরো সহজলভ্য করে দিয়েছে। তাই এসব ফ্রেন্ডদের ভাষা-পরিভাষা এবং আচার-আচরণে এর কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। যেহেতু একেই ফুলে হাজারো ভ্রমরের উন্মুক্ত বিচরণ চলছে তাই এইড্স তো হবেই। ইসলামের দেয়া বিধান চার স্ত্রী রাখার অনুমতিকে তাদের কাছে নারীর অবমাননা মনে হলেও হাজার Girl Friend নিয়ে বাসা-বাড়ি ও হোটেল মোটেলে Live together হলো প্রগতিশীলের নমুনা। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সব বেলাল্লাপনাকেনারী প্রগতি ও নারী উন্নয়ন বলে International Certificate ও দেয়া হচ্ছে। হায়রে নারী! হায়রে নারী স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা!!

মনে রাখবেন, সত্যিকারের পুরুষ যে নারীকে ভালোবাসে তাকে স্ত্রী বানিয়ে লুকিয়ে রাখে। যাতে করে তার প্রতি কারো দৃষ্টি না পড়ে। তারা একে অপরকে সারাক্ষণ কাছে পেতে এবং কাছে রাখতে চায়। তেমনই এক দম্পতি একবার এক চাঁদনী রাতে একে অপরের থেকে একটু দূরে বাসার ছাদে বসে গল্প করছিলো। স্বামী রোমান্টিক হয়ে স্ত্রীকে বললো, ডার্লিং একটু কাছে এসো না। স্ত্রী কোনো উত্তর না দিয়ে বসে আছে। স্বামী তখন বলে উঠলো তুমি কানে কম শুনো? স্ত্রী বলে উঠলো তুমি কি ল্যাংড়া? তুমি আসতে পারছো না? এটিকেই বলে সত্যিকারের ভালোবাসা। আজকের নারী অধিকারের প্রবক্তারা কোনো নারীকেই পর্দার আড়ালে রাখতে চায়

না। মূলতঃ যেই নারীকে অন্যের আড়ালে রাখে না সেই নারীকে তারা নিজেদের অন্তরেও স্থান দেয় না। তাকে তারা শুধু ব্যবহার করে। অন্যদের সামনে দেখিয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করে। অন্যদেরকে বুঝাতে চায় যে, তাদের কাছে সুন্দরী নারী আছে। কিন্তু সেই নারী পুরো জীবন তাদের ব্যবহারের জিনিস হয়ে থাকে।

আশ্চর্যের কথা হলো, ইসলামের বাত্লানো মতে ও পথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে একজন পুরুষ সকল দায় দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে চার জন স্ত্রী রাখার ইচ্ছা পোষণ করলেই তথাকথিত প্রগতিশীলদের অঙ্গনে হৈ হৈ কান্ড রৈ রৈ ব্যাপার ঘটিয়ে সিগমা হুদাদের সরণাপন্ন হওয়াকে তারা নিজের দায়িত্ব মনে করেছে। অথচ এর বিপরীতে কোনো ধরনের দায় দায়িত্ব ছাড়াই শুধু নারী ভোগের উদ্দেশ্যে অসংখ্য Girl Friend নিয়ে এখানে সেখানে এক দুই রাত নয়, পুরো জীবন Live together কে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন মনে করা হচ্ছে। এসব দেখে আমরা বলবো, প্রগতিবাদীরা ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদেরকে গাল মন্দ যতই করুক না কেন, ইসলাম তার শিক্ষাকে কারো কাছ হতে Verify বা সত্যায়ন করা অথবা কারো কোনো Certificate এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। তাই আজও যদি সামাজিক প্রয়োজন ও যুব সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় রোধে অনুমতির সীমা ছাড়িয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা হলে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর ইসলাম বহু বিবাহ প্রথা প্রয়োগ করবে। আমার এমন আলোচনা একপেশে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। আমি বহু পড়াশোনা করে উপরোক্ত কথাগুলো তুলে ধরলাম। যারা সত্য উপলব্ধীর সাহসিকতা হারিয়ে ফেলেছে তারা আমার এই আলোচনা মানতে পারবেন না এটি আমি ভালো করে বুঝি। তারা উল্টো বলবেন, আমি বিতর্কিত কথা-বার্তা বলছি।

কারণ ক্বোরআন-সুন্নাহ্ এবং বাস্তবতার আলোকে আলোচনা করলে যাদের পারিবারিক জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখনই তারা বলে ওঠে এসব বিতর্কিত কথা। তাই এমন মনোভাব যারা পোষণ করেন তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, ইল্‌ম বা জ্ঞানের উত্তর জ্ঞানের মাধ্যমেই দিতে হবে। দলীলের জাওয়াব দলীলের মাধ্যমেই দিতে হবে। মানুষ যখন এই দু'টি হতে খালী হয়ে যায়, তখন গালাগালি এবং সন্ত্রাসী কর্ম কান্ডের আশ্রয় নেয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ নারী স্বাধীনতার ঝান্ডা বহনকারীরা এইড্স এর মত মরণব্যাধিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার মাধ্যমে আফ্রিকান দেশ সমুহসহ তৃতীয় বিশ্বে ঔষধ সরবরাহকারী আমেরিকান কোম্পানীদেরকে কোটি কোটি ডলার দেয়া হচ্ছে। Subsidy নাম ব্যবহার করে ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসব অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। তারা ঔষধের দাম বেশী রেখে এই অর্থ হালাল করার ব্যবস্থা করেছে। উক্ত সব কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে আমেরিকার অনেক হর্তা কর্তাও জড়িত। তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামস্ফেল্ডও কয়েকটি কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিল। আফ্রিকান অঞ্চলে এইড্স প্রতিরোধক ঔষধ ক্রয় বাবত আমেরিকান কোম্পানীগুলো যে পরিমাণ ডলার নেয় তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে ইন্ডিয়ান কোম্পানী জাতিসংঘকে ঔষধ দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমেরিকান লবিরা এই প্রস্তাবের চরম বিরোধীতা করেছে।

অন্যদিকে তারা তাদের পঁচা সভ্যতার পুরোটাই তৃতীয় বিশ্বে পাঠিয়ে দিয়ে সরল সহজ মানুষদেরকেও আজ উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় মাতাল করে দিয়েছে। তাই Animal Sex, Homo Sex, Group Sex & Lesbian এখানকার সাধারণ নারীও বুঝতে সক্ষম। তবে এখন ইন্টারনেটের বদৌলতে পৃথিবীর ধনী-গরীব সব দেশের সকল নাগরিকরা এসব বেহায়াপনা সম্পর্কে অবগত। তারাও পৃথিবীব্যাপী এসব নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকান্ড ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো। কারণ তারা এটির প্রচার ঘটিয়ে নিজেদের ব্যবসাকে যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। তাই নারী স্বাধীনতার নামে তাদের আজ এত সব আয়োজন। যার পরিণতিতে পাশ্চাত্যের উপহার হিসেবে এইড্স এর আগমনের কারণে শুধু ভারতেই এর সংখ্যা আগামী ২০২০ সাল পর্যন্ত এককোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের দেশ বাংলাদেশ,যার ৯০.৪% মুসলমান সেখানের মানুষকে এই মরণব্যাধি হতে রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। তাই বলছিলাম, পবিত্র কোরআনের ভাষায় আমাদেরকে খায়রা উম্মাতিন বা শ্রেষ্ঠ উম্মাতের বাস্তব নমুনা পেশ করে এই দেশ ও জাতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। মুনাফিক্বদের দ্বারা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের আশা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর

কিছুই নয়। আল্লাহ্ ক্বোরআনে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি যেমন ঘোষণা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি আমাদেরকে একটি দায়িত্বও দিয়েছেন। এসম্পর্কে ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾[১১৪]

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত। মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমারা সৎকাজের নির্দেশ দান কর। অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস কর।'

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা এই চিরন্তন ঐশী সনদের বাস্তব নমুনা পেশ করেত ব্যর্থ হলে সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন আমাদের দেশেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মত এই মরণব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। প্রবন্ধের শেষে এসে আমার একটি গল্প মনে পড়েছে। গল্পটি হলো: এক ব্যক্তি একবার প্রচন্ড শীতের মধ্যে একটি বিড়ালকে বরফের পানি দিয়ে গোসল করাচ্ছিলো। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তখন একটি লোক এই দৃশ্যটি দেখে বললো ভাই, শীতে বিড়ালটি মারা যাবে। কিন্তু সে তার কথা শুনলো না। ঐ লোকটি কিছুক্ষণ পর যখন ফিরছিলো তখন দেখলো বিড়ালটি মরে গেছে এবং লোকটি তার পাশে বসে কাঁদছে। তখন ঐ লোকটি বললো, ভাই আমি তোমাকে এমন করতে নিষেধ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঠান্ডায় বিড়ালটি মারা যাবে। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না। দেখলে এখন বিড়ালটি মারা গেল। লোকটি উত্তরে বললো, ভাই বিড়ালটি ঠান্ডায় মারা যায়নি, আমি শুকানোর জন্য তাকে খুব জোরে নিংড়াতে ছিলাম তাই মারা গেছে।

গল্পকার যখন এই গল্প বলছিলো তখন তার এক বৃদ্ধা ফুফিও দূর হতে গল্পটি শুনতেছিল। বিড়ালের মৃত্যুর কথা শোনে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো **হায় হায়! মরদুদ কোথাকার!!** বিড়ালটিকে মেরে ফেললো। আর বার বার চিৎকার করে বলতে লাগলো তাকে নিংড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল এভাবে রেখে দিলেই তো সে শুকিয়ে যেত। তার এই অবস্থা দেখে গল্পকার লজ্জা পেল এবং আস্তে আস্তে বললো, ফুফি এটি বাস্তব নয়, এটি একটি গল্প।

১১৪- সুরাতু আলে্ ইমরান, আয়াত নং-১১০

এরপর কিছুক্ষণ ফুফি চুপ করলেও আবার চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো তাকে নিংড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল এভাবে রেখে দিলেই তো সে শুকিয়ে যেত। দীর্ঘক্ষণ তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো, এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, তাকে নিংড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল এভাবে রেখে দিলেই তো সে শুকিয়ে যেত।

আল্‌হামদু লিল্লাহ্ আজও আমাদের আঙ্গিনায় অনুরূপ অসংখ্য মা ও ফুফি রয়েছে যারা গল্পেও যদি কোনো যুল্‌ম অত্যাচারের কথা শুনে তখন চিৎকার দিয়ে এর প্রতিকার চায়। ঘটনাটি যত অবাস্তই হোক না কেন, তারা এর প্রতিবাদ জানায়।

এই গল্প শোনে মানবতার চির শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ইরাক, মিস্‌র, শিরিয়া, ইয়ামান, কাশ্মির, বর্মা, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও বর্মার রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের কথা ভেবে দেখুন, যুল্‌ম অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠবে যারা আজ নিজেদেরকে সভ্য জাতি, উঁচু শিক্ষিত এবং বিশ্বমোড়লের দাবী করছে তারাই নিরপরাধ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কাল্পনিক কোনো বিড়ালকে হত্যা করছে না। তারা পৃথিবীব্যাপী মানবতার জানাযা বের করে মানব রক্তের হোলি খেলতে শুরু করেছে। আর আমরা **খায়রা উম্মাতিনের** সনদধারীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছি।

কারণ বুশ-ব্লেয়ার, ট্রাম-টমি, ফ্রাঙ্ক-কলিন পাওয়েল ও রামস্‌ফেল্ড, সুচি আর মুদিদের এমন নরম স্বভাব, নরম প্রকৃতি এবং দয়ালু ফুফির কোলে বড় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি যিনি তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র, মানবতাবোধ, মানবীয় গুণাবলীসহ মানব সভ্যতার বীজ রোপন করে তাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে গড়ে তুলতেন। তা হয় নাই বলে পশ্চিমা সভ্যতা আজ একটি অসভ্যতা ও পশ্চিমারা একটি বর্বর গোষ্ঠী এবং হতভাগা ও বদনসীব সমাজে পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজ এখনো অনেকাংশে সভ্য ও বা-নসিব। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপহার **"এইড্‌স"** কে প্রতিরোধ করতে হলে ইসলামকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এর করালগ্রাসে পুরো জাতিকে গিলে ফেলবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন, এবং ঈমান ও 'আমলকে হিফাযাত করুন। **আ-মী-ন**।

পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে রক্তাক্ত মানব সমাজ

আধুনিক ও আধুনিকতা প্রকাশ করতে যেই কেউ ভালোবাসে। তবে একজন ঈমানদার মুসলমান শুধুমাত্র আধুনিক বা আধুনিকতা হলেই সব কিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে পারে না। কারণ তাকে দ্বীন-ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি, নীতি ও নৈতিকতাসহ আধুনিকতার আগাম ম্যাসেজ কি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিম সমাজ ও পরিবারে কতটুকু গ্রহণীয় ও বর্জনীয় তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবতে হয়। তাই ১৮৯২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত **'নাদওয়াতুল উলামা'** একটি স্লোগান দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্কে একই প্লাটফরমে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে ছিলো। নাদওয়াতুল উলামার কর্ণধাররা সেদিন যে স্লোগান দিয়ে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে ছিলো তা ছিলো:

(شِعَارُنَا الْوَحِيْدُ إِلَى الإِسْلَامِ مِنْ جَدِيْدٍ،
اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْجَدِيْدِ النَّافِعِ)

'আমাদের একক বৈশিষ্ট্য হলো অতীতের ভালোগুলোর সাথে বর্তমানের উপকারী বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ইসলামের দিকে পুনরায় ফিরে আসা।'

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের মুসলিম সমাজে এমন কিছু নামধারী মুসলমান রয়েছে, যারা তাদের দ্বীন ও ধর্ম নিয়ে ভাবা তো দূর কী বাত, যেসব ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক গন্ডিতে রয়েছে সেগুলোর গলায়ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে ছুরি চালিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে মডার্ন হিসেবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাঝেও এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ইসলামিক দাবী করার পরও পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভাসতে ভালোবাসে। নিজেকে পশ্চিমা পশ্চিমা ভাবতে কমপোর্ট ফিল করে। তাই সুযোগ বুঝে নিজেদের স্বার্থে জায়েযকে না জায়েয, হালালকে হারাম, বৈধকে অবৈধ, অপসংস্কৃতিকে সংস্কৃতি, বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচারকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিষ্প্রয়োজনকে প্রয়োজন বলে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য পাঠকদেরকে এখানে একটি ঘটনা না বলে পারছি না। চট্টগ্রামের একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইসলামী আন্দোলনের এক ভাইয়ের বিয়েতে আমাকে একবার স্ব-পরিবারে দা'ওয়াত দেয়া হলো। সেই বিয়েতে গিয়ে দেখলাম ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী, মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সবাই নতুন বউ দেখার জন্য এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সবাই সমান উৎসবে মেতে উঠেছেন। কলিগের বউ হলেও চক্ষু শীতল করছেন সবাই। অন্যদিকে আমার মত যারা এটিকে না-জায়েয মনে করে দূরে অবস্থান করছিলেন তাদেরকেও অন্যরা বউ দেখতে এই বলে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, মাওলানারা সবাই দেখছেন আপনারা দেখবেন না কেন? কলিগের বউ দেখতে অসুবিধা নেই।

আরেকজন ফাত্ওয়া দিয়ে দিলেন যে, নতুন বউ বিউটি পার্লার হতে সেজে আসার কারণে তার আসল রূপ বোঝা যায় না। তাই নতুন বউ দেখা সবার জন্য জায়েয। এভাবে যার যার মত করে মনগড়া ফাত্ওয়া দিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু একজন আলেম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী এবং কলিগের বিয়ে, তাই এক ভদ্রলোক তার অনার্স পড়ুয়া তরুণী স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে উক্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে বোরক্বা পরিয়ে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার স্ত্রী যখন সে আলেমের নববধূকে রাজ কন্যা সেজে বে-পর্দায় স্টেজে বসে থাকতে এবং অন্য আলেম এবং কলিগরা সবাই তার তাওয়াফ করছে দেখলো তখন বাসায় ফিরে এসে রাগে ক্ষোভে বোরক্বা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গেলো। আর বলে উঠলো তোমাদের জানা ইসলামের রূপ এমন?

বিয়ের পর হতে মায়া-মমতার মাধ্যমে স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর রোপনকৃত ইসলামী বীজ হতে চারা গজানোর পূর্বেই এই বিয়েকে কেন্দ্র করে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেলো। তাই স্ত্রী তার স্বামীকে বললো, তোমার ইসলামপন্থী কলীগরা কীভাবে বিয়ে করছে দেখে এসেছি। তাদের বউয়ের চারদিকে বেগানা পুরুষরা কীভাবে তাওয়াফ করে চক্ষু শীতল করছে তাও দেখে এসেছি। মনে হচ্ছিলো যেন তারা নতুন বউ দেখে নিজেদের অপ্রাপ্তির হিসাব মিলাচ্ছে। আর আমাকে তুমি আখেরাতের হাইকোর্ট দেখাতে এসেছো। এটি ইসলাম? এমন ইসলাম আমার জানা ছিলো না। এটিই যদি

ইসলাম হয় তা হলে এমন ইসলামের আমার দরকার নেই। কারণ আমি প্রাক্টিসিং মুসলিম নারী না হলেও কিন্তু আমার জানা ছিলো যে, নারীর বে-পর্দা হওয়াটা গুনাহ্। অতএব তুমি আমাকে আর কখনো বোরাক্বা পরতে বলবে না। তবে মনে রেখো, তুমি বললেও আমি আর বোরক্বা পরবো না। সত্যিই তাই হলো, পরের দিন বউভাত অনুষ্ঠানে তিনি তার বউকে কোনো ভাবেই বোরক্বা পরাতে পারলেন না। সে বোরক্বা ছাড়াই শুধু শাড়ি পরেই বউভাত অনুষ্ঠানে চলে গেলো। বিষয়টি অনুসন্ধানে নেমে উপরোক্ত কথা গুলো জানতে পারলাম।

আরেকটি অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম সৌদী আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন ভাইয়ের বউ নারী-পুরুষ সবার সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি আরামে কবির ভঙ্গিতে কবিতা আবৃতি করছেন। উপস্থিত আলেম-ওলামা কেউ যেহেতু এসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলেননি তাই বিষয়টি অনেকে মেনে নিতে না পারলেও নীরবে হযম করতে তাদের কষ্ট হয়েছে। অন্য আরেকটি অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম, একজন মহিলা দা'ওয়াতী কাজকে এত বেশী গুরুত্ব দেন যে, তার এক নিকটাত্মীয়ার বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করার সময় তার কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা এবং তিনি থাকতে পারবেন কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অথচ চারকিজীবী তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজনরা থাকতে পারবেন কি পারবেন না সেটি কোনো বিবেচ্য বিষয় না হলেও তার উপস্থিতি নিশ্চিত করেই বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বিয়েতে গিয়ে দেখা গেলো তার মধ্যে ইসলামের 'ই' ও নেই। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে ইসলাম ও ইসলামের বিধান পর্দাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হতে তাড়িয়ে দিয়ে বে-পর্দার মহিলাদের নিয়ে দল বেঁধে নতুন বরকে বরণ করার জন্য গেইটে গিয়ে হাযির হয়েছেন।

এ ধরনের লোকেরাই আবার অন্যের মেয়ের হাতের নখ এবং ছেলের মাথার লম্বা চুল দেখে ইসলামের শতভাগ স্প্রীরিট নিয়ে যত্রতত্র প্রতিবাদ করে নিজেদের ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দিয়ে থাকেন। শত শত পুরুষের মাঝে খাবারের আসরে গিয়ে নতুন বরের জন্য সাগরানা সাজানোর তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতি পালন করে নিজেদের আধুনিকতার পরিচয়ও

দিয়েছেন। এসব নিয়ে কোথাও কোথাও বিচ্ছৃঙ্খলাও সৃষ্টি হচ্ছে। পরবর্তীতে দল বেঁধে একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য তেড়েও যাচ্ছে। আবার কেউ আক্রমণের শিকারও হচ্ছে। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুরুব্বিদের হস্তক্ষেপে কেউ প্রাণেও বেঁচে যাচ্ছে। এমন ঘটনা আমি একবার সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি।

তাই বলছিলাম, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পারিবারিক যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলেই তাদের অন্তরে লালিত ঈমান ও ইসলামের বর্তমান বুঝ কত ডিগ্রী এবং জানা ও মানার মধ্যে কত পার্থক্য তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ **ঈমান বিল্ কুফর** এর প্রভাবে প্রভাবিত তাদের **ঈমান বিল্লাহ্** তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এমন ঈমান নিয়েই আমরা অন্যকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে থাকি। হয়ত এই কারণেই আমাদেরকে দেখে কেউ ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পায় না।

অথচ আমরা নিজেদের পরিবারকে খাঁটি ইসলামী পরিবার বলে দাবীও করি। কোথাও ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরোধী কিছু দেখলে খুবই ব্যথিত হই। আমাদের ভুল ধরে কেউ প্রশ্ন তুললে আগুনে বেগুনে জ্বলেও উঠি। এটি এখন শতভাগ পরীক্ষিত। এহ্তেসাব বা Self criticism নামক কঠিন একটি পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে দীর্ঘ এক পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেও আমাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। আমাদের মত করে কেউ দা'ওয়াতি কাজ না করলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না, এমন কথা সমাজের ভয়ে না বললেও তাদের কোনো অবদানকে আমরা কোনো ভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। গির্জার পাদ্রীদের মত আমরা মনে করি আমাদের হাতে শেক্কুল গোফরান বা ক্ষমার সনদ রয়েছে। আমাদের নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের সঠিক শিক্ষার আলোকে বক্তব্য রাখা হলে তখন আমরা ক্ষেপে উঠি। ছোট বেলায় শুনেছিলাম, মন্দিরের পূজারী ও গির্জার ফাদারদের নাকি কোনো গুনাহ্ নেই। তাই তারা যা খুশী তা করতে পারে। এখন দেখছি আমাদের বেলায়ও এটি শতভাগ সত্য।

এ প্রসঙ্গে একজন উর্দু কবির কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি মুসলিম উম্মাহ্র এই দুরাবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন:

অন্যরা মূর্তি পূজা করলে কাফের
যে আল্লাহ্‌র সন্তান আছে বলে দাবী করে সে কাফের
যে আগুনকে সাজদাহ্ করে সে কাফের
এবং যে চন্দ্র সূর্য ও তারকারাজির পূজা করে সে কাফের
কিন্তু মু'মিনের রাস্তা এত বেশী প্রশস্ত যে,
সে ইচ্ছে মত যার তার পূজা করতে পারে।

আমি এখানে কাউকে ছোট করা বা বড় করার জন্য উল্লেখিত কথাগুলো বলিনি। তাই কেউ নিজের উপর টেনে নিয়ে মন খারাপ করে লেখকের বিরুদ্ধে গাল-মন্দের ঝড় তুলবেন না। কারণ ইখতেলাফ এবং শিষ্টাচার সব সময় এক সাথে চলতে পারে। তবে শর্ত হলো মতবিরোধকারী কখনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারবে না এবং যার সাথে মতবিরোধ করা হচ্ছে তাকেও প্রশস্থ হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষা যদি আপনাকে বিরোধীতার আদব না শেখায়, আপনার মুখের ভাষা সুন্দর না করে, প্রতিপক্ষের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হতে আপনাকে বিরত না রাখে, রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাঝে পার্থক্য না শেখায়, নেতাদের না-জায়েয অনুসরণ হতে না বাঁচায়, প্রপাগান্ডা এবং বাস্তবতার মাঝে দূরত্ব অনুধাবনের মানসিকতা সৃষ্টি না করে তবে আপনাকে বুঝতে হবে সেই জ্ঞান ও শিক্ষা কোনো শিক্ষাই নয়। আপনি শিক্ষার নামে শুধু ধোকা ও প্রতারণা শিখেছেন। তাই আপনাকে মানুষ শিক্ষিত মূর্খ হিসেবে জানে। মনে রাখবেন, আখলাক হলো একটি দোকান, আর মুখ হলো সেই দোকানের তালা। যখন সেই তালা খোলা হয় তখন বোঝা যায়, সেই দোকানটি স্বর্ণের না কয়লার! তাই মতবিরোধ করার আগে আরেক বার ভেবে দেখুন।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আলোচনা কারো ব্যক্তি ও পারিবারের চরিত্রের সাথে মিলে গেলে প্রকাশ্যে লোকালয়ে সেই পরিবার নিয়ে চর্চা শুরু করে দেওয়া ঠিক নয়। আলোচনা ও সমালোচনা না করে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করাই শ্রেয় বলে আমি মনে করি। তাই এখানে নির্দিষ্ট করে কারো নাম বলতে বললে আমি বলতে পারবো না। উল্লেখিত কথাগুলো শুধুমাত্র

বাস্তবতার আলোকে নিজেদের সংশোধনের লক্ষ্যেই বলা হয়েছে। কারণ রাসূল (স.) বলেছেন:

(عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِنِ)[১১৫]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, মু'মিন মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ।'

আল্লাহ নিজেও পবিত্র ক্বোরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ﴾[১১৬]

'মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মাঝে সম্পর্ক ঠিক করে দাও।'

যেহেতু একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ। তাই পরস্পরের মাঝে উপদেশ আদান-প্রদান করা ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ ক্বোরআনে এভাবে বলেছেন:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾[১১৭]

'তোমরা উপদেশ দিতে থাকো। কেননা উপদেশ ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী।'

অতএব যার যেখানে অবস্থান করার কথা সেখানে না করে নিজের গন্ডি অতিক্রম করলেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, যাদের অবস্থান ইসলামের গন্ডির মধ্যে না হলেও বাইরে থাকাকে তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে নারায। উল্টো তারা বলে উঠে, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যদি আমাদের কৃষ্টি-কালচার ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করি তা হলে ইসলামের পতাকাবাহীদের মধ্যেও অনেক দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে। এরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসাত্মমূলক বললেও নিজেরা ঠিকই পশ্চিমা সংস্কৃতিসহ অনৈসলামিক সকল রীতি-নীতিকে আঁকড়িয়ে ধরে মডার্ন হওয়ার দাবী করছে শুধু তা নয়; বরং নিজেদেরকে ঐসব

১১৫- أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১১৬- সূরাতুল হুজুরাত, আয়াত নং-১০

১১৭- সূরাতুয যারিয়াত, আয়াত নং-৫৫

সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসেবেও পেশ করেছে। অথচ এরাই আমাদের সন্তানদেরকে আধুনিক কৃষ্টি কালচার হতে দূরে রেখে সেকেলের মন মানসিকতায় গড়ে তোলার জন্য ইসলামের নাম যত্রতত্র ব্যবহার করছে। তাই এরা পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধীতা করে ইসলামী সভ্যতাকে গঠনমূলক দাবী করে বটে, তবে সত্য কথা হলো, নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তাদেরই বাত্লানো ইসলামের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কথাটি খারাপ শুনালেও এর সত্যতা রয়েছে। সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের পরিবারের বিষয়ে নাক গলায়।

অনুরূপভাবে বহু ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষক আছেন যারা অন্যের সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন, কিন্তু নিজের সন্তানের ইসলামাইজেশনের খবর নেই। আমি স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজের অনেক শিক্ষক সম্পর্কে জানি যারা নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীদের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস শুদ্ধ করণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখলেও নিজেদের পরিবারের নারীদের মাঝে না আছে পর্দার প্রচলন, আর না আছে তাদের সঠিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস। অর্থাৎ অশিক্ষিত ও সাধারণ পরিবারে ধর্মের নামে বা সামাজিকভাবে যে সব কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে তাদের পরিবারেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

তারপরও যারা এসব যুক্তি দেখিয়ে ইসলাম হতে দূরে থাকার বৈধতা খুঁজে বেড়ায়, তাদেরকে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, আপনাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ ইসলামের একমাত্র মাপকাঠি হলো ক্বোরআন ও সুন্নাহ্। তাই কে কি করলো বা করলো না, তা কোনো মু'মিনের জন্য মাপকাঠি হতে পারে না। অতএব কেউ করলো না, বা মানলো না বলে বিবেকবান কোনো ব্যক্তি ইসলামের অনুশাসন হতে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না। মনে রাখবেন, ইসলাম বা ইসলামের অনুসারী দুন্ইয়াতে থাকলেই কি, না থাকলেই কি? এতে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। আল্লাহ্র বাত্লানো পথে যে থাকবে সে নিজের জন্যই থাকবে। এখানে আল্লাহ্র কিছু বাড়বেও না কমবেও না। এসম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে পরিষ্কার বলেছেন :

﴿وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾[১১৮]

'মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করবে না। তবে যারা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।'

অতএব আমরা যে দৃষ্টিকোণ হতে ইসলামী সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মাঝে ব্যবধান রয়েছে বলে মুসলিম সমাজকে দূরে থাকার জন্য বলছি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উভয় সংস্কৃতির মাঝে বিশাল এক পার্থক্য রয়েছে বলেই পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে মুসলিম উম্মাহ্‌র New Generation বা আগামী প্রজন্মকে দূরে রাখা ঈমানের দাবী বলে মনে করছি। যে কেউ ইনসাফের সাথে উভয় সংস্কৃতির মাঝে তুলনা করলে তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, ইসলামী সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে একটি গঠনমূলক সংস্কৃতি। যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতা রক্ষার সংস্কৃতি। মানব সমাজের ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সবার মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি। এখানে কোনো পার্থক্য নেই। আর মানুষের মনগড়া মতবাদের আলোকে বানানো সকল সংস্কৃতি ও উৎসব, সামাজিক রীতি-নীতি ও আইন-কানূনের মাঝে যথেষ্ট ভেদাভেদ রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়েছে। একটি সিনেমার মধ্যে সুলতান রাহি গভীর রাতে আদালতের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার হলো। তাকে আদালতে হাজির করার পর যখন হাকিম জিজ্ঞেস করলেন: আপনি গভীর রাতে আদালতের দেয়াল টপকে কেন ভেতরে প্রবেশ করলেন? উত্তরে সে জানালো মহামান্য আদালত! আপনার কাছে ইনসাফ পাওয়ার জন্য আমি এখানে প্রবেশ করেছি। এটি শুনে হাকিম বললেন: আদালত দিনে খোলা হয় রাতে নয়। এরপর সুলতান রাহি এক যবরদস্ত উত্তর দিয়ে বললেন, মহামান্য আদালত! যুলম অত্যাচার চব্বিশ ঘন্টা চললে ইনসাফ পাওয়ার সময় শুধু দিন? এটি আবার কেমন আইন! এই আইন দিয়ে মানব সমাজে কী করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? তাই বলছিলাম, মানব রচিত আইন বলেই এমন হচ্ছে।

১১৮- সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং-১৪৪

ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যারা পৃথিবীর অর্ধের শাসন করেছেন তারা বলেছেন: ফুরাতের তীরেও যদি একটি কুকুর না খেয়ে মারা যায় সেই জন্য আখেরাতে আমি দায়ি হবো। তারাই ইসলামী সভ্যতার ধারক বাহক ছিলেন বলেই এখানে কারো কোনো প্রাধান্য নেই। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। মানব রচিত আইনের অবস্থা তো সবারই জানা। যারা রায় দেয় তারাও জানে কী কারণে রায় দিচ্ছে এবং কার অর্ডারে রায় লেখা হচ্ছে। অন্যদিকে যারা মামলা পরিচালার দায়িত্ব নেয়, তারাও মক্কেলের সুবিধার চেয়ে নিজের সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়। তেমই এক গল্প শুনুন, এক অপরাধী তার উকিলকে বললো, উকিল সাহেব! আপনি চেষ্টা করবেন আমার ফাঁসি না হয়ে যেন যাবজ্জীবন সাজা হয়। উকিল বললো ঠিক আছে। পরের দিন উকিল যখন তার মক্কেলের সাথে জেলখানায় দেখা করতে গেলো, মক্কেল জিজ্ঞেস করলো কি রায় হয়েছে? উকিল বললো, বিচারক বে-কসুর খালাস দিয়ে চেয়েছিলেন, আমি অনেক কষ্ট করে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় নিয়েছি।

মানব রচিত আইনের বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য আরো একটি গল্প শুনুন। একজন লোকের একটি কুকুর ছিলো। একদিন কুকুরটি মারা গেলো।তাই লোকটি কুকুরটিকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করে চলে আসলো। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর এলাকাবাসী তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলো। অতঃপর লোকটিকে অনেকদিন গুম করে রাখার পর অজানা কোনো কারণে গুমবাহিনী তাকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করার পর ক্বাযী বিষয়টি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো, মহামান্য আদালত! ঘটনাটি সত্য। কারণ কুকুরটি মৃত্যুর আগে আমাকে অসিয়ত করে বলেছিলো, তার মৃত্যুর পর যেন আমি তাকে কবরস্থানে দাফন করি। এটি শুনে ক্বাযী রেগে উঠে বললেন, আমার সাথে ঠাট্টা করছো? লোকটি আবার বললো, মহামান্য ক্বাযী! তার সেই অসিয়তের আরেকটি অংশও আমাকে বলতে দিন। তা হলো, কুকুরটি আপনাকেও ১০,০০০ ডলার দেয়ার জন্যও আমাকে অসিয়াত করেছে। এটি শোনার সাথে সাথে ক্বাযী বলে উঠলেন, আল্লাহ্ মরহুম কুকুরটির উপর রহম করুন।

উপস্থিত বিচার প্রার্থীরা এটি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এবং বলতে লাগলো, কি আশ্চর্য! ক্বাযী মুহূর্তের মধ্যে সূর পাল্টিয়ে ফেল্লো? লোকদের মুখে

এসব কথা শুনে ক্বাযী বললেন: আপনারা আমার এমন পরিবর্তনে আশ্চর্য হবেন না। কারণ, আমি এই নেক এবং সৎ কুকুরটির বিষয়ে অনেক চিন্তা করলাম এবং খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম, এটি সাধারণ কোনো কুকুর নয়। এটি পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত **'আসহাবে কাহাফ'** এর কুকুরের বংশের একটি কুকুর।

তাই বলছিলাম সত্য কথা হলো, এখন আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা এর ব্যতিক্রম বলা যাবে না। কিছু মানুষ মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মৌলিক নীতি নৈতিকতা পরিবর্তন করে মিথ্যা ও বাতিলের পক্ষ নিয়ে হক্বের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হলো দুন্ইয়ার কাঠগড়ার হালচাল। আর মুযলুম যালিমের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বার বার বলছে আল্লাহ্ কোথায়? এটি বান্দার চরিত্র। বান্দা যখন বিপদে পড়ে তখন বলে আল্লাহ্ কোথায়? এমন বান্দাকে মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষক চুপ করে বসে থাকে। এরই নাম ঈমান।

অতএব ইসলাম হতে দূরে অবস্থানের কারণে যদি বিশ্বপরিমন্ডলে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হয়ে থাকে, তা হলে মানব রচিত মতবাদের অন্ধ অনুসরণ ও লাগামহীন সভ্যতার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়ার জন্যই পশ্চিমা সভ্যতা ধ্বংসাত্মমূলক এবং যার অনুকরণে পশ্চিমা জগৎ আজ অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এটি শুধু আমাদের বক্তব্য নয়, পশ্চিমাদের আঙ্গিনায়ও এখন এমন গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি, অচিরেই এসব গুঞ্জরণ একত্রিত হয়ে একটি ধ্বনীতে রূপান্তরিত হয়ে এই ধ্বনী প্রতিধ্বনী হয়ে মানব সমাজের সর্বত্র পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক মহা বিপ্লব শুরু হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। উভয় সংস্কৃতির মাঝে এখানেই আমাদের তুলনা অন্য কিছু নয়।

এখানে তিক্ত হলেও আরো একটি সত্য কথা বলতে হচ্ছে তা হলো, মুসলিম উম্মাহ Islamic Principle & Privet Activities এর মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি বলেই মুসলিম সমাজের সর্বত্র আজ অধঃপতন দেখা দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বিবাদ ও অনৈক্য। তাই ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি মুসলিম সমাজকে একটি বিচ্ছৃঙ্খল সমাজ বলার সুযোগ পাচ্ছে।

অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে তথাকথিত আধুনিক জীবন উপহার দেয়ার নামে ধর্মীয় বিধি-বিধান ত্যাগ করে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত নীতি ও নৈতিকতার প্রাচীর ভেঙ্গে সর্বত্র বিচরণের জন্য উস্কে দেয়ার কারণেই নিজেদের অধঃপতন ত্বরান্বিত করলেও তা দেখেও না দেখার ভান করছে। অথচ বাস্তবতা হলো, দুন্ইয়া ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে ইসলামকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার আহবান বাদ দিয়ে যুগকে ইসলামের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কারণ, কবুতরের স্বাধীনতা উপভোগের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু তার খাঁচা যদি বিড়াল খোলে তা হলে বন্দী জীবনই উত্তম। এটি বুঝতে পারলেই হলো। তারপরও আশ্চর্য লাগে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি-কালচার ও আচার-আচরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ধ্বংসাত্মমূলক এসব বেলাল্লাপনা ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারাকে তারা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও দাবী করছে।

প্রচার ও প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে বিশ্বায়নেরসিঁড়ি বেয়ে অত্যন্ত তড়িৎ গতিতে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এসব চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটছে। অন্যদিকে কখনো Terrorism &Fundamentalism আবার কখনো জঙ্গিবাদের উত্থান ঠেকানোসহ মৌলবাদ দমনের নামে মুসলমানদের মাঝে তারাই বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাবীকাঠিও এখন তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। আমাদের কথায় বিশ্বাস না হলে সম্প্রতিকালের পুরো বিশ্বের যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তখন দেখতে পাবেন আফগানিস্তান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে যখন (১৯৭৯-১৯৮৯) ইসলামী জিহাদ চলছিলো তখন কেউ বুঝতেই পারে নি যে, এই জিহাদ আমেরিকার ইশারায় হচ্ছে।

অতঃপর পঁচিশ বছর পর বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন স্বীকার করে নিল যে, উল্লেখিত ইসলামী জিহাদ আমেরিকার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হয়েছিলো। আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নকে শিক্ষা দেতে এবং ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চেয়েছিলো। ততদিনে পুরো এলাকা জ্বলে পুড়ে যেমন ছারখার হয়েছে তেমনিভাবে রক্তের বন্যায় ভেসেও গেছে মানব ও মানবতা।

অল্প কয়েক বছর পূর্বের ইরানের খোমেনীর বিপ্লবকেও শুরুতে সবাই ইসলামী বিপ্লব বলেছিলো। যারা তখন এর বিরোধীতা করেছিলো সবাইকে কাফের খেতাবেও ভূষিত করা হয়েছিলো। কিন্তু সেই ইসলামী বিপ্লবের পঁচিশ বছর পর একটি গোপন ভিডিও প্রকাশ হয়ে পড়লো, যেখানে আয়াতুল্লাহ্ মুনতাজেরী স্বীকার করে নিয়ে বললো, খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমিকার্টারের সহযোগিতায় সফলতা লাভ করেছিলো। তখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান ইরানের কোরবানীর মাঠে কোরবান হয়ে গেছে। অর্থনীতির চাকায় জং পড়ে সাধারণ জনগণের হাতে ভিক্ষার ঝুলি উঠেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর সব জায়গায় দায়েশের চর্চা চলছে। কিছু লোক তার বিপ্লবকে সত্যিকারের ইসলামী বিপ্লব বলেও বেড়াচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী পঁচিশ বছর পর যখন আমাদের অনেকের হাড্ডি-মাংস মাটি হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীর বড় কোনো ব্যক্তি জনসম্মুখে এসে ঘোষণা দিয়ে বলবে, বাগদাদের খালীফার দাবীদার দায়েশ আমাদের প্রশিক্ষিত কুত্তা ছিলো। তখনকার মুসলমানরা বোকা ছিলো এখনও তারা বোকা। তাই পৃথিবীর মুসলমানদেরকে আরেকবার বেকুব বানানোর জন্য দায়েশের জন্ম আমরাই দিয়েছিলাম। কিন্ত ততদিনে মানব রক্তে ভেসে যাবে আরব বিশ্বসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বহু জায়গা। ভেঙ্গে পড়বে সকল দালান-কোঠা। সকল মুসলিম জনবসতিতে প্রবাহিত হবে মুসলমানদের রক্তের নদী। পাল্টে যাবে পুরো পৃথিবীর মানচিত্র। হয়ত তখনও মুসলমানরা অন্য কারো প্রতারণার জালে বন্দী হয়ে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে থাকবে।

যেহেতু কথায় আছে গরীবের বউ সবার ভাবী। আর বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি যার তার সামনে আনুগত্যের শির নত রাখে। অতএব মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে নিজেদের পঁচা সভ্যতাকে চাপিয়ে দেয়ার এখনই সুযোগ। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঈমানী কাঠামোসহ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সীসাঢালা প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে তথাকথিত একটি নতুন সমাজ উপহার দেয়ার জন্য তাদের ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্টভোগী মুসলিম নামধারী কিছু যমীর পরোশ বা আত্ম-

সম্মান বিসর্জনকারী এবং বিবেকের ফেরিওয়ালাদেরকে সুশীল (?) সমাজের ব্যানারে মাঠেও নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা এখন বুদ্ধিজীবী সেজে জাতিকে নিত্য নতুন সবক দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের স্বপ্নের সেই নতুন সমাজ আজও মুসলিম সমাজে আলোর মুখ দেখেনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর প্রমাণ হলো, তারা যে সংস্কৃতির নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে উস্কে দিয়েছিলো সেই সংস্কৃতি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী শুধু তা নয়; বরং মানব সভ্যতার উপরও এক প্রচন্ড আঘাতও হেনেছে। যেই আঘাত শুধু মুসলিম উম্মাহ্‌র চরিত্রে লাগেনি এটি তাদের পারিবারিক জীবনকেও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তাই এখন সর্বত্র পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে বাস্তবতার প্রচন্ড সংঘাত শুরু হয়েছে এবং আজ পাশ্চাত্যের যুব সমাজের জীবনে এক চরম বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের বিভেদ ও অনৈক্য, ইসলামের অধঃপতন ও বিশ্বপরিমন্ডলে মুসলিম উম্মাহ্‌র নির্যাতনের কথা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তার একমাত্র সমাধান হলো, মুসলিম সমাজকে পুনরায় ইসলামী মূলনীতির দিকে ফিরে যেতে হবে। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে মানব সমাজের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে ইসলামের যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কতির আগ্রাসনে বিশ্বব্যাপী মানব ও মানবতার ভিত যে কতখানি নড়বড়ে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য এখানে আরো কিছু উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি।

আমেরিকা হতে প্রকাশিত বিশ্ব বিখ্যাত Time পত্রিকা ১৯৮৭ সালের ২৬ জানুয়ারীর সংখ্যায় আমেরিকার তদানীন্তন সমাজ সম্পর্কে একটি চমকপদ রিপোর্ট ছেপেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বের প্রায় একশ বিশটি রাষ্ট্রে উক্ত পত্রিকার পাঠক রয়েছে। আমেরিকার সভ্যতা সম্পর্কে যে রিপোর্টটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এখানে বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। এটি পড়ার পর ইসলামের

শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমার বিশ্বাস। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত পঁচিশ বছরে আমেরিকায় মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। গর্ভধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৫% নারী সরকারী চাকরি করে। তবে কর্মজীবনে এদের ৯০% বৈধ ও অবৈধ ভাবে Pregnant হয়েছে। কিন্তু চাকরি জীবনে **'মা'** হওয়া নারীদের জন্য একটি বড় সমস্যা। পত্রিকার ভাষায় পড়ুন:

'The heavy burden of holding down a job and having children at the same time.'[119]

এসব মহিলাদের একজন হলেন লিলিয়ান গারল্যান্ড। তিনি আমেরিকার ক্যালীফোর্নিয়ার একটি কোম্পানীতে Receptionist হিসেবে চাকরি করতেন। চাকরিকালীন গর্ভধারণের কারণে সাময়িকভাবে অফিস হতে ছুটি নিয়ে সময় মত তিনি একটি কন্যা সন্তানের জননীও হয়েছেন। একারণে তিনি দীর্ঘ তিন মাস অফিস করতে পারেন নি। অতঃপর তিন মাস পর যখন তিনি অফিসে গেলেন, তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, কোম্পানীতে এখন তার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে কোম্পানী তার স্থলে অন্য কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ফেলেছে। কর্তৃপক্ষের মুখে এমন কথা শোনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ ৮৫০ ডলারের চাকরিটি তিনি এমন এক মুহূর্তে হারিয়েছেন যখন তার আরো বেশী অর্থের প্রয়োজন ছিলো।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোম্পানী তার সাথে Discrimination করেছে বলে দাবী করে তিনি আমেরিকার Federal Court এ কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শোনে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Thurgood Marshall রায় দিয়ে বললেন: 'মহিলা কর্মচারী যদি চাকরিকালীন গর্ভধারণ করেন তা হলে বেতনসহ তাকে চার মাসের ছুটি দিতে হবে'। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর পশ্চিমা জগতের সর্বত্র হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের পতাকাবাহীরা এমন

---

[119]- Time, 26th January 1987

রায় পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলেও অন্যসব আঙ্গিনায় সমালোচনার ঝড় উঠলো।

সমালোচকদের মতে গর্ভধারণের কারণে নারী জীবনে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে তারা আইনের আশ্রয় পেয়েছে বটে, তবে একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এখন আরো হাজারো সমস্যার জন্ম হয়েছে। সাধারণ মানুষ এটিকে যখন মেনে নিতে পারছিলো না, তখন নতুন করে আরো বহু সমস্যার সৃষ্টি হলো। তাদের বক্তব্য হলো, এমন রায় নারীদের জীবনে অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করবে শুধু তা নয়; এই রায়ের মাধ্যমে পক্ষান্তরে সুপ্রিম কোর্ট হতেই সরকারী ভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়া হলো। অতএব নারী-পুরুষের মাঝে সমান অধিকারের দাবী অবাস্তব বলেই সুপ্রিম কোর্ট হতে রায়ের নামে ঘোষণা দেয়া হলো। তাদের বক্তব্য হলো:

'That almost always backfires'.

এহেন অভিসন্ধির পরিণাম সর্বদা উল্টোই হয়।

তাই এমন রায়ের পর সর্বত্র পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়ে গেলো। রায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হওয়ার কথা থাকলেও তা না হয়ে খুব দ্রুত রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে যাবে বলেও অনেকে মন্তব্য করলেন। Merchant and Manufactures Association এর সভাপতি মি. ডন বাটলার এটিকে একটি ভয়ানক রায় বলে মন্তব্য করেছেন। তার মতে রায় অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানী তার মহিলা কর্মচারীকে গর্ভবতী হলেই বেতনসহ যদি চার মাসের ছুটি দিতে বাধ্য হয়, তা হলে খুব স্বল্প সময়ে কোম্পানীগুলো Bankruptcy বা দেউলিয়া হয়ে যাবে। আমেরিকার Chamber of Commerce এর কর্মকর্তা মি.এটর্নি ল্যাম্প বলেছেন, এই রায়ের মাধ্যমে পুরুষ সমাজে নারীদের স্বাতন্ত্র্য আরো বেড়ে যাবে। পরিণতিতে নারীরা চাকরি হতে বঞ্চিত হবে এবং কোনো কোম্পানী গর্ভধারণের বয়সের কোনো নারীকে কখনো নিয়োগ দিতে রাজি হবে না। তার ভাষায়:

'Discrimination against women might increase. Many companies just-won't hire women in their childbearing years.'[120]

---

[120]- Time, 26th January 1987

অতএব এটি এখন সবার কাছে স্পষ্ট যে, পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহীরা সমান অধিকারের স্লোগান তুলে বিশ্বের সর্বত্র নারীকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসার জন্য উস্কে দিলেও তাদের নিজেদের আঙ্গিনায় নারীরা কিন্তু আজও চরম বৈষম্যের শিকার। আর তাই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা Equal pay Act নামক একটি আইন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই আইনটি বাস্তবতার আলো আজও দেখেনি। পশ্চিমাদের ছায়ায় কর্মরত নারীরা পুরুষের চেয়ে আজও প্রতি ডলারে ২৩ সেন্ট কম ভাতা পায়।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, উন্নত বিশ্বের লেবেল লাগিয়ে আমেরিকা নারীদের সাথে যা ইচ্ছে তাই করলেও নারীবাদী কোনো সংগঠন এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করছে না। যেহেতু আমেরিকা বলছে তাই এখানে প্রতিবাদ করা যাবে না। কারণ কথায় বলে ভাসুরের নাম মুখে নিতে নেই। হয়ত এই জন্যই একজন আরবী কবি বলেছেন:

(إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا / فَإِنَّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَام)[১২১]

'হাযামী যদি বলে তা হলে তা বিশ্বাস করো। কারণ কথা তো সেটিই যা হাযামী বলে।'

পশ্চিমাদের উচ্ছিষ্টভোগী বর্তমান বিশ্বের নারীবাদীদের অবস্থানও তাই হয়েছে। আমেরিকা যা বলবে এবং করবে তার অনুকরণ করতেই হবে। তারা উল্টো করলেও তা সঠিক মনে করতে হবে। কারণ তাদের ইন্ধনেই তো নিজেদের রুটি রুজির ব্যবস্থা হচ্ছে।

অথচ US Government Accountability হতে সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য মতে সে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীর ৭০% হলো নারী। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারপরও নারী ব্যবস্থাপকরা পুরুষের চেয়ে কম বেতন পাচ্ছেন। এভাবে বর্তমান উন্নত বিশ্বের দাবীদারদের জগতে নারী-পুরুষের মাঝের ব্যবধান আরো অধিক হারে বেড়েই চলছে। তাই এখন আমেরিকার নারীরা নিজেদের বঞ্চিত অবস্থাকে মেনে নিয়েই বলতে শুরু করেছে:

---

[১২১] - الشاعر لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

'Equality dose not mean women have to fit the male model'

এসব বলে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবক্তারা চোরের কিল মতনে খাওয়ার মত হযম করে যাচ্ছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বের কোথাও কখনো যদি অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে, তখন তারা যে করছে বা যার সাথে করছে তাকে বাদ দিয়ে ইসলাম ও শারী'য়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সব কিছু বোঝার ও জানার পরও ইসলামকে গাল মন্দ করতে দেখে সত্যিই অবাক লাগে। কি চমৎকার তাদের উপরোক্ত যুক্তি। ইসলাম এবং তাদের মাঝে এখানেই পার্থক্য।

ইসলামের বক্তব্য হলো, নারী জন্মগতভাবে তার শারীরিক গঠনের ভিন্নতার কারণে পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব শত নয়, হাজারবার চেষ্টা করেও নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর মডেলে উপস্থাপন করা যাবে না। তাই স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে নারী-পুরুষের মাঝে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার এত আয়োজন কেন? জোর যবরদস্তি সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই বা কি? নারীকে কেন পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যেক স্থানে দাঁড়াতে হবে? পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলেই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো বলে ধরে নিতে হবে কেন? আর এখানে যখন সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন আইন করে তাদের কাল্পনিক সমান অধিকারের বাস্তবরূপ দেয়ার প্রয়োজনই বা কেন?

তাই সালভিয়া এ্যান্ট নামক আমেরিকান একজন স্পষ্টবাদী নারী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলে উঠেছে যে, এই রায়ের মাধ্যমে একটি সত্য কথা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। তা হলো নারীকে তার কর্ম ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেয়ার জন্য একজন Family supporter জন্ম দিতে হবে। পাঠকদের অনুধাবনের জন্য তার বক্তব্যকে Time পত্রিকা এভাবে তুলে ধরেছে:

'This decision means that there is recognition at the highest legal levels that in order to get equal result for women in the workplace, you have to create family supporters.'[122]

---

[122]- Time, 26th January 1987. P. 21

অতএব উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা বলতে পারি, পশ্চিমা জগৎ নারী সম্পর্কীয় বাস্তবতাকে সরাসরি স্বীকার করে নিতে লজ্জা করছে বলে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক আইনের যথার্থতা মেনে নিতে আজ বাধ্য হচ্ছে। অথচ সেদিন তারা আধুনিকতার নামে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে দাবী করে বলেছিলো, পুরুষ কখনো নারীর সাপোর্টার হতে পারবে না। নারী কারো অনুকম্পায় বাঁচতে চায় না। নারী নিজেই অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেই নিজের সাপোর্টার হবে। কারো সহযোগিতা বা দয়ার প্রয়োজন নেই। নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবতার ময়দানে যখন পা রাখা হলো তখন দেখা গেলো Without supporter নারী কোনো সমাজেই সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। কোথাও বেঁচে থাকার চেষ্টা করলেও হাজার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পরিশেষে মনে হবে এই জীবনের কোনো আঙ্গিনায়ই মূল্য নেই। তবে সত্য কথা হলো, কোথাও মূল্য না থাকলেও নারীর মূল্য আছে শুধু ইসলামের আঙ্গিনায়। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে:

(اَلَمرأةُ هي نصفُ المُجْتَمع ، وَهي التي تَلدُ و تُرَبي النّصْفَ الآخَرَ)

The woman is half the society and
the one who educates the other half.

তাই ইসলামী সভ্যতার ঊষালগ্নেই নারী জীবনের সকল সমস্যার রাস্তা বন্ধ করে নারীকে মানব সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার রাস্তা বাত্লে দেয়া হয়েছে। এমন সাপোর্টারকে স্বামী নাম দিয়ে শারী'য়াতের বাতলানো পদ্ধতিকে গ্রহণ করার রাস্তা নারীর সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর স্বামীকে তার সকল সমস্যার সমাধানের দায়ভার কাঁধে তুলে নেয়ার হুকুম দিয়ে নারীকে তার জীবনের ষোলআনা স্বাধীনতা ভোগের জন্য ফ্রী করে দেয়া হয়েছে। নারীকে কোনো দায়িত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র স্বামীর জন্যই নিজেকে বিলিয়ে দিতে বলেছে। বিনিময়ে স্বামীকে নিজ স্ত্রীর সকল দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার হুকুম দিয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীর পুরো জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিধান দিয়ে অন্য সকল মত ও পথ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে নারীর দুন্ইয়ার

জীবনেই স্বর্গীয় সুখের ব্যবস্থা করেছে। এমন কি মৃত্যুর পরও তার জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَن أم سَلَمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّما امرأَةٍ ماتَتْ وزوْجُهَا عَنْهَا راضٍ دخَلَتِ الجَنَّةَ")[১২৩]

'উম্মে সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যেই নারীই মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে যাবে।'

তাই আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, তাদের কাঙ্খিত সাপোর্টার আর শারী'য়াতের সাপোর্টারের মাঝে বিশাল এক পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, শারী'য়াতের ভাষায় এমন Suppoter কে স্বামী এবং পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষায় Company বলা হচ্ছে। এখানেও কিন্তু বিশাল এক তফাৎ রয়েছে। কারণ কোম্পানী সব সময় তার শ্রমিকের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চিন্তা করে। আর স্বামী তার স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণের জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে তাকে সমাজ ও পরিবারে ইয্যাত ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেয়াকে নিজের দায়িত্ব মনে করে। সত্যিকারের পুরুষ একজন নারীকে স্ত্রী বানিয়ে নিয়ে আসার পর তাকে কষ্ট দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কারণ সে বুঝতে পারে যে, স্ত্রীর জগতটি খুবই ছোট। স্বামী দিয়েই শুরু আর স্বামী দিয়েই শেষ।

এ কারণেই একজন মু'মিন নারীকে বিয়ে করে চাঁদের মত বানিয়ে রাখে না। কারণ চাঁদকে যে কেউ খালী চোখে দেখতে পারে; বরং তারা নিজেদের দাম্পত্য জীবনের আকাশে নারীকে সূর্যের মত বানিয়ে রাখে। যাকে দেখার আগে দৃষ্টি নীচু করে ফেলতে হয়। তাই স্ত্রীকে দেখলে সত্যিকারের মু'মিনের মাঝে শুধু ভোগের আবেগ সৃষ্টি হয় না; বরং নিজের অন্তরে স্ত্রীর প্রতি মায়া-মমতাসহ তার মান-মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তার জন্য নিজের সব কিছু উৎস্বর্গ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। স্ত্রীর সুখের জন্য নিজেকে যে কোনো কাজে নিয়োজিত করতে পারলে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করে।

---

[১২৩] - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, যে পুরুষ সারাক্ষণ বউয়ের দোষ ত্রুটি খোঁজার পেছনে পড়ে থাকে সে হলো ঐ সব পোকার মত যে পোকা বেলী ফুলের উপর বসেও দুর্গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। যে পুরুষ মনে করে, স্ত্রীকে মারলে, কষ্ট দিলে অথবা এটি সেটি নিয়ে সারাক্ষণ ত্যক্ত বিরক্ত করলে তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে। মূলতঃ এমন স্বামী বোকার স্বর্গে বাস করে। তাই পুরুষদেরকে মনে রাখতে হবে, যে নারী স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চোখের অশ্রু ঝরায়, তার সেই অশ্রুর স্রোতের সাথে যৌবনের উষালগ্ন হতে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় স্বামীর জন্য রক্ষিত সকল ভালোবাসাও গভীর সাগরে গিয়ে ডুবে যায়। কারণ যেদিন হতে সে সহ্য করতে শিখেছে, সেদিন হতে চোখের অশ্রুও শুকিয়ে গিয়েছে। তাই অশ্রু শেষ, ভালোবাসাও শেষ।

বিশ্বাস না হলে শুনুন, একবার এমন একজন পুরুষ ঘরে বউ রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলো। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে জুমাবার। সংবাদটি কোনো ভাবে স্ত্রীর কানে এসেছে। অতঃপর বৃহস্পতিবার স্বামী ঘুমিয়েছে, আর সেই ঘুম হতে জেগে উঠে যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, তখন স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো কিসের প্রস্তুতি চলছে? স্বামী বললো সালাতুল জুমআর। স্ত্রী বললো আজ জুমাবার নয়, আজ রোববার। তোমাকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে ছিলাম। তিনদিন পর তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে। পুনরায় এমন পরিকল্পনা করলে ক্বিয়ামাতের দিন জাগতে হবে, এর আগে আর কখনো ঘুম ভাঙবে না।

মনে রাখবেন, আপনি নারীকে যত সোজা মনে করছেন নারী তত সোজা নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, পুরুষরা যখনই কোনো নারীকে লিখতে বসেছে তখনই সুন্দর শব্দ এবং প্রেম-ভালোবাসা মিশ্রিত বাক্যে লিখেছে। কিন্তু নারী যখনই কোনো পুরুষকে লিখেছে তখনই স্বার্থপর, ধোকাবাজ, প্রতারকসহ আরো কত কি বলেছে।

অতএব স্বামীকে মনে রাখতে হবে, এটি জরুরী নয় যে, কারো বদ দো'য়াই শুধু আপনার চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বরং কখনো কখনো কারো চুপ থাকা এবং অকল্পনীয় ধৈর্যও আপনার খুশীর মাঝে সীসাঢালা প্রাচীরের মত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যে স্ত্রী প্রতিশোধ নেয়ার

ক্ষমতা রাখার পরও ধৈর্য ধরে প্রতিশোধ নেয় না, মনে রাখবেন, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি আর নেই। কারণ সে নিজের বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। আর এই ধৈর্যের মাধ্যমে সে যালিম স্বামীর দুন্‌ইয়া ও আখেরাত সব বরবাদ করে দেয়। আল্লাহ্‌র লাঠির আওয়ায নেই। পরিশেষে আপনার এহেন পরিণতিতে স্ত্রী আপনার সম্পর্কে তার বান্ধবীদেরকে কী বলে জানেন? যালিম ছিলো, যুলমের অভ্যাসও ছিলো তার। তবে আমি অপারগ ছিলাম। কারণ তার সাথে আমার প্রেম-ভালোবাসাও গভীর ছিলো।

আরেকটি গোপন কথা প্রত্যেক পুরুষকে মনে রাখতে হবে, সত্যিকারের মুসলিম নারী নিজ স্বামীর দারিদ্রতা, কর্মব্যস্ততা এবং কুশ্রী মুখাবয়ব মেনে নিতে পারলেও স্বামীর চরিত্রহীনতাকে কখনো মেনে নিতে পারে না। তাই স্বামী-স্ত্রীর প্রেম সাগরে গভীরতা সৃষ্টি করতে হলে নিজেদের একান্ত সময়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে হবে। তবে তখন নিজেদের হাসিকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে হবে। কারণ দেয়ালেরও কান আছে। এভাবে একে অপরের প্রশংসার মাঝে হারিয়ে যেতে পারলে গোলাপের মত চেহারা, আকর্ষণীয় শারীরিক গঠন, একদিন শেষ হয়ে গেলেও। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আজীবন সজীব থাকে। এখানে কখনো ভাটা দেখা যায় না। আর যারা এই সব না করে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে রাতের অন্ধকারে তাকে হত্যা করে বালিশ চাপা দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে পালিয়ে গিয়ে মনে করে পার পেয়ে গেলাম, তাদেরকে মনে রাখতে হবে, কিছু যুল্‌ম অত্যাচারের FIR (First Information Report) আকাশে লিখা হয় যামীনে নয়। আল্লাহ্‌ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[১২৪]

'তোমার রাব্ব ভুলে না।'

তাই বলছিলাম শারী'য়াতের আলোকে পাওয়া স্বামী আর তাদের বাত্‌লানো পদ্ধতিতে গৃহীত Company এ দু'টির মাঝে পার্থক্য করতে পারলেই বোঝা যাবে নারীর নারীত্ব কোথায় প্রতিষ্ঠিত আর তার ইয্‌যাত ও সম্মান

---

[124]- সূরাতু মারয়াম, আয়াত নং-৬৪

কোথায় ভুলণ্ঠিত? এরপরও যারা বলবে ইসলামের আঙ্গিনায় নারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত তারা মূলতঃ অন্ধ ও বধির। যারা এমন চিন্তাধারা পোষণ করবে এবং বলবে তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে চাই, আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে হয়ত এমন লোকদের ব্যাপারেই বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[১২৫]

'আমি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্দি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত; বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।'

এ যুগের আরেক আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সমাজের কিছু লোক একটু পড়া-শোনা জানলে, অথবা বৈধ-অবৈধ উপায়ে কিছু টাকা-পয়সার মালিক হলে সাথে যদি ক্ষমতাশীল দলের নেতা হতে পারে, যদিও তারা বস্তির অধিবাসী, তা হলেও কথায় কথায় ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদেরকে গাল-মন্দ করা তাদের একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। তারা আলেমদেরকে দেখলে কেন যেন স্বেচ্ছায় জ্বলে পুড়ে মরে।

ভাবটা এমন, আলেম রিক্সায় চড়লে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কার চালিয়ে আসলে তারা এটি মেনে নিতে পারে না। আলেম সালাতের ইমামতি করবে, সেটি তারা বিনা বাক্যে মেনে নিতে পারে। মাসজিদের মিম্বারে বসে ক্বোরআন সুন্নাহ্র আলোকে তাদের অবৈধ ও পাপের সমাধান দেবে অথবা পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে আইন প্রণয়ন করুক সেটি তাদের কাম্য নয়। আলেম বাড়ি বাড়ি গিয়ে দা'ওয়াত পড়ে কবরস্থানে গিয়ে হাত তুলে দো'য়া করে হালুয়া-রুটি-খায়রাত খেলে তারা খুব খুশী। কিন্তু আলেমের নিজের ঘরে হালুয়া বানালে তাদের হিংসা

১২৫- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং-১৭৯

হয়। আলেমের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, এবং মান-মর্যাদাসহ সুন্দর ঘর-বাড়ি বানানোর আগ্রহ থাকলে কোনো সমস্যা নেই, তবে তাদের সমান হয়ে যাওয়াটা তারা কখনো মেনে নিতে পারে না। তারা মনে করে মাওলানা সাহেবের সম্মান করা কর্তব্য, তবে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে দেয়া তার রায় তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এরাই বর্তমানে আমাদের দেশের মোটামুটি সকল মাসজিদ মাদরাসার সভাপতি এবং সীরাত মাহফিলের প্রধান অতিথি।

অথচ আমরা যদি মানব সমাজের দিকে তাকাই তা হলে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর কোনো সমাজই ধর্ম ও ধার্মিককে বাদ দিয়ে চলতে চায় না। কোনো সমাজই নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত কর্ম-কান্ডে অভ্যস্থ নয়। এটি মানুষের স্বভাবগত একটি অভ্যাস। মানুষ যেই ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন, যাকেই তারা দেব দেবী মানুক না কেন, সকল মানুষই ধর্মের পথে চলার চেষ্টা করে।

তাই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মানব সমাজ সব সময়ই ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলো। এই প্রভাবের কারণেই সমগ্র মানব জাতি ধর্ম-কর্ম, জাত-পাত, এলাকা ও গোষ্ঠীর বাইরেও মৌলিকভাবে মেনে নিয়েছে যে, পুরুষ বাইরের কাজ আঞ্জাম দেবে আর নারী তার ঘর সামলাবে। রাত-দুপুরে স্বামীর চাহিদা পূরণ করে তার জীবনকে স্বর্গীয় জীবনে পরিণত করবে। রাস্তা-ঘাটে নিজের সৌন্দর্য দেখিয়ে ঘুরে বেড়ানোর নাম শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা নারীর মাথা ও শরীর হতে কাপড় এবং পুরুষের অন্তর হতে আল্লাহ্‌র ভয় দূর করে ফেলে এমন শিক্ষা অর্জনের চেয়ে অশিক্ষিত থাকা হাজার গুণ ভালো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পবিত্র ক্বোরআন এটিকে দেড় হাজার পূর্বে এভাবে বলেছে:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ﴾[১২৬]

'নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না।'

১২৬- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৩৩

মূলতঃ স্বামী গৃহে স্ত্রীর অবস্থানই হলো স্বামী গৃহের সৌন্দর্য। অতএব এমন নারীর মুখে খাবার তুলে দেয়ার জন্যই জন্মগতভাবে পুরুষের স্বভাবের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা রেখে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই পুরুষ নিজ স্ত্রী-সন্তানের মুখে দু'মুঠো ভাত এবং পরনে এক টুকরো কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। নিজের কষ্টের কথা স্ত্রীকে কখনো বুঝতে দেয় না। আর নারী তার স্বামী-সন্তানের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য স্বামীর সংসার সাজিয়ে তাদের চাহিবা মাত্র নিজেকে বিলিয়ে দেয় পুরো জীবন। কারণ এ ধরনের স্বামী-স্ত্রী মনে করে ভালোবেসে বা প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে করে ফেলার নাম যুদ্ধ নয়। মূলতঃ বিয়ের পর মোটা চালের ভাত চিবিয়ে এবং মোটা কাপড় শরীরে প্যাঁচিয়ে পুরো জীবন স্বামী-স্ত্রী ভালোবাসার চাদরে ঢেকে থাকার চেষ্টা করাই হলো আসল যুদ্ধ।

যুগে যুগে নারী-পুরুষের মাঝে এইটিই ছিলো একটি মৌলিক পার্থক্য, এবং সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে এটি স্বীকৃতও বটে। এই নীতির উপর যতদিন মানব সমাজের গাড়ি চলছিলো ততদিন কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু আধুনিকতা ও নারী স্বাধীনতার নামে সমাজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে নারীকে ভোগের পণ্যে পরিণত করার জন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্র পৃথক হওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলতে লাগলো: 'নারী-পুরুষের মাঝে স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের জন্যই এমন পার্থক্য করা হয়েছে।' এদের সম্পর্কে আমরা বলবো:

'উল্টা সমঝিলিরে রাম, কাকে করলি ঘোড়া দান কার হাতে লাগাম।'

যেহেতু নারী এটি বুঝতে পারেনি তাই পরিশেষে তারা **'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন'** নাম ব্যবহার করে নারীকে স্বামীর সংসার ছাড়ার জন্য উস্কে দিলো। অতঃপর সুন্দর সুন্দর স্লোগান দিয়ে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের হাতে **'আমরা স্বাধীন থাকতে চাই'** নামক ব্যানার ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে ঘর হতে এনে অফিস-আদালত, মাঠে-ময়দানে, কল-কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত করে পুরো পুরুষ সমাজের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। তবে বাস্তবতা হলো, ধান্ধাবাজদের খপ্পরে পড়ে নারী তাদের শারীরিক চাহিদা

পূরণ করতে গিয়ে যখন গর্ভবতি হলো তখন উক্ত স্বার্থান্বেষী মহলটি কেটে পড়লো। পরিশেষে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাদের এসব কাল্পনিক স্বাধীনতার স্বপ্নের এক একটি ইট শুধু রাতের আঁধারে নয়, দিনে-দুপুরেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে প্রকাশ্যে খসে পড়তে লাগলো।

অতঃপর এমন এক বিরান ভূমিতে দাঁড়িয়ে নারী এখন নিজেই নীরবে ঘোষণা দিলো, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের সকল মোড়ে পুরুষ সমাজের সঙ্গ দিতে নারী অক্ষম। কারণ নিজেদের ইচ্ছার বাইরে নারীকে সন্তান জন্ম দিতে হয়। অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে থাকতে হয়। সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্য অফিস হতে দূরে থাকতে হয়। অতঃপর এসব সমস্যার সমাধানের জন্য আইনের আশ্রয় নেয়া হলে গর্ভাবস্থা এবং দুধ পান করানোর জন্য নারীকে ছুটি দেয়ার একটি বিশেষ আইন করা হলো। এখানেই তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হলো, নারী-পুরুষের মাঝে অবশ্যই ব্যবধান রয়েছে। তাই সমান অধিকারের দাবী স্বভাব বিরোধী একটি হাস্যকর দাবী ছাড়া আর কিছুই নয় বলে পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীকে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়া হলো।

তবে অভিজ্ঞ মহলের মন্তব্য হলো, এসব আইন তারাই তৈরী করতে পারে যারা বিলাশবহূল অট্টালিকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আইনের টেবিলে বসে আইন তৈরী করে। কিন্তু কল-কারখানার উত্তপ্ত গরম হাওয়ায় ঘাম ঝরানোর পর কয়টি চালে কয়টি ভাত হবে তা ভাবতে হয়না বলেই বাস্তবতার সাথে তাদের বানানো আইন মিল খায় না। যারা কল-কারখানা চালায় এবং মাস শেষে শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করতে বাধ্য, তারা এসব আইন মানতে পারে না শুধু তাই নয়; প্রতিবাদীও হয়ে উঠে। এ কারণেই বিশ্বের কোথাও আজ এমন আইন মানা হচ্ছে না। পরিণতিতে আজ সমগ্র বিশ্বে অফিস-আদালত ও কল-কারখানার মালিকদের সাথে মহিলা শ্রমিকদের সংঘর্ষ এক মহা বিষফোঁড়ার রূপ ধারণ করেছে। আমাদের বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরও যখন তখন অস্থিতিশীল হওয়ার এটিও একটি কারণ বলে আমরা মনে করি।

তাই বলছিলাম, সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদেরকে আধুনিক ও নারীবাদী প্রমাণ করার জন্য কারণে অকারণে নারীদের পক্ষ অবলম্বন করে

সব কিছুকে ঘোলাটে করে ফেলে। তারপরও দেখা যাচ্ছে, কোনো রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে এমন অবাস্তব চাহিদা পূরণ করা কোনো ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। সরকার যদি মহিলা কর্মীকে বেতনসহ চার মাসের ছুটি দেয়ার জন্য কোম্পানীগুলোকে আদেশ দেয়, তা হলে এমন আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানো জন্য মুসলিম দেশের কোনো কোম্পানী হতে হবে না, পশ্চিমা বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠানই সরকারের এমন দাবী মানতে পারবে না। পরিণতিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সকল মহিলা কর্মচারীকে মুহূর্তের মধ্যে ছাঁটাই করে ফেলবে। তা না হলে লালবাতি জ্বালিয়ে গেইটে তালা ঝুলিয়ে **'মালিক মরে গেছে'** লিখে সাইনবোর্ড লটকিয়ে এযাবৎ তাদেরকে যা দেয়া হচ্ছিলো তা হতেও বঞ্চিত করা হবে। গার্মেন্টস সেক্টরে তাকিয়ে দেখুন হচ্ছেও বটে।

অর্থাৎ মাথাও থাকবে না, মাথার ব্যথাও থাকবে না। এমন ব্যবস্থা নিতে তারা বাধ্য হবে। তখন নারীর আমও যাবে ছালাও যাবে। একান্ত অপারগ হলে চাকরি দেয়ার সময় নারীকে তার Husband & boy frind হতে পৃথক থাকার শুধু শর্ত নয়, তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ বলেও মেনে নিতে হবে। এমন কি নারী-পুরুষের বিয়ের মত অতি কাঙ্খিত বিষয় হতেও চাকরি জীবনে বিরত থাকবে বলে এক কঠিন চুক্তিতে নারী শ্রমিককে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হবে। এমন শর্ত মানতে না পারলে তার যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, নারী কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাবে না। পরিণতিতে সমাজের সর্বত্র Community Discrimination আরো বেশী ছড়িয়ে পড়বে। যার জন্য নিজেরাই দিচ্ছে। অথচ এটি প্রতিরোধের জন্যই তারা একদিন নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলো।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসের ১২-১৬ তারিখে ভারতের নতুন দিল্লিতে তদানীন্তন ভারত সরকারের উদ্যোগে Towards new beginning বা **'নব সূচনার দিকে'** বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের পনেরটি রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক ও গবেষকসহ বহু শিল্পের শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলো। পাশ্চাত্যের এমন কিছু নারীও এতে অংশ নিয়েছিলো যারা তারুণ্যের সিঁড়ি

বেয়ে এখন বাধ্যক্যে পা রেখেছে। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে যৌবন কাটিয়ে এখন তারা আশাহীন সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভারতের দিল্লি হতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক Indian Express তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে Whither Women's Liberation বা 'কোথায় নারী মুক্তি' শিরোনামে ১৯৮৭ সালের ১৪ জানুয়ারীর সংখ্যায় সেই সাক্ষাতকারটিকে একটি রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ করেছে। উক্ত রিপোর্টে অষ্ট্রেলিয়া হতে আগত Mrs. Germaine Greer সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন নারী। তার TheFemale Eunuch নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রয়েছে। সেই গন্থটি লেখার সময় তার মাঝে যে আবেগ ও উদ্যোম ছিলো তিক্ত হলেও সত্য, এখন সেই আবেগ আর নেই। খুব ধীরগতিতে চলছে তার বর্তমান জীবন। নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে উক্ত বইতে তিনি বলেছেন:

'The movement has solved some problems and left us with a different set of problems.'

'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সাময়িক কিছু সমাধান দিতে পারলেও আমাদেরকে অনেক নতুন সমস্যায়ও ফেলে দিয়েছে।'

উপরোক্ত বক্তব্যটি আমাদেরকে এমন এক নারীর মুখে শুনতে হলো, যিনি যৌবনে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু তাই নয়, বিবাহ বন্ধনের বিরুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু এখন পড়ন্ত বেলায় এসে বলেছেন যে, আমাদের সমস্যার মূল কারণ হলো আমরা আমাদের **'মা'** দেরকে আন্দোলনে শরীক করিনি। তাদেরকে সেদিন Antiquated বা সেকেলের ভাবলেও আমাদের অনেকে এখন **'মা'** হয়েছেন। আমাদের সাথে তাদের মেয়েরাও রয়েছে। তাই এখন আমাদের সমস্যা নিয়ে আমরা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছি। Indian Express এর ভাষায় পড়ুন:

'Perhaps the problem was that we didn't take our mothers with us. We left them behind, found them antiquated. And now that many of us are mothers our selves with teenaged daughters, perhaps we understand our mothers better'[127]

---

[127]- Indian Express, 14 January 1987.

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে, তারা যে যেভাবে বা যে ভাষায় নিজেদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করুক না কেন, তবে আমরা পরিষ্কার করে বলতে পারি যে, মূলতঃ The West has no answers to the problems of inequality between sexes.

অর্থাৎ নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার সঠিক কোনো সমাধান পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিতে পারছে না। উল্টো আরো সমস্যা সৃষ্টি করেই চলছে। তারপরও তারা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসরণকারী মুসলিম নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

ইসলামে ঘোষিত পর্দার কারণে নারী অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলেও সকাল সন্ধ্যা চেঁচামেচি করছে। ইসলামের আঙ্গিনায় নারী ন্যায্য অধিকার হতেও বঞ্চিত বলে মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে শোরগোল করতে কম করছে না। তারা আরো ভাবছিলো, যে সব নারী সাজগুজ করে যৌবনের বেশামাল শরীরকে অশালীন পোশাকে প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে চলাফেরা করছে তারাই মূলতঃ নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার ষোলআনা ভোগ করছে। পুরুষ সমাজে যেমন খুশী তেমন সাজার সুযোগ পেয়ে নারী জীবনের স্বাধ তারাই সঠিক ভাবে উপভোগ করছে। তারপরও কিন্তু কোথায় যেন তাদের অভাব থেকেই গেলো।

তবে আনন্দের বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এমন ধারণা এখন ত্যাগ করার মনোভাব নারী স্বাধীনতাকামীদের মাঝে জন্ম নিতে শুরু করেছে। তারা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, আজকের সভ্য সমাজের দাবীদার পাশ্চাত্যের জগতে প্রতিনিয়ত নারী হত্যার ঘটনা ঘটছে। আরো বড় কথা হলো, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মত দেশেও বেতন ও চাকরির ক্ষেত্রে এখনও নারীর সাথে বৈষম্য বজায় রেখে চলেছে। আমাদের দাবীকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়ে মোল্লার দৌড় মাসজিদ পর্যন্ত বলে মন্তব্য করার আগে Mrs. Germaine Greer এসম্পর্কে কি বলেছে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন:

'The erroneous belief of the western women that the females in veils are unequal and the ones with make-up minus the

head-cover are free and liberated has to be rejected. Referring to the prevalence of 'wife-beating'even in the so-called 'civilized' West, she asks, how about the unequal treatment meted out to famales in the US and England in the areas of wages and jobs?[128]

এখানেই শেষ নয়, এমন বক্তব্য এখন অনেকেই দিতে শুরু করেছে। ফ্রান্সের মিস হালিমী এসম্পর্কে আরো পরিষ্কার বলেছেন। তিনি বলেছেন, নারীরা যা চেয়েছিলো তা পেয়েছে বটে, তবে তাদের সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। কারণ নারী জন্মগতভাবে এক বিশেষ ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানব প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে তাদের মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এটি বলছি না যে, নারীর ধারণাই উন্নত ধারণা। তবে এটি ভিন্ন মত। তাই নারীরা নারী হিসেবেই নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ। পুরুষ হিসেবে নয়।

তার ভাষায় পড়ুন:

'Women have very specific values and morals. They have a different view of humanity. I am not saying that it is better than that of men but it is different. And women have to prove that they are women, and not men.'[129]

তাই বলছিলাম, আমরা যদি ধর্ম ও সভ্যতা, সমাজ ও পরিবারের দিকে তাকাই তখন নারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বপ্রথম আমাদের চোখে যা পড়ে তা হলো নারী তার স্বামীর সংসার সাজায়, তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এমন কি তার সন্তানদেরকে মানুষ করার দায়িত্বও অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে। মূলতঃ এটিই হলো নারীর নারীত্ব প্রকাশের Rule Model এবং পরিবার, সমাজ ও ধর্মের দাবী।

তিক্ত হলেও সত্য, এই মডেলকে পরিবর্তন করে আধুনিকতার নামে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারীকে ঘর হতে বের করে রাস্তায় নামিয়ে টাল

---

[128]- Telegraph, 11 October, 1987
[129]- Indian Express, 14 January 1987

কোম্পানীর মাল বানিয়ে ফেলেছে। রাস্তার কাপড় বিক্রেতা সকাল সন্ধ্যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে **'ছাই ছাই লন, বাছি বাছি লন'** বলে হাঁক ডাক ছাড়ার পর অসংখ্য পথচারীর নীরবে প্রস্থান ঘটলেও বে-পর্দায় রাস্তায় কেউ থাকলে সব বয়সের পুরুষেরা স্ব-উদ্যোগে দেখে দেখে যান মনে করে তৃষ্ণার্ত কাকের মত তার দিকে তাকিয়ে থেকে চক্ষু শীতল করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে নিজেদের আখেরাত বরবাদ করে ফেলছে।

তাই বলছিলাম, নারী যে পরিবার বা যে লেভেলেরই হোক না কেন, বে-পর্দার নারীকে চলন্ত পথের সকল শ্রেণী-পেশার পুরুষরা দেখে চক্ষু শীতল করে। এটি কোনো নারী অস্বীকার করতে পারবে না। এভাবে নারীরা নিজেরাই নিজেদের জীবন ডায়েরীর পাতায় গোনাহের বোঝা লিপিবদ্ধ করে জাহান্নামের আগুনকে তীব্র হতে তীব্রতর করছে। তাই দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পর তাদের উপস্থাপিত মডেলটি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বের New Rule Model এর উকিলরা সেই ধর্মীয় মডেল যাকে তারা Old Rule Model বলে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছিলো তার পক্ষে এখন ওকালতিতে নেমে পড়েছে।

The Plain Truth আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন। বর্তমান বিশ্বে উক্ত ম্যাগাজিনের প্রায় এক কোটিরও বেশী পাঠক রয়েছে। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় সেলী নামক আমেরিকান একটি মেয়ের ছবি ছাপানো হয়েছে। ছবিতে মেয়েটি অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও বিচলিত হয়ে বসে আছে। পত্রিকাতে তার ছোট্ট একটি চিঠিও ছাপা হয়েছে। চিঠিটি যত ছোট তত ভয়ানক, হৃদয় স্পর্শকারী ও দুঃখজনক। উক্ত চিঠিতে সে লিখেছে, আমার বয়স যখন আট, তখন আমি পনের বছরের একটি ছেলের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমি আমার মা-বাবার ভালোবাসা না পাওয়ার কারণে তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। তখন আমার ভালোবাসার খুব প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমি কখনো মা-বাবার ভালোবাসা পাইনি। তবুও আমার পরিবারে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

অতঃপর এমন ভালোবাসার পরিণতিতে আমার বয়স যখন পনের, তখন আমার গর্ভে সন্তান চলে আসে। এরপর সেই বন্ধুটি আমার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়লো। আমি অসহায় হয়ে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত অসময়ে গর্ভপাত করে ফেললাম। বর্তমানে অন্য কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক করতে আমি ভয় পাই, এবং প্রতি রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমি তার সংক্ষিপ্ত চিঠিটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে হুবহু তুলে ধরছি:

'When I was 8 years old I fisthad sex with a boy of 15. I did it because I lack love and attention from my parents. I need love, and my parents never show me any. Nothing really changed at home, and at 15 I became pregnant. My boy friend blamed me and left. I had now here to turn. I was trapped, so I had an abortion. Now I'm afraid to date anyone, and I cry myself to sleep every night' [130]

পত্রিকাটির উক্ত সংখ্যায় নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক Gorge Don এর একটি রিপোর্টের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, আমেরিকায় ১৫-১৯ বছরের প্রতি এক হাজার মেয়ের মধ্যে ৯৬ জন মেয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভবতি হয়ে পড়ছে। এই রিপোর্টটি আজ হতে ৩১ বছর আগের রিপোর্ট। বর্তমান আমেরিকার চিত্র আরো ভয়ানক। আরো আশ্চর্য হওয়ার বিষয় হলো এদের সবার গুরু হলো 'জাতিসংঘ'। আর এই সংস্থাটি নিজেকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলেও দাবী করে অন্যদের ওপর ছড়ি ঘুরায়। সেখানেও প্রতি তিনজন নারী কর্মীর মধ্যে একজন যৌন হয়রানির শিকার হয় বলে তাদেরই প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। তাদেরই উচ্ছিষ্টভোগি মিডিয়াও প্রচার করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। অর্থাৎ সর্ষের মধেই ভূত।

---

[130]- The Plain Truth, Sep.1986. p-6.

তাই বলছিলাম, পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনে উন্নত বিশ্বের মানব সমাজ আজ রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত। যার সামান্য উদাহরণ আমরা উপরোক্ত ছোট্ট ছিঠিটিতে দেখতে পেলাম। শুধু আমরা কেন, যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি যদি ইনসাফের সাথে উপরোক্ত চিঠিটি পর্যালোচনা করেন তা হলে অবশ্যই বলে উঠবেন এটি প্রাকৃতিক নিয়মের বিমুখতার পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপরও আমরা পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেবো? পাঠকদের ওপর বিষয়টি ছেড়ে দিলাম। ইসলামের আইন ও বিধান হলো আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপনের সু-স্পষ্ট নীতিমালাও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আজকের পশ্চিমা জগতের সৃষ্ট সংস্কৃতি ও আধুনিকতার স্লোগান দিয়ে নারী স্বাধীনতার নামে যৌন সম্পর্কের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে বটে, তবে পরবর্তীতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের কোনো রাস্তা খুঁজে বের করতে পারেনি।

তারপরও নারী স্বাধীনতার স্লোগানকে পুঁজি করে আজকের তরুণ-তরুণী সকল প্রকারের পারিবারিক ও সামাজিক বেড়া ডিঙ্গিয়ে নিজেরাই নিজেদের পরস্পরের শারীরিক সম্পর্কের জন্য Free Root হিসেবে ঘোষণা দিয়ে: এটিকেই জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মনে করে দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলছে।

তবে বাস্তবতার আলোকে এখন তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, এটি নারী স্বাধীনতার Free Root নয়; বরং পশ্চিমা জগতে অসংখ্য নারী সম্পর্কীয় অপরাধ জন্মের উন্মুক্ত রাস্তা। তার একটি জ্বলন্ত চিত্র উল্লেখিত চিঠিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমরা আবারও বলবো, ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে নর-নারীর নিঃশর্ত সম্পর্ক সম্পূর্ণ প্রকৃতি ও মানবতা বিরোধী। নারী স্বভাবগত একাকীত্বকে পছন্দ করলেও পুরুষের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে ধর্ম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নারী জীবনের অনাকাঙ্খিত মোড়ে তাকে বাঁচাতে চায় বলেই নারী-পুরুষের অবস্থান পৃথক হওয়ার দাবী করে।

অতএব আমরা স্বীকার করি বা না করি, উপরতলা আর নীচতলা, আমতলা আর জামতলায় সৃষ্ট সকল অবৈধ সম্পর্কের মূল্য সর্বদা নারীকেই আদায়

করতে হয়। সইতে হয় সকল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। শুনতে হয় সমাজ ও পরিবারের তিরস্কার এবং প্রতিবেশীর অনেক কুটুক্তি। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আজকের পশ্চিমা সভ্যতা পুরুষের চেয়ে নারীর জীবনে বেশী সমস্যা সৃষ্টি করছে। নারীকে শুধু মানসিকভাবে হত্যা করছে না শারীরিকভাবেও তাকে দুন্ইয়া হতে বিদায় করে দিচ্ছে। এমন ঘটনা এখন বর্তমান বিশ্বের নিত্য দিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মানুষ নামক এসব হিংস্র প্রাণীরা নিজেদের জৈব চাহিদা পূরণ করে তাকে শুধু বনে জঙ্গলে ফেলে যাচ্ছে না; বরং রক্তাক্ত করে ফেলছে পুরো মানব সমাজ।

এটি আমাদের বক্তব্য নয়; নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির অষ্ট্রেলিয়ান নেত্রী Mrs. Germaine Greer শেষ বয়সে এসে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন করা আমাদের উচিৎ হয়নি। কারণ এটি বাস্তবতা ও প্রকৃতি বিরোধী। আজ যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী পিড়াদায়ক তা হলো, যৌন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণতিতে আজকের ১২/১৩ বছরের মেয়েরাও জন্ম নিয়ন্ত্রণের পিল সাথে রাখতে শুরু করেছে। আর যেসব মেয়েরা ১৫/১৬ বছর বয়সে গর্ভবতি হচ্ছে তাদের যে কি করুণ অবস্থা তা আর বুঝতে কারো বাকী থাকছে না।

কারণ যৌন সম্পর্ক করা পুরুষের জন্য সহজ হলেও নারীদের বেলায় এটি খুব কঠিন। পুরুষ ভালোবাসতে পারে আবার ভুলেও যেতে পারে। ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় তারা খুব সহজে চলে যেতে পারলেও নারী তা পারে না। নারীর অনুভব শক্তি পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারী একজন পুরুষকে বুদ্ধি অন্তর ও অস্তিত্ব দিয়ে ভালোবাসে। তাই একটি ভেঙ্গে যাওয়া ভালোবাসা নারীর জীবনকে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে ফেলে। আমি এমন একটি ঘটনা আমার নিকটতম লোকদের মাঝে ঘটতে দেখেছি। তার বক্তব্যকে Indian Express এভাবে উল্লেখ করেছে :

What is worrying taday is the result of the sexual liberation movement the number of teenaged girls who have been on the pill since they were 12 and 13, the number of teenaged girls who get pregnant by the time they are 15 and 16. What is

happening to them ? Sex means something quite different for men. They can love and leave. When the time comes to go to nuiversity, they can take off quite easily. Women have a different sensibility. The love with their heads, hearts and loins. And a broken love affair leaves them quite shattered. I have seen it happen to people close to me. And it is terrible.[131]

পরিশেষে পাঠকদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানতে চাই এরপরও পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আরো কোনো উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন আছে কি? দেখতে হবে আরো কোনো কিতাব? তুলে ধরতে হবে আরো কোনো দৃষ্টান্ত? প্রয়োজন আছে মানবাধিকারের কোনো ঘোষণা এবং জাতিসংঘের কোনো সনদ? গভীর ভাবে ভেবে দেখুন। সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে আসুন। আশ্রয় নিন মুক্তির মহোনায় শান্তির আঙ্গিনায়। যুক্ত হোন আলোর মিছিলে যেই মিছিল আপনাকে পথ দেখাবে জান্নাতের। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন।

---

[131]- Indian Express, 14 January 1987

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রতি বছর ৮ মার্চ নারী অধিকার রক্ষার নামে পৃথিবী ব্যাপী International women's day বা 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালিত হচ্ছে। তারপরও কোথাও কেন যেন নারীর কাঙ্ক্ষিত অধিকার রক্ষা হচ্ছে না। নারী দিবস উদযাপনের প্রবক্তারা নারীর ইয্যাত ও সম্মান রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। তাই এই ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য নতুন করে প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর International day for elimination of violence against women বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন করে আসছে। এতেই নারী খুশী। মনে করছে এবার তাদের অধিকার ফিরে পাবে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এখানেও কিন্তু শেয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেয়ার মত ঘটনা ঘটছে। তবুও পশ্চিমা জগতের কথা মনে পড়তেই আমাদের মুসলিম দেশের তথাকথিত নারী সমাজ ও মডার্ন ফ্যামিলির দাবীদাররা নিজেদেরকে প্রগতিশীল বোঝানোর জন্য আনন্দে নেচে উঠে। কারণ তারা মনে করে পশ্চিমা জগতের নারী স্বল্প বসনায় ঘুরতে পেরে আজ জান্নাতি সুখে আছে। তাই তাদের মত লাইফ স্টাইল উপভোগ করতে যেমন চায়, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমাদের শেখানো মতে নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য কিছু দিবসের ব্যানার নিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে চায়। তাই তারা বছরে একদিন বিশ্বব্যাপী **'নারী দিবস'** পালন করে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করছে। তা না হলে মুসলিম পরিবার ও সমাজে এমন দিবস পালনের প্রয়োজন কেন দেখা দিলো?

অন্যদিকে যারা সত্যিকারের মুসলমান তারা এমন দিবস পালনে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। কারণ মুসলমান এমন এক জাতি যে জাতির Women day বা নারী দিবসের কোনো প্রয়োজন নেই। যেই জাতিকে তার ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে যে, মাকে দেখলে এবং মায়ের সেবা করলে সাওয়াব। বোনের জন্য খরচ করা উত্তম সাদাক্বাহ। নিজ মেয়েকে মানুষ করার জন্য খরচ করলে জান্নাতে রাসূলের প্রতিবেশী হওয়ার সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। নিজ

স্ত্রীকে হাসি মুখে দেখলে বা তার সাথে হাসি তামাশা করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকে। স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলেও সাওয়াব। স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়া সুন্নাহ্। স্বামীর ইচ্ছে মত স্ত্রীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলাম স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে নাফ্ল রোযা রাখতে নিষেধ করেছে।

ইসলাম স্ত্রীকে ডাকামাত্র স্বামীর বিছানায় চলে যেতে বলেছে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটালে ফেরেশ্তা লা'নাত করে বলে স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে **'নারী দিবস'** পালনের পদ্ধতি বাত্লে দিয়েছে। এভাবে সারাক্ষণ স্বামী-স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ করে দিয়ে ইসলাম জীবনের প্রতিটি দিন Women day হিসেবে উদযাপনের বাস্তব নমুনা পেশ করেছে। অতএব যেই জাতির জীবনে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত Women day বা নারী দিবস পালিত হচ্ছে, সেই জাতির আবার পশ্চিমাদের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন করে Women day পালনের কি দরকার?

মানব সমাজে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নারী দিবস পালনের জন্য আল্লাহ্ চারজন Security Guard নিয়োগ করেছেন। তারা হলেন, বাবা-ভাই, স্বামী ও ছেলে। নারী জীবনে এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কে হতে পারে? যারা এদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করে তারা মূলতঃ স্বার্থান্বেষী ও ধান্ধাবাজ। তারা নারী দিবস উদযাপনের নামে নারীকে কাছে পেয়ে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই নারী দরদী সাজে। তাই পশ্চিমাদের দেখানো পথে নারী দিবস পালনের স্লোগানের প্রভাবে যারা আজ প্রভাবিত, তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, নারী দিবসের স্লোগানের আড়ালে অর্জিত নারীর ইয্যাত দেখতে হলে ইউরোপে গিয়ে দেখে আসুন। সেখানে নারীরা Aid's Free লিখে গলায় কার্ড ঝুলিয়ে ১০ ডলারের বিনিময়ে নারী দিবস পালনের জন্য কার পার্কিং এ সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী বুঝলেন?

নারী দিবস উদযাপনকারীদেরকে ধান্ধাবাজ বলার কারণে রেগে যাবে না। একটু চিন্তা করে দেখুন, নারী দিবসের র‍্যালী যদি সত্যিই পুরুষ সমাজে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বের হতো, তা হলে সেখানে তুলে ধরা প্লে-কার্ডে লিখা থাকতো:

১. বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীর ওয়ারিস হওয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর হক্ব নিশ্চিত করে দ্রুত তার হক্ব দিয়ে দিন।
২. শিক্ষা নারীর মৌলিক অধিকার। তাই তার সু-শিক্ষার পদক্ষেপ নিন।
৩. ঘরের কাজে নারীর সহযোগিতা করা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ। তাই নিজ স্ত্রীকে সহযোগিতা করে নিজ পরিবারে নারী দিবস পালন করুন।
৪. উত্তম পুরুষ হলেন তিনি, যিনি নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম। অতএব নিজ স্ত্রীর কাছে এর প্রমাণ দিয়ে নিজেরাই নারী দিবসের পতাকা উত্তোলন করুন।
৫. মু'মিন পুরুষের দৃষ্টি নীচু রেখে নারী দিবসের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন।
৬. নারীর ইয্যাত করা শুধু পুরুষের দায়িত্ব নয়, রাষ্ট্রেরও কর্তব্য। এমন চিন্তাধারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করুন।
৭. মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত। এটি প্রচার করে বৃদ্ধাশ্রমের মত অভিশপ্ত কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করুন।
৮. কন্যার সু-শিক্ষাদানকারী বাবা জান্নাতে রাসূল (স.) এর সাথে থাকবেন। এটি প্রচার করে সহশিক্ষার পথ বন্ধ করে নারী শিক্ষার রাস্তা উন্মুক্ত করুন।
৯. পর্দায় থেকে ইয্যাতের সাথে রুজি-রোজগার করা নারীর অধিকার।
১০. ক্বিয়ামাতের দিন নারী সম্পর্কে সবাইকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তাই জীবনের সকল বাঁকে ও মোড়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন।
১১. কন্যা সন্তান আল্লাহ্র দেয়া মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নিয়ামাত। অতএব মাতৃগর্ভে কন্যার ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করুন। এ সব না লিখে না করে কী করা হলো?

ইস্টাবলিস্ট হওয়ার জন্য শরীর প্রদর্শন করা হলো। কত বড় অপদার্থ হলে নারী অশালীন কাপড় গায়ে দিয়ে নারী দিবস পালনের নামে ঘর হতে বের হয়ে অলি-গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাদাইম্মাদের কাছে শালীনতা বজায় রাখার দাবী জানিয়ে তাদের কাছে ইয্যাত ও সম্মান পাওয়ার আশা রাখে। তাই মনে রাখবেন, চাদর এবং চার দেয়ালের মাঝে অবস্থানরত নারীর কখনো এসব আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না।

এটি শুধু আমাদের দাবী নয়, বাস্তব সত্য। তাই আমরা মুসলিম পরিবার ও সমাজে দেখতে পাই, তাদের সন্তানরা স্কুল হতে বাসায় ফিরেই বলবে, আম্মু কই? বিকালে ঘুম হতে উঠেই প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? আম্মুর সাথে কোনো কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে একবার চোখের সামনে দেখতে পেলেই তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পারিবারের শুধু ছোট বাচ্চারা নয়, কলেজ-ভার্সিটি হতে বাসায় ফিরে এসে বড়দেরও প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করে এর কারণ হিসেবে যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, প্রত্যেকটি সন্তানের জন্মের পর তার নাভী কেটে মায়ের শরীর হতে পৃথক করা হয়েছে, তাই এখনো সেই কাটা জায়গাটি শুকায়নি, এ কারণেই কিছুক্ষণ পর পর তার মা কে না দেখলেই সেখানে ব্যাথা শুরু হয়।

অনুরূপভাবে যারা ভদ্রলোক তারাও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে পেতে চায়। অফিস হতে বাসায় এসেই প্রথম ডাক **'এই তুমি কোথায়?'** কোনো কাজ না থাকলেও স্বামী চায় তার স্ত্রী এসে দরজা খোলুক, অফিসে যাওয়ার সময় বিদায় দিয়ে যাক। দুপুরে বিশ্রামে যাওয়ার সময়ও যেন স্ত্রী পাশে শুইয়ে থাকুক। এটি নিয়ে অনেক চিন্তা করে আমি যা খুঁজে পেয়েছি, তা হলো স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতেই স্বামী পুরো দিনের সব পরিশ্রমের কথা ভুলে যায়। যেই দিন **'ক্বাবিলতু'** বা **'ক্বাবুল'** বলে তাকে মনের গভীরে স্থান দিয়ে দু'টি হৃদয়ের মাঝে যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে, সেই দিন হতেই উক্ত নেটওয়ার্কের মাঝে বিচ্ছিন্নতা কোনো ভদ্র স্বামী মেনে নিতে পারে না।

কারণ মহান আল্লাহ্ যদি নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন চাহিদা ও কামনা, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি না করতেন, তা হলে নারীর মধু আহরণের রাস্তা যতই উন্মুক্ত করা হোক না কেন, তারা কখনো পরস্পরের সান্নিধ্যে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারতো না। আর এই প্রশান্তি লাভের লক্ষ্যে উভয়কে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে আল্লাহ্ স্বামী স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্কের গভীরতা বুঝানোর জন্য বলেছেন:

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'

একজন ইংরেজ এভাবে বলেছেন:

Fitting into each other as a garments fits the body.

তাই বলছিলাম, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি সেই অস্থিরতা ও উত্তেজনাকে নর-নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে **'ক্বাবিলতু'** বলে ঘর বাঁধতে বাধ্য করেছে। অস্থিরতা যেহেতু শান্তির প্রত্যাশী, তাই এর সন্ধানে নারী-পুরুষকে পরস্পরের দিকে চুম্বকের মত টেনে এনে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এক অকল্পনীয় সম্পর্ক স্থাপন করে দু'টি পৃথক পরিবেশ ও দুই মেরুতে জন্ম নেয়া আগন্তুককে পুরো জীবনের সকল মোড়ে ও সকল বাঁকে সংযুক্ত করে রাখে। যে সংযোগ চরম উত্তাল কুলহীন সাগরের মাঝেও কখনো Network Failure এর কোনো সংকেত না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবনতরীকে নিরাপদে চলার পথ দেখায় এবং জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও স্বামীর দৃষ্টির তৃষ্ণা মেটায়, তাই স্বামীও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতে চায়।

অতএব যে পরিবার ও সমাজে নারীর এত মূল্য ও গুরুত্ব সেই সমাজ ও পরিবারে আবার **'নারী দিবস'** পালনের প্রয়োজর কোথায়? তাই আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, যারা নারী দিবসের ব্যানারে নারীকে একদিনের মূল্যায়ন দেখায়, তারা প্রতিদিন রাতের অন্ধকরে শুধু নয়, দিনে দুপুরেও নারীকে পেটায়। আমাদেরকে বুঝতে হবে, পশ্চিমা জগতের নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা আমাদের সমাজের নারীদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চরম জটিল একটি সমস্যা। কারণ পশ্চিমা জগতের পুরুষরা নারী সম্পর্কে মনে করে:

(ক) নারীকে মূলতঃ পুরুষের সেবা করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

(খ) নারী শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। তাই তাদের পজিশন ও মান-মর্যাদা কম হবে এটিই স্বাভাবিক।

(গ) নারীর স্বার্থ যেহেতু পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত তাই তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার অনুপযুক্ত।

(ঘ) নারীর ভূমিকা কখনো পুরুষের সমান হতে পারে না। অতএব তারা পুরুষের মত সমান বিনিময়ও পেতে পারে না।

(ঙ) যেহেতু নারীর স্বভাবের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা বেশী রয়েছে সেহেতু তারা সব বিষয়ে আবেগের জালে বন্দী হয়ে পড়ে। এ কারণেই জীবনের কোনো সময়ে তারা দিক নির্দেশনামূলক কাজ করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা কখনো অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। এটি শুধু তাদের ধারণা নয়, সিদ্ধান্তও বটে।

নারী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাগুলো পশ্চিমা সমজে যুগ যুগ ধরে পোষণ করা হতো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এখন তারাই নারী অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। অজ্ঞতা ও মূর্খতা, প্রতারক ও প্রতারণা আর কাকে বলে? নারীর অস্তিত্বের সাথে এর চেয়ে প্রহসন ও উপহাস আর কী হতে পারে? তবে যা লাভ হয়েছে তা হলো গির্জার পোপদের প্রভাব হতে নারী এখন মুক্তি পেয়েছে। সকল প্রকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমান সমাজের সর্বত্র বিজ্ঞানের জাগরণের আওয়াজ উঠেছে। এই পথ ধরে গণতন্ত্রসহ সকল প্রকারের বাধা বিপত্তি হতে নারী এখন মুক্ত হতে শিখেছে। তাই আজকের পশ্চিমা সমাজ সেকেলের সকল চিন্তাধারাকে বিসর্জন দিয়ে নারীদের ব্যাপারে পুনরায় চিন্তা করতে শুরু করেছে। পরিশেষে তারা যে বিষয়গুলো ঐক্যমত পোষণ করে মেনে নিয়েছে এবং অন্যকেও মানতে বলছে তা হচ্ছে:

(ক) নারী-পুরুষের সৃষ্টির পেছনে গোপন কোনো রহস্য লুকায়িত নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোনো পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের সৃষ্টি হয়নি। অতএব এটি ভুল ধারণা যে, পুরুষের খেদমতের জন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(খ) নারী সকল দিক দিয়ে পুরুষের সমান। পুরুষের মাঝে যেমন দুর্বল শরীর এবং দুর্বল প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার দিকে দিয়ে পার্থক্য করা হয় ঠিক তেমনিভাবে নারীদের মাঝেও একই পার্থক্য রয়েছে। অতএব মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে এই ব্যাপারে নারী পুরুষ সবাই সমান।

(গ) পুরুষ শাসিত সমাজ যখন শেষ হয়ে যাবে এবং সামাজিক কর্মকান্ডে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী যখন সকল কাজে ও সকল মোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন নারী নিজেই স্বাধীন মতামত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। তবে এখানে আমাদেরকে একটি কথা মনে

রাখতে হবে তা হলো, এটি **তাকদ্বীর** বা নিয়তি নয়; বরং এটি **তাদবীর** বা দূরদর্শিতা ও চিন্তা-চেতনার বিষয়।

(ঘ) বিনিময়ের সম্পর্ক হলো কর্মপদ্ধতি এবং Out put এর সাথে। এ সম্পর্ক কখনো কোনো শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

অতএব কোনো নারীর কর্মতৎপরতা যদি কোনো পুরুষের চেয়ে উত্তম হয়, তা হলে পুরুষের চেয়ে নারী পারিশ্রমিক কেন কম পাবে? এখানে শুধু নারী হওয়ার কারণে পারিশ্রমিক কম দেয়া হলে এটি হবে নারীর প্রতি যুল্‌ম এবং মারাত্মক অন্যায় ও নীতি বহির্ভূত ঘৃণিত একটি কাজ। সামাজিক ভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে মানব সমাজের যেমন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে ঠিক তেমনিভাবে মানব সমাজের সর্বত্র মানসিক উন্নয়নও ঘটে। আরো একটি বাস্তব সত্য হলো, নারীর উপর যদি পলিসি নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা হলে নারীও একদিন উত্তেজনা এবং আবেগ প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসবে। কারণ নারী জন্মগতভাবে আবেগ প্রবণ নয়।

পশ্চিমা সমাজের সর্বত্র এখন উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর বাস্তবতা প্রমাণের চেষ্টা চলছে। এগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী পুরুষের হাতে নারী নির্যাতনের এক ভয়াণক চিত্র। আবার অন্যদিকে গির্জার পাদ্রীরা অনেক আগ থেকেই নারীকে জন্মগতভাবে পাপী ও অপরাধী মনে করে আসছে। তাদের দৃষ্টিতে নারী হলো পুরুষের খেলনার বস্তু। তাদের এহেন মিথ্যা প্রপাগান্ডার কারণে নারী মানুষ না হয়ে বেচা-কেনার Commodity বা পণ্য ও বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সমাজে তাদের কোনো ইয্‌যাত, সম্মান ও স্থান নেই। অতএব রাণী হলেও বাদশার মর্জির ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করে। কারণ বাদশা ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় অন্য এক নারীকে বিয়ে করে রাণী বানিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

মোটকথা, যেভাবে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, খেটে খাওয়া কুলি-মজুর এবং দেশের সাধারণ নাগরিকের অধিকার নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়ে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে তারা একই উদ্দেশ্যে নারী অধিকার আদায়ের নামে মাঠে নেমেছে। তবে এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, তাদের এমন আন্দোলনের কারণে নারী অনেক ক্ষেত্রে

নিজেদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি পিতার সম্পত্তিতে এখন অনেক ধর্মে নারীর অংশ নির্ধারণ হয়েছে। পারিবারিক জীবনে ত্বালাক্ব দেয়ার অধিকার পেয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতা নির্বাচনে ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান পুরোপুরি না হলেও আংশিক পারিশ্রমিক লাভে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে। তবে হারিয়েছে সব। বাকী থাকেনি কিছুই। লুণ্ঠিত হয়েছে প্রকাশ্যে তার সকল প্রাইভেসী। যার প্রমাণ আজকের তথ্য প্রযুক্তির সকল রেকর্ড।

আশ্চর্যের কথা হলো, এসব লুণ্ঠনকারীরাই আজ International women's day বা **'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'** পালন করছে এবং অন্যদেরকে পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। তারাই এখন নারীর এহেন বিপর্যয়ে মায়া কান্না জুড়ে দিয়ে শেষ বারের মত নারী সমাজকে বেকুব বানিয়ে আজ International day for elimination of violence against women বা **'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'** পালন করে নারী সমাজের সামনে নারী নির্যাতনের সঠিক সংজ্ঞা উপলব্ধী করার রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে রেখেছে। অতএব নারীকে এসব ধান্ধাবাজদের স্লোগানে আকৃষ্ট না হয়ে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। নারীর নিজের হিফাযাতের ব্যবস্থা নিজেকেই নিতে হবে। অন্যরা হিফাযাতের নামে শুধু কাছে পাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। এমন ঘটনা এখন প্রতিনিয়ত মিডিয়ায় আসছে। তাই সর্বাবস্থায় নারীকে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। কারণ লজ্জা হলো নারীর ভূষণ। অতএব যে নারী তার এই ভূষণের হিফাযাত করবে না অন্যরা কেন করবে?

নারীকে বুঝতে হবে যে, তার ঘর-সংসার ধ্বংস করার লোকের অভাব নেই। এরা তার চার পাশেই অবস্থান করছে। যখন সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিছু দিন এখানে সেখানে হিন্দুদের গো-মাতার মত ঘুরে সব হারিয়ে ফিরে আসবে তখন আর কেউ তার চোখের পানি মুছতে আসবে না। না আপন, না পর। যারা তাকে স্বাধীনতা উপভোগের নামে ঘর ছাড়ার রাস্তা দেখিয়েছিলো তারা সবার আগে পালাবে। কারণ তারাও পারিবারিক ভাবে একই রোগে আক্রান্ত। নিজের স্ত্রীও এ রকম স্বাধীনতা ভোগের নামে চৌরাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অতঃপর যা হওয়ার তাই হয়েছে।

আমাদের এসব দাবীর সত্যতা যাছাইয়ের জন্য এক তসলিমার জীবই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

অতএব **'নারী দিবস'** আজ তারাই পালন করছে, যারা দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে একে অপরের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলো, তার পরিবর্তে এখন তারা পৃথক হওয়ার মাঝেই মুক্তির রাস্তা খুঁজছে। কারণ স্বাধীনতার নামে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। কেউ কাউকে ছাড়ছে না। তেমনই এক লোকের ঘরে গভীর রাতে পুলিশ প্রবেশ করে জানালো ভাই! আপনার ঘর চেক করা হবে। আমাদের কাছে তথ্য আছে এখানে এক ভয়ানক সন্ত্রাসী আছে। লোকটি বললো তথ্যটি সঠিক, তবে সে তো এখন তার মায়ের বাসায় গেছে। কি বুঝলেন?

অন্যদিকে এরাই এখন এসব গন্ধ দূর করার জন্য কখনো **'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'** আবার কখনো **'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'** পালন করছে। অথচ এরাই নারীকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করে পরপারে পাঠিয়ে দিছে। বিশ্বাস না হলে আপনি খুঁজে দেখুন, নারী নির্যাতনকারী একজন আলেমও পাওয়া যাবে না। তথাকথিত মডার্নদের বাসর রাত্রীতেই নববধূ অন্যের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটলেও ইসলামিস্টদের আঙ্গিনায় এমন একটি নযিরও পাওয়া যাবে না। যারা আজ নারী দিবস পালন করছে তাদেরই এক লোকের নির্যাতনে তার স্ত্রী মারা গেলো। মারা যাওয়ার পরও নির্যাতনের নেশা কাটেনি। তাই স্ত্রীর লাশ দাফন করে সবেমাত্র ঘরে ফিরে এলো। তখন আকাশে মেঘের **রা'য়াদ ও বারক্ব,** তর্জন ও গর্জন শুরু হলো এবং চারদিকে বিদ্যুত চমকাতে লাগলো। অতঃপর কঠিন এক তুফান শুরু হলো। লোকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, মনে হচ্ছে পৌঁছে গেছে এবং সেখানে গিয়েও শুরু করে দিয়েছে। কি বুঝলেন?

যারা এসব দিবস পালন করে না এবং পালনের কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না তাদের আঙ্গিনায় প্রতিদিন পালিত হচ্ছে নারী দিবস। যেহেতু তাদের পরিবারে নারী নির্যাতন নেই সেখানে আবার কিসের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস? যারা নিজেদের জীবনে প্রতিদিন নারী দিবস পালন করে তারা কারা জানেন? না জানলে শুনুন আমি তাদের পরিচয়

দিচ্ছি। নিজের জীবনের সাথে মেলাতে পারলে হলফ করে বলতে পারি আপনার জীবনে প্রতিদিন নারী দিবস পালিত হবে। যে দিবসের পতাকা উত্তোলনকারী হবেন আপনি, আর আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে নেচে উঠে তালী বাজাবে আপনার হৃদয়ের স্পন্দন প্রিয়তমা স্ত্রী। যে তালীর আওয়ার ছুঁয়ে যাবে অন্তরের অন্তরস্থল। শুকনো ভূমিতেও ঘাস জন্মাবে। বিরাণ বাগানেও গোলাপ ফুটবে।

তাহলে গল্পটি শুনুন। এক লোক তার পছন্দ করা একটি মেয়েকে বিয়ে করলো। তাই খুশীতে সে অনেক বড় করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। তার বন্ধুরা সবাই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য আসলো। এই দিনটি সবার জন্য একটি স্মরণীয় দিন ছিলো। নববধূ লাল শাড়ি পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিলো। বরও কালো শেরওয়ানী ও সাদা পায়জামা পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলো। উভয়কে খুব সুন্দর লাগছিলো। দেখে সবাই বলে উঠলো খুব সুন্দর দম্পতি। এরা খুবই ভাগ্যবান। তারা পরস্পরকে সত্যিই ভালোবেসেছে।

কিছুদিন পর মেয়েটি তার স্বামীকে বললো, কীভাবে দাম্পত্য জীবনকে সুদৃঢ় ও আনন্দময় করা যায় সে সম্পর্কে আমি একটি ম্যাগাজিনে চমৎকার একটি লেখা পড়েছি। স্বামীও এটি শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। স্বামী তার কাছে পদ্ধতিটি যখন জানতে চাইলো স্ত্রী বললো এর জন্য আমাদের উভয়কে পৃথক পৃথক একটি লিস্ট বানাতে হবে। সেই লিস্টে একে অপরের মাঝে অপছন্দনীয় কি পেয়েছি তা লিখতে হবে। অতঃপর আমাদেরকে আলোচনা করে ঐ সব অপছন্দনীয় জিনিসগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এটি করতে পারলে আমরা আমাদের দাম্পত্য জীবনকে স্বর্গীয় জীবনে পরিণত করতে পারবো। নিজেদের আঙ্গিনায় প্রতিদিন শুধু নয়, প্রতি মুহূর্ত পালিত হবে নারী দিবস। এটি শুনে স্বামীও খুশীতে নেচে উঠে রাজি হয়ে স্ত্রীকে কাজ শুরু করে দিতে বললো।

এরপর স্ত্রী বললো, আমরা উভয়ে পৃথক পৃথক রুমে চলে যাবো। সেখানে বসে আমরা ঐসব বিষয়গুলোকে মনে করবো যেগুলো আমাদের জন্য খুব বিরক্তিকর। যা দেখলে আমরা সহ্য করতে পারি না, সেগুলো এই লিস্টে উল্লেখ করবো। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পৃথক পৃথক রুমে চলে গেলো

এবং সেখানে পুরো দিন চিন্তা করে লিখে নিলো। পরের দিন তারা নাস্তার টেবিলে বসে সিদ্ধান্ত নিল, নিজেদের লিস্ট পড়ে একে অপরকে শুনাবে। স্ত্রী বললো, আমি প্রথমে আমার লিস্ট তোমাকে শুনাবো। সে তার তৈরীকৃত লিস্ট বের করলো, যেখানে তার কাছে অপছন্দনীয় স্বামীর অনেকগুলো আচরণ লিখে নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বামীর মাঝে দেখা তার অপছন্দের জিনিসগুলো পড়ে শোনালো। স্ত্রী যখন একটি একটি করে পড়তে শুরু করেছে তখন স্বামীর চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এটি দেখে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো কি হলো? তোমার চোখে অশ্রু কেন? স্বামী উত্তরে বললো না কিছু না। তাকে বললো তুমি তোমার লিস্ট পড়তে থাক। স্ত্রী পড়তে লাগলো এবং পুরো তিন পৃষ্ঠা পড়ে তাকে শুনালো। এরপর স্বামী নিজের লিস্টটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বসে থাকলো।

স্ত্রী তার স্বামীকে লিস্ট পড়তে বললো। যাতে করে তারা আলোচনা করে একটি সমাধানে পৌঁছতে পারে। এটি শুনে স্বামী অশ্রুভেজা নয়নে মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলো আমার লিস্টের মধ্যে কিছুই নেই। তোমার মাঝে আমার অপছন্দনীয় কিছুই নেই। আমি মনে করি তুমিই আমার স্বপ্ন এবং তুমিই আমার বাস্তব। খুবই ভালো এবং পরিপূর্ণ একজন স্ত্রী। যার মধ্যে অসম্পূর্ণ বলতে আমি কিছুই দেখিনি। মোটকথা, তুমি আমার স্বপ্নের রাণী। যৌবনে দেখা সকল স্বপ্নের বাস্তবতা তুমি। তোমার মাঝে যা আছে সবই আমার কাম্য ছিলো। তাই তোমার ঘ্রাণে আমার ঘুম আসে আর তোমার ঘ্রাণে আমার ঘুম ভাঙ্গে। অতএব তোমার চরিত্রের মধ্যে কোনো ধরণের পরিবর্তন হোক আমি তা পছন্দ করছি না। তুমি খুবই সুন্দর এবং খুবই নৈতিক চরিত্রবান এবং স্বামী ভক্ত একজন স্ত্রী। তোমার মাঝে কোনো ধরণের পরিবর্তন হোক তা আমার কাম্য নয়। অতঃপর নিজের প্রতি স্বামীর ভালোবাসার গভীরতা দেখে স্ত্রী খুব প্রভাবিত হলো। তার সম্পর্কে স্বামীর এমন ধারণা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

তাই স্ত্রীকে বুঝতে হবে, স্বামী সব কিছু ভুলে যেতে পারলেও কিন্তু এমন একটি মুহূর্তের কথা কখনো ভুলতে পারে না, যে মুহূর্তে আপনার প্রয়োজন ছিলো কিন্তু আপনাকে পাওয়া যায়নি। স্বামী-স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবনে

পরস্পরের কাছে নিজেকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে, যে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে যেন সবাই তাদেরকে ভালোবাসে। যেখান থেকে তারা চলে যাবে সেখানের সবাই যেন তাদেরকে স্মরণ করে। যেখানে যাবে সেখানের সবাই যেন তাদের আগমনের অপেক্ষা করে।

'নারী দিবস' পালন না করে, স্বামী-স্ত্রীকে একটি কথা মনের গভীরে স্থান দিতে হবে, স্বামী হলো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার গভীর এক সাগর। যে সাগরে বহু মাছের চাষের স্বপ্ন স্বামী সারাক্ষণ দেখলেও স্ত্রী কিন্তু এই গভীর সাগরে নিজেই শুধু চষে বেড়াতে চায়। অন্য মাছের অবস্থান তো দূর কী বাত, কোনো দিকে অন্য মাছের ছায়া মনে হলেও তাকে গিলে ফেলার জন্য সেই ছায়ার দিকে বিদ্যুত গতিতে ছুটে যায়। যারা এমন পরিবেশে জীবন কাটায় তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই **নারী দিবস**।

তাই বলছিলাম, নিজেরা এমন থাকুন যেন সবাই এমন থাকার আকাঙ্ক্ষা করে। এমন চলুন যেন সবাই আপনাদের চলার উদাহরণ দেয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ইশ্‌ক্ব হাকীকী হোক বা মাজাযী (নকল) দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করতে হলে উভয়কে ফাক্বীরী গ্রহণ করে নিতে হবে। কারণ ফাক্বীর হলো, যে শুধু এক দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় তাকে ফাক্বীর বলে না তাকে ভিখারী বলে। তাই যারা পর পুরুষ বা পর নারীর সাথে হেসে খেলে এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করে জীবন কাটাতে চায় তারাই মূলতঃ ভিখারী। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই জীবন নতুন কাপড়ে শুরু হয়ে আবার নতুন কাপড়েই শেষ হবে। এই সময়ে সেই লাল শাড়িটি ও শিরওয়ানীটি বহু বার ছিঁড়ে যেতে চাইবে। তাই সেটিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে হিফাযাত করার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর। যারা এমন করতে পারবে তাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে নারী দিবস পালিত হবে।

যেই জীবনের শুরু ছিলো লালশাড়ি ও শিরওয়ানী দিয়ে। আর শেষ হবে সাদা কাপড় দিয়ে। তাই এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুই পছন্দ অপছন্দের হতে পারে। অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে আবার তার সমাধানও হবে। সেদিকে তাকালে হবে না। জীবন সফরে অনেক বাঁক আসে সে বাঁক কখনো সফর বন্ধ করে দিতে বলে না; বরং সেই বাঁক পথিককে অত্যন্ত

সতর্কতার সাথে মোড় নিতে বলে। নিজেদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও সুখের দিকে তাকাতে হবে। একে অপরের মাঝে খুঁজে পাওয়া আনন্দকে জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করতে পারলে বাকি সব কিছু নিজেদের কাছে মূল্যহীন মনে হবে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী তখনই আনন্দ উপভোগে ডুবে থাকতে পারবে, যখন একে অপরের ভালো জিনিসের প্রসংশা করবে এবং মন্দগুলোকে ভুলে যাবে। কারণ এই দুনইয়াতে পরিপূর্ণ ইনসান বলতে কেউ নেই। তবে আমরা একে অপরকে পরিপূর্ণ দেখতে পারি তখন, যখন পরস্পরের ভুল-ত্রুটিকে ইগনোর করতে পারি। একে অপরকে সহ্য করার মাঝে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য নিহিত। শুধু নির্ভুল খুঁজলে একাই থেকে যেতে হবে। আর একাকীত্ব জীবন কোনো জীবনই নয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভালো প্রেমিক-প্রেমিকা ও ভালো বন্ধু হতে হলে একে অপরকে বুঝতে হবে, সকল কথা ও কাজে সহযোগিতা করতে হবে সহযোগিতা নিতে হবে। কারণ প্রেমের প্রশান্তির পথ মাত্র দু'টি। এক: স্বামী-স্ত্রীর যদি হৃদয় না থাকতো। আর তাদের কোনো একজনের যদি জন্ম না হতো। তা হলে আজীবন সুখে থাকতে পারতেন। অতএব এমন চেতনা লালন করতে পারলে নিজেদের দাম্পত্য জীবনতরীকে ভালোবাসার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন পুরো জীবন। যেখানে থাকবে শুধু আনন্দ আর আনন্দ, খুশী আর খুশী। পড়ন্ত বেলায়ও নিজেদেরকে নব দম্পতি মনে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে পাঠকদেরকে একটি কথা না বলে পারছি না। একবার এক ছাত্রীর মা আমাকে ফোন করে তার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র দেখার অনুরোধ করলেন। তবে আমি মেয়েটিকে চিনতে পারিনি। তাই তাঁকে বললাম, আপনার মেয়েকে আমার সাথে ভার্সিতে দেখা করতে বলেন। আমি অফিসে আছি। সাথে একটি সিভিও নিয়ে আসতে বলেন। যেহেতু আমি সমাজ সংস্কারের কাজে জড়িত, তাই এই ধরনের অনুরোধ অনেকেই করে থাকে। এখানেই শেষ নয়, অনেক কলীগও তার জন্য পাত্র-পাত্রী যেমন দেখতে বলেন, ছাত্রদেরও অনেকে তাদের মা-বাবার ইন্তেকালে অথবা ডিভোর্সের কারণে তাদের জন্য পাত্র-পাত্রী দেখতেও অনুরোধ

করে। আবার অনেকে পারিবারিক অশান্তির কথা উল্লেখ করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করারও অনুরোধ করেন।

গতকাল এই বোন হোয়ার্টসআপে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে তার বিয়ে হচ্ছে না বলে তার জন্য দো'য়া করার অনুরোধ করলো। মেয়েদের বিয়ে না হওয়াটা এখন বর্তমান সমাজের একটি বড় সমস্যা। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে পড়েছে। আমি একবার আমার এক কলিগের বিয়ের জন্য আমারই এক ছাত্রীর মায়ের কাছে প্রস্তাব দিতে চাইলাম। তাই তাকে বললাম তোমার আম্মাকে বলিও যে, স্যার রাতে আপনাকে ফোন করবেন। আপনার সাথে তাঁর কথা আছে। রাতে যখন তাঁকে ফোন করলাম এবং কথার ফাঁকে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে তিনি বললেন, আমার মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গেছে এবং ছয় বছরের একটি ছেলেও রয়েছে। তবে এখন ডিভোর্স হয়ে গেছে। এমন একটি অপ্রত্যাশিত কথা শুনে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। কারণ আমি মেয়েটিকে অবিবাহিত মনে করেই তো প্রস্তাব দিলাম। এখন আমার কলীগ যদি এসব শুনে তখন কী মনে করবে।

অতঃপর এদিক সেদিক বলে দ্রুত ফোন রেখে দিতে চাইলাম। কিন্তু মেয়েটির মা তার বিয়ে এবং পরবর্তীতে বিচ্ছেদ ও একটি ছেলে হওয়ার পুরো কাহিনী শুনালেন। পরের দিন যখন আমি ক্লাসে গেলাম তখন একটি মেয়ে আমাকে বলেই ফেললো স্যার আমাদেরকে চোখে দেখেন না। আমাদের বিয়ের দরকার নেই? তখন বুঝতে পারলাম, আমার ফোন করার কারণ সব ছাত্রীরা জেনে ফেলেছে। ছাত্রীটির এমন কথায় আমি খুবই কষ্ট পেলাম এবং চিন্তায় পড়ে গেলাম। একটি মেয়ে বিয়ের প্রতি কতবেশী আগ্রহী হলে এভাবে সবার সামনে নিজের শিক্ষককে বিয়ের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ্যে বলতে পারে? তার সাথে সূর মিলিয়ে আরো অনেকে বললো স্যার! আমাদের জন্য পাত্র দেখেন। তাদের এমন কথায় আমার অন্তর কেঁপে উঠেছে। সমাজে এমন অসংখ্য মেয়ে বিয়ে ছাড়াই রয়ে গেছে। তাই বিষটির সঠিক সমাধান নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে লাগলাম।

বুঝতে পারলাম, মেয়েদের বিয়েতে দেরী হওয়া শুধু মা-বাবার জন্য চিন্তার বিষয় নয়, আমাদের মুসলিম সমাজের জন্যও একটি বড় সমস্যা। এই

সমস্যাটি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, বিয়ে দেরীতে হওয়ার কারণ শুধুমাত্র যৌতুক নয়, এবং এর জন্য শুধুমাত্র ছেলে পক্ষও দায়ি নয়। তা হলে দোষ কার? এখানে কারো নাম বলতে পারছি না। শুধু বলবো নিজের পরিবার সহ সমাজের দিকে তাকালে কার দোষ দেখতে পাবেন। সমাজের একটি মেয়ের বয়স যখন ১৮ হয় তখন তার মা-বাবা, ভাই-বোন মনে করে এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। ২০ হলে মনে করে মাত্র ইন্টার পাশ করলো এখন ভার্সিটির আঙ্গিনা মাড়িয়ে শিক্ষিত হবে। তারপর মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাববো। ভার্সিটির সার্টিফিকেট পাওয়ার পর এখন চাকরি না করলে মানুষ কী মনে করবে? এত পড়াশোনা করে চাকরি না করলে ইয্যাত থাকে? বয়স কিন্ত.তখন ২৪/২৬। আমার মেয়ে কারো উপর নির্ভরশীল হোক এটি আমি পছন্দ করছি না। স্বামীর পরিচয়ে বাঁচতে হবে কেন? নিজের পরিচয় থাকতে হবে।

পরিশেষে কোথাও চাকরি না হলেও কিন্ডার গার্টেন এ শিক্ষক হতে পারলে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। বয়স কিন্তু এখন ২৮/৩০। এখন মা-বাবা মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করে। কিন্তু তার সাথে জোড়া দেয়ার মত ছেলে পাওয়া যায় না। এভাবে ছেলে খুঁজতে খুঁজতে মেয়ের বয়স হয়ে যায় ৩৫। এখন যারা আসে তারা তার ছোট ভাইয়ের বয়সের। আসার আগেই বয়স ও শরীর দেখে কেটে পড়ে। বর্তমান সমাজের ৭০% মেয়ের বিয়ে না হওয়ার কারণ এটি বললে অতিরঞ্জিত হবে না। ফুল তাজা থাকতেই চুলে লাগাতে হয়। শুকিয়ে গেলে তখন ডাস্টবিনেই ফেলে দিতে হয়। আমি মনে করি মেয়েদের দেরিতে বিয়ের জন্য ৭০% দায়ি হলো মেয়ে পক্ষ। মা-বাবা মডার্নিজমের নামে মেয়েকে বিদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা না করে বে-পর্দায় অশালীন কাপড়ে শিক্ষার জন্য ইউরোপ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।

শিক্ষার নামে মেয়েকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়াতে এখন ছেলে পক্ষ এমন পাত্রীকে আর নিস্পাপ ভাবতে পারছে না। আবার অন্যদিকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন। বাবা চায় নিজের মেয়ের পাত্র এক রকম, মা চায় আরেক রকম। ভাই তার বোনের পাত্র চায় এক রকম, আর বোনরা চায় আরেক রকম। পাত্রী নিজেও চায় তার পাত্র হবে আরেক

রকম। কারোটা কারো সাথে মেলে না। সবাই নিজ নিজ মত করে পাত্রের জন্য নির্দিষ্ট একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে রেখেছে। বাবা চায় তার মেয়ের পাত্র দ্বীনদার হোক। মা চায় মেয়ের জামাইয়ের কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকুন। ভাই চায় ভগ্নিপতির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্য থাকুক। আর বোনেরা চায় তাদেরকে নিয়ে চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ঘুরে বেড়ানোর মানসিকতা সম্পন্ন হোক। পাত্রী নিজেই চায় তার স্বামী হ্যান্ডসাম হোক। এমন সব মাপকাঠিকে সামনে রেখে পাত্র খুঁজে বেড়ায় পাত্রী পক্ষ।

অতঃপর যত প্রস্তাবই আসে উল্লেখিত মাপকাঠির কারণে কোনো না কোনো পয়েন্টে সব প্রস্তাব রিজেক্ট হয়ে যায়। এভাবে অপেক্ষার পালা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মেয়ের বয়স ত্রিশের ঘর পার হয়ে যায় অথবা শারীরিকভাবে মোটা হয়ে যায়। সৌন্দর্যে ভাটা পড়ে। হারিয়ে যায় সকল আকর্ষণ শক্তি। সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে আর কোনো পাত্র পাওয়া যায় না। যারা আসে তারাও মেয়ের এই সব কারণে রিজেক্ট করে দেয়। এই ধরনের নারীরাই আজকের **'নারী দিবস'** পালনের পতাকাবাহী। তাদের পরিবেশে **'নারী দিবস'** পালনের কেন প্রয়োজন এখন বুঝেছেন? অন্যদিকে সত্যিকারের একজন মুসলিম **'ক্বাবিলতু'** বলে শুধু সাময়িকভাবে রক্ত-মাংসের একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে না; বরং তার ইয্যাত ও সম্মান রক্ষা করে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের মাধ্যমে তাকে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ারও পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

কারণ একজন মুসলমান মনে করে এবং বাস্তব সত্যও বটে, মৃত্যু কখনো একজন নারীকে তার স্বামী হতে পৃথক করতে পারে না। আখেরাতে স্বামী-স্ত্রীকে আবার এক সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝের বিচ্ছেদ হলো, আখেরাতের ফায়সালায় একজন জান্নাতে আর অন্যজন জাহান্নামে। অতএব যাদের সুন্দর দাম্পত্য জীবন গঠনের ফর্মূলা আখেরাতের সফলতা এবং এক সাথে জান্নাতে যাওয়া তাদের **'নারী দিবস'** পালনের কোনো প্রয়োজন নেই।

আজকের বাস্তবতা হলো, পশ্চিমা জগতের নারীরা এখনও বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যদিও তারা বর্তমান সমাজে নিজেদেরকে উঁচু উঁচু পদে

প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সত্যের বিপরীতে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অসত্য প্রচার প্রপাগান্ডার কারণে আজ পুরো বিশ্ব নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত। এ সুযোগে আমাদের দেশ বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশের নারীরাও পশ্চিমাদের দেখানো পথে অগ্রসর হওয়াকে নিজের জন্য মঙ্গল মনে করছে। নিজেদের কাঙ্খিত এবং তথাকথিত স্বাধীনতা পশ্চিমাদের পদাঙ্ক অনুস্মরণেই সম্ভব বলে তারা মনে করে বসেছে। তবে আমরা মনে করি, এমন চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়েই মুসলিম সমাজে ব্যভিচার ও বেহায়াপনার সফর শুরু হবে **মা'আযাল্লাহ**।

মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান পশ্চিমা সমাজের নারীর অবস্থানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কারণেই মুসলিম নারীদের ইয্যাত ও সম্মান ছিলো চোখে পড়ার মত। তবে এখানে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, অতীতে মুসলমানরা অন্যদের সাথে বহু যুদ্ধে হেরেছে। পরবর্তীতে চারিত্রিক যুদ্ধে মুসলমানরা তাদেরকে হারিয়ে জয় লাভ করেছে শুধু তাই নয়, তাদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অনেকে আশ্রয়ও নিয়েছে। যার গতি ও ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে যে চারিত্রিক যুদ্ধে মুসলমানরা অন্যদেরকে হারিয়েছিলো সেই যুদ্ধকে আজ তারা মূল্যহীন মনে করছে। নিজেরাই এখন বিবস্ত্র হয়ে পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করছে। তারাই এখন **'নারী দিবস'** পালনের প্রধান উদ্যোক্তা।

তাই বলছিলাম, হেলমেট ছাড়া যদি পুরুষরা দুন্ইয়ার সামান্য এবং অনিশ্চিৎ নিরাপত্তার অজুহাতে পেট্রোল পাম্প হতে পেট্রোল ক্রয় করতে না পারে, তা হলে আখেরাতের নিশ্চিত চিরস্থায়ী নিরাপত্তার স্বার্থে পর্দা ছাড়া নারীরা যেন শপিংমল হতে কোনো কিছু ক্রয় করতে না পারে সেটিই এখন মুসলিম সমাজের প্রধান দাবী হওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। আজকের মুসলিম উম্মাহকে ভেবে দেখতে হবে যে, মৃত নারীর লাশ যদি গায়রে মাহরাম কোনো পুরুষ দেখতে না পারে, তা হলে জীবিত নারীর বে-পর্দা শরীর কী করে রাস্তার অগণিত মানুষ দেখতে পারে? পর্দা না করলেই পুরুষরা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি পুরুষের স্বভাব। তাই বে-পর্দায়

পুরুষদের মাঝে নারীর অবাধ চলা-ফেরা আর লাকড়ি ও আগুনের মাঝে একত্র করা সমান।

খুবই আফসোসের বিষয়! মুসলিম উম্মাহ্‌র কিছু লোক জীবনেও কখনো মাসজিদে যায়নি মৃত্যুর পরই শুধু তাদের লাশের জানাযাহ্ দেয়ার জন্য মাসজিদে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে উম্মাতে মুসলিমার কিছু নারী জীবনেও কখনো পর্দা করেনি, মৃত্যুর পরই কাফনের মাধ্যমেই তাদেরকে পর্দা করানো হয়। তারপরও নাকি এরা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান!! অফিসে কর্মরত একটি মেয়েকে একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোথায় ভালো লাগে অফিসে না বাসায়? সে উত্তরে জানালো ঘরেই আমার ভালো লাগে। রেস্টুরেন্টের মহিলা ওয়েটারকে একবার এমন প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম তোমার মানসিক প্রশান্তি কোথায় লাভ হয়? বাসায় না কর্মস্থলে? সে জানালো বাসায়। একবার এয়ার হোস্টেসকেও জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় বেশী কোম্পোর্ট ফিল কর? সেও বললো বাসায়। আরেকবার একটি শপিংমলে গিয়ে একজন সেল্‌স গার্লসকে একই প্রশ্ন করলে সেও বললো বাসায়। আর এই দুই পয়সার উচ্ছিষ্টভোগি পশ্চিমা সভ্যতার গোলাম বুদ্ধিজীবী সেজে ব্যানার হাতে নিয়ে মিডিয়ায় বলে বেড়ায় ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে।

কতবড় যালিম সেই লোক, যে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য দুন্‌ইয়ার সকল ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে, কিন্তু জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে বাঁচানোর কখনো চেষ্টাও করে না। তাদের শিক্ষার জন্য হাজার টাকা নয়, লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ পাঠানোর নামে উন্মুক্ত বিচরণের সুযোগ করে দেয়ার সময় একটুও চিন্তা করে না, কিন্তু ক্বোরআনের তা'লীম দেয়ার জন্য পাঁচশ টাকা খরচ করতে যেন তাদের কলিজা ছিঁড়ে যায়। একজন আলেম রেখে তাদেরকে ক্বোরআন শিক্ষা দেয়ার সময় কত হিসাব নিকাশ করে, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার জন্য লাখ টাকা খরচ করতে পারাকে বাহদুরী মনে করে। অতএব যেমন কর্ম তেমন ফল। তাই মা-বাবা মারা গেলে এমন সন্তান তাদের জন্য একটু দো'য়াও করতে জানে না। জানাযাহ্ পড়ানো তো বহুত দূর কী বাত।

আমার সরাসরি উস্তায নাদওয়াতুল ওলামার তদানীন্তন রেক্টর আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) একবার আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন, যদি

মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা না করে এবং তাদের মাঝে দ্বীনী মানসিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা না নেয়, তা হলে আল্লাহ্ না করুন কোনো একদিন মুসলিম উম্মাহর নতুন প্রজন্ম ঈমান ও আক্বীদাহ্ হারা হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে মা-বাবারা মনে করে বসে আছে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের সন্তানরা নাকি মানুষ হয়ে যাবে। মূলতঃ মানুষ কাকে বলে তারা বুঝতে পারেনি। সুন্দর কাপড় পরিধান করা এবং বড় বড় ডিগ্রী অর্জনকে তারা মানুষ হওয়া মনে করেছে।

সত্য কথা হলো, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ হওয়া তো দূরের কথা, চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও খারাপ হবে তাদের চরিত্র। যতবড় ডিগ্রী থাকুক না কেন, মৃত্যুর পর আপনার সন্তান যদি আপনার জানাযাহ্ পড়াইতে না পারে তা হলে সে অবশ্যই সে একজন মূর্খ। এই শিক্ষার কোনো দাম নেই। তাদের সম্পর্কে ক্বোরআন বলেছে:

﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[১৩২]

'বরং তারা আরো অধম।'

বর্তমান যুগের উম্মাতে মুসলিমার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হলো, তারা মাসজিদের ইমামের জন্য ইমানদার এবং পরহেযগার লোক হতে হবে বলে বুঝে বসে আছে। যে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করবে। কিন্তু পুরো রাষ্ট্রের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) চোর, বদমাইশ, যালেম হলেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এই মানসিকতার লোকরাই দুন্ইয়াতে স্ত্রী-সন্তানের আয়েশী জীবনের জন্য হালাল-হারামের পার্থক্য করার প্রয়োজন মনে করছে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আখেরাতে স্ত্রী-সন্তানদের চিরস্থায়ী শান্তির জন্য আপনি কী ভাবছেন? বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। এটি করতে পারলেই মানব জীবনের গাড়ি আখেরাতে মুক্তির আঙ্গিনায় নিরাপদে গিয়ে পৌছবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। মানব সমাজ সকল প্রকারের পাপাচার হতে মুক্ত থাকবে।

কষ্ট লাগে তখন, যখন দেখি মুসলিম উম্মাহর কাছে চিরস্থায়ী মুক্তির এমন একটি আসমানী সনদ থাকার পরও তারা ইউরোপ-আমেরিকার প্রভাবে

১৩২- সূরাতুল আ'রাফ, আয়াত নং-১৯৭

প্রভাবিত। যারা এই রোগে আক্রান্ত তাদেরকে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, আমি ইংরেজদের ইতিহাস পড়েছি, **রাব্বে কা'বার ক্বাসম!** আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী (রা.) দের জুতার বালির সমানও কোনো লিডার তাদের ছিলো না।

আমাদেরকে বুঝতে হবে, বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপাচার ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়ার প্রথম কারণ হলো পশ্চিমাদের পদাঙ্ক অনুকরণ। পশ্চিমা জগতের নারীরা আজ যে অবস্থান এবং অধিকার পেয়েছে বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে মূলতঃ তাদের সেই অর্জিত অবস্থান বিশেষ কোনো Characteristic বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়; বরং Utility বা পরিশ্রমসহ আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনকে তাদের দেখানো পদ্ধতিতে বিবস্ত্র করার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। শুনতে খারাপ শুনালেও এটিই সত্য। তাদের মাঝে নৈতিক চরিত্র এবং পারিবারিক শিক্ষা বলতে কিছুই নেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, পশ্চিমা সমাজে কোনো মা তার সন্তানকে পানিশমেন্ট দিতে পারবে না। সন্তানকে মার-পিট করা পশ্চিমা জগতে একটি মারাত্মক অপরাধ। এরপরও যদি কোনো মা তার সন্তানকে মারে এবং সন্তান তার মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করলেও প্রশাসন তার মায়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

এর বিপরীতে আমাদের মুসলিম সমাজে সন্তান যত বড় হোক না কেন, মা-বাবা তাকে মারলে ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা এবং আইন কোনো কিছুই মা-বাবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তাই মুসলিম পরিবারের সন্তানরা বড় হয়ে বুঝতে পারে যে, ছোটকালে তার সাথে মা-বাবার কঠোরতা করাটা সঠিক ছিলো। ঠিক অনুরূপভাবে বান্দা মৃত্যুর পর কবরে গিয়ে বুঝতে পারে যে, তার রাব্বের কথা এবং বিধি-বিধান সঠিক ছিলো। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলাম ধর্মে মা-বাবার সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলতে পর্যন্ত নিষেধ করেছে। অর্থাৎ সন্তানকে মারার পর সন্তান মা-বাবার পিটুনী খেয়েও তাদের সাথে কখনো কোনো বেয়াদবী করতে পারবে না। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে সন্তানদেরকে মা-বাবার সাথে এমন আচরণ করতে পরিস্কার নিষেধ করেছেন। কিন্তু মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে পবিত্র ক্বোরআনের সেই শিক্ষা হতে বঞ্চিত করেছে। অথচ ক্বোরআন

আল্লাহ্‌র সেই আদেশকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য এভাবে রেকর্ড করেছেঃ

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾[১৩৩]

'তোমার রাব্ব্ আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে **'উহ্'** শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল।'

আল্লাহু আকবার! মুসলিম সমাজে মায়ের মর্যাদা অর্থাৎ নারীর মর্যাদা কত উঁচু! তা অন্য কোনো ধর্ম ও সমাজ, জাতি ও গোষ্ঠী কল্পনাও করতে পারবে না। তাই আমরা বলতে পারি যে ধর্মে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়াকে সাদাক্বাহ বলা হয়েছে এবং স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকে স্ত্রীর অধিকার বলা হয়েছে সেই ধর্মের অনুসারীদের জন্য আবার নারীকে সম্মানের নামে **'নারী দিবস'** এর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের আঙ্গিনায় নারীর এমন মর্যাদা পশ্চিমা জগতের কখনো চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে শুধু চার বিয়ের কথা। চার বিয়ের অনুমতি যদি শারী'য়াত দিয়ে থাকে তা হলে মনে রাখবেন ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করাও সুন্নাহ্।

চার বিয়ে যদি সুন্নাতে রাসূল হয়, তা হলে কোনো বিধবানারীকে বিয়ে করাও সুন্নাতে নাববী। আজকাল যারা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তারাও স্বল্প বয়সী তরুণী অথবা কুমারী মেয়ে খুঁজে বেড়ায়। তাদেরকে বলতে চাই, যদি দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হয়, তা হলে কোনো বিধবাকে বিয়ে করে প্রমাণ করুন আপনি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী বিয়ে করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো ত্বালাক্বপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করে আশ্রয় দিয়ে প্রমাণ করুন আপনার আঙ্গিনায় সুন্নাহ্‌র প্রতিফলন ঘটছে। এটি করতে না পারলে

১৩৩- সূরা বাণী ইসরাঈল, আয়াত নং-২৩

অবিবাহিত একটি ছেলেকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন, যেন সে বিয়ে করে সংসার সাজাতে পারে। তখন বোঝা যাবে কতটুকু পানিতে আপনার অবস্থান। পশ্চিমারা মূলতঃ নারীকে সম্মান না দেখিয়ে বিভিন্ন দিবস ঘোষণা দিয়ে সম্মান দেখানোর অপচেষ্টা চালায়। আর এই সব দিবসকে উপলক্ষ করে তাদের উচ্ছিষ্টভোগী **হাওয়ারিয়্যীন** ও **হাওয়াশিয়্যীন** বা অনুচর ও সহচররা ফেসবুকে নারীর ইয্যাত দেখাতে চলে আসে। তারা ফেসবুকে মায়ের যত সম্মান ও ইয্যাত দেখায় তার ১০% ও যদি বাস্তবে মাকে দেখানো হতো তা হলে জাহান্নাম বিরাণ এবং শায়ত্বান হয়রান হয়ে যেতে। অনুরূপভাবে মাসজিদের ইমাম মুয়ায্যিন এবং মাদ্রাসাহ শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রতি সমাজের মানুষের যে কড়া দৃষ্টি রয়েছে তার ৫% ও যদি নিজেদের সন্তানদের প্রতি রাখতো তা হলে সন্তানরা ফেরেশ্তা হয়ে যেত। মূলতঃ এরাই আজ নারী দিবস পালন করছে।

পশ্চিমা জগত এবং মুসলিম সমাজের মাঝে আরো একটি বড় পার্থক্য হলো, পশ্চিমা জগৎ স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়। তাই নর-নারীকে আল্লাহ্ বিশেষ কারণে অর্থাৎ একমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন কোনো কথায় তারা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে এই দুন্ইয়ায় **'খাও দাও ফুর্তি কর'** এটিই তাদের একমাত্র কাজ। এই জন্যই তারা দুন্ইয়াতে এসছে। ধর্ম-কর্ম বলতে কিছু নেই এবং করতেও হবে না। আখেরাত এবং হিসাব নিকাশ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে পরিস্কার করে পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾[১৩৪]

'তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে দিয়েছে।'

অথচ সকল ধর্মের মূল কথা হলো, এই দুন্ইয়া আখেরাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আখেরাতে সবাই যার যার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। আল্লাহ্ নিজেও ক্বোরআনে বলেছেন, তিনি এখানে মানব জাতিকে পরীক্ষার

১৩৪- সূরাতুল আন'আম, আয়াত নং-৭০

জন্যই পাঠিয়েছেন। নারী এবং পুরুষ মূলতঃ একই সত্তা বা জাত। তবে উভয়কে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব এবং শারীরিক গঠনের মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য করা হলেও নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রশান্তির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তারপরও উভয়ের শারীরিক ও মানসিক চাহিদাসহ শারীরিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন। এর উপর ভিত্তি করেই উভয়ের যোগ্যতা ও মানসিকতা, প্রতিভা ও রাগ-অনুরাগের মাঝে পার্থক্য রাখা হয়েছে।

রাত ও দিনের মাঝে যেমন ব্যবধান রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে নারী-পুরুষের মাঝেও ব্যবধান রয়েছে। তবে উভয়কে পরস্পরের প্রশান্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মহান আল্লাহ্ উভয়ের মাঝে সৃষ্টিগত দূরত্বকে জিরো পয়েন্ট করে দিয়েছেন। রাত-দিনের কর্মের মাঝে যেমন পার্থক্য রয়েছে অনুরূপভাবে নারী-পুরুষের কর্মের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের কর্মক্ষেত্রও পৃথক হবে বলে শারী'য়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এমন কি শিক্ষাঙ্গনেও ইসলাম তাদের পৃথক ব্যবস্থার কথা বলেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে এটি প্রকৃতির দাবী এবং শারী'য়াতেরও বক্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়েছে। এখানে সহশিক্ষার প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য কথাটি উল্লেখ করা যৌক্তিক বলে আমার বিশ্বাস। একবার বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) কে জনৈক ব্যক্তি সহশিক্ষা এবং একজন পুরুষ একজন নারীকে পড়াতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি এক চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষক যদি বায়েজিদ বোস্তামী হয়, আর ছাত্রী যদি রাবেয়া বাসরী হয়, এবং যেখানে পড়ানো হচ্ছে সেটি যদি বায়তুল্লাহ্ হয়, যা পড়ানো হচ্ছে তা যদি কালামুল্লাহ্ হয় তারপরও নারী-পুরুষের একসাথে পড়ানোর সুযোগ নেই। বর্তমান যুগের মক্তব-মাদ্‌রাসাহ্, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংক্রান্ত তথ্য এটিই প্রমাণ করে। নারী শিক্ষার প্রবক্তাদের এই বিষয়টি নিয়ে পুনরায় ভাবতে হবে বলে আমরা মনে করি। ইসলাম আরো একটু আগ বাড়িয়ে বলেছে, মানব শরীর যেমন পাক ও পবিত্র থাকে তেমনিভাবে মানব রূহও পাক-পবিত্র থাকতে হবে। এই জন্যই নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক

উত্তেজনা নিরসনের লক্ষ্যে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজেদের সকল চাহিদা পূরণ করতে এবং স্বামী-স্ত্রী রূপে থাকতে বলা হয়েছে।

এভাবে সমাজে প্রত্যেক নারী-পুরুষের ঘর একটি Unit হবে। তাদের এই ঘর বা সংসার যেন ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। আর এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক বা সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে ইউরোপের Godless Society বা স্রষ্টাহীন সমাজে এমন কোনো ধারণাই নেই। সেখানে নারী বা পুরুষ কারো বেলায় নৈতিক বা চারিত্রিক কোনো বাধা বিপত্তি নেই। কেউ কারো অভিভাবকও নয় এবং কারো উপর কেউ নির্ভরশীলও নয়। রাষ্ট্রীয় আইন এবং সামাজিক ব্যবস্থায়ও এমন কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

এখানে বিষয়টি পাঠকদের কাছে বোধগম্য করার জন্য স্রষ্টাহীন পরিবেশ এবং স্রষ্টায় বিশ্বাস পরিবেশের একটি উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি। সম্প্রতি ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্ত প্রকাশ্যে একটি জনসভায় নিজের কুকর্মের জানান দিয়েছে। সে নিজেই বলেছে যে, একবার ঘুমন্ত কাজের মেয়ের অন্তর্বাসে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে যৌন নির্যাতন করেছে। এভাবে প্রকাশ্যে নারী ভোগের কথা ঘোষণা দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্ট আরো বলেছে, মেয়েটির স্তনে হাত ঢুকিয়ে উপভোগ করায় সে রুম হতে বের হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে সে আবারও তাকে ভোগ করার চেষ্টা করেছিলো। এটি গির্জার যাজককে জানানো হলে যাজক তাকে জাহান্নামে যাবে বলে জানিয়েছিলো। এখানে প্রেসিডেন্ট বাড়িয়ে কমিয়ে কিছুই বলেনি। প্রেসিডেন্ট মেয়েটির সাথে যা করেছে তাই বলেছে।[১৩৫]

তাই বলছিলাম, এরাই আজকের **'নারী দিবস'** এবং **'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'** উদযাপনের মূল উদ্যোক্ত। উপরোক্ত ঘটনাকে মাথায় রেখে এবার স্রষ্টায় বিশ্বাসী পরিবেশেরও একটি ঘটনা পড়ুন। আশা করি উভয় পরিবেশের পার্থক্য অবশ্যই খুঁজে পাবেন। ঘটনাটি হলো: ইমাম শা'ফিঈ (রাহ.) এর যুগে একজন আব্বাসীয় খালীফাহ্ তার স্ত্রীকে আশ্চর্য

---

[135]- BBC News, 31.12.2018

এক পদ্ধতিতে ত্বালাক্ব দিয়ে দিলেন। অতঃপর ত্বালাক্বের এই পদ্ধতিটি ফিক্বহে ইসলামীর একটি অধ্যায়ে পরিণত হলো। খালীফাহ্ একবার তার স্ত্রীর সাথে বসে প্রেম-ভালোবাসার গল্প করতে ছিলেন। তারা যখন প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন কথার মাঝে খালীফাহ্ তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আমার চেহারা কেমন লাগে? মালেকাও ছিলো বাদশার অতি প্রিয়তমা স্ত্রী। তাই সেও ঠাট্টার ছলে বললো, আপনার চেহারা আমার কাছে জাহান্নামীর মত লাগে। এটি শুনে খালীফাহ্ রেগে উঠলেন এবং বললেন, আমি যদি জাহান্নামী হয়ে থাকি, তা হলে তোমাকে তিন ত্বালাক্ব দিলাম।

অতঃপর খালীফাহ্র মুখে ত্বালাক্বের কথা শোনেই রাণী কান্না জুড়ে দিলো। খালীফাহ্ও কিছুক্ষণ পর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পরের দিন সকালে তিনি রাষ্ট্রের সকল উলামা, ফুক্বাহা এবং আইম্মাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন। সময়মত সবাই যখন উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাদেরকে বিষয়টি খুলে বলে জিজ্ঞেস করলেন "আমার দেয়া পদ্ধতিতে আমার স্ত্রী ত্বালাক্ব হয়ে গেছে?" সবাই বললেন হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী ত্বালাক্ব হয়ে গেছে। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে মালেকায়ে আলীয়া বা First lady এখন আর আপনার স্ত্রী থাকছেন না। কিন্তু এই বৈঠকে এক যুবক মুফতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক কোণে চুপচাপ বসেছিলেন। খালীফাহ্ তাঁর কাছেও প্রশ্ন করে বিষয়টির সুরাহা জানতে চাইলেন।

উত্তরে তিনি বললেন, আমার মতে এখনো ত্বালাক্ব হয়নি। কারণ আপনি এখানে একটি শর্ত লাগিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যদি জাহান্নামীর মত হয়ে থাকি, তা হলে তোমাকে তিন ত্বালাক্ব দিলাম'। কিন্তু আপনি জাহান্নামী হওয়া তো এখনো প্রমাণিত হয়নি। অতএব কেউ যদি আপনাকে জান্নাতি হওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে দেয়, তবে আপনার স্ত্রীকে দেয়া ত্বালাক্ব হবে না। ত্বালাক্ব না হলে মালেকায়ে আলীয়া আপনার স্ত্রী থেকেই যাবেন। এমন উত্তর শুনে খালীফাহ্ আনন্দে নেচে উঠলেন। অতঃপর তিনি সেই যুবকের কাছে জানতে চাইলেন, এখন আমাকে জান্নাতি হওয়ার গ্যারান্টি কে দিবে?

এমন প্রশ্ন শুনে ওলামায়ে কেরাম এবং মুফ্তিয়ানে 'এযাম বা উপস্থিত শ্রেষ্ঠ মুফতিগণ সবাই মাথা নীচু করে বসে থাকলেন। কারণ দুন্ইয়াতে থাকা

অবস্থায় কে জান্নাতি আর কে জাহান্নামী এটি বলার সুযোগ কোথায়? কে কাকে বলতে পারবে তুমি জান্নাতি অথবা তুমি জাহান্নামী? এমন গ্যারান্টি কেউ কাউকে দিতে পারবে না। অতঃপর ঐ যুবক মুফ্তি যখন বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি খালীফাহ্র দিকে তাকালেন এবং বললেন: মহামান্য খালীফাহ্! আমি আপনাকে এই গ্যারান্টি দিতে পারবো। তবে এর জন্য আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করবো। সেই প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে আমি আপনাকে জান্নাতি হওয়ার সার্টিফিকেট দেবো। বাদশা বললেন ঠিক আছে। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন।

তখন ঐ যুবক মুফ্তি খালীফাহ্কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলুন আপনার জীবনে কখনো এমন কোনো সুযোগ হয়েছিলো যে গোনাহ করতে পারতেন কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে আপনি সেই গুনাহ করেন নি। এটি শুনে খালীফাহ্ মাথা উঠালেন এবং বললেন, হ্যাঁ! একবার এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। আমি আমার বেডরুমে প্রবেশ করলাম, আমার স্ত্রী বাসায় ছিলেন না। তখন কাজের একজন যুবতি মেয়ে সেই রুমটি পরিষ্কার করছিলো। সেই তরুণী ছিলো পরীর মত সুন্দর। পুরো শরীরে যৌবনের ঢেউ খেলছিলো। আমি তাকে দেখে অস্থির হয়ে গেলাম। নিজের উত্তেজনা নিরসনের জন্য আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অসৎ উদ্দেশ্যে সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে সে কাঁদতে লাগলো এবং চিৎকার করে বলে উঠলো, হে খালীফাহ্! আল্লাহকে ভয় কর। মনে রেখো, তিনি তোমার চেয়েও ক্ষমতাবান।

আমি যখন কাজের মেয়ের মুখে এমন কথা শুনলাম, তখন আল্লাহ্র ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আল্লাহ্র ভয়ে সকল উত্তেজনা পানি হয়ে গেলো। যদিও আমি খালীফাহ্ ছিলাম। আর ঐ মেয়েটি আমার রুমেই ছিলো। ভেতর থেকে আমি দরজাও বন্ধ করে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে আমার ইচ্ছা পূরণে বাধা দিতে পারতো না। তারপরও আমি সেদিন শুধুমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটিকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিলাম। এটি শুনো ঐ যুবক মুফ্তি মুসকি হেসে দিয়ে ক্বোরআনুল কারীমের সুরা নাযিয়াতের নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾[১৩৬]

'আর যে ব্যক্তি নিজের রাব্বের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিলো এবং নাফ্সকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিলো তার ঠিকানা হবে জান্নাত।'

অতঃপর ঐ যুবক মুফ্তি খালীফাহ্কে বললেন, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনি জান্নাতিও এবং আপনার স্ত্রীও ত্বালাক্ব হয়নি। অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা মুসলমান হওয়ার কারণে জান্নাতের আশেক। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা হতে আমরা অনুমান করতে পারি, জান্নাত সব সময় আমাদের সামনে উপস্থিত। তাই জান্নাত পাওয়ার জন্য অন্তরে সারাক্ষণ আল্লাহ্র ভয় থাকতে হবে। আল্লাহ্র ভয়ে জীবনের ঐ সকল গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকতে হবে। যদি তাই হয়, তা হলে আল্লাহ্ আমাদেরকে সারাক্ষণ তার ভয়ের মধ্যে রেখে সকল গুনাহ হতে বিরত থাকার তাওফীক্ব দেন।

'নারী দিবস' উদযাপনকারীদের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো তা হলে এমন দিবস পালনের প্রয়োজন পড়তো না। তারা একদিকে ইচ্ছে মত নারীর সম্ভ্রম লুট করে অন্যদিকে **'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'** পালন করে নারীকে নিয়ে মানব সমাজে আরেকটি তামাশা শুরু করেছে বললে ভুল হবে না।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, পশ্চিমা জগতে নর-নারী বিয়ে ছাড়াই একে অপরের বিছানায় গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশী মত যখন তখন শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারে। বন জঙ্গলের পশুর মত জৈব চাহিদা পূরণের পর একে অপরকে খুব সহজে ছেড়ে চলেও যেতে পারে। এখানে কারো কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। ইসলামী সমাজ এবং পশ্চিমা সমাজের মাঝে এটিই মৌলিক পার্থক্য। তাই এই একটি কারণেই উভয় সমাজের সমস্যা কখনো এক রকম হতে পারে না, এবং একই ভাবে সমাধানও সম্ভব নয়। কথাটিকে দুই এবং দুই এ মিলে চার এর মত বোঝার জন্য বলছি যে, নারী দিবস

১৩৬- সূরাতুন নাযি'য়াত, আয়াত নং-৪০-৪১

উদযাপনের জন্য যে বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তা হলো, নারী নির্যাতন রোধ।

পশ্চিমাদের কথা হলো, কোনো অবস্থাতেই কোনো নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। এটি তাদের কল্পনা প্রসূত একটি স্লোগান। তবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ধর্ষণের রেকর্ড পশ্চিমা বিশ্বের এক ভয়ানক রেকর্ড। এই রেকর্ডের সর্ব শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা। এই রেকর্ডে একটিও মুসলিম দেশ নেই। কেন এমন হলো? তার একমাত্র কারণ মুসলিম সমাজ নারী-পুরুষের কর্মস্থলসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শারী'য়াতের বাতলানো ব্যবধান মেনে চলে। তাছাড়া কার কি হক্ব ও মর্যাদা পবিত্র ক্বোরআনে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্য় এর বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ নমূনাও রয়েছে। ইসলামী পরিবেশ ও পরিবারের কর্ণধার হলেন সন্তানের মা-বাবা। তাই সন্তান যা খুশী তা করতে পারে না।

ছেলেকে শাসন করার মায়ের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে বাবাকেও ইসলাম তার কন্যাকে শাসন করার অধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রীর গুরুতর এবং চারিত্রিক কোনো অপরাধের কারণে অথবা নিজেদের সংসার টিকিয়ে রাখার সার্থে ইসলাম ও আমাদের সমাজ স্বামীকে নিজ স্ত্রীকে শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছে। শারীরিক ভাবে হোক অথবা অন্য কোনো পন্থায় হোক স্ত্রীকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ দিয়েছে। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বামী তার স্ত্রীকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্বামীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, স্ত্রীকে নাসীহাত করবেন, তবে তাকে যেখানে সেখানে লজ্জা দিবেন না। কারণ নাসীহাতের উদ্দেশ্য নক করা, দরজা ভেঙে ফেলা নয়।

অতএব আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, পশ্চিমা সমাজে গৃহীত ব্যবস্থা মুসলিম সমাজে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে। কারণ মুসলমান মানব রচিত মতবাদের আলোকে নিজের ইচ্ছে মত স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না। তাকে সব কিছু শারী'য়াতের দিক-নির্দেশনা মেনেই করতে হবে। পারিবারিক জীবনে কঠিন পরিস্থিতিতে কী

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে তার বান্দাকে এভাবে বলে দিয়েছেন:

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [১৩৭]

'আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে <u>সদুপদেশ দাও, তাদের সয্যা ত্যাগ কর</u> এবং <u>প্রহার কর</u>। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।'

অন্যদিকে বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে স্ত্রীর সকল দায়-দায়িত্ব স্বামীকে পালন করতে হবে বলে ইসলাম তার অনুসারীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি নাগরিক ছোটবেলা হতে পারিবারিক ভাবেই Human-friendly behaviour এর শিক্ষা পেয়ে থাকে। আর যার এই শিক্ষা বা সামর্থ নেই, তাকে বিয়ে না করে সাউম পালন করতে বলা হয়েছে। ইসলাম নারীর মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে তার কাঁধে কোনো দায়িত্বই রাখেনি। উল্টো তার স্বভাবকে মূল্যায়ন করে স্বামীর সংসার করাই তার একমাত্র দায়িত্ব বলে ঘোষণা করে তাকে সকল ঝামেলা হতে মুক্ত রেখেছে। আর তাই যে নারী স্বামীর সংসার সাজানোকে নিজের দায়িত্ব মনে করে সেই স্বামীও এমন স্ত্রী পেয়ে বলে উঠে, আমি আমার মধ্যে আমাকে খুঁজেছি শতবার, কিন্তু আমি নিজের মধ্যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই পেলাম না।

তাই কোনো স্ত্রী নিজের শিক্ষা ও যোগ্যতার কারণে চাকুরী করার জন্য চাইলেও স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে বিরত রাখতে পারবে। কারণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যেহেতু স্বামীর, তাই তাকে তার ঘরে থাকতে বাধ্য করতে পারবে। আর পশ্চিমা জগতে এটি কল্পনাও করা যায় না। যার যার রুজি তাকেই করতে হবে। এখানে কেউ কারো কোনো দাযিত্ব নেয় না। এটি নারীর অধিকার বলে তাকে হিন্দুদের গো-মাতার মত উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়া

১৩৭- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-৩৪

হয়। জীবিকা উপার্জনের নামে কখন সে কার সাথে কোথায় চলে যাচ্ছে এবং কোথায় কী করছে কারো কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না। আরো লজ্জা জনক কথা হলো, সে প্রকাশ্যে দাবি করছে শরীর তার, তাই সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব পশ্চিমাদের শেখানো বুলি আওড়ানোর আগে এবং নারী স্বাধীনতা ভোগের নামে তাদের দেখানো মতে ও পথে অশালীন কাপড়ে ঘরের বাইরে পা রাখার পূর্বে আমাদের নারী সমাজ এবং পরিবারের অভিভাবকদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীর সবই মকসুদ আলী, অর্থাৎ মতলব বাজ। আর এই কারণেই সাগরও একজন পর্যটককে আনন্দ দেয়ার নামে বুকে টেনে নিয়ে রূহটা বের করে নিজের উত্তাল ঢেউকে Dead body টাকে পূনরায় সাগর তীরে ফেলে আসতে বলে। কী বুঝলেন?

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ, মুসলিম ফ্যামিলি ও সোসাইটি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে বিয়ের পূর্বে বাবা-ভাই এমনকি সমাজের কাছেও তাকে জবাবাদিহি করতে হয়। বিয়ের পর সম্পূর্ণ স্বামীর অধীনে তাকে থাকতে হয়। এমনকি বাবার বাড়ি যেতে হলেও স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। স্বামীর ইচ্ছার বাইরে স্ত্রী যেমন কোথাও কারো সাথে যেতে পারে না, অনুরূপভাবে তার অনুমতি ছাড়া কোথাও রাতও কাটাতে পারবে না। কারণ তাদের জীবন হবে মূলতঃ God oriented life বা আল্লাহ মুখী জীবন। সব কিছুতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই হলো মু'মিনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই এই একটি কারণেই ইসলামী পরিবেশে এবং পরিবারে নারীর দাম্পত্য জীবন হলো স্বর্গীয় জীবন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, যে নারী তার স্বামীর আনুগত্য বা তার ইচ্ছার সামনে Surrender করতে জানে সেই নারীই মূলতঃ সুখী নারী। আর যেই পরিবারে Self-discipline বা ধৈর্য বজায় থাকে সেই পরিবারে কখনো বিচ্ছেদ ঘটে না। যে সব পরিবারে বিচ্ছেদ হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেখানে স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে মানে না এবং কেউ কারো কথা শুনে না। ইসলাম দাম্পত্য জীবনে সুন্দর পরিবেশ রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রীর অধিকার জানিয়ে দিয়েছে। মানব সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মূল্যায়ন সম্পর্কে দুন্‌ইয়াবাসিকে এভাবে শুনিয়ে

নারী দিবস এক দিন নয়, প্রতি মুহূর্ত ও প্রতিদিন উদযাপনের রাস্তা বাতলে দিয়েছে:

- **মেয়ে যখন জন্ম হয়:** তখন ইসলাম বলে যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হয় সেই ঘর বরকত ময় ।
- **মেয়ে যখন যৌবনে পৌঁছে:** তা'লীমাতে নাববীতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের মেয়েকে সঠিকভাবে লালন করে ভালো পাত্র অর্থাৎ দ্বীনদার পাত্রের কাছে বিয়ে দেয় তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত ।
- **মেয়ে যখন বিবাহিত:** রাসূল (স.) বলেছেন, সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম ।
- **মেয়ে যখন সংসারে:** অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন শুরু করে তখন ইসলাম বলে, স্ত্রীর দিকে দয়া ও মায়ার দৃষ্টিতে তাকানোও সাওয়াবের কাজ । এমনকি মায়া করে তার মুখে খাবার তুলে দেওয়াও সাদাক্বাহ্ ।
- **মেয়ে বিয়ের পরে:** গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গেলে ইসলাম বলে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে ।
- **মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার পর:** সন্তান জন্ম দিয়ে মা হলে ইসলাম বলে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত । এবার ভেবে দেখুন নারীর এমন ইয্যাত কোনো ধর্ম দেয়া তো দূরের কথা ভাবতেও পারেনি ।

অতএব যে ধর্মে নারীর এমন মর্যাদা সেই ধর্মের অনুসারীদের মাঝে আবার কিসের **নারী দিবস?** কী কারণে উদযাপিত হবে নারী **'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'?** তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে টিকে থাকতে হলে সত্যিকারের ক্বোরআন সুন্নাহ্র আলোকে পরিবার ও সমাজ গঠনের বিকল্প নেই । যা করতে হবে এবং মানতে হবে সব ইসলামের আলোকেই হতে হবে । পশ্চিমাদের দেয়া প্রেসক্রিপশন গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে, এটি আমাদের শরীর এবং দ্বীন-ধর্মের সাথে কতটুকু এডজাস্ট হবে? তা না হলে যত উত্তম প্রেসক্রিপশনই হোক না কেন, মৃত্যু অবধারিত । এখানে আরো একটি কথা বলে রাখি হিকমাত হলে মু'মিনের হারানো সম্পদ । তাই এটি বিবেক বিবর্জিত না হয়ে নৈতিক চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য হলেই চোখ বুঝে গ্রহণ করে নিতে হবে । আর

এখানেই রয়েছে দুন্ইয়া ও আখেরাতের মুক্তি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এটি বিষয়টি বোঝার তাওফীক্ব দান করুন।

যাক বলছিলাম, এভাবে পশ্চিমারা বিভিন্ন নামে এবং চাকচিক্যের স্লোগানে মুসলিম উম্মাহ্কে দ্বীন ও শারী'য়াত হতে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাদের ঐ সব স্লোগানের একটি হলো জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্লোগান। অত্যন্ত শুভাকাঙ্খির বেশভূষায় এসে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আমাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলো যে, বাঁচতে হলে এবং সন্তানকে মানুষ করতে হলে একটির বেশী সন্তান জন্ম দেয়া যাবে না। ১৯৮০ সালে বলা হয়েছিলো,এখন হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা না হলে ১৯৯০ সালে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। তাই দুর্বল ঈমানওয়ালারা জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিলো। কিন্তু তারপরও দুন্ইয়াতে যার আসার কথা ছিলো সে এসেই পড়েছে। কোনো কিছুই তাকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। এভাবে দেখতে দেখতে ১৯৯০ সালও চলে আসলো কেউ কিন্তু মর্লো না।

অতঃপর ঐ শায়ত্বানগুলো বোল পাল্টিয়ে বলতে শুরু করলো, এখনও যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে আগামী ২০০০ সালে পৃথিবীতে মানুষ মানুষের গোস্ত খাবে। তাদের এমন সতর্কবাণী (?) তে উম্মাহ্র বেশ কিছু মানুষ ঈমান হারালো। যারা এতদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ করেনি তারাও শুরু করে দিলো পুরোদমে জন্মনিয়ন্ত্রণ। বিয়ে করেই প্রথম সিদ্ধান্ত আগামী পাঁচ বছর সন্তান নেয়া যাবে না। নিজেদের ইচ্ছে মত আনন্দ উপভোগে কাটাবে দাম্পত্য জীবন। অতএব পরিপূর্ণ সুস্থ দম্পতিদেরও সন্তান জন্ম নেয়া বন্ধ হয়ে গেলো। হবে না কেন? মায়েরাই এখন নিজেদের মেয়েদেরকে দুই চার বছর পর্যন্ত সন্তান নিতে নিষেধ করে। বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, বিয়ের পর এক দুই বছরের মাথায় সন্তান জন্ম দেয়াকে সবাই খারাপ মনে করতে লাগলো। তাই বিয়ের পর পর সন্তান জন্ম দিতে নব দম্পতিরা লজ্জা করছে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান কখনো তার জাতিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে বলতে পারে না। মানুষকে খাওয়ানোর মালিক আল্লাহ্।

তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, উমার (রা.) তাঁর শাসনামলে এত সন্তান কেন জন্ম দিয়েছো এমন প্রশ্ন কাউকে কখনো করেন নি; বরং তিনি রেশনের বস্তা নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে অভাবিদের ঘরে পৌঁছে

দিয়েছেন। এটিই ছিলো মাদীনার শাসন। এখন আপনি কী করছেন? রাষ্ট্রপ্রধান কী করছে?

Infertility Treatment Centre এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নিঃসন্তান দম্পতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লাখ। প্রতিনিয়ত এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগেকার যুগে আমার আপনার দাদা-নানার সময় প্রত্যেক পরিবারে ৫/১০/১৫/২০ জন পর্যন্ত সন্তান ছিলো। দশ ভাই-বোন তো ৫০% পরিবারে সাধারণ ব্যাপার ছিলো। আমার মামারা-খালারা দশ জন। আমরা চার ভাই, তিন বোন মোট ৭ জন ছিলাম। আমার শ্বশুরের পাঁচ ছেলে, চার মেয়ে ছিলো। এখন আপনি আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন এমন দেখতে পাবেন না। এখন এমন পরিবর্তন কেন হলো? উত্তর একটিই। তা হলো, সন্তান আল্লাহ্‌র নি'য়ামাত এটি বুঝতে আজকের দম্পতিরা ভুল করছে। তারা বাসর রাত্রীতেই পরামর্শ করে সন্তান নেয়া না নেয়া নিয়ে। তারা মনে করে সবে মাত্র বিয়ে করেছি, প্রথম বছরে সন্তান জন্ম হলে মানুষ কী মনে করবে? তাই কয়েক বছর এনজয় করে ক্যারিয়ার বিল্ডআপের পর বাচ্চা নেয়ার কথা ভাববো। এরপর জন্ম নিয়ন্ত্রণের যত শায়ত্বানী পরিকল্পনা আছে সব গ্রহণ করতে শুরু করে। অন্যদিকে Pharmacutical Company গুলোও সম্পূর্ণ পাশ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে ধোকায় ফেলেছে। এ সব গর্দভগুলো সব বুঝলেও এটি বুঝতে ভুল করে।

এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে, একটি মেয়ে যদি তিন চার বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে ত্রিশটি পিল খায়, তা হলে তার প্রতিটি পিরিওড পরিবর্তন হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকলে অনেক সময় একটি মেয়ের স্বাভাবিক শারীরিক আবস্থা আর ফিরে আসে না। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় বাঁধা দেয়ার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরেকটি নব আবিষ্কার emergency pill. এটি accidental pregnancy হতে বাঁচানোর নামে নারীকে আরো বড় এক সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। কারণ এটি ব্যবহারের ফলে বাচ্চা জরায়ুতে না হয়ে অন্য জায়গায় হবে। পরিশেষে এ সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে নারীর জরায়ু কেটে ফেলতে হবে। বাচ্চা গর্ভে আসার পরও শায়ত্বানীর আরো অনেক রূপ রয়েছে। যার একটি হলো mm kit বা Mifepristone

and Misoprostol for Early Abortion এটি খেলে বাচ্চাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে জরায়ু হতে ছুরে ফেলে দেয়। এত সব শায়ত্বানীর আশ্রয় নেয়ার পর যখন সন্তান নিতে চায় তখন আর সন্তান হয় না। এখন মজা বোঝে, আর দৌড়াইতে থাকে Infertility Treatment Centre.

যখন সন্তান নিতে চাইলো তখন আর সন্তান হলো না। ডাক্তার বললো এখন আপনাদের আর সন্তান হবে না। কারণ আপনার স্ত্রীর বা আপনার এটি নেই ঐটি নেই। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করতে পারলেও সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অথবা স্ত্রীর জরায়ুতে সমস্যা। বা কোনো একজনের ডিম্ব নেই, যা ছিলো শেষ হয়ে গেছে। স্বামীর বীর্য এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। সন্তান জন্মের ক্ষমতা এখন আর কারো নেই। অন্যদিকে যারা আগামী দিনের বিলাসী জীবনের কথা ভেবে একটি সন্তান জন্ম দিয়েছিলো সেও এখন এক্সিডেন্ট করে মারা গেলো। না হয় প্রতিবন্ধী জন্ম নিয়ে বোঝা হয়ে এখন মা-বাবাকে দশ সন্তানের কষ্ট একজনের কারণেই করতে হচ্ছে।

এখানে আমাদেরকে একটি কথা বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং দুন্‌ইয়াতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন সেটিকে কোনো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা বান্দার নেই। তাই হাজার পরিকল্পনার পরও যার জন্ম নেয়ার কথা তার জন্ম ঠিকই হচ্ছে। আর গর্দভ মা-বাবা মনে করছে তাদের অসতর্কতার কারণে গর্ভে সন্তান চলে এসেছে। এ সব মন্তব্য তাদের দুর্বল ঈমানের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের বক্তব্য হাস্য রশের মত মনে হলেও শতভাগ সত্য হলো, বর্তমান জনসংখ্যার ৫০% জন্ম হয়েছে তাদের মা-বাবারা এই আশায় সন্তান নিয়েছে যে, এবার ছেলে হবে। অর্থাৎ যখনই মেয়ে হয়েছে তখনই আবার ছেলের আশায় সন্তান নিয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবেও দুন্‌ইয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিয়ের পর সন্তান না নিয়ে ৫/৭ বছর স্বামী-স্ত্রী ভোগ-বিলাসের জীবন কাটানোর লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে কাটিয়ে দিলো। যখন মনে করলো এবার তাদের সন্তান নেয়ার সময় হয়েছে, তখন এক সাথে ৪ টি সন্তান স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিলো।

এরাই আবার আল্লাহ্‌র সাথে চালাকি করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে!! তাই আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ* فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾[১৩৮]

'তারা সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহ্‌র কাছে ছিলো, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিলো যাতে পাহাড় টলে যেত। কাজেই হে নাবী! কখ্খনো এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর নাবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধচরণ করবেন। আল্লাহ্ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।'

তাই বলছিলাম, যাদের এমন সমস্যা তারা নিজেরাও জানেন কেন এমন হলো? তারা যদি নিজেদের জীবনের হিসাব মেলান তখন নিজেরাই এর কারণ খুঁজে পাবেন। এসব যৌবনের কোনো অপরাধের কারণেই হয়ে থাকে। নিজের অতীত ডায়েরী খুলে দেখুন কখন কার সাথে কী করেছেন। পরিষ্কার দেখতে পাবেন। আবার অনেকের এমনিতেই সন্তান হচ্ছে না। এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর। তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। সন্তানের জন্য শির্‌ক এ লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব যে সব মেয়েদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু সন্তান হচ্ছে না তাদেরকে মনে রাখতে হবে, আয়েশাহ্ (রা.) এর খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, কিন্তু তার কোনো সন্তান ছিলো না। তাই মন খারাপ করা যাবে না। আক্বীদাহ্ বিশ্বাস হারিয়ে সন্তান হলেও কিন্তু আপনাদেরকে আরো বড় সমস্যায় পড়তে হবে। অর্থাৎ দুন্‌ইয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাতে হবে।

যাক, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের বিভিন্ন সময়ের দেয়া সতর্কবাণী নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এভাবে ২০০০ সালও চলে আসলে, কেউ কারো গোস্ত খেলো না। উল্টো মাঠে-ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে, খালে-বিলে, পুকুরে-লেকে খাদ্য-শষ্য যেমন বৃদ্ধি পেলো, তেমনিভাবে মাছ-মুরগী, তরি-তরকারি, শাক-সব্জিও সকল মওসূমে অকল্পনীয়ভাবে ধনী-গরীর সবার হাতের নাগালে চলে আসলো। বাজারে কোনো কিছুর অভাব

১৩৮- সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত নং-৪৬-৪৭

নেই। উৎপাদনের বৃদ্ধি এত বেশী যে, ক্রেতার অভাবে অনেক সময় বাজারে পড়েও থাকে।

এবার বলা হলো, ২০১৫ সাল পর্যন্ত যদি এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা হলে এই মানব বিস্পোরণের কারণে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে। কিন্তু না, কিছুই হলো না। ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে জন শক্তির মাধ্যমে শুরু হলো শিল্প বিপ্লব। দেশ-বিদেশের শ্রম-বাজার চাঙ্গা হওয়ায় রেমিটেন্স বেড়ে যাচ্ছে। সর্বত্র জনশক্তির ব্যবহারে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের চাকা ঘুরতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষ সাগরের তলদেশে যেমন পৌঁছে গেলো ঠিক তেমনিভাবে চাঁদের দেশে গিয়েও অবস্থান নিলো। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করে কোথায় প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার সন্ধান করে চলছে। অতঃপর ২০১৫ সালও যথা নিয়মে চলে আসলো এবং স্বাভাবিক ভাবে কেটেও গেলো। এখন ২০১৯ এ এসে মুসলিম নামধারী কিছু অপদার্থ এবং নাস্তিক আমাদের ঈমানের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে ২০৩০ সালের ভয় দেখাচ্ছে।

এখন তারা রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে বলতে শুরু করেছে, এভাবে জন সংখ্যা বাড়তে থাকলে মানব সমাজে **এইছা হো গা ঐ ছা হোগা**। তবে আমরা যেহেতু এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রেখেছি, তাই আমরা বলছি **আছল বাত ইয়ে হ্যায়, কেহ্ কুচ ভী নেহী হো গা**। তার কারণ আজকের সমাজে মানুষ যে সব নি'য়ামাত ভোগ করছে ১৯৮০ সালে এসব কল্পনাও করা যেত না। বর্তমানে যে সব আবিষ্কার ও নিত্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে কল-কারখানাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষেত-খামারে যে সব উৎপাদন হচ্ছে, তা মানুষ তখন ভাবতেও পারেনি।

বিষয়টি পাঠকদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য এখানে ছোটবেলায় আমার দেখা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭৭ সালের ২৬ শে মার্চ আমার ছোটখালা সুরাইয়া পারভিন এর যখন বিয়ে হয়, তখন আমি ছোট ছিলাম। বেশ কিছু কারণে সেই বিয়ের কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেই বিয়েতে মেহমানদেরকে আস্ত ডিম দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিলো। আমাদের গ্রামেরও বেশ কিছু লোকজনকে সেই বিয়েতে

দা'ওয়াত করা হয়েছিলো। তারা খুব আগ্রহের সাথে গিয়েও ছিলেন এবং খেয়েও এসেছেন। খাবারের সাথে প্রত্যেকের জন্য আস্ত একটি ডিম দেখে সেদিন অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলো।

পরবর্তীতে সেই বিয়ের খাবারের প্রশংসা করতে গিয়ে অনেকে ডিমের কথাটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। কারণ তখন বিয়েতে আস্ত ডিম খাওয়ানো এক বিশাল ব্যাপার ছিলো। এখানে আত্মার পরিচয় যেমন ছিলো তখন এতগুলো ডিমের ব্যবস্থা করাও ছিলো জটিল বিষয়। যারা এই বিয়েতে ছিলেন এবং খেয়েছেন তারা সেই খাওয়ার গল্প করেছেন বহুদিন। আমার বড় মামা মরহুম কামাল উদ্দীন মজুমদারের বিয়ে আমি দেখিনি। তিনি বিয়ে করেছেন সম্ভবত ১৯৬৪ সালে। ছোট খালাম্মার বিয়ের সময় ফুলগাজী বাজার হতে ডিম সংগ্রহ করার দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে। আশ-পাশের কয়েকটি বাজার হতে হাঁটের দিন ডিম সংগ্রহ করা হয়েছিলো। তখন গ্রামের হাতে গোণা কৃষক এবং অভাবীরা ডিম বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে আসছিলো। আর যাদের সেদিন ডিম কিনার ইচ্ছা ছিলো তারা এই বিয়ের কারণে ডিম না কিনে আমার মামাদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

এই গল্পটি এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে ২০১৯ সালে এসে ঘরে বসে অর্ডার দিয়ে দেখুন, কয়েক ঘন্টার মধ্যে ট্রাক ভর্তি ডিম আপনার উঠানে এসে হাযির হবে। তবে এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে মেহমানরাও খুব আগ্রহ করে ডিম খেতে চায় না। তাই বিয়েতে ডিমের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক সময় টেবিলেই পড়ে থাকে। যে কোনো সময় লক্ষ ডিমের প্রয়োজন হলেও মুহূর্তের মধ্যে বাসার সামনে এসে হাযির। প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মানুষ বুঝতে পারছে না। চাহিবামাত্র সব জিনিস উপস্থিত। পুরো একটি এলাকার মানুষ খাওয়ার পরও পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম থেকে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসেরও একই অবস্থা।

মানুষের জন্মের হার যা না বাড়ছে, তার চেয়ে জলে-স্থলে কয়েকগুণ বেশী আল্লাহর নি'য়ামাত বাড়ছে। তাই খাদ্যের অভাব দেখা দেবে এমন কাল্পনিক ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস না

রাখা। রিয্কের মালিক আল্লাহ্কে মনে না করা। অথচ আল্লাহ্ ক্বোরআনে মানব জাতিকে খাদ্য দেয়ার কথা আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾[১৩৯]

'দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।'

অতএব মনে রাখবেন, যে বিষয়গুলোর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে একজন কাফের মুসলমান হয়ে যায় ঠিক একই বিষয়গুলো অস্বীকার করলে একজন মুসলমানও কিন্তু কাফের হয়ে যায়। এর বাইরে যা আছে সেগুলো আপনি তাত্ত্বিক এবং দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য বলতে পারেন। অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। তাই মুসলমানকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কারণ ঈমান একটি মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ চুরি হওয়ার আশঙ্কাও বেশী। বন্ধু বেশে শত্রু এসে সুন্দর স্লোগান দিয়ে আপনার ঈমান নিয়ে পালাবে।

গভীর ভাবে চিন্তা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, আদম (আ.) যখন দুন্ইয়ায় আগমন করলেন তখন এই দুন্ইয়ায় শুধুমাত্র দুইজন মানুষের খাবার ছিলো। বর্তমান পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, আর সেই অনুযায়ী যামীনও তাদের জন্য অঢেল খাদ্য উৎপাদন করে চলছে। জলে স্থলে এখন শুধু সম্পদ আর সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে। আদম (আ.) এর যুগে যামীন হতে কোন্ খনিজ সম্পদ বের হয়েছিলো? সেই দিন কোন্ প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছিলো একবার ভেবে দেখবেন কি? এমন কোনো তথ্য আপনার জানা আছে? আশ্চর্যের কথা হলো, আল্লাহ্ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন কা'বা ঘরের যামীন টুকুই ছিলো এই পৃথিবীর প্রথম যামীন। এখন বর্তমান পৃথিবীর আয়তন ৫১ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ কি.মি.। স্থলভাগের ২৯% এবং জল ভাগের ৭১% হলো বর্তমান পৃথিবী।

১৩৯- সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩১

আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে জাযিরাতুল আরব বা আরব ভূখন্ডে জনসংখ্যা কত ছিলো? পরবর্তিতে সেখানে যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন আল্লাহ্ সেখানের যামীনকে তার পেট হতে পেট্রোল বের করে দিতে হুকুম দিলেন। যেদিন ইব্‌রাহীম (আ.) যখন মাক্কায় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী **'হাজেরাহ'** এবং কলিজার টুকরা ছেলে **'ইসমাঈল'** কে রেখে এসেছিলেন সেদিন সেখানে পানিও ছিলো না। ফল-ফ্রুট থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। ছেলের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পানির অন্বেষণে মা হাজেরাহ (আ.) সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো এবং যমযম কুপ সৃষ্টির ইতিহাস আমাদের সবার শুধু জানা নয়, হাজ্জ করতে যাওয়া প্রত্যেক হাজ্জীকে তাঁর অনুকরণে সাফা-মারওয়ায় ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দৌড়াতে হবে বলে আল্লাহ্ ক্বোরআনে ঘোষণাও করে দিয়েছেন। আরো অবাক হওয়ার মত কান্ড হলো, যে যামীনে সেদিন দুই জন মানুষের (মা-ছেলে) পান করার মত পানি ছিলো না এখন সেই আরব ভূখন্ডে পাওয়া গেলো পেট্রোল, পাথর, লোহা এবং স্বর্ণের খনি। আগামীতে আরো কী পাওয়া যাবে তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

এই যুগের ইতিহাস শুনুন। ২০০৩ সালের ৬ এপ্রিল হতে ২০০৪ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর মূল ক্যাম্পাস কুমিরার এক নং হলের প্রথম ওয়ার্ডেন ছিলাম আমি। বর্তমানে সেই হলটি একাডেমিক ভবন হিসেবে পরিবর্তন হয়ে সেখানে শারী'য়াহ অনুষদসহ ইংলিশ ও ল' ডিপার্টমেন্টের ফিমেল সেকশনের ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস আবাদ করার জন্য শিক্ষক হিসেবে উক্ত হলের দায়িত্ব নিয়ে আমি ৫ম তলায় স্ব-পরিবারে থাকতাম। শিক্ষক হিসেবে স্থায়ী ক্যাম্পাসের আমি হলাম দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তি হলেন শারী'য়াহ ফ্যাকাল্টির বর্তমান ডীন ড. প্রফেসর শাফী উদ্দীন মাদানী। যিনি আমার ছয় মাস পূর্বে ২ নং হলের দায়িত্ব নিয়ে স্ব-পরিবারে ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন যাতব ক্যাম্পাসের কো-অর্ডিনেটরও ছিলেন তিনি। তখন ক্যাম্পাসের অবস্থা এমন ছিলো যে,

বাসায় রান্না করা ভাত-তরকারি ছাড়া বাইরে কোনো কিছু খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না।

একটি ব্রেড বা বাচ্চার জন্য একটি চিপ্‌স এবং মাথা ব্যাথার কোনো ঔষধের প্রয়োজন হলে অথবা বন্ধুদের সাথে নিয়ে এককাপ চা খেতে হলে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে জোড়ামতল যেতে হতো। তখন ক্যাম্পাসের আশ-পাশে দোকান-পাট বলতে কিছুই ছিলো না। তাই কর্তা ব্যক্তিদের কেউ উক্ত ক্যাম্পাসে যাওয়া এবং সেখানে থাকার জন্য রাজি হতো না। শারীরিকভাবে কেউ কখনো গেলেও মানসিকভাবে শহরেই অবস্থান করতো। অফিসিয়াল কাজে ছাত্রদেরকে অসহায় হয়ে যেমন চকবাজার দৌড়াতে হতো, আমাদেরকেও হোস্টেলের কোনো বিষয়ের সমাধানের জন্য রাত-দুপুরে চকবাজারের কর্তাদের অফিসের আশ্রয় নিতে হতো। অনেকে এখানে আসার জন্য ভাতা গ্রহণ করেও আসেনি। এসব লেখার কারণে আমার একটি বইও তাদের আঙিনায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন সেখানে প্রতিদিন এক দেড়শ বাস ২/৪ বার চলাচল করছে। শিক্ষক ও কর্মচারীরা ছাড়াও ২/৪ হাজার ছাত্র হোস্টেলে অবস্থান করছে। ৮/১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-কর্মচারীর সকাল সন্ধ্যা অবস্থানের পরও কোনো কিছুর অভাব নেই। ইচ্ছেমত তরি-তরকারি, ফল-ফ্রুট কিনে নেয়ার পরও পর্যাপ্ত পরিমাণ থেকে যাচ্ছে।

তাই বলছিলাম, মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, যখন মানব সম্পদ কম ছিলো তখন পৃথিবীতে খনিজ সম্পদও সীমিত ছিলো। মানব সম্পদ বাড়ার সাথে সাথে খনিজ সম্পদও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যা যা আছে তার চেয়েও অনেক বেশী প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ্ দান করেছেন। আরো কয়েকগুণ মানুষ বছরের পর বছর খেয়েও শেষ করতে পারবে না বললে ভুল হবে না। কারণ খেয়ে শেষ করার আগেই আল্লাহ্ অন্য আরেকটি সম্পদ দিয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রতিকালের ঘটনাবলী এটিই জানান দিচ্ছে।

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আসল সমস্যা জনসংখ্যা নয়, আসল সমস্যা হলো, নাস্তিকতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসহীনতা। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনীতিকে সুদের চাদরে মুড়িয়ে দিয়ে যুল্‌ম অত্যাচার করাই হলো আজকের মানব সমাজের অভাব অনটনের মূল কারণ। ক্ষমতাধরদের বন্টননীতির অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিসহ অদক্ষ প্রশাসনই হলো বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যার মূল সমস্যা। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র সমস্যার সমাধান জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়; বরং আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেই দুন্‌ইয়া ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে বিষয়টি ভালো ভাবে উপলব্দি করার তাওফীক্ব দান করুন।

আ-মী-ন।

প্রফেসর নাদভীর গবেষণা কর্ম হলো:

১. ফাত্ওয়া বিবাহ ও ত্বালাক্ব (আংশিক) ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

২. ফাত্ওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

৩. আরবী বাংলা অভিধান (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

৪. নারী এজেন্ডা

৫. বিয়ে

৬. সংসার

৭. দাম্পত্য জীবন

৮. সভ্যতায় নারী

৯. বিশ্বায়ন ও নারী

১০. শ্বশুর বাড়ি ও বাবার বাড়ি

১১. বিশ্বধর্মে নারী

১২. ডিভোর্স

এই বইয়ের বহু চুম্বকাংশ হতে একটি :

'..... এটি শুধু আমাদের দাবী নয়, বাস্তব সত্য। তাই আমরা মুসলিম পরিবার ও সমাজে দেখতে পাই, তাদের সন্তানরা স্কুল হতে বাসায় ফিরেই জিজ্ঞেস করবে, আম্মু কই? বিকালে ঘুম হতে উঠেই প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? আম্মুর সাথে কোনো কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে একবার চোখের সামনে দেখতে পেলেই তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পরিবারের শুধু ছোট বাচ্চারা নয়, কলেজ-ভার্সিটি হতে বাসায় ফিরে এসে বড়দেরও প্রথম প্রশ্ন আম্মু কই? বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করে এর কারণ হিসেবে যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, প্রত্যেকটি সন্তানের জন্মের পর তার নাভী কেটে মায়ের শরীর হতে পৃথক করা হয়েছে, তাই এখনো সেই কাটা জায়গাটি শুকায়নি, এ কারণেই কিছুক্ষণ পর পর তার মা কে না দেখলেই সেখানে ব্যাথা শুরু হয়।

অনুরূপভাবে যারা ভদ্রলোক তারাও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে পেতে চায়। অফিস হতে বাসায় এসেই প্রথম ডাক **'এই তুমি কোথায়?'** কোনো কাজ না থাকলেও স্বামী চায় তার স্ত্রী এসে দরজা খোলুক, অফিসে যাওয়ার সময় বিদায় দিয়ে যাক। দুপুরে বিশ্রামে যাওয়ার সময়ও যেন স্ত্রী পাশে শুয়ে থাকুক। এটি নিয়ে অনেক চিন্তা করে আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতেই স্বামী পুরো দিনের সব পরিশ্রমের কথা ভুলে যায়। যেই দিন **'ক্বাবিলতু'** বা **'ক্বাবুল'** বলে তাকে মনের গভীরে স্থান দিয়ে দু'টি হৃদয়ের মাঝে যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে, সেই দিন হতেই উক্ত নেটওয়ার্কের মাঝে বিচ্ছিন্নতা কোনো ভদ্র স্বামী মেনে নিতে পারে না।

কারণ মহান আল্লাহ্ যদি নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন চাহিদা ও কামনা, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি না করতেন, তাহলে নারীর মধু আহরণের রাস্তা যতই উন্মুক্ত করা হোক না কেন, তারা কখনো পরস্পরের সান্নিধ্যে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারতো না। আর এই প্রশান্তি লাভের লক্ষ্যে উভয়কে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্কের গভীরতা বোঝানোর জন্য বলেছেন;

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'

একজন ইংরেজ এভাবে বলেছেন;

'Fitting into each other as a garments fits the body'

তাই বলছিলাম, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি সেই অস্থিরতা ও উত্তেজনাকে নর-নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে **'ক্বাবিলতু'** বলে ঘর বাঁধতে বাধ্য করেছে। অস্থিরতা যেহেতু শান্তির প্রত্যাশী, তাই এর সন্ধানে নারী-পুরুষকে পরস্পরের দিকে চুম্বকের মত টেনে এনে তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের এক অকল্পনীয় সম্পর্ক স্থাপন করে দু'টি পৃথক পরিবেশ ও দুই মেরুতে জন্ম নেয়া আগন্তুককে পুরো জীবনের সকল মোড়ে ও সকল বাঁকে সংযুক্ত করে রাখে। যে সংযোগ চরম উত্তাল কুলহীন সাগরের মাঝেও কখনো Network Failure এর কোনো সংকেত না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবন তরীকে নিরাপদে চলার পথ দেখায় এবং জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও স্বামীর দৃষ্টির তৃষ্ণা মেটায়, তাই স্বামীও বাসায় এসেই স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখতে চায়।'